সহস্র-সঙ্গীত।

১৩ নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট "হরি-যন্ত্রে"
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

সঙ্গীতই সাহিত্যের কৌস্তভ-মণি। সভ্য অসভ্য, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই সঙ্গীতের আদর আছে। মানুষের হৃদয় যতই কঠিন ও নির্ম্মম হউক না কেন, সঙ্গীতের মধুর ঝঙ্কারে ক্ষণকালের জন্যও তাহা কোমল হইয়া যায়। বাস্তবিক, সঙ্গীতের মধুর নিনাদে যাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত না হয়, তিনি জগতে মনুষ্য হইয়া মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত। তাই মহাকবি সেক্সপীয়র বলিয়াছেন, "যে সঙ্গীতে মুগ্ধ না হয়, তাহাকে বিশ্বাস করিও না।"

বাঙ্গালা-সাহিত্যের এ অবস্থায় যদি গৌরবের সামগ্রী কিছু থাকে, তবে তাহা বঙ্গ-সঙ্গীত। বাঙ্গালায় কবিত্বপূর্ণ সুধাময়ী সঙ্গীতলহরী বাঙ্গালীর ক্ষমতার অসাধারণ পরিচয় দিতেছে। দুঃখের বিষয়—অনুশীলন অভাবে বাঙ্গালার প্রাচীন ও আধুনিক সঙ্গীত-রচয়িতাদিগের সঙ্গীত ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যাইতেছে। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, আশুতোষ দেব, রমাপতি, রাম-মোহন রায়, তানসেন, সরিমিঞা, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, গোবিন্দ দাস প্রভৃতি প্রাচীন সঙ্গীতবেত্তাদিগের সুমধুর গীত এখন আর পূর্ব্ববৎ শ্রুতিগোচর হয় না। কোনটী অর্দ্ধেক শূন্য, কোন-টীর আগা গোড়া গোঁজা মিল; এই ভাবে সাত নকলে আসল খাস্তা হইয়া যাইতেছে। ঐ সকল উৎকৃষ্ট সঙ্গীত বিলোপ প্রাপ্ত হইলে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বঙ্গ-সাহিত্যের যাহা লইয়া এত গৌরব, তাহা

যদি অনুশীলন অভাবে লোপ পায়, তবে বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালীর বিশেষ দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন দেশীয় অনেক নিরক্ষর ব্যক্তি রচিত এমন উৎকৃষ্ট সঙ্গীত শ্রুত হওয়া যায়, যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী কৃতবিদ্য পুরুষেরা পর্য্যন্ত কলমস্থ করিতে পারেন না। সে সকল সঙ্গীতও সাধারণে এতদিন প্রকাশিত হয় নাই। আমি বহু পরিশ্রমে, বহু অর্থব্যয়ে ও বহু ব্যক্তির সাহায্যে বিগত ৩ বৎসর অবিশ্রান্ত অনুসন্ধানের পর, বাঙ্গালার খ্যাতনামা প্রাচীন, আধুনিক লেখকগণের রচিত যাবতীয় উৎকৃষ্ট সঙ্গীত ও লুপ্ত-প্রায় প্রাচীন সঙ্গীত এক সহস্র সংগ্রহপূর্ব্বক "সহস্র সঙ্গীত" প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে পাঠক পাঠিকাগণ যদি ইহার একটী গানেও দুঃখ ও অশান্তির মধ্যে ক্ষণকালের জন্যও আনন্দ লাভ করেন, তবে শ্রম ও অর্থব্যয় সফল জ্ঞান করিব।

১৩ নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা।
১লা জানুয়ারি ১৮৯২ খৃঃ

শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়
সংগ্রাহক ও প্রকাশক।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এক বৎসর অতীত হইতে না হইতে "সহস্র-সঙ্গীত" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহাতে সহজেই বোধ হইতেছে যে "সহস্র-সঙ্গীত" সঙ্গীতানুরাগীগণের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। আমারও শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে। এক্ষণে পূর্ব্ববারের ন্যায় উৎসাহ পাইলেই, কৃতার্থ হইব। ইতি তারিখ ২৬ ডিসেম্বর ১৮৯২।

শ্রীপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায়।

ই ও ঈ।

উ।

এ।

ঐ ।

ও ।

✓ক।

গ।

ঘ।

চ।

ছ।

জ।

৮ ন।

প।

ফ ।

ল।

শ।

স।

৺হ।

ক্ষ।

ড।

ত।

৺দ ।

ধ ।

সঙ্গীত।

প্রথম খণ্ড।

(শ্যামা-সঙ্গীত)।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

দাড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে ;—হৃদয় রাসমন্দিরে।
হ'য়ে বাঁকা, দেমা দেখা, শ্রীরাধারে বামে লয়ে॥
নরকর কটি বেড়া, তেজে পর মা পীতধড়া,
মাথায় পর মা মোহন চূড়া, চরণে চরণ দিয়ে।
নরশির মুণ্ডমালা, তেজে পর বনমালা,
কালী ছেড়ে হ'মা কালা, হ্যাদেগো পাষাণের মেয়ে।
ত্যজিয়ে ভীষণ অসি, করে নে মা মোহন বাঁশী,
বাজা মা হ'য়ে উল্লাসী, জয় রাধে শ্রীরাধে ব'লে॥ (১)

ভৈরবী—পোস্তা।

যশোদা নাচাতো তোরে ব'লে নীলমণি,
সে বেশ লুকালি কোথা করালবদনী (শ্যামা)।

শ্রীদাম আদি সঙ্গে, নাচ্‌তে নানা রঙ্গে,
তেম্‌নি তেম্‌নি তেম্‌নি ক'রে নাচ দেখি মা ;
হাসি বাঁশী মিলাইয়ে নাচ দেখি মা ;—করালবদনী শ্যামা।
গগনে বেলা বাড়িত, রাণী কেঁদে আকুল হ'তো,
তা দেখে আসিত যত ব্রজের গোপিনী ॥ (২)

পিলু বাহার—যৎ।

দেখ্‌লি আমার কত বাজী ও মা,
আর কি বাজীর বাকী আছে।
আশী লক্ষ সঙ্‌ সেজেছি, ব্রহ্মময়ী তোমার কাছে ॥
দেখাতে তোমারে বাজী, সেজেছি মা গজ বাজি,
কভু ঋক্ষ ব্যাঘ্র সাজি, শিখি হ'য়ে বেড়াই নেচে।
বড়লোকে বাজী করে, বাজী করে বাজিকরে,
কিঞ্চিৎ অর্থ দেয় গো তারে, লোকে নিন্দা করে পাছে।
কালাচাঁদের বাজী করা, ভাল যদি না হয় তারা,
দূর ক'রে দে ভবদারা, বাজী করা যাক্ মা ঘুচে ॥ (৩)
(কালাচাঁদ)।

পিলু বাহার—যৎ।

মন তোমার পায়ে পড়ি যা বলি তাই শোন।
বিরলেতে বসে ভাব শিবের সেবিত ধন ॥
তুমি কার কে তোমার, কার জন্যে জ্বালাতন,
এ সব বেদের বাজী সকল ফাঁকি, হাঁসের ডিম দেখায় যেমন ॥
সকল কি তোর সঙ্গে যাবে, যত কর উপার্জ্জন,
ম'লে কর্‌বে দণ্ড, দেবে পিণ্ডি, ঊর্ণাতন্ত সম্ভাষণ।

নরেশচন্দ্রে এই কয়, শ্যামা কেবল মেয়ে নয়,
ধরে অসি, বাজায় বাঁশী, অন্তে হয় সে নারায়ণ॥ (৪)

(রাজা নরেশচন্দ্র)।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কালী বল দিবানিশি, কাজ কি মন গঙ্গা কাশী।
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ তারি, হৃদে যার এলোকেশী॥
যেই জানে শ্যামা গুণ, সেই সাধক নিপুণ,
অজ্ঞানে কহে দারুণ, আচ্ছন্ন তামসরাশি।
সাকারা কি নিরাকার, চিন্ময়ীর কি বিকার,
কেবা জানে তথ্য তার, তথাচ মূর্ত্তি প্রকাশী।
কালীমাহাত্ম্য এমন, কলুষ হয় দমন,
ত্রাসিত হয় শমন, নামে পাপ যায় ধ্বংসী॥ (৫)

মূলতান—একতালা।

শুধু কথার কথা নয়;—
যেজন ভজে কালী, ওমা কালি! তার কি থাকে কালের ভয়?
শুনগো তারিণী, বিপত্তিবারিণী,
ধরণী-ধারিণী, ধরাধর-নন্দিনী;—
ঈশানী গো, নিবেদি মা তুয়া পায়।
তুমি আদ্যাশক্তি সতী, কি জানি কি রীতি,
কখন পুরুষ, কখন প্রকৃতি,
প্রকৃতি আকৃতি সর্ব্বজীবে স্থিতি,
অগতির গতি বেদে কয়।
মা তোর কটাক্ষে হয়, সৃষ্টি স্থিতি লয়,

পাতকী তরাতে কেন এত ভয় ?
আমার এই ভয়,—পাছে শিববাক্য মিথ্যা হয়।
পতিতে তারিতে হ'য়ো না বিমুখ,
কলঙ্ক হইবে এ তিন ভুবনে ;
সতী পতিবাক্য লঙ্ঘিবে কেমনে,
অকিঞ্চনের প্রতি হ'য়ে নিদয়॥ (৬)

(দেওয়ান রঘুনাথ রায়)।

চিতাগৌরী—ঢিমে তেতালা।

কেরে বারিদবরণী কপালিনী সমর-তরঙ্গে।
কত নিশাচরী, সুধা কপাল পূরি, করে করি নাচে সঙ্গে॥
ঐ কার বালা, করালা, দনুজদলে ভ্রূভঙ্গে।
মৃদু মৃদু হাসে, চপলা প্রকাশে, অনায়াসে গ্রাসে মাতঙ্গে॥
হের আশুতোষে, কৃপাবশে, চরণে পতিত আতঙ্গে।
ভাব হেমজবরণী, রাধারাণী, কৃষ্ণ-বিলাসিনী মননে॥
যিনি হংসগতি, হরপ্রিয়া, অতি সুন্দরী শশধর বদনে।
শ্যাম সোহাগিনী, রঙ্গিনী, আনন্দময়ী ব্রজভুবনে॥
রতির মাধুরী, রতি সম হেরি, শ্রীমতী নিত্যা নবীনে।
এই অভিলাষ, দাস আশুতোষ, চরমে পাই চরণে॥ (৭)

(আশুতোষ দেব—ছাতুবাবু)।

বেহাগ—একতালা।

কে এ বারিদবরণী,—বিবসনা রমণী।
পদতল কিবা রক্ত শতদল, হেরি হরষিত ভ্রমরেরি দল,

নখরে ক্ষরে সুধা অবিরল, বিষাদিত নিশামণি॥
করীকর কিবা রামরম্ভা তরু, নিরুপমা কিবা হইবে সে উরু,
কটি হেরি হরি, সলজ্জিত অতি, নিবিড় নিতম্বিনী।
পীযূষপূরিত পীন পয়োধর, ত্রিভুবন পান করে নিরন্তর,
মুণ্ড অসি বরা, ভয় চারিকরা, নিষ্কণ্টকী মৃণালিনী।
ভীষণ আনন, তাহে ত্রিনয়ন, হুতাশন জিনি ঝলিছে কিরণ,
দীর্ঘ ঘন কেশ চুমিছে চরণ, পুলকিত চাতকিনী।
রুনু রুনু পদে নূপুরের ধ্বনি, কটিতে কিঙ্কিণী বাজে কিনি কিনি,
কিবা সুশোভিত নরকরশ্রেণী, নৃমুণ্ডমালিনী কুণ্ডলিনী।
বারুণী পানে ঢুলিছে নয়ন, মুক্ত হয়ে বামা করিতেছে রণ,
হুঙ্কারে বধিছে সুর-অরিগণ. পদভরে কাঁপে মেদিনী।
পদতলে প'ড়ে আছে একজন, মুদিত নয়ন ফণী-বিভূষণ,
শিরে জটাভার, রুদ্রাক্ষ গলায়, বরণ রজত জিনি॥ (৮)

(ছাতুবাবু)।

মূলতান—যৎ।

যদিরে যাবিরে মন তারা দরশনে।
বিষয়ে বৈরাগ্য হ'য়ে, ভাব সেই শ্রীচরণে॥
মায়া-নদী নাহি তরি, হ'তে হবে পার তারি,
কে আর আছে কাণ্ডারী, গুরুদত্ত ধন বিনে।
নিবৃত্তিরে সঙ্গে করি, কালী নামে কর তরী,
কালীসুধা পান করি, দেখরে চিন্তার সনে।
সুবাতাস ব'রে যায়, কালীদাসের ত্রাস পায়,
না দেখি কোন উপায়, সাধন বিহীন জনে॥ (৯)

মূলতান—যৎ।

অসাধ্য মনপতঙ্গ উড়িয়ে বেড়াও মিছে।
অন্তর পিঞ্জর দেখ কালী-সুধা তাতে আছে॥
ভক্তি ওষ্ঠ দিয়ে খাবে, অন্ত ক্ষুধা না রহিবে,
নয়নে দেখিতে পাবে, সকলি চিন্তার কাছে।
ধৈর্য্য হ'য়ে নিজ ঘরে, ব'স মন দ্বারোপরে,
দেখিবে হৃদয় মাঝে, কালীরূপ বিরাজিছে।
কালীর মনের গতি, চঞ্চল স্বভাব অতি,
না দেখে অন্তর প্রতি, মিছামিছি খুঁজিছে॥ (১০)

সারঙ্গ—মধ্যমান।

কি হেরিলাম রূপ অপরূপ একাম্বর কাননে।
তুলিয়ে কুন্তলভারে, চূড়া বান্ধিয়াছে শিরে,
মেয়ে হ'য়ে ধেনু রাখে, কে দেখেছে কোন খানে।
নরকর কটি বেড়া, যেন শোভে পীতধড়া,
ত্রিভঙ্গ হইয়ে খাড়া, ঠেকা দিয়েছে পানে।
মহাদেব হলধর, মহামায়া জলধর,
অসি বাঁশী শৃঙ্গধরে, আভা দিতেছে চন্দ্রাননে।
চন্দন রুধির ভালে, বনমালা মুণ্ডমালে,
মকরাকৃতি কুণ্ডলে, যেন তারা মেঘমালে।
হেরি প্রচণ্ড তপন, চারিদিকে গাভিগণ,
ভাণ্ডীর তলায় চণ্ডী, কি শোভা গোচারণে॥ (১১)

(কালী মির্জ্জা)।

সিন্ধু—মধ্যমান।

নিরুপমা রূপ শ্যামা সেজেছে হে ভাল।
পীতাম্বর ল'য়ে কেবা শ্রীঅম্বর পরাইল॥
ভালেতে সিন্দুর-শোভা, যেন প্রাতে রবি আভা,
অঞ্জনের কিবা প্রভা, বিম্বাধর হ'য়েছে কাল।
শ্রীঅঙ্গের কিবা চিহ্ন, এক নহে ভিন্ন ভিন্ন,
সে নারীর কপাল ধন্য, যে এমন করিল।
এ কুলে কি প্রয়োজন, পর চেয়ে নিজ বসন,
কৃষ্ণ তুমি প্রাণ ধন, দেখিলাম কপালে ছিল॥ (১২)

টোরি—কাওয়ালী।

কলুষ-বিনাশিনী কালী;
শ্রীকৃষ্ণরূপে বৃন্দাবনে, ব্রজাঙ্গনার মন ভুলালি।
কখন বা করে অসি, কখন মুরলী,
কভু মুণ্ডমালা গলে, কভু বনমালী।
হইয়ে বামন রূপ, ছ'লেছিলে বলি,
রাম অবতারে মাগো, রাবণ বধিলি।
প্রকৃতি পুরুষ তারা, দুই তোমায় বলি,
সৃজন পালন লয়, তুমি মা সকলি॥ (১৩)

কোকব—মধ্যমান।

কালিকে গিরি-বালিকে, জুড়ায় নয়ন হেরি।
কিবা রূপের মাধুরী, ফিরিছে মা ধীরি ধীরি॥
রতন নুপুর পায়, পুর আলো করে তায়,
চঞ্চল চরণে যায়, অচল রাজকুমারী॥ (১৪)

আলেয়া—কাওয়ালী।

কালী অকূলসাগরে কূল দেখিনে—কি হবে কু-লীনে।
অকূল দেখিয়ে, যদি অনুকূল হ'য়ে,
কুলকুণ্ডলিনী কুলাও কূলবিহীনে।
আমি কুলহীন দীন ভ্রান্ত,
কুলের পাবক মা হ'য়েছে ভ্রান্ত,
কাল-বেশে করিয়ে কালান্ত, কূলে এলাম হ'য়ে কুলশ্রান্ত।
না হইয়ে প্রতিকূল, দাশরথী প্রতি কূল,
দে মা গিরিকুলোদ্ভবা স্বগুণে॥ (১৫)

(দাশরথী রায়)।

আলেয়া—কাওয়ালী।

রণে কে নীলবরণী চেন উহারে কে হরে বিহরে।
বুঝি হরের মহিষী, হাসিতে হাসিতে আসি,
অসীতে নাশিছে অসি প্রহারে॥
নিতান্ত মরি বুঝি সদলে, কৃতান্তদলনী বুঝি দনুজদলে,
ত্রিপত্র প্রভৃতি শতদলে, চরণ পূজিছে অমরদলে;
যাবে জীবন আপনারি, চিন্তে নারি এ যে নারী,
জীবনারি জেনেছি ব্যবহারে॥ (১৬)

আলেয়া—কাওয়ালী।

বামারে কে পারে রে চিন্তে,—এর সনে রণ মরণ চিন্তে।
মদন-নিধনকারী ত্রিপুরারী, স্মরণ ল'য়েছে চরণ প্রান্তে॥
বামার একি অসম্ভব ভাব দেখি,
ক্রোধে রক্তজবা প্রভা তিন আঁখি,

উষাকালে যেন হাস্যমুখী,
কোটি চপলা খেলিছে বিকট দন্তে ॥ (১৭)

(দাশরথী রায়)।

আলেয়া—কাওয়ালী।

হের মা অপাঙ্গ ভঙ্গে, সুখ মোক্ষপ্রদা জ্ঞানদা গঙ্গে।
তার তরঙ্গিণী, দিয়ে পদতরণী, তরঙ্গ ভয়তরঙ্গে ॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র সুরেন্দ্রঘরণী,
শশধর-ধর শিরবিহারিণী,
শমন ভবন গমনবারিণী, দমনকারিণী শূর মাতঙ্গে।
স্মরণ মনন সাধন ভকতি, সঙ্গতিহীন দীন দাশরথী,
স্বীয় গুণে প্রাণবিয়োগ সময়,
দিওগো স্থান মা, এ পাপাঙ্গে ॥ (১৮)

(দাশরথী রায়)।

আলেয়া—কাওয়ালী।

আমি আছি গো তারিণী ঋণী তব পায়,—
মা আমার অনুপায়।
ভজন পূজন দিয়ে বিসর্জ্জন,
জননী গো,—বিষয় বিষভোজনেতে প্রাণ যায় ॥
জঠরে যন্ত্রণা পেয়ে ব'ল্লাম,
এবার ভজিতে তোরে আমি ভবে চ'ল্লাম,
সুপুত্র হব রব স্বপদে, ত্রিপত্র দিব তোমার শ্রীপদে;
ধরায় পতিত হ'য়ে, রয়েছি পতিত হ'য়ে,
পতিতপাবনী বলে মা তোমায়।

হ'লোনা সাধন আর হয় না,
হে দুর্গে মা আমার দুঃখ তো আর যায় না,
অপার দাশরথী শঙ্করী, হয়না মানস বশ কি করি ;
মা যদি না মনে করি, স্বগুণে বন্ধন করি,
মুক্ত কর এ ভববন্ধন দায়॥ (১৯)

(দাশরথী রায়)।

(নিম্নলিখিত গীতগুলি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন বিরচিত।)

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমায় দাও মা তবিলদারী।
আমি নিমকহারাম্ নই শঙ্করী॥
পদ-রত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি ;
ভাঁড়ার জিম্মা যা'র কাছে মা, সে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি ;
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা-মাহিনার চাকর, কেবল চরণ-ধূলার অধিকারী॥
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে ত মা পেতে পারি॥
প্রসাদ বলে এমন পদের, বালাই ল'য়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাইত, সে পদ ল'য়ে বিপদ সারি॥ (২০)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পা'বে মুক্তি, বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া॥

নয়ন থাক্‌তে না দেখ্‌লে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া,
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া-রূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া ॥
মায়ে যত ভালবাসে, বুঝা যা'বে মৃত্যু শেষে।
ম'লে দণ্ড দু'চার কান্নাকাটি, শেষে দিবে গোবর ছড়া ॥
ভাই বন্ধু দারা সুত, কেবল মাত্র মায়ার গোড়া।
ম'লে সঙ্গে দিবে মেটে কল্‌সি, কড়ি দিবে অষ্ট কড়া ॥
অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ।
দোসর বস্ত্র গায়ে দিবে, চারকোণা মাঝখানে ফাড়া ॥
যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পা'বে কালিকা তারা।
বের হ'য়ে দেখ্‌ কন্যারূপে, রামপ্রসাদের বাঁধ্‌ছে বেড়া ॥ (২১)

প্রসাদী সুর—একতালা।

ডুবদে মন কালী ব'লে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে ॥
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু'চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও, কুলকুণ্ডলিনীর কূলে ॥
জ্ঞান-সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।
তুমি ভক্তি ক'রে কুড়া'য়ে পা'বে, শিব-যুক্তি মতন চাইলে ॥
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহার-লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হল্‌দি গায় মেখে যাও, ছোঁবেনা তা'র গন্ধ পেলে ॥
রতন মাণিক্য কত, পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝাঁপ দিলে, মিল্‌বে রতন ফলে ফলে ॥ (২২)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লে না ॥

ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি তাই জান না।
জগৎকে সাজাচ্ছেন্ যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাস তাঁয়, দিয়ে ছার ডাকের গহনা॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস তাঁয়, আলোচাল আর বুট ভিজানা
জগৎকে পালিছেন যে মা, সাদরে তাই কি জান না।
ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি, মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা॥ (২৩)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মা আমায় ঘুরা'বি কত ?
কলুর চোক-ঢাকা বলদের মত॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছ'টা কলুর অনুগত॥
মা-শব্দ মমতাযুত, কাঁদ্‌লে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে, ত'রে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে মা চক্ষের ঠুলি, দেখি শ্রীপদ মনের মত॥
কু-পুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখন ত।
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাকি পদানত॥ (২৪)

জংলা—একতালা।

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে প'ড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃৎকমলে ধ্যান-কালে, আনন্দ-সাগরে ভাসি।
ওরে কালী-পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি॥

য।

র।

সাধারণ সূচী।

কালী-নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথাব্যথা।
ওরে অনলে দাহন যথা, হয় রে তূলারাশি ॥
গয়ায় ক'রে পিণ্ডদান, ব'ল্লে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ।
ওরে যে করে কালীর ধ্যান, তা'র গয়া শুনে হাসি ॥
কাশীতে মলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি।
ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তা'র দাসী ॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল।
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি ॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,
ওরে চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবিলে রে এলোকেশী ॥ (২৫)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন তুমি কৃষিকাজ জান না।
এমন মানব-জমীন রইলো পতিত, আবাদ কর্‌লে ফল্‌তো সোনা ॥
কালীর নামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হ'বে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তা'র কাছেতে যম ঘেঁসে না ॥
অদ্য অব্দ শতাব্দে বা, বাজেয়াপ্ত হ'বে জান না।
এখন আপন ভেবে যতন ক'রে, চুটিয়ে ফসল কেটে নে না ॥
গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ভক্তি-বারি তায় সেঁচ না।
ওরে একা যদি না পারিস্ মন, রামপ্রসাদকে ডেকে নে না ॥(২৬)

প্রসাদী সুর—একতালা।

আয় মন বেড়া'তে যা'বি।
কালী-কল্পতরুর তলে গিয়ে, চারি ফল কুড়া'য়ে খাবি ॥
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি জায়া, তা'র নিবৃত্তিরে সঙ্গে ল'বি।

ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্ব-কথা তায় সুধা'বি ॥
অশুচি শুচিকে ল'য়ে, দিব্য ঘরে কবে শু'বি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হ'বে, তখন শ্যামা-মাকে পা'বি ॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়া'য়ে দিবি।
যদি মোহ-গর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য-খোঁটা ধরে র'বি ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দু'টো অজা, তুচ্ছ হেড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে, জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি ॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে, দূরে রইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধু-মাঝে ডুবাইবি ॥
প্রসাদ বলে এমন হ'লে, কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু, বাছা, বাপের ঠাকুর, মনের মতন মন হ'বি ॥(২৭)

গৌরী গান্ধার—একতালা।

মা-মা বলে আর ডাক্‌ব না—
ও মা দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা।
ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী, আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী,
ঘরে ঘরে যা'ব, ভিক্ষা মেগে খা'ব,
মা বলে আর কোলে যা'ব না।
ডাকি বারে বারে, মা মা বলিয়ে, মা কি র'য়েছে চক্ষু কর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে,
মা ম'লে কি ছেলে আর বাঁচে না।
ভণে রামপ্রসাদে মায়ের কি এ সূত্র, মা হ'য়ে হ'লি মা সন্তানের শত্রু,
দিবানিশি ভাবি, আর কি করিবি,
দিবি দিবি পুনঃ জঠর যন্ত্রণা ॥ (২৮)

প্রসাদী সুর—একতালা।

ওরে মন কি ব্যাপারে এলি।
ও তুই না চিনিয়ে কাজের গোড়া, লাভে মূলে হারাইলি॥
গুরুদত্ত রত্ন ভ'রে, কেন ব্যাপার না করিলি।
ও তুই কুসঙ্গেতে থেকে রত, মধ্যে তরী ডুবাইলি॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, সে অর্থ কেন না আনিলি।
ও তোর ব্যাপারেতে লাভ হ'বে কি, মহাজনকে মজাইলি॥(২৯)

প্রসাদী সুর—একতালা।

গেল দিন মিছে রঙ্গরসে।
আমি কাজ হারা'লেম কাজের বশে॥
যখন ধন উপার্জ্জন ক'রেছিলাম দেশ বিদেশে।
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আমার বশে॥
এখন ধন উপার্জ্জন না হইল দশার শেষে।
সেই ভাই বন্ধু দারা সুত, নির্ধন বলে সবাই রোষে॥
যম আসি শিয়রে ব'সে, ধর্‌বে যখন অগ্র কেশে।
তখন সাজা'য়ে মাচা, কলসী কাচা, বিদায় দেবে দণ্ডী বেশে॥
হরি হরি বলি, শ্মশানে ফেলি, যে যা'র যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ ম'লো, কান্না গেল, অন্ন খা'বে অনায়াসে॥ (৩০)

গারা ভৈরবী—যৎ।

ভেবে দেখ মন কেউ কার নয়, মিছে ফের ভূমণ্ডলে।
দিন দুই তিনের জন্য ভবে, কর্ত্তা ব'লে সবাই বলে॥
আবার সে কর্ত্তারে দিবে ফেলে, কালাকালের কর্ত্তা এলে,

যা'র জন্য মর ভেবে, সে কি সঙ্গে যা'বে চলে ।
সেই প্রিয়সী দিবে গোবরছড়া, অমঙ্গল হ'বে ব'লে,
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, শমন যখন ধর্‌বে চুলে।
তখন ডাক্‌বি কালী কালী ব'লে, কি করিতে পার্‌বে কালে ॥(৩১)

প্রসাদী সুর—একতালা।

এবার বাজি ভোর হ'লো।
মন কি খেলা খেলা'বে বল ॥
শতরঞ্চ প্রধান পঞ্চ, পঞ্চে আমায় দাগা দিল ।
এবার ব'ড়ের ঘর, ক'রে ভর, মন্ত্রিটী বিপাকে ম'লো ॥
দুটা অশ্ব দুটা গজ, ঘরে ব'সে কাল কাটালো।
তা'রা চল্‌তে পারে সকল ঘরে, তবে কেন অচল হ'লো ।
দু'খান তরী নিমক ভরি, বাদাম তুলি না চলিল।
ওরে এমন সুবাতাস পেয়ে, নাটের তরী ঘাটে রইলো ॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, মোর কপালে এই কি ছিল।
ওরে অতঃপরে কোণের ঘরে, পীলের কিস্তি মাত হইল ॥(৩২)

সোহিনী বাহার—আড়খেমৃটা।

ও মা ! হর গো তারা মনের দুঃখ, আর তো দুঃখ সহে না।
যে দুঃখ গর্ভযাতনে, মাগো ! জন্মিলে থাকে না মনে,
মায়ামোহে প'ড়ে ভ্রমে, জন্মি বলে ওনা ওনা ॥
জন্ম মৃত্যু যে যন্ত্রণা, মা গো ! যে জন্মে নাই সে জানে না।
তুই কি জান্‌বি সে যন্ত্রণা, জন্মিলে না—মরিলে না ॥
রামপ্রসাদে এই ভণে, দ্বন্দ্ব হ'বে মায়ের সনে।
তবু র'ব মার চরণে, আর ত ভবে জন্মিব না ॥ (৩৩)

টোরি জায়েনপুরী—একতালা।

আমায় ছুঁওনারে শমন আমার জাত গিয়েছে।
যে দিন কৃপাময়ী আমায় কৃপা ক'রেছে॥
শোন্ রে শমন বলি আমার জাত কিসে গিয়েছে,—
আমি ছিলাম গৃহবাসী, কেলে সর্ব্বনাশী,
আমায় সন্ন্যাসী ক'রেছে॥
মন-রসনা এই দু'জনা, কালীর নামে দল বেঁধেছে,
ইহা ক'রে শ্রবণ, রিপু ছয়জন ডিঙ্গা ছাড়িয়াছে॥ (৩৪)

পিলু বাহার—যৎ।

সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয়-কালী ব'লে;
মন মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গুরুদত্ত গুড় ল'য়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা;
আমার জ্ঞান-শুঁড়িতে চুয়ায় ভাঁটী,
পান করে মোর মন-মাতালে।
মূলমন্ত্র যন্ত্রভরা, শোধন করি ব'লে তারা মা;
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা, খেলে চতুর্বর্গ মেলে॥ (৩৫)

প্রসাদী সুর—একতালা।

কেন গঙ্গাবাসী হ'ব, ঘরে ব'সে মায়ের নাম গাইব।
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন, পরের রাজ্যে বাস করিব॥
কালীর চরণ-তলে কতশত গয়া গঙ্গা দেখ্‌তে পাব॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কালীর পদে শরণ ল'ব।
আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে,
বিমাতাকে মা বলিব॥ (৩৬)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মায়ের এম্নি বিচার বটে।
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে, তা'রি কপালে বিপদ ঘটে॥
হুজুরেতে আরজি দিয়ে মা, দাঁড়িয়ে আছি করপুটে।
কবে আদালত-শুনানি হবে মা, নিস্তার পাব এ সঙ্কটে॥
সওয়াল জবাব কর্‌ব কি মা, বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে।
ওমা ভরসা কেবল শিব-বাক্য, ঐক্য বেদাগমে রটে॥
প্রসাদ বলে শমন ভয়ে মা, ইচ্ছে হয় যে পলাই ছুটে।
যেন অন্তিমকালে দুর্গা ব'লে, প্রাণ ত্যজি জাহ্নবীর তটে॥ (৩৭)

ললিত খাম্বাজ—একতালা।

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন, বদন ভ'রে মাকে ডাকি।
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী, এসেন কি না এসেন দেখি॥
ল'য়ে যা'বি সঙ্গে ক'রে, তা'র একটা ভাবনা কি।
তবে তারা-নামের কবচ-মালা, বৃথা আমি গলায় রাখি॥
মহেশ্বরী আমার রাজা, আমি খাস-তালুকের প্রজা,
আমি কখন নাতান, কখন সাতান, কখন বাকীর দায়ে না ঠেকি।
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, অন্যে কি জানিতে পারে।
যা'র ত্রিলোচন না পায় তত্ত্ব, আমি অন্ত পা'ব কি॥ (৩৮)

ললিত বিভাস—আড়খেম্‌টা।

কালীর নামে গণ্ডি দিয়ে আছি দাঁড়াইয়ে।
শুনরে শমন তো'রে কই, আমিতো আটাশে নই,
তো'র কথা কেন র'ব স'য়ে।

ছেলের হাতের মোয়া নয় যে, খা'বে হুল্‌কো দিয়ে॥
কটু বল্‌বি, সাজাই পা'বি, মাকে দিব কয়ে।
সে যে কৃতান্তদলনী শ্যামা, বড় ক্ষেপা মেয়ে॥
শ্রীরামপ্রসাদে জেন, কয় শ্যামা গুণ গেয়ে।
আমি ফাঁকি দিয়ে চ'লে যা'ব, চক্ষে ধূলা দিয়ে॥ (৩৯)

প্রসাদী সুর—একতালা।

মন হারালি কাজের গোড়া।
তুমি দিবানিশি ভাব বসি, কোথায় পাবে টাকার তোড়া॥
চাকি কেবল ফাঁকি মাত্র, শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া।
তুই কাঁচ মূল্যে কাঞ্চন বিকা'লি, ছিছি মন তোর কপাল পোড়া॥
কর্ম্মসূত্রে যা আছে মন, কেবা পা'বে তার বাড়া
মিছে এদেশ সেদেশ ক'রে বেড়াও, বিধির লিপি কপাল জোড়া॥
কাল করি'ছে হৃদয়ে বাস, বাড়ছে যেন শালের কোঁড়া।
ওরে সেই কালের কর বিনাশ, শ্বাস ধররে মন্ত্র সোঁড়া॥
প্রসাদ বলে ভাবিছ কি মন, পাঁচ শোয়ারের তুমি ঘোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচ পাঁচি, তোমায় কর্‌বে তোলাপাড়া (৪০)

প্রসাদী সুর—একতালা।

কালী গো কেন লেংটা ফির।
ছি ছি কিছু লজ্জা নাই তোমার॥
বসনভূষণ নাই তোমার মা, রাজার মেয়ে গৌরব কর।
মাগো, এই কি তোমার কুলের ধর্ম্ম, পতির উপর চরণ ধর॥
আপনি লেংটা পতি লেংটা, শ্মশানে মশানে চর।
মা গো, আমরা সবে মরি লাজে, এবার মেয়ে বসন পর॥ (৪১)

প্রসাদী সুর—একতালা।

ভাল ব্যাপার মন কর্ত্তে এলে।
ভাসিয়ে মানব-তরী কারণ জলে॥
বাণিজ্য করিতে এলে মন ভব-নদীর জলে।
ওরে কেউ করিল দুনো ব্যাপার,কেউ বা হারালো লাভে মূলে॥
ক্ষিত্যপ তেজ মরুৎ ব্যোম, বোঝাই আনে নায়ের খোলে।
ওরে ছয় দাঁড়ি ছয় দিকে টেনে, গুঁড়ায় পা দে ডুবিয়ে দিলে॥
পাঁচ জিনিস নে ব্যবসা করা. পাঁচে ডেকে পাঁচে মিলে।
যখন পাঁচে পাঁচ মিশা'য়ে যা'বে, কি হ'বে তাই
প্রসাদ বলে॥ (৪২)

পিলু বাহার—যৎ।

না ব'লে ডাকিস্‌নারে মন, মাকে কোথা পাবে ভাই ;
থাক্‌লে এসে দিত দেখা. সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই।
গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশপুত্র দাহন ক'রে ;
ওরে অশৌচান্ত পিণ্ড দিয়ে, কালাশৌচে কাশী যাই॥ (৪৩)

প্রসাদী সুর—একতালা।

হ'য়েছি মা জোর ফরিয়াদী,
এবার বুঝে বিচার কর শ্যামা।
ঐ যে মন করি'ছে জামিনদারী, নেচে উঠে ছ'টা বাদী॥
অবিদ্যা বিমাতার ব্যাটা, তা'রা ছ'টা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হইতো, পুর হ'তে দূর করে দি॥
বিমাতা মরেন শোকে, ছয়টায় যদি আমল না দি।
সুখে নিত্যানন্দ-পুরে থাকি, পার হয়ে যাই ভবনদী॥

হুজুরে তজবিজ কর মা, হাজির ফরিয়াদী বাদী।
এই স্বোপার্জ্জিত ভজনের ধন, সাধারণ নয় যে তা দি ॥
মাতা আদ্যা মহাবিদ্যা, অদ্বিতীয় বাপ অনাদি।
ও মা, তোমার পুতে, সতিন-সুতে, জোর করে কা'র কাছে কাঁদি ॥
প্রসাদ ভণে, ভরসা মনে, বাপ তো নহেন মিথ্যাবাদী।
ঠেকে বারে বারে খুব চেতেছি, আর কি এবার ফাঁদে পা দি (৪৪)

খট্ ভৈরবী—পোস্তা।

জানি গো জানি গো তারা, তোমার যেমন করুণা ॥
কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে, কারু পেটে ভাত গেঁটে সোনা ॥
কেহ যায় মা পাল্‌কি চড়ে, কেহ তা'রে কাঁধে করে।
কেহ শালের উপর দেয় দোশালা, কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা ॥(৪৫)

সিন্ধু—ঠুংরি।

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা ব'লে, তারা বেয়ে পড়বে ধারা ॥
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে,
তখন ধরাতলে পড়্‌ব লুটে, তারা ব'লে হ'ব সারা ॥
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা ॥
শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমিরহরা ॥ (৪৬)

প্রসাদী সুর—একতালা।

আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
আমার দুখে দুখে জন্ম গেল, আর কত দুখ দাও দেখি তাই ॥

বিষের ক্রমির বিষে কি ভয়, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখে সদাই।
(আমি) তেম্নি দুঃখের ক্রমি বটি, দুঃখের বোঝা নিয়ে বেড়াই॥
আগে পাছে দুঃখ চলে মোর, যদি কোন স্থানে মা যাই।
(আমি) দুঃখের বোঝা নিয়ে চলি, দুঃখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী বোঝা নামা খানিক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি করি দুঃখের বড়াই॥(৪৭)

(রামপ্রসাদের মৃত্যুকালের সঙ্গীত।)

মূলতানী—একতালা।

কালী-গুণ গে'য়ে বগল বাজায়ে,
এ তনু-তরণী ত্বরা করি চল বেয়ে॥
ভবের ভাবনা কিবা, মনকে কর নেয়ে॥
দক্ষিণ-বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল, কাল র'বে চেয়ে।
শিব নহেন মিথ্যাবাদী, আজ্ঞাকারী অণিমাদি,
প্রসাদ বলে প্রতিবাদী, পলাইবে ধেয়ে॥ (৪৮)

মূলতান—একতালা।

নিতান্ত যা'বে দিন এ দিন যা'বে, কেবল ঘোষণা র'বে;
তারা-নামে অসংখ্য কলঙ্ক হ'বে॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে ব'সেছি ঘাটে;
ওমা শ্রীসূর্য্য বসিল পাটে, নায়ে ল'বে।
দেশের ভরা ভ'রে নায়, দুঃখী জনে ফেলে যায়;
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়. সে কোথা পাবে।
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে;
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে॥ (৪৯)

প্রসাদী সুর—একতালা।

বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে,—এই বাদানুবাদ করে সকলে।
কেহ বলে ভূত প্রেত হ'বি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি,
কেহ বলে সালোক্য পা'বি, কেহ বলে সাযুজ্য মেলে॥
বেদের আভাস, তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য ক'রে সব খোয়ালে॥
এক ঘরেতে বাস করি'ছে, পঞ্চজনে মিলে জুলে।
সে যে সময় হ'লে আপনা আপনি, যে যা'র স্থানে যা'বে চলে॥
প্রসাদ বলে যা ছিলে ভাই, তা'ই হ'বিরে নিদানকালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হ'য়ে সে মিশায় জলে॥ (৫০)

প্রসাদী সুর—একতালা।

তারা! তোমার আর কি মনে আছে?
ও মা, এখন যেমন রাখলে সুখে, তেম্নি সুখ কি পাছে?
শিব যদি হ'ন সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি;
মাগো ও মা, ফাঁকির উপরে ফাঁকি, ডান চক্ষু নাচে॥
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই;
মাগো ওমা দিয়ে আশা, কাট্‌লে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে॥
প্রসাদ বলে মন দড়, দক্ষিণার জোর বড়;
মাগো ওমা, আমার দফা হ'ল রফা, দক্ষিণা হ'য়েছে॥ (৫১)

(রণবিষয়ক।)

কালেংড়া—ঠুংরি।

হের কা'র রমণী নাচে রে ভয়ঙ্করা বেশে।
কেরে, নব-নীলজলধর-কায় হায় হায়,

কেরে, হর-হৃদি হৃদ্‌-পদ্মে দিগ্‌বাসে।
কেরে, নির্জ্জনে বসিয়া, নির্ম্মাণ করিল,
পদ রক্তোৎপল জিনি, তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী ;
হেন ইচ্ছা করে, অতি গাঢ় ক'রে, বাঁধি প্রেম-ডোরে,
রাখি হৃদি সরোবরে, হিল্লোলে ভাসে।
কেরে, নিন্দিত-রামকদলীতরু, হেরি উরু,
দর দর রুধির ক্ষরে, যেন নীরদ হইতে নির্গত চপলে ;
অতি রোষবলে, ভুজঙ্গমদলে, নাভিপদ্ম-মূলে,
ত্রিবলীর ছলে, দংশিল এসে।
কেরে উন্নত কুচকলি, মুখশতদলে অলি,
গুন্ গুন্ করিয়া বেড়ায়,
যেন বিকশিত সিতাম্বোজ বনরোহায়।
কিবা ওষ্ঠ-শোভা, অতি লোলজিহ্বা, হরমনোলোভা,
যেন আসব-আবেশ, শিশু সুধা ভাসে।
কেরে কুন্তলজাল-আবৃত মুখমণ্ডল, লম্বিত চুম্বি ধরায়,
তাহে ভুরু ধনুর্ব্বাণ সন্ধান করা ;
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে শিঁতি-মূলে দোলে, কি চকোর খেলে,
কিবা অরুণ-কিরণে গজমতি হাসে।
কত ডুক্কবা ডুক্কবী নাচি'ছে ভৈরবী,
হিহি হিহি করিছে যোগিনী,
কত কটরা ভরিয়া, সুধা যোগায় অমনি।
রামপ্রসাদ ভণে, কাজ নাই রণে, এ বামার সনে,
যাঁ'র পদতলে, শব ছলে আশুতোষে॥ (৫২)

বাগেশ্রী—একতালা।

এ কি বিকার শঙ্করী, তরী পেলে কৃপা-ধন্বন্তরি।
অনিত্য গৌরব সদা অঙ্গে দাহ,
আমার কি ঘটিল পাপ মোহ,
ধন-জন-তৃষ্ণা না হয় বিরহ, কিসে জীবন ধরি॥
ও মা অনিত্য আলাপ, কি পাপ-প্রলাপ,
সতত গো সর্ব্বমঙ্গলে,—
মায়ারূপ কাক-নিদ্রা সদা দাশরথির নয়নযুগলে;
হিংসারূপ হ'ল সেই উদরে কৃমি,
মিছে কাজে ভ্রমি, সেই হ'ল ভ্রমী,
এ রোগে কি বাঁচি, তন্নামে অরুচি, দিবস শর্ব্বরী॥ (৫৩)

মূলতান—একতালা।

জীব-মীন রে, জীবন গেল।
পেয়ে কাল, কাল হ'য়ে কাল-ধীবর এল॥
বিষয়বারি-ক্ষেত্রে, টান্‌ছে কর্ম্মসূত্রে, পাতিয়ে জঞ্জাল জাল;
কেন আশ্রয় কল্লি এ সংসার-বারি,
কাল যাতে জাল ফেল্‌তে অধিকারী,
এ পাপ বারি পরিহরি, কালীর চরণ-গম্ভীর-জলে চল॥ (৫৪)

মূলতান—একতালা।

জীব, সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে ঘরে।
ভক্তিরথে চড়ি করি জ্ঞান তূণ,
রসনা ধনুকে বেঁধে প্রেমগুণ,
কালীর নাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তা'তে সংযোগ করে॥ (৫৫)

মূলতান—একতালা।

দোষ কারু নয় গো মা, স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।
ষড়রিপু হ'ল কোদণ্ড-স্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্র-মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপ ব্যাপিল, কালরূপ জল, কাল-মনোরমা॥
আমার কি হবে তারিণী, ত্রিগুণধারিণী,
বিগুণ করেছি স্বগুণে, কিসে এ বারি নিবারি,
ভেবে দাশরথীর অনিবার বারি নয়নে,
বারি ছিল কক্ষে, ক্রমে এলো বক্ষে,
জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে,
তবে তরি চরণ-তরী দিলে ক্ষেমঙ্করী করি ক্ষমা॥ (৫৬)

(মৃত কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র বিরচিত সঙ্গীত)।

আলেয়া—আড়াঠেকা।

কিছুই হ'ল না—কেবল আসা যাওয়া সার হ'ল মা।
আমি কোথা, গুরু-দত্ত তত্ত্বমসি কোথায় র'ল মা॥
কেমনে মা তো'রে সাধি, ষড় রিপু হ'ল বাদী,
মায়া-ফাঁদে প'ড়ে কাঁদি, কে নিবারে আঁখিজল মা।
কি বলিয়ে ভবে এলাম, এসে ভবে কি করিলাম,
আয়ু-রত্ন হারাইলাম, জনম হ'ল বিফল মা।
হরিশ কয় যা হ'বার হল, এখন আর ভেবে কি ফল,
মন দুর্গা দুর্গা বল, হ'বে তোর শেষের সম্বল॥ (৫৭)

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা।

জানি মা তো'র জেতের ধারা,
কেন সোজা কথা শুন্‌বি তারা।

বাপ পাষাণ, মা পাষাণী, তুই হ'য়েছিস্ তা'র বাড়া ॥
অন্নলক্ষ্মী যা'র হ'য়েছিস্, ক'রেছিস্ তার লক্ষ্মীছাড়া,
সে শ্মশানে ফিরে ভিক্ষে ক'রে পাড়া পাড়া।
তোর দয়া কি চা'ব মাগো, করুণা তোর সৃষ্টি ছাড়া,
ও তুই পেটের জ্বালায় আপনি খাস্ মা, আপন মুণ্ডে রুধিরধারা।
হরিশ বলে ভাব ভেবে তোর, স্থির হয় দুট আঁখিতারা,
আমি বুঝতে নারি ও শঙ্করী, কে তোর নাম রেখেছে তারা ॥(৫৮)

জয়জয়ন্তি—একতালা।

মা তো'রে আর ডাকব কত,
আমার কষ্টে প্রাণ হ'ল ওষ্ঠাগত।
মা মা ব'লে শ্যামা যতই ডাকি,
কাণের মাথা খেয়ে শুনিস্ না মা তা কি।
পাষাণ-নন্দিনী ভুল্লি মমতা কি,
পাসর্লি সন্তানে পাষাণীর মত।
যে তো'র শঙ্করী হয় আশার দাস,
সর্ব্বনাশী তার কর সর্ব্বনাশ,
হরিশ দীনহীন, পরাস্ তায় কপীন,
এই তো মা তোর করুণা, যত যাবে দিন,
দিন রবে না তারা, জানা গেল কেবল তারা নামের ধারা,
দুর্গা নামে মুক্তি, এই শিব-উক্তি,
হরিশের ভাগ্যে হ'ল তা হত ॥ (৫৯)

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা।

সংসার কেবল ধোঁকার টাটী,
ও তুই সার জেন রে এই কথাটি।

পেয়েছ এই মাটির দেহ, পরিণামে হবে মাটি,
মায়ায় কেবল মুগ্ধ হ'য়ে, এর ওর তরে খাটাখাটি।
ধনের লোভে জনে জনে, করে কত কাটাকাটি,
জানে না যে শমন এলে, লাগ্‌বে বিষম ফাটাফাটি।
ঝুটায় কেন ভুলিস্ রে মন, পরখ করে লওরে খাঁটী,
ও তোর কালেতে ফল না দেখালে পর, কি হবে বল চুস্‌লে আঁটী।
হরিশ বলে কাজ নাইরে আর, ভবে ক'রে হাঁটাহাঁটি,
যদি কাট্‌তে চাস তুই মায়ার শিকল, ভাব শ্যামার চরণ দুটী ॥(৬০)

(রাজমোহন আম্বলী কৃত মালসী গীত।)

জংলা—কাওয়ালী।

প্রাণ যায়রে কখন জানি যায়।
না যায় যে আশ্চর্য্য, নবদ্বার অনিবার্য্য,
কি আশ্চর্য্য ধৈর্য্য মন না ভাব উপায়।
হস্ত গেছে দান গ্রহণে, পদ গেছে কু-ভ্রমণে,
জিহ্বা গেছে মিথ্যা কু-ভজনে ;—
নয়ন গেছে কু-দর্শনে, শ্রবণ গেছে কু শ্রবণে,
মনন গেছে কু-ভাব ভাবনায় ॥ (৬১)

জংলা—কাওয়ালী।

রে জীব অন্তকালের পন্থা কি করিলি।
ভবে কি ভাব ভাবিয়ে মজে রইলি ॥
যে কালে ধরিবে কালে, কি করিবি সেইকালে,
একেকালে কালের হাতে ঠেকিলি।

কালের কাল মহাকালী, তুচ্ছ ক'রে না ভজিলি,
আপ্‌না দোষে আপ্‌না কপাল খা'লি ॥
যখন দেহ অবশ হবে, বুকে পিঠে খিল দিবে,
শব্দ বন্ধ হ'য়ে চক্ষু ঘুরা'বি, হাহাকার কত কর্‌বি,
যম-যাতনায় জ্বলে মর্‌বি, তখন বুঝবি কেমন গৃহস্থালী ॥
বলে রাজমোহন তো'র যত ধন পরিবার,
কেহ নয় কা'র, সময়ের সকলি, না বুঝিলি মায়ায় ভুলি,
কেন আলি কেন গেলি, না চিনিলি অন্তের বন্ধু কালী ॥ (৬২)

জংলা—কাওয়ালী।

দেখ যে মন দিন যায় দিন যায় না ;
আয়ু যায় যায় রে, যায় রাখা নাহি যায়।
কেবা আসে কেবা যায়, দেখা নাহি পাওয়া যায়,
হয় না পুনরায় যেরূপ যায়।
পেয়েছিস্‌ দুর্ল্লভ জনম, সকল জন্মের উত্তম জনম,
উত্তম হ'তে হ'য়েছিস্‌ উত্তম।
কাজে যদি হইস্‌ উত্তম, হ'বি রে উত্তমোত্তম,
নইলে যা'বি অধমাধম তায়।
ভাল কার্য্যে দিয়ে ইতি, মন্দ কার্য্যে মতি রতি,
প্রীতি নাহি স্মৃতি শ্রুতি, কে শিখা'লে এমন রীতি,
নাহিরে তো অব্যাহতি, রাজমোহনের ঘট্‌লো বিষম দায় ॥ (৬৩)

জংলা—কাওয়ালী।

দিন যায় মন তাই ভাবনা, ভাব কিসে হবে সম্ভাবনা।
এক টাকায় লাক্‌টাকা পেলে, তবু আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না।
হওয়ার মধ্যে হয় না সাধন ভজন, বাড়ে কেবল বাবুয়ানা।

একতালা-দালান না হইতে, তে-মহল্লার বিবেচনা,
বুঝি সসাগরার রাজা হ'লে, তবু মনের সাধ মিটে না।
বেদ পড়াই বেদাঙ্গ পড়াই, ব্যবস্থা দেই আপনা বিনা,
আবার পরকে ঠেকাই ফাঁকি করে,আপ্‌নে ঠেকার ফাঁদ দেখি না॥
দানে ধ্যানে ভক্তি জ্ঞানে, জেনে শুনে মতি যায় না,
যায় পরের ক্ষতি পরের নিন্দায়, পরের নারীর কুল রাখে না।
রাজমোহন কয় সংসারেতে, সত্য কথার লেশ থাকে না,
দেই পরকে প্রবোধ সাধুর মতন, আপনা প্রবোধ
ছাই হ'ল না॥ (৬৪)

প্রসাদী সুর—খয়রা।

দুখ দিতে আর কম দিলি না,
গেল দুখে দুখে জনম গো মা।
দুখের বোঝা ব'য়ে মরি, দেখেও তা'ই ধরিস্ না মা,
যেমন তোর নামেতে শমন পালায়,আমার নামে তেমন তুই মা।
অন্যে দুখ ক'রে সুখ পায়, আমি পেলেম দুখে দুখ মা,
আমার পায়ের কাদা মাথায় উঠে, মাথার ঘামে পা ভিজে মা।
তুচ্ছ ধনের কাঙ্গাল ক'রে, দেশ বিদেশে ঘুরা'স্ গো মা,
হেগে না শোচে যে, মন্দ কয় সে, উত্তর দিতে পেরেও দিই না।
রোগের শোকের দুঃখের কথা শুন্‌লে, হাস্‌বে শত্রুগণ মা,
ভয়ে হাসি ঢঙ্গি মিথ্যা বলি, দুখ দিয়ে দুখ ঢাকি গো মা।
ধূলার শয্যায় মশাতে খায়, হাত পা নাড়ি ঘুম আসে না,
তখন দুখের কথা মনে উঠে, চখের জলে বুক ভাসে মা।
আমার ভাত হয় ত ব্যঞ্জন হয় না, ব্যঞ্জন মিল্লে ভাত ঘটে না,
আবার কাপড় হয়ত বেড় আসে না,একখান হয়ত আরখান হয় না।

রাজমোহন কয় কেবল আমি নৈ, কারেও সর্ব্বপূর দেখলেম না;
মা তোর সাধে কি কালী কাট্‌নী, কালকুটনী নাম
রেখেছি মা॥ (৬৫)

পূরবী—একতালা।

দিন যায় দীনতায়, ভাবনা মন তায়, করনা তা'র উপায়।
দিনের দিন হয় তনু হীন ক্ষীণ,
কবে হ'বে আর এ দীনের দিন,
মানে না দিন-ক্ষণ শমন প্রবীণ, কবে নিয়ে যায়।
পরিবারের প্রতি সদা টানে মন,
কেশে ধ'রে আবার টানিছে শমন,
কোথা যাই বল একা রাজমোহন, কব কায় হায় হায়॥ (৬৬)

প্রসাদী সুর—খয়রা।

ব'লে রাখি সকলকে,—
যখন প্রাণ যায়, যে থাকেন নিকট, কালী নাম সুধা'বেন ডেকে।
অঙ্গ বিভূতিতে মেখে, কালী নামাবলী লিখে,
দিবেন গঙ্গাজল, না হউক বা তল, ঠেকে থাক্‌বে পাষাণ-বুকে॥
শ্মশানান্তে যে পর্য্যন্ত একত্র হ'য়ে সব লোকে,
দিবেন কালী বল কালী বল কালী-ধ্বনি ঝাঁকে ঝাঁকে।
যদি কেহ নাহি থাকেন, কালী থাক্‌বেন বলি তাঁকে,
বল্‌বেন কালী কালী, দোহাই কালী,
কালীর সাক্ষী হ'ন কালিকে।
সঙ্গে আছে কপাল-কলসী, ভেঙ্গে গেছে মেটে দেখে,
ছিল কাণা অষ্টকড়া, সম্বল হারায়েছে বিষয় পাকে।

রাজমোহন দ্বিজে কয়, মনের ভ্রমে এল অঙ্গ ঝেকে,
এবার ডেকে লও মন কালী মাকে, আস্‌বি না আর ভবে ঠেকে।
ভবে আস্‌বি না আর থু'লেম টুকে॥ (৬৭)

(দেওয়ান রামদুলাল মুন্সীর মালসী গীত)।

রামপ্রসাদী ছটা।

চল মন সু-দরবারে, যথা কোট্‌নামি কারও খাটে না রে,
দেওয়ান যথা ভস্মমাখা, কপট-ভক্তি জানে না রে।
সেথা লেঙ্গটা গেলে আদর আছে, ধন কড়ি তায় লাগে না রে,
দুলাল বলে কেন ফির, টাকা দিয়া মিলে না রে।
তথায় হাজির বাসী জানাইলে, দয়াময়ী দয়া করে॥ (৬৮)

রামপ্রসাদী ছটা।

জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজী,
যে তোমায় যে ভাবে ডাকে, তা'তে তুমি হও মা রাজী।
মগে বলে ফরতারা, গড্ বলে ফিরিঙ্গী যা'রা মা,
খোদা ব'লে ডাকে তোমায়, মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী।
শাক্তে ব'লে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা,
সৌরী বলে সূর্য্য তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকা-জী।
গাণপত্য বলে গণেশ, যক্ষ বলে তুমি ধনেশ মা,
শিল্পী বলে বিশ্বকর্ম্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি।
শ্রীরামদুলাল বলে, বাজি নয় এ জেন ফলে,
এক ব্রহ্ম দ্বিধা ভেবে, মন আমার হয়েছে পাজি॥ (৬৯)

দ্বিতীয় খণ্ড।

শিব-সঙ্গীত।

ভৈরবি—ঠুংরি।

মৃড় চন্দ্রচূড় হর ভোলা।
ভূতনাথ ভব, বম্ বব বম্ বব,
নিনাদ ভৈরব অম্বু উথলা॥
মনমথ শাসন, নয়ন হুতাশন,
ফণামালগল দলদল দোলা।
তমাল নিন্দিত কণ্ঠে হলাহল,
জলদ-জাল-জিনি জটাজূটদল,
কলকল ঢলঢল গঙ্গা বিলোলা॥ (৭০)

(গিরীশচন্দ্র ঘোষ)

ইমন—কল্যাণ।

নমো নমো শশাঙ্ক শেখর, নমো বাঘাম্বর,
নমো নমো বৃষভবাহন।
নমো গঙ্গাধর, নমস্তে শঙ্কর,
নমো নমো বিভূতি ভূষণ।

শিব শম্ভু হর, নমো যোগীশ্বর,
নমো নমো মদন-শাসন।
রজত ভূধর, জগত ঈশ্বর,
ফণীভূষা শবাসন।
নমামি ঈশান, বাদন বিষাণ,
নীলকণ্ঠ নমো নমঃ।
অতি দীন-দাস, পদে তব আশ,
দেখো নাহি জন্মে ভ্রম ॥ (৭১)

(গিরীশচন্দ্র ঘোষ)

মধুমাধব—চৌতাল।

ঘোর গভীর বিষাণ বাজে।
বিভূতি ছাদিত ধূর্জ্জটি সাজে ॥
জ্বালা উজ্জ্বল ভাল বিভাসিত,
ভুজঙ্গমালা গলবিলম্বিত,
ভৈরব সঙ্গীত, ভূধর বিকম্পিত,
সাম্বত ঢলঢল, ত্রিনয়ন উৎপল,
ডমরু ডিমিডিমি জলধর গাজে ॥ (৭২)

(গিরীশচন্দ্র ঘোষ)

ভৈরোঁ—একতালা।

যোগাসনে মহাধ্যানে মগ্ন যোগীবর।
অনন্ত তুষারে যেন অনন্ত শেখর ॥
প্রলয় নীরব মাঝে, একাকী পুরুষ রাজে,
ভয়ে অগ্নি ভস্মসাজে ঢাকে কলেবর।

শিশু শশী নাহি আর, অন্ধকার নিরাকার,
এক নাহি দুই আর, পৃথিবী নিথর।
কাল বদ্ধ বর্ত্তমানে, ব্যোমকেশ ব্যোম পানে,
নিত্য সত্য পূর্ণ জ্ঞানে, পূর্ণ মহেশ্বর॥ (৭৩)

(গিরীশচন্দ্র ঘোষ)

রামপ্রসাদী গীত।

হর ফিরে মাতিয়া শঙ্কর ফিরে মাতিয়া।
শিঙ্গা করি'ছে ভভ ভম্ ভম্, ভোঁ ভোঁ ববম্ ববম্,
বব বম্ বব বম্ গাল বাজিয়া॥
মগন হইয়া প্রমথনাথ, ঘটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটি কোটি কোটি দানব সাথ, শ্মশানে ফিরি'ছে গাইয়া।
কটিতটে কিবা বাঘের ছাল, গলায় দুলিছে হাড়ের মাল,
নাগ-যজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরব মানিয়া॥
শশধরকলা ভালে শোভে, নয়ন চকোর অমিয় লোভে,
স্থিরগতি অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাবিয়া।
আধ চাঁদ কিবা করে চিকি-মিকি,
নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি,
প্রজ্বলিত হয় থাকি থাকি থাকি, দেখে রিপু যায় ভাগিয়া।
বিভুতি-ভুষণ মোহন বেশ, তরুণ অরুণ অধরদেশ,
শব আভরণ গলায় শেষ, দেবের দেব যোগীয়া।
বৃষভ চলি'ছে থিমিকি থিমিকি,
বাজা'য়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি;
ধরত তাল দ্রিম্‌কি দ্রিম্‌কি, হরিগুণে হর নাচিয়া॥

বদন ইন্দু ঢল ঢল ঢল, শিরে দ্রবময়ী করে টল টল,
লহরি উঠিছে কল কল কল, জটা-জূট-মাঝে থাকিয়া।
প্রসাদ কহি'ছে এ ভব ঘোর, শিয়রে শমন করি'ছে জোর,
কাটিতে নারিনু করম-ডোর, নিজগুণে লহ তারিয়া॥ (৭৪)

রামপ্রসাদের শিব-সাধনা।

জগদম্বার কোটাল, বড় ঘোর নিশায় বেরুলো,
জগদম্বার কোটাল! জয় জয় ডাকে কালী,
ঘন ঘন করতালি, বব বম্ বাজাইয়ে গাল॥
ভক্তে ভয় দেখাবারে, চতুষ্পদ শূন্যাগারে,
ভ্রমে ভূত ভৈরব বেতাল।
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ধরে, ভীষণ ত্রিশূল করে,
আপাদলম্বিত জটাজাল॥
শমন-সমান দর্প, প্রথমেতে চলে সর্প,
পরে ব্যাঘ্র ভল্লূক বিশাল।
ভয় পায় ভূতে মারে, আসনে তিষ্ঠিতে নারে,
সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু লাল॥
যে জন সাধক বটে, তার কি আপদ ঘটে,
তুষ্ট হ'য়ে বলে ভাল ভাল।
মন্ত্র সিদ্ধ বটে তোর, করালবদনী জোর,
তুই জয়ী ইহ-পরকাল॥
কবি রামপ্রসাদ দাসে, আনন্দ-সাগরে ভাসে,
সাধকের কি আছে জঞ্জাল।
বিভীষিকা সে কি মানে, ব'সে থাকে বীরাসনে,
কালীর চরণ ক'রে ঢাল॥ (৭৫)

জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা।

গগনের থালে, রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডল, চমকে মতিরে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি, ফুলন্ত জ্যোতিরে।
কেমন আরতি তব, হে ভবখণ্ডন,
অতি অনাহত শব্দ, বাজন্ত ভেরীরে॥ (৭৬)

(নানক)।

মালকোষ—চৌতাল।

মৃড় শঙ্কর, হর গঙ্গাধর, প্রমথেশ মহেশ গিরিশ,
ত্রিনেত্র ত্রিশূলধারী, পিনাকি চন্দ্রশেখর।
যিনি হে আদি অচিন্ত্য, অভ্রান্ত অনাদি অনন্ত,
অবিকার ত্রিলোকনাথ, পালক অমর নর।
পাবেনা কখন মোক্ষ, করিলে কুপথ লক্ষ্য,
ত্যজিয়ে সে বিরূপাক্ষ, মোহেরি কুহকে;—
অশিবে অশুভ হবে, না পূজি ভবেশ ভবে,
কি জানি কি কু ঘটাবে, সে হরে করিয়ে পর॥ (৭৭)

(কেদার বন্দ্যো)।

কামোদ—ঠুংরি।

শম্ভো শিব শঙ্কর—
ত্রিলোক-পালক, ত্রিনেত্র-ধারক,
নাশক এ শোক, নয়নে পাবক,
শম্ভো শিব শঙ্কর।

বম্ বম্ ভোলা, গলে হাড়মালা,
শম্ভো শিব শঙ্কর।
জয় ত্রিপুরারি, জয় বিষহারী,
জয় ভস্মধারী, শ্মশানচারী,
শোভিত গায়ে বিভূতি,—
সত্ব রজ তম, গুণ সংযম,
জয় শিব পশুপতি
শিব শঙ্কর—শম্ভো শিব শঙ্কর॥ (৭৮)

খাম্বাজ—চৌতাল।

ভজরে মন ভূতনাথ, ভবভয় বারণং।
আদিদেব শূলপাণি, ত্রিপুরাসুর মারণং॥
পরিধান দৃঢ় বাঘছাল, লটাপট জটাজূট জাল,
কালরূপ কাল কাল, হাড়মাল ধারণং।
জ্বলিত জ্বলন চন্দ্রভাল, লোকনাথ লোকপাল,
দীনশরণ শিব দয়াল, সকল কলুষ হারণং।
অসিত রজত জিনিয়া রূপ, গঙ্গাধর ভূপ ভূপ,
গীত রসিক ভক্তি কূপ, চিরমঙ্গল কারণং।
ডিমি ডিমি ঘন ডমরু বোল, শৃঙ্গনাদ ঘোর রোল,
আধ নয়ন লোল, পাপিজন তারণং॥ (৭৯)

(বিক্রমাদিত্য)।

মিশ্রখাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

আধ আধ মিলি শঙ্কর শঙ্করী, শোভে কিবা মরি।
শ্বেত জলদে উজলে বিজলী, অনুপম মাধুরী॥

বিশদ পীত যুগল চরণ, আধ বাঘাম্বরে কটি সুশোভন,
আধ কটিতে লোহিত বসন, অপরূপ নেহারি।
আধ উরান দোলে হাড়মালা, আধ শোভে মণিহার উজলা,
আধ কণ্ঠ চাকে গরল কালা, আধে সুধা মাধুরী।
এক হাতে শোভে ফণি ভূষণ, অপরে শোভে মণি কঙ্কণ,
আধ বদনে ধুতূরা ভক্ষণ, আধ তাম্বূল পূরি।
ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু এক লোচন, কাজলে উজ্জ্বল আধ নয়ন,
হরিতাল আধ-ভালে শোভন, আধ সিন্দূর পরি।
নয়ন দীপিছে দুটী অনল অবাধে, আধ আধ শশী
খেলিছে সাধে,
আধ জটাজূট উরগ ছাদে, আধে চারু কবরী।
স্বরগ মরত পাতালবাসী, গাও একতানে সকলে মিশি,
জয় জয় আশুতোষ, জয় উমাশশী, মুখে বদন ভরি॥ (৮০)
(কুমার-সম্ভব)।

(নিম্নলিখিত গীতগুলি রূপচাঁদ পক্ষী বিরচিত)।

সুরট মল্লার—একতালা।

বম্ বম্ বম্, ববম্ ববম্, তারকেশ্বর হর।
বিষয়ে মজিয়ে দিন যায় ব'য়ে, কি কর রে মূঢ় নর॥
রসনা বাসনা, পূরা না পূরা না, বল বল দিগম্বর,
মন দেহে রাজা, ইন্দ্রিয় প্রজা, তারে বশ তুমি কর।
ডাকরে একান্তে, গৌরীকান্তে, ভুলনা ভুলনা কখন ভ্রান্তে,
কি করিতে পারে অন্তে কৃতান্তে, ভ্রান্তে যদি চিন্তা কর॥
জাননা রে মন, বাদী ছয় জন, তারে বিসর্জ্জন কর,
পঞ্চভূতে মিলি, করিতেছে কেলি, খোলা পাইয়ে নবদ্বার।

হও সচেতন, লভিবে চেতন, আনন ভরিয়ে বল পঞ্চানন,
সে নাম কীর্ত্তনে, মজাও মন, সে ধনেরে ধ্যানে ধর॥
মাতা পিতা সুত, ভ্রাতা দারা সুহৃৎ, কেহত নহে কাহার,
সুখের বিভাগ, আছে লাভালাভ, এই হেতু আশা কর।
তুমি হ'লে শব, তাহারা সব, ঘৃণায় ছোঁবে না বলিয়ে শব,
থলি খুলি থালি, লইবে বৈভব, শব শিব অধিকার॥
অসার সংসার, অতি ঘৃণাকর, সাগর মাঝে সন্তর,
হবে যদি পার, দুস্তার সাগর, শঙ্কর নাবিকে ধর।
ব'লে হর হর, পাপ তাপ হর, করে করি লহ জাহ্নবী নীর,
হর শিরোপর, ঢাল নিরন্তর, কহে দীন খগেশ্বর॥ (৮১)

পিলু—যৎ।

রসনা বাসনা ভরি, বল ত্রিপুরারি।
ত্রিনেত্রের শিরে ত্রিপত্র, সহিত গঙ্গা বারি॥
আশুতোষ সে মহেশ, ভূতেশ জটাধারী;
ত্যজি বাস, কৃত্তিবাস, চিতা ভস্ম সার করি।
যাবে জ্বালা, এই বেলা, বল ভোলা বদন ভরি;
বলিলে বম্, ঘুচিবে ভ্রম, যম যাবে হেরি ফিরি।
কদর্য্য এই সুখৈশ্বর্য্য, মাৎসর্য্য পরিহরি,
ভাব জীব, সদা শিব, কি দিবা কি শর্ব্বরী।
দেব দেব মহাদেব, বৈভব তুচ্ছ করি,
কহে খগে অনুরাগে, বৈরাগ্য আশ্রয় করি॥ (৮২)

মিশ্র ঝিঝিট—একতালা।

ডাকরে সঘনে, হর পঞ্চাননে,
দেবের দেব মহাদেব, পিনাকপাণে।

রজত গিরি, ত্রিশূলধারী, বৃষবাহনে ॥
অসার খলু সংসার, ভাব না মনে ;
সব অনিত্য, শিব সত্য, লিখে পুরাণে।
ঘুচাও ভ্রম, ব'লে বম্, জীব সঘনে ;
মূঢ় জীব, ভাব শিব, শয়নে স্বপনে।
মজরে মানস, আশুতোষের গানে,
কহে খগ, কর যোগ, যোগী চরণে ॥ (৮৩)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়খেম্‌টা।

হেলায় হায় যায় ব'য়ে কাল।
মন খুলে, ডাক ববম্ ব'লে, বাজাইয়ে গাল ॥
বাল্যকাল ক্রীড়াবশে, পোগণ্ডে প্রকাণ্ড রসে,
যুবাতে যুবতী বশে, বার্দ্ধক্যে বেহাল।
সংসারে হ'য়ে আবৃত, ভুলেছরে নিত্য তত্ত্ব,
ভজ শিব নিত্য নিত্য, লয়ে জপমাল।
অধৈর্য্য জীব ধর ধৈর্য্য, ত্যজ ঐশ্বর্য্য মাৎসর্য্য,
পাইবে রে সুখ রাজ্য, কাট মায়াজাল।
করিলে হে দৃঢ় ভক্তি, শক্তি-পতি দিবেন মুক্তি,
শিব তন্ত্রে এই যুক্তি, কহে খগপাল ॥ (৮৪)

মিশ্র সাহানা—একতালা।

বম্ বম্ ববম্ ব'লে ডাক রে বদনে,
কেন মন, অকারণ, ভ্রম বিষয় অরণ্যে।
হও কাশীবাসী, নাশি ভব জ্বালা,
সুখে মুখে বল ববম্ বম্ বম্ ভোলা,

তবে সে কৃপা করিবেন বগলা,
শিব শবরূপে যেই চরণে।
হও শান্ত দান্ত, ত্যজিয়ে ভ্রান্ত, সুখে মুখে বল গৌরীকান্ত.
কি করিতে পারে অন্তে কৃতান্ত, দিলে মন সে ত্রিপুরান্ত চরণে।
বৃথা দিন যায় মায়ার বশে, মহাকাল দেখ হাসিছে ব'সে,
দিনান্তে ভ্রান্তে ডাক কৃত্তিবাসে,অনায়াসে কৈলাসে পাবে নিত্যধনে.
মাতা পিতা ভ্রাতা বনিতা স্বজন, কাম ক্রোধ আদি রিপু ষড়্‌জন,
ভ্রমেতে ভুলায় তোমার সাধন, কহে দীনহীন পন্নগাশনে॥ (৮৫)

মিশ্র সিন্ধু—পোস্তা।

কাটালি কাল, হ'য়ে নাকাল, ভাবিলি না সেকাল।
দেখরে ভেবে, দুদিন হবে, আজ ম'লে তুই কাল॥
বাল্যকাল ক্রীড়ায় মাতি, যুবাকালেতে যুবতী,
বার্দ্ধক্যে হ'লে হীনশক্তি, হবে কালাকাল।
বৃথা কাজে কাল কাটে, ম'লি ভূতের ব্যাগার খেটে,
চিত্রগুপ্ত হাতচিটে, গুন্‌চে রে ত্রিকাল।
লেগেচে কি কালের দিশে, কাজ হারালি কালের বশে,
মহাকাল হাসেন ব'সে, পেতে কাল-জাল।
কুলেতে কালি দিও না, কাল যায় তোর নাই চেতনা,
কাল দমনে ভাবনা, কহে খগপাল॥ (৮৬)

মিশ্র ঝিঝিট—পোস্তা।

বম্ বম্ ববম্ ব'লে ডাকরে সদা রসনা।
ও নাম লইতে জীব কভু অলস ক'রনা॥
গঙ্গাজল বিল্বদল, ল'য়ে হর শিরে ঢাল,
সুখে মুখে ববম্ বল, শমনের ভয় রবে না।

হর হর দুখ হর, শোক হর তাপ হর,
এ অধমে কৃপা কর, নিবার ভব ভাবনা।
আশী লক্ষ যোনি ভ্রমে, আসিয়ে এ মর্ত্ত্যভূমে,
কি কর রে মন ভ্রমে, মানব জনম আর হবে না।
কহে দীন খগবর, তার হে তারকেশ্বর,
এ অধমে কৃপা কর, বিতর বিভু করুণা॥ (৮৭)

মিশ্র মোল্লার—কাওয়ালি।

বম্ বম্ বব বম্ বল বদনে,
ভব যাতনা,ওরে রবেনা,ভাব জীব,সদা শিব, জিনিবেরে শমনে।
বম্ বম্ ভোলা, কাঁধে মৃগ ছালা,
গলে দুলিছে হাড়ের মালা,
ও নাম লইলে নাহি রয় ভবজ্বালা, কাশীবাসী পিনাকপাণে।
বম্ বম্ হর, শিরে জটাভার,
সদানন্দ আনন্দে সতত বিহর,
ভবতারণকর্ত্তা তারকেশ্বর, তোমার মহিমা বল বিভু কে জানে।
বম্ বম্ বব বম্ বব বম্ বব বম্,
ঘুচাও রে ভব জীব, মনের যতেক ভ্রম ;
গাও গুণী তানা নানা, তোম্ তোম্ তোম্ তোম্,
ধাকেটে তাক্, ধুম কেটে তাক্ ত্বদেঘেনা, ধুনে নুনে নুনে নুনে॥
ভাব কিরে মূঢ় জীব, সদা ভাব শিব শিব,
কোথা পলাবে অশিব, রব শুনি শিব শিব ;
কহিছে খগ বল্লভ, ভবধব সদাশিব,
উচ্চে কর এই রব, রূপ ধর ধ্যানে॥ (৮৮)

মূলতান—একতালা।

বার ব্রত কর, বৃথা ঘুরে মর, হর হর মুখে বল না।
ল'য়ে গঙ্গাজলপাত্র, মিশায়ে ত্রিপত্র, ত্রিনেত্রের শিরেতে ঢাল না॥
জান না রে মন, শিয়রে শমন, কেন রে দমন কর না;
ত্যজিয়ে ভ্রান্ত, বল গৌরীকান্ত, এ দিনতো একান্ত রবে না।
যারে জপে নিরবধি, ইন্দ্র চন্দ্র বিধি, হেন নিধি পেয়ে ছেড় না;
তাঁরে যতনে আরাধ্য, করি গাল বাদ্য, মায়াজালে
বদ্ধ হইও না।
মন দেহে রাজা, ইন্দ্রিয় প্রজা, কুতন্ত্রী কুমন্ত্রী ছয় জনা,
তারে ক'রে ত্যজ্য, শাস নিজ রাজ্য, ঐশ্বর্য্য পাইয়ে ভুলনা।
কহে খগপতি, কর রে সুমতি,
পশুপতি ব'লে ডাক না;
তিনি অগতির গতি, পার্ব্বতীর পতি,
যাঁরে প্রজাপতি, ধ্যানে পায না॥ (৮৯)

সিন্ধু কাফি—একতালা।

বম্ বম্ বম্ বব বম্ ব'লে ঘুচাও জীব মনের ভ্রম।
কি করিতে পারে তোমার অন্তকালে যম॥
শিরে দিলে গঙ্গাবারি, তুষ্ট হবেন ত্রিপুরারি,
শমন মরবে ঘুরি ফিরি, যেন বাঁশবনেতে ডোম্।
আশী লক্ষ যোনি ভ্রমে, আসিয়ে এ মর্ত্ত্যভূমে,
কি কর রে মন ভ্রমে, তিনি দেবোত্তম।
আশীলক্ষ বারে পাওনা টের, সংসার চিঁড়ের বাইশ ফের,
বল্লে হর, শমনদূতের খাটেনা বিক্রম।

নাকাল হ'য়ে কাটালি কাল, কহে দীন খগপাল,
বম্ বম্ ব'লে বাজারে গাল, এতে নাইকো পরিশ্রম ॥ (৯০)

পরজ বাহার—ঝাঁপতাল।

দীনে কৃপা কর, হর গঙ্গাধর দিগম্বর,
অশিব নাশিয়ে শিব, জীবে নিস্তার।
সর্ব্ব জীবে ভাব সম, তুমি প্রভু দেবোত্তম,
কে আছে তোমার সম, মনোরম কলেবর।
মহাযোগী যোগবলে, যোগ সিদ্ধ ভূমণ্ডলে,
যজ্ঞেশ্বর নাম থু'লে দেব সকলে ;—
ত্যজিয়ে কৈলাস কাশী, হইলে শ্মশানবাসী,
অঙ্গে মাখ ভস্ম রাশি, কহে খগবর॥ (৯১)

মিশ্র ঝিঝিট—কাওয়ালী।

ভব ব্যাধির মহৌষধি, বাবা বৈদ্যনাথ।
অনুপান গুণ গান, নিদান বিহিত মত ॥
যার থাকে কর্ম্মভোগ, সে ভুঞ্জয়ে ভব রোগ,
হ'লে তব মনোযোগ, আরোগ্য নিশ্চিত।
তোমার স্মরণ মাত্র, রোগীতে হয় পবিত্র,
কৃপা করিলে ত্রিনেত্র, তরে শত শত।
ওহে প্রভু কৃত্তিবাস, ঝাড় খণ্ডে তব বাস,
পূরাও জীবের আশ, তুমি বিশ্ব তাত।
তুমি ধন্বন্তরি বৈদ্য, তব সৃজিত ঔষধ,
ত্বংহি জগত আরাধ্য, কহে খগনাথ ॥ (৯২)

চেৎ ঝিঝিট—পোস্তা।

কি কর রে মূঢ় জীব, সদা ভাব সদাশিব।
সুখে মুখে বল হর, ত্যজিয়ে বিষয় বৈভব॥
মায়াতে হ'য়ে আবৃত, বিস্মরিলে নিজ তত্ত্ব,
রবে না সামর্থ্য অর্থ, শব হইলে যাবে সব।
কোন্ দিন হবে আগত কাল, সদা ভাব মহাকাল,
এড়াবি কালের জাল, বদনে বলিলে শিব।
প্রকাশিয়ে জ্ঞাননেত্র, হের বিভু ত্রিনেত্র,
জাহ্নবী-নীর শিরে ঢাল রে জীব।
অপার তাঁর মহিমা, কে করিতে পারে সীমা,
খগাধমে কর ক্ষমা, দেব দেব মহাদেব॥ (৯৩)

জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল।

বিশ্ব ঈশ্বর জগদীশ্বর, মহিমা তোমার বেদে অগোচর,
স্বগণ সহিতে, শঙ্কর মহীতে, জীবেরে তরাতে ষণ্ডেশ্বর।
কাশীবাসী কৈলাসবাসী, শ্রীঅঙ্গেতে মাখা ভস্মরাশি,
বৈভব ত্যজিয়ে শ্মশানবাসী, কভু গোপবাসী গোপেশ্বর।
তুমি ভূতনাথ, তুমি বৈদ্যনাথ, ত্রিজগত তাত বিখ্যাত জগত,
বালগোড়ের অগ্রেতে, জীবেরে তরাতে তারকেশ্বর।
পঞ্চভূত আত্মা, তুমি পঞ্চানন, ভূতভাবন ভূত জীবন,
পঞ্চোপাসকের ধ্যানের ধন, পিনাকপাণে বাণেশ্বর।
ত্রিভুবন মনোরঞ্জন কারণ, ত্রিতাপনাশক তুমি ত্রিলোচন,
গুণাতীত বিভু তুমি হে নির্গুণ, কহে দীন হীন খগেশ্বর॥ (৯৪)

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

অশিব নাশিয়ে বল শিব,
জগদীশ্বর হর সদা ভাব জীব।
গঙ্গাজল বিল্বপত্র এই মাত্র চাই যোত্র,
জলপাত্র মাত্র হয় অতুল বৈভব;
ক'রনা হেলা, ভুলনা ভুলনা রে মন ভোলা,
সুখে মুখে ব'লে ভোলা, শমনেরে জিনিব।
বল বল বম্ বম্, ঘুচাও মনের ভ্রম,
তানা নানা তোম্ তোম্, সাধ সুর ঋষভ;
মন প্রাণ ঐক্য ক'রে, থাকরে সমাধি ক'রে,
নয়ন মুদিত ক'রে, হরে হৃদে হেরিব।
অনাদি আদি মহেশ, ধূর্জ্জটি ব্যোমকেশ,
দীনেশ অশেষ শেষ বাহন বৃষভ;
খগের শ্রীপদে আশ, সদানন্দ আশুতোষ,
বর্ণনে অশক্ত ব্যাস, আমি কি বর্ণিব॥ (৯৫)

তৃতীয় খণ্ড।

শ্যাম-সঙ্গীত।

মূলতান—যৎ।

এখন শ্যাম রাখি কি কুল রাখি বৃন্দে সই।
উভয় সঙ্কট সখিরে ;—
যদি ত্যজি গো কুল, তবে হাঁসে গোকুল,
যদি রাখি গো কুল, তবে কৃষ্ণধনে বঞ্চিত হই।
প্রাণ সঁপে কৃষ্ণের পায়, যে প্রকার নিরুপায়,
কেউ ডেকে সুধায় না একবার ;—
কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রাণ যায়, নিরুপায়,
কু-কথায় জ্বালায় অনিবার॥
হ'লেম যার লাগি সর্ব্বত্যাগী, সেই হ'ল আমা ত্যাগী,
কইগো তার সুখের ভাগী হ'লেম কই,—
কেবল কলঙ্কের ভাগী হ'লেম সই।
আর কি কেউ গোকুলময়, শ্যাম প্রেমের প্রেমী নয়,
কলঙ্কের ভাগ কেবল শ্রীরাধার।
তুলে মিথ্যাবাদ, অপবাদ, দেয় কালার পরিবাদ,
বলে শ্যাম ভেবে শ্যাম কলঙ্কিনী কাঁদ্‌চে ঐ ;—
আমি কিরূপে গৃহে রই॥ (৯৬)

কবির সুর।

গোবিন্দের পদারবিন্দ হৃদয়ে ক'রে ধারণ,
নির্জ্জনে শ্যামধনে করেছি অঙ্কন।
লিখে ত্রিভঙ্গের সকল অঙ্গ, লিখি নাই যুগল চরণ;
সখি শোনগো, শোন বলি তার বিবরণ।
ল'য়ে গিয়ে শ্যামে মথুরায়, আনিলে না পুনরায়,
আমার সচল গিয়ে অচল হ'য়ে রইলো মথুরায়।
নিরদয় পদদ্বয় তাইতে লিখি নাই ;—
সখি সময় যখন মন্দ হয়, চিত্র-ময়ুরে হার খায়,
এ কথা বিচিত্র নয় ;—
পাছে চিত্র-শ্যাম মধুপুরে চলে যায় ;
নিরদয় পদদ্বয় তাইতে লিখি নাই ;—
সখি শুনগো চরণের এই আচরণ॥ (৯৭)

খাম্বাজ—একতালা।

আর কি সময়, নাহি রসময়, বাজাতে মোহন বাঁশী।
তোমারে হেরিতে, কাননে আসিতে, নিরন্তর অভিলাষী॥
সদা গুরুজন নিকটেতে রই, বাঁশী শুনে প্রাণে ব্যাকুলিতা হই,
কত আর যাতনা সই, প্রতিবাদী প্রতিবাসী॥ (৯৮)

(দয়ালচাঁদ মিত্র)।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ননদিনি ব'লো নগরে,—
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী, কৃষ্ণকলঙ্ক সাগরে।

কাজ কি গোকুল, কাজ কি গো কুল,
ব্রজকুল সব হোগ প্রতিকূল ;
আমিত সঁপেছি গো কুল, অকূল কাণ্ডারির করে।
কাজ কি বাসে, কাজ নাই আমার পীতবাসে,
সে যার হৃদয় বাসে, সে কি বাসে বাস করে॥ (৯৯)

বেহাগ—একতালা।

ধরম করম সকলি গেল লো, শ্যামা পূজা মোর হ'লোনা।
মন নিবারিতে, নারি কোনমতে, ছিছি কি জ্বালা বলনা॥
কুসুম অঞ্জলি দিতে শ্রীচরণে, ত্রিভঙ্গিমঠামে পড়ে সখি মনে,
পীতবসনে হেরি নয়নে, ভাবিতে দিগ্বসনা।
ভাবি নরমালী কালী অসি করে, হেরি বনমালী বাঁশরী অধরে,
ত্রিনয়না ধ্যানে বঙ্কিম নয়নে, হেরি হই সই বিমনা॥ (১০০)
(গিরীশ ঘোষ)।

(নিম্নলিখিত গীতগুলি রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় বিরচিত।)

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কি করগো কিশোরী, শ্রীহরি যাবেন মথুরায়,
কি হ'লো কি হ'লো ব্রজের, আমাদের কি হবে হায়।
অক্রূর এসেছেন ব্রজে, লয়ে যাবেন রাখাল-রাজে,
নন্দের ভেরী ঐ গো বাজে, শ্রবণেতে শুনা যায়॥ (১০১)

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

গোপাল এই ছিল তোর মনে,—
স্বপনে জানিনা গোপাল, তুই যাবিনা বৃন্দাবনে।

যশোদার তুই বনমালী, কি ব'লে মথুরায় এলি,
সে কথা কি গেলি ভুলি, ব'সে রাজ-সিংহাসনে ॥ (১০২)

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

সখি অভাগিনী যায়,—
কাঁদিয়ে কাটায়ে কাল, কাঁদিয়ে পলায়।
দেহে কৃষ্ণ নাম লিখে দাও, কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম শুনাও,
করে ধরি দেহ মোর, ভাসিয়ে দিও যমুনায়।
ভেসে যাই যেন ওগো মথুরায় ;
রাধার দেহ দেখেন যেন শ্যাম রায় ॥ (১০৩)

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

সজল জলদবরণ শ্যাম কি গুণ জানে।
ভুলায় রমণীমন, মুরলী মধুর তানে ॥
শুনিয়ে বাঁশীর ধ্বনি, ঘরে থাকে কোন্ ধনি,
এলোথেলো পাগলিনী, কমলিনী মরে প্রাণে ॥ (১০৪)

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

কিসে সই এ বারি নিবারি বল না,
ব্রজগোপীর নয়ন-বারি, যমুনায় আর ধরে না।
সেই নিরদবরণে, যখন সখি পড়ে মনে,
বারি আসে দু নয়নে, ধৈর্য্য হ'তে পারিনা।
সুচিত্রে দেখেছি আমি, কাল হ'লো চিত্রগামী,
হ'য়েছি তার প্রেমের প্রেমী, প্রাণসজনি,—
মন নয় আমার বশ, বঁধুর বশে সে অবশ,
কৃষ্ণ প্রেমের এই রস, রামচন্দ্রের ভাবনা ॥ (১০৫)

ঝিঝিট—মধ্যমান।

প্রেম-ব্রত আজ আমার হ'লো উদযাপন,
কৃষ্ণায় নমো বলে সখি, আহুতি দিব জীবন।
এ ব্রতের যে পদ্ধতি, সকলি জানত দূতী,
রাখ আমার এই মিনতি, কর তারি আয়োজন।
ব্রতফলে পাব কান্ত, কামনা ছিল একান্ত,
এখন হ'লেম দক্ষিণান্ত, ক্ষান্ত হওরে পাপ মন॥ (১০৬)

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

হরি ব'লে প্রাণ সই প্রাণ ত্যজিব,
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত হরির, রাঙা পদে মিশাব।
এ ভব-যন্ত্রণা যাবে, আর কি মানব-দেহ হবে,
আসিতে হবেনা ভবে, হরি ভেবে হরি হব।
শঙ্খচক্র গদাম্বুজ, ল'য়ে হ'ব চতুর্ভুজ,
ভণে রামচন্দ্র দ্বিজ, সাধকের এই ভাব॥ (১০৭)

মূলতান—একতালা।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ জ্বালা প্রাণে সয় না,
প্রাণ দেহে থেকে যায় যায় যায় না।
আশালতায় প্রাণ বাঁধি, গিয়াছে সেই প্রাণনিধি,
সে আশায় প্রাণ রয় রয় রয় না।
তিলেক না হেরে তায়, যুগ শত জ্ঞান হয়,
আশাতে কি প্রাণ রয় প্রাণসজনি।

মনে করি বিষ খাই, আশার আশায় ভুলে যাই,
আমার মরণ হয় হয় হয় না॥ (১০৮)

সাহানা—যৎ।

ভেবোনা কিশোরী তোর বঁধুকে যাই আন্‌তে,
শ্যামের বামে বসাইব, ক'রোনাকো চিন্তে।
দাসখত ল'য়ে করে, বাঁধিব সেই বংশীধরে,
আমি এনে দিব তারে, তব পদপ্রান্তে।
থাকিতে এ বৃন্দে দাসী, মনেতে কেন উদাসী,
এনে দিব কালশশী, ধৈর্য্য ধর রাই ;—
মুদিয়ে দুটি নয়ন, কৃষ্ণপদে রাখ মন,
পাবে সে সাধনের ধন, তব নীলকান্তে॥ (১০৯)

সাহানা—আড়াঠেকা।

যাবি যা মথুরায় আনিতে বঁধুকে,
কথা ক'য়ো ভাব বুঝে, যাতে মান থাকে।
অভাগিনীর কপাল মন্দ, মনেতে হয় কতই সন্ধ,
যদি না আসেন গোবিন্দ, পাবিনে আমাকে।
আমি ভালবাসি মান, রেখো গো আমার মান,
বৃন্দে সখি শুন শুন বিরলেতে কহি ;—
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ধন, আমার সেই কৃষ্ণ ধন,
মানেতে ধরেন চরণ, কি কব তোমাকে॥ (১১০)

সোহিনী—যৎ।

আর কি আমাদের রাধে আছে গো সে কুল,
কুল-নাশ করি হরি ত্যজেছেন গোকুল।

গোপিকার কুল ক'রে ভঙ্গ, কুলীন হলেন সে ত্রিভঙ্গ,
মথুরাতে কুব্জার সঙ্গে, পরিবর্ত্ত কুল।
কুলশ্রান্ত কুলীন পেয়ে, কুলশীল সকল দিয়ে,
করেছিলাম কুলক্রিয়ে, বাড়াইতে কুল।
কপালক্রমে এই হ'লো, কুল বাড়াতে কুল গেল,
রামচন্দ্রে বলে ভাল, করেছিলে কুল॥ (১১১)

বিভাস—আড়াঠেকা।

কালনিদ্রা কেন এলি,—
তোর কি এত ধার ছিলরে রাধার?
রাধার মূলাধার, কোথায় লুকালি।
হৃদ্‌পদ্মাসন, করে অন্বেষণ, পাইলে দরশন,
বিচ্ছেদ হুতাশন, কেন জ্বেলে দিলি।
মোহন বংশীধর, কাল শশধর,
যারে গঙ্গাধর, ভাবেন ধরাধর,
সেই জলধর, আমার গিরিধর,
ধর ধর ব'লে কারে বিলালি॥ (১১২)

মূলতান—আড়াঠেকা।

আরতো যাবনা সই যমুনারি জলে,
ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়ন-সলিলে।
যে হেরিলাম রূপ তার, ফিরে আশা হ'লো ভার,
নাম তো জানিনা তার, সে থাকে গোকুলে॥ (১১৩)

(শ্রীধর কথক।)

সোহিনী—যৎ।

কে আমার আছে গোকুলে,
কলঙ্কিনী নাম রাধার সবাই গো বলে।
যিনি অখিলের পতি, তারে বলে উপপতি,
পাপ-লোকের পাপ মতি, ব্রজমণ্ডলে॥ (১১৪)

(মধুকিন্নর।)

(নিম্নলিখিত গীতগুলি আশুতোষ দেব—ওরফে ছাতুবাবু রচিত।)

হাম্বির—একতালা।

কে দাঁড়ায়ে কুঞ্জে শ্যামল বরণে।
গুঞ্জ ছড়া বেড়া, চূড়া বামে টেড়া,
শোভে শিখিপুচ্ছ, তুচ্ছ শশধর কিরণে॥
অলকা আবৃত শ্রীমুখমণ্ডল, নাসিকা অগ্রে মুকুতা দোল,
কনক রতন জড়িত কুণ্ডল, রবিকর শ্রবণে।
আহা মরি মরি, কিবা ভ্রূভঙ্গ, ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ পায় অনঙ্গ,
খগ মৃগ পশু আর পতঙ্গ, মোহিত দরশনে॥
মধুর মুরলী মধুর অধরে, ব্রজকুল-বধূ চিত অধরে,
নিশি দিবাকর নিকর করে, স্থির নীর শ্রবণে॥
নিন্দি ইন্দীবর নীল কলেবর, কৌস্তুভ ভূষণ মুনি-মনোহর,
নটবর বেশ নবীন কিশোর, সহ ঝুলনে।
দোঁহার অঙ্গে পীতবাস, মন্দ মন্দ বহে তাহার সুবাস,
উভয়ের রূপ এমনি প্রকাশ, তাড়িত নবঘনে॥ (১১৫)

বারোয়া—ঠুংরী।

যেওনা রাজনন্দিনী সে কুঞ্জবনে,
কামিনী যামিনী শেষে যাবে কেমনে।
সুসজ্জিতা হ'লে রাধে, হেরিতেছে সে কালাচাঁদে,
ভুগিবে গো পরিবাদে গুরুগঞ্জনে।
শুন গো রাধে রূপসী, যদি হবে গৃহবাসী,
হের না সে কালশশী, আঁখি অঞ্জনে।
আশুতোষ বাক্যে রাধে, ভাবিয়ে দেখনা হৃদে,
প্রাণ সঁপে কালাচাঁদে, সুখী কোন্ দিনে॥ (১১৬)

বারোয়া—ঠুংরী।

বাঁশী কুল নাশিল আমার,
হাসিল গোকুলবাসী গৃহে থাকা হ'লো ভার।
রাধা রাধা ব'লে বাজে, লোক-মাঝে মরি লাজে,
তার গঞ্জনা প্রাণে বাজে, দুঃখ অনিবার।
কি ক্ষতি করেছি তার, তাই করে হেন ব্যবহার,
হয়ে সুধার আকর, একি অবিচার॥ (১১৭)

যোগিয়া বেহাগ—একতালা।

আগে বলেছি রাধে, প্রেম ক'রো না,
শুনিলে সে হিত কথা, এত দুঃখ হ'তো না।
ব্রজে আছে প্রকাশিত, তাহার যে রীত, বুঝে বুঝলে না;
সে যে এমনি কঠিন, দয়া মায়া হীন, বধেছে পূতনা।
তুমি সহজে অবলা, হইয়ে প্রবলা, কারু সুধালে না,
তার না ভাবিলে দোষ, হ'লে আশুতোষ, রহিল ঘোষণা॥(১১৮)

যোগিয়া বেহাগ—যৎ।

ওরে কাল কোকিল কেন হান কুহু বাণ,
তোর রবে নাহি রবে, অবলারি দেহে প্রাণ।
তুমি অতি নিরদয়, নারী বধে নাহি ভয়,
বল কি সুখোদয়, গেলো অবলার মান।
একেত মলয় বায়, কুলশীল রাখা দায়,
কত দিকে ধায়, ভরসা বঙ্কিম নয়ন॥ (১১৯)

জংলা কাফি—তিওট।

নিধুবনে রাধারাণী বিরাজে,
কি সাজে হরি, হ'য়েছে প্রহরী, পরিহরি লাজে।
বৃন্দা আদি বৃন্দারণ্যে, বৃন্দারক বৃন্দমাঝে,
যোগমায়া বলে ধন্যে, শিবের শিঙ্গা বাজে॥ (১২০)

গারা ঝিঝিট—আড়াঠেকা।

কেন গো রসময় অসময় বাঁশী বাজালো,
অঘটন কি ঘটন, মন উচ্চাটন করিলো।
কি আছে শ্যামের মনে, জানিব তাহা কেমনে,
এ পিরীতি সংগোপনে, আর না রহিলো।
ক্রমে গুরুগঞ্জন, হ'ল নয়নাঞ্জন,
কৃষ্ণ মনোরঞ্জন, এখন তাই লাগে ভালো।
কালিয়ে হৃদয় যার, মন কিসে বশ তার,
কালাকাল কি বিচার, কুঞ্জে যেতে হ'লো॥ (১২১)

গারা ঝিঝিট—ঢিমে তেতালা।

না চলে চরণ কেন অঞ্চল বাধে,
কেন হেরি অভিসারে, সুখসাধে বাদ সাধে।
কৃষ্ণ সঙ্গে আগমন, কি জানি হয় কেমন,
ললিতে বলিতে পার, বাঁচাও শিবসংবাদে॥ (১২২)

(শিবচন্দ্র দাস।)

গৌরী—আড়াঠেকা।

চে'ওনা শ্যামের পানে কলঙ্কিনী হবে সই,
ঘরে পরে অপমান, এজন্য তোমারে কই।
লম্পটের সনে প্রীতি, নহেত উত্তম রীতি,
গুরুজনার মাঝে, রাধা ব'লে ডাকে ওই॥ (১২৩)

বিভাস—মধ্যমান।

যাওহে যাও যার বঁধু তার কাছে যাও,
এখানে থাকিয়া কেন যামিনী পোহাও।
এই মনে অনুমানি, মানে আছে কমলিনী,
অতএব কি গুণমণি, আইলে হেথায়।
নাহি তব প্রিয় জন, এথা কিবা প্রয়োজন,
যথা তব প্রিয় জন, যাওহে তথায়।
রজনী হইল গত, নিশাকর অস্তগত,
দেখহে রবি আগত, আসে দিবা নিশি যায়॥ (১২৪)

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

মরি হায় হায়, শোভা কব কায়,
প্রমদা হ'লেন হরি, প্রমদারি প্রেমদায়।

কি ভাব হেরি উৎকৃষ্ট, আনন্দে হ'য়ে আকৃষ্ট,
রাধারে সাজায়ে কৃষ্ণ, বিহরেন শ্যামরায়।
সাজাইয়ে শ্রীরাধারে, কহেন শ্রীহরি,
সুধাংশু-বদনি ধর অধরে বাঁশরী ;—
শশীমুখে বাঁশী তব শুনিব কেমন,
ত্রিভঙ্গ হইয়ে রঙ্গে, দাঁড়াও এখন ;—
বনয়ারীলাল ভণে যুগল মিলন,
লাজে রতি রতি-পতি, পড়িল যুগল পায় ॥ (১২৫)

(বনয়ারীলাল।)

পিলু—যৎ।

শ্যামের কি রঙ্গ হেরি ও ত্রিভঙ্গ মুরারি,
খেলত হরি, ল'য়ে সহচরী, অধরে ধরে বাঁশরী।
রাধে রাধে ব'লে বাঁশী বাজিল, মজিল গো কুলনারী ;
বাঁশী কেড়ে লব, আমরা বাজাইব, সাজাইব তোমায় নারী।
নারী সাজাইব, বামে বসাইব, আমরা হইব বংশীধারী ॥ (১২৬)

পিলু—যৎ।

অমন ক'রে বাঁশী বাজাওনা শ্যাম,
ঐ বাঁশীর রবে কত গোপিনীর গেছে কুলমান।
যে ঘরেতে বাস করি, হরি বল্‌তে প্রাণে মরি,
শাশুড়ী ননদী অরি, পতি আমার বাম ॥ (১২৭)

পিলু—যৎ।

ছি ছি, হারিলে হে হরি,—
সহিত গোপের নারী, লাজে মরি মরি।

চূড়া বাস বাঁশরী, দেহ মুরারি, তোমারে সাজাব মুরারি,
তব সাজ লয়ে, শ্রীমতীরে সাজাব বংশীধারী।
নিকুঞ্জবনে হোরি, খেলিবেন আজ শ্রীহরি, ল’য়ে ব্রজনারী।
কুসুম রঙ্গে, সাজাব ত্রিভঙ্গে, মারিব কুম্‌কুম্ ঘেরি।
হারাবো নটবরে, জিতাইব শ্রীরাধারে, চল সখি ত্বরা করি॥ (১২৮)

(নিম্নলিখিত গীতগুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত।)

ঝিঝিট—একতালা।

গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে, মৃদুল মধুর বংশী বাজে ;
বিসরি ত্রাস লোক লাজে, সজনি আওয়ে আওয়ে লো।
পিনহ চারু নীল বাস, হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাস,
হরিণ নেত্রে বিমল হাস, কুঞ্জবনমে আওলো।
ঢালে কুসুম সুরভ ভার, ঢালে বিহগ সুরভ সার,
ঢালে ইন্দু অমৃত ধার, বিমল রজত ভাতিরে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে, অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটিল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে, বকুল যূথি জাতীরে।
দেখ লো সখি শ্যামরায়, নয়ন প্রেম উথলে রয়,
মধুর বদন অমৃত সদন, চন্দ্রমা নিন্দিছে।
আও আও সজনীবৃন্দ, হেরিবে সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ, ভানুসিংহ বন্দিছে॥ (১২৯)

পূরবী—যৎ।

মরি লো মরি,—
আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে।

ভেবেছিলাম ঘরে রব, কোথাও যাবনা,
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশী, বল কি করি।
শুনেছি কোন কুঞ্জবনে যমুনাতীরে,
সাঁজের বেলা বাজে বাঁশী ধীর সমীরে ;—
ও গো তোরা জানিস্ যদি (আমায়) পথ বলে দে।
আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে !
দেখিগে তার মুখের হাসি, (তারে) ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
(তারে) বলে আসি তোমার বাঁশী, (আমার) প্রাণে বাজে যে !
আমায় বাঁশীতে ডেকেছে কে ॥ (১৩০)

মিশ্র সিন্ধু—একতালা।

ঐ বুঝি বাঁশী বাজে,—
বন-মাঝে কি মন-মাঝে।
কোথায় ফুটেছে ফুল ?
বলগো সজনী, এ সুখ রজনী,
কোন্ খানে উদিয়াছে ?
বন-মাঝে কি মন-মাঝে (সজনী)।
যাব কি যাবনা, মিছে এ ভাবনা,
মিছে মরি লোকলাজে।
কে জানে কোথা সে বিরহ হুতাশে—
ফিরে অভিসার সাজে।
বন-মাঝে কি মন-মাঝে ॥ (১৩১)

সিন্ধু—খেম্‌টা।

আজ আস্‌বে শ্যাম গোকুলে ফিরে,
আবার বাজ্‌বে বাঁশী যমুনা তীরে।
আমরা কি করিব, কি বেশ ধরিব ?
কি মালা পর্‌ব ? বাঁচিব কি মর্‌ব সুখে।
কি তারে বলিব,—কথা কি রবে মুখে ;
শুধু তার মুখপানে চেয়ে, দাঁড়ায়ে ভাস্‌ব নয়ন নীরে ॥ (১৩২)

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

ছেড়েদে ছেড়েদে আমার পাখী, (আমার সাধের পাখী)।
বল্ কে তোরা রাখ্‌লি ধরে, আমারে দিস্‌নি ফাঁকি ॥
বাঁধা ছিল প্রেম-শিকলে, কে তারে নিলেগো ছলে,
কোথা গেল দেগো ব'লে ; হৃদিপিঞ্জরে ধ'রে রাখি।
দেখা পেলে একবার, কভু কি ছাড়িব আর,
চোখে চোখে রাখ্'ব তারে, আর কি মুদিব আঁখি ॥ (১৩৩)

বেহাগ—যৎ।

দেখলো সজনী, চাঁদনী রজনী,
সমুজল যমুনা গাওত গান ;
কানন কানন, করত সমীরণ,
কুসুমে কুসুমে চুম্বন দান।
কাহেলো যমুনা জোছন ঢলঢল, সুহাস সুনীল বারি ?

আজু তাঁহারই উজল সলিল পর, নয়ন সলিল দিব ডারি।
কাহে সমীরণ লুটই কুসুম-বন, অলসি পরসি যমুনায়!
তোহার চম্পক বাসিত লহরে, মিশাব নিশান বায়।
জনম গোয়ানু রোয়াত রোয়াত, হামকে কোইত সাধল না॥
সকল তেয়াগনু যো ধন আশে, সো বি তয়াগল মোয়,
আপন ছাড়ি সব আপনি করিনু দোষ,সো বি সজনি পার হোয়,
যমুনে হাস হাস লো হরষে, হম তব রোয়বে কে ?
তোঁহারি সুহসিত নীল সলিল পরি, রাধা সব বেদে!
এক দিবস যব মাস হামারা, আসবে কিনায় তোয়,—
যব সো পেখবে তোহার সলিলে, ভাসত তনুয়া মোর—
তব কি শ্যাম সো মানস পাশে, তিল দুখ পাবে না ?
শ্যামক নয়নে বিন্দু নয়ন জল, বহুত কি আওবে না ?
বনে কুঞ্জে আসবে সব সখি, শ্যাম হামারই আয়ে।
ফুকরেবে যব রাধা মুরলি উরধ শ্বাসে,
যব সব গোপিনী আসবে ছুটাই, যব হম আসব না,
যব সব জাগব না জাগবে চমকই যব হম জাগব না,
তব কি কুঞ্জপথ হামারি আশে হেরব আকুল শ্যাম।
নব নব ফেরই সো কি ফুকারবে রাধা রাধা নাম!
না যমুনা সো এক শ্যামময় শ্যামক শত শত নারী ;
হম যব যাওব শত শত রাধা চরণে রহবে তারি!
তব সখি যমুনে, নিকুঞ্জে কাহে তয়াগব হে ?
অভাগীর তব বৃন্দাবন মে কহ সখি রোয়ব কে।
ভানু কহে চুপি মানভরে রহ, আও বনে ব্রজনারী,
মিলাব শ্যাম শত শত আদর, শত শত লোচন বারি॥ (১৩৪)

(নিম্নলিখিত গীতগুলি নীলকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত)।

ললিত—আড়াঠেকা।

কি চিন্তা, ত্যজ মন চিন্তা, চিন্তা কর চিন্তামণি,
আরতি হইবে শান্তি, পাবে সুখ দিবা রজনী।
মায়া মোহ স্নেহ পাশ, কাটিবে হে মহাপাশ,
দূরে যাবে দ্বেষ রোষ, পাইবে সে গুণমণি।
ষট্‌চক্র ভেদ করি, রাখ সে মোহন মুরারি,
ভক্তিরস সিঞ্চন করি, দেহ চরণে হৃখানি।
দুঃখের হইবে শেষ, যাবে যত ক্লেশ,
হৃদে ভাব হৃষীকেশ, দেব চক্রপাণি।
অনঙ্গ ত্যজিবে অঙ্গ, রবে না আর সে আতঙ্গ,
নির্ম্মল হইবে অঙ্গ, নীলকণ্ঠের বাণী।
তার সাক্ষী ব্রজমাঝে, মধুর প্রেমেতে ম'জে,
পেয়েছিল ব্রজরাজে, যতেক গোপিনী॥ (১৩৫)

বদন অধিকারীর সুর—একতালা।

কেন হে এ রীতি, হইল পীরিতি, কেমতি এমতি বল।
কি বাদে বিবাদে, ঘটায়ে প্রমাদে, বিষাদে নয়নে জল॥
করি মন চুরি, চতুরে চাতুরি, বুঝিবে কি নারী ছল,
সে যে অবলা সরলা, তাহে রাজবালা, বিচ্ছেদজ্বালা যে প্রবল।
কেমনে শীতল, করিবে হে বল, জ্বলিছে বিরহানল॥ (১৩৬)

কবির স্থর—তিওট।

ওহে দীননাথ, অনাথের নাথ, কেন নিদয় এত, রাই কমলে।
তোমায় দয়াময় বেদে বলে, যে দয়া প্রকাশিলে,
সকলে জানিল এ গোকুলে॥
আমরা যত সখিগণ, করিয়ে সযতন, সাজালাম সাধে কুঞ্জকানন;
মনে আসিবেন শ্রীহরি, বামে রাই কিশোরী,
বস্‌বেন সিংহাসনোপরি,
আমরা যুগল রূপ হের্‌বো নয়নযুগলে।
রাই বিচ্ছেদ বিকারানলে, পড়িবে ধরাতলে,
সদাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ মুখে বলে।
কোথায় কৃষ্ণ এলে, কোথায় কৃষ্ণ এলে, দেখ্‌লে না অধিনী ব'লে,
বুঝি হারাই প্রাণ কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ অনলে॥ (১৩৭)

বাউলের স্থর—খেম্‌টা।

একবার হরি বোলে ডাক্‌রে সবাই মন করি খাঁটি।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, ফল পাবে চারিটি।
ভেঙ্গেছে শির খুঁটি, তুবড়েছে গাল ছুটি,
বিশীর্ণ দন্তপাটি, মাটি হয় মাটি।
পড়িয়ে মায়া ঘোরে, আপন আপন আপন করে,
না জানি আমি কেরে, বাধাও লট্‌খটি।
যে মুখে হরি বলে, তারে ভয় করে কালে,
জয় হয় সর্ব্বকালে, বেদের বচন্‌টী।
নীলকণ্ঠ বলে হরি, ভবদুঃখ পরিহরি,
দাও আমার হৃদিপরি, চরণ ছুটি॥ (১৩৮)

বাউল সুর—খেমটা।

বল বদনে সেই হরি, যিনি ভবার্ণবের কাণ্ডারী ;
ঐ নামটি হরি, শ্রবণ করি, ভবসিন্ধু যাই তরি।
যিনি কালের কাল মহাকাল, পালায় যাঁরে ডরি,
এই অপার সংসারে পার, করিবেন দয়া করি।
হরি কৃপা করি, অধম তারি, রাখেন বৈকুণ্ঠপুরী ॥ (১৩৯)

কবির সুর—তিওট।

হর হর হরি হর, ভবের যন্ত্রণা হর,
কতদিনে করিবে ভব পার।
হরি দয়াময় নাম ধর, ত্রিতাপ হরণকার, বিশ্বাধার ;
আমরা তাই তোমায় ডাকি হে অনিবার ॥
হরি পাষাণ মানবিনী, পাদস্পর্শেতে জানি, গুণমণি ;
কর নিগুর্ণে দয়া দয়ার সাগর।
আমরা ভক্তিহীন মূঢ়মতি, চরণে করি স্তুতি, মিনতি ;
কর অগতির গতি, হে গুণাকর॥ (১৪০)

বেহাগ—একতালা।

সখিরে আমার ধর ধর।
উরু নিতম্ব হৃদি পয়োধর, ভার ভূমেতে ঢলিয়ে পড়ি গো ॥
চাতকিনী যেমন ধায় বারিপানে, তেমতি আমি ফিরি বনে বনে,
নব জলধরে না হেরে নয়নে, হ'তেছি অস্থির।
ঘোর তিমির রজনী সজনী, কোথায় না জানি শ্যাম গুণমণি,
পৃষ্ঠে দুলিছে লম্বিত বেণী, কাল হইল মরণ।

ছিলাম অন্ত মনে, বেণুরব শুনে, কেন বা আইলাম
এ নিবিড় বনে,
উহু মরি মরি, বাজিছে চরণে, নব নব কুশাঙ্কুর।
মদন তাড়ন করে ঘন ঘন, তাহে মন চমকিত চরণ,
নীল বসন খসিয়ে পড়িছে, শ্যাম প্রেমেরি ভরে।
যৌবন মদন নারীর বিপদ, তাহারি কারণে না চলিছে পদ,
চলিতে গতি মন্থর॥ (১৪১)

চতুর্থ খণ্ড।

রাধা-সঙ্গীত।

ভেটিয়াল—ঝাঁপতাল।

সাধিছ রাধে গুরুমান, তবে বুঝি রহিলনা তব মান।
মানিনী হইয়া যেবা হয় মানিনী ;
মান-রাহু মুখে তার মান সমাধান।
পরিহার মুখে মাখি মিনতি চন্দন,
বসন পূরিয়া করিলাম সমর্পণ।
অগৌরব-কূপে তাহা ত্যজিলে তুমি,
শ্রবণের দ্বারে তাহা নাহি লইয়া প্রাণ॥ (১৪২)।

(ছাতুবাবু।)

বিভাস—কাওয়ালি।

ওলো প্রাণ-সহচরী,
শ্রীরাধারে নাহি হেরি. চারিদিক শূন্য হেরি,
বুঝি প্রাণে মরি মরি।
বিচ্ছেদে অন্তর দহে, আর যাতনা নাহি সহে,
দ্বার ছেড়ে দেহ সখি, কাতরে মিনতি করি।
পড়িলে তাঁর শ্রীচরণে, রাখুন কিম্বা মারুন প্রাণে,
তাহে খেদ নাহি মনে, যদি রাইকে দেখে মরি॥ (১৪৩)

বিভাস—কাওয়ালি।

ওগো সখি একি হ'লো,—
যেদিকে ফিরাই আঁখি, শূন্যময় সকলি দেখি,
প্রাণ বুঝি গেলো গেলো।
যদি আমায় বাঁচাতে চাও, রাইকে একবার এনে দেখাও,
ত্বরা করে যাও সখি যাও, বিলম্বে নাহিক ফল।
ব'লো তাকে ব'লো ব'লো, কৃষ্ণ বুঝি ম'লো ম'লো,
মান রাখা আর হয় না ভাল, শীঘ্র একবার দেখ্‌তে চল॥ (১৪৪)

বিভাস—কাওয়ালি।

দেখে এলাম রাজকুমারী,
কুঞ্জপ্রান্তে ধরাসনে, অমূল্যধন কৃষ্ণধনে—
নয়নে বহিছে বারি।
মুদিত যুগল আঁখি, ধূলায় অঙ্গ আছে ঢাকি,
চূড়াধড়া কোথায় বা কি, অচৈতন্য বংশীধারী।
থেকে থেকে উঠছেন কেঁদে, কোথায় রাধে কোথায় রাধে,
মান ক্ষমা দে, মান ক্ষমা দে, মরি গো মরি মরি।
নাই শ্যামের সে লাবণ্য, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভিন্ন,
আভরণ সব ছিন্ন ভিন্ন, জীর্ণ শীর্ণ সে মুরারি॥ (১৪৫)
(গোবিন্দ অধিকারী।)

শঙ্করাভরণ—আড়া তেতালা।

দিবস নহেক রাধে এই তো যামিনী,
কেমনে শশীরে ভানু বল বিনোদিনী।

বলি তার নিদর্শন, দেখ কমলকানন,
অরুণ বিচ্ছেদে আছে হইয়া মুদিনী॥ (১৪৬)

(নিম্নলিখিত গীতগুলি "নিকুঞ্জ-কানন"
হইতে উদ্ধৃত হইল।)

তুরু সুর।

মাধব মোহিনী, এসব গোপিনী, তোমার সঙ্গিনী গো,
তব অনুগত, তোমাতেই রত, তব পদানত গো।
ওগো বিধুমুখী, তব সুখে সুখী, তব দুখে দুখী গো ;
মদনমোহন, তব প্রাণমন, কেন অযতন গো।
গেল তব মান, এই ভগবান, হবে তব প্রাণ গো,
কি ক'রে এখন, বলি কুবচন, কিবা তব মন গো॥ (১৪৭)

গৌড়সারং—খেমটা।

কেন বিষাদ সলিলে ভাস বল (সজনী),
অমল কমল মুখ বিমল (সজনী)।
বিদরে হৃদয় হেরি, দিব আনিয়া হরি,
মিলে সহচরী সবে (মোরা),
তব প্রেমাধীন নীলকমল (সজনী)॥ (১৪৮)

(রাগ মালকোষ)।

"ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং"
ত্বমসি মম ভবজলধি রত্নং।
ভবতু ভবতীহ ময়ি,
সততমনু রোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতি যত্নং॥

স্মর গরল খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং,
দেহি পদ পল্লব মুদারং ॥ (১৪৯)

পরজ—কাওয়ালী।

মরি মরি রাধে বিষাদে এখন,
সহে কি এ বিরহ দহিছে জীবন।
দেখি দেখি তোল তোল তোল শশাঙ্কবদন ॥
সুলোচনে! জীবন জীবনে,
কেন আশ্রিত জনে,
এত দুঃখ দেহ অকারণে,
দোষী নহি, দোষ মানি, ধরি তব শ্রীচরণ ॥ (১৫০)

কানাড়া বাগেশ্রী—ঢিমে তেতালা।

প্যারী প্রাণে মরি।
দীনহীন জটিল প্রেমভিখারি সুন্দরী।
তব প্রেমাধীন এজন, প্রেমবশে মন,
অনুক্ষণ নিমগন।
প্রেমবিরহে মান ভিক্ষা করি ॥ (১৫১)

শ্রীরাগ—সুর ফাঁকতাল।

নিরখি ও বদন,
লাজে রতি ম্লান মন।
চাঁদমুখী চিকুর চিকণ নবঘন।
নয়ন শোভন, ওষ্ঠাধর বিম্বকি সম রঞ্জন,
সুচারু শ্রবণ নাসিকা খগ নিন্দন ॥ (১৫২)

কেদারা—আড়াঠেকা।

যে অবধি সখি, হেরেছি মম চন্দ্রায়,
শয়নে স্বপনে সদা নিরখি মনে তাহায়।
কোন সুখ নাহি মনে, সদা মন মিলনে,
বিধি কি এমন ধনে, মিলাইবে এ জনায়॥ (১৫৩)

বাহার বাগেশ্রী—ঢিমেতেতালা।

হৃদয় বিদরে মম, সদয় হও এ দীনজনে,
প্রাণসখি! রাধে চন্দ্রমুখী জাগে মনে।
রাধার প্রেমে মন বাঁধা, জীবন আমার রাধা,
সদা রাধা রাধা, বাঁশরী ধরি বদনে।
ওরে প্রাণ সহচরি, রাধা বিনে প্রাণে মরি,
ছাড় দ্বার কৃপা করি, ধরি তোমাদের চরণে॥ (১৫৪)

রামকেলী—ভরতঙ্গা।

চল চল সবে মোরা ত্বরায় যাই,
ল'য়ে বারি, দেখিব কে বলে অসতী রাই।
যশের সৌরভে, জগত পূরিবে,
পাইবে প্রাণ, প্রাণ কানাই।
কুটিলার মুখে পড়িবে ছাই॥ (১৫৫)
(সতি কি কলঙ্কিনী।)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাশ্মেরী খেমটা।

হের রে নয়ন ভরি,—
বৃন্দাবনে, রত্নাসনে, শ্রীকিশোর শ্রীকিশোরী।

শ্যাম নবজলধর, শ্রীরাধিকা বিজরী।
নীরদ গর্জ্জন জিনি বাজে কিঙ্কিনী বাঁশরী॥
শ্রীপদাম্বুজে নূপুর বাজে, শ্রীরাধার গুর্জ্জরী।
শ্যাম কটি পীত ধটি, নীল শাটী রাধা পরি॥
কণ্ঠে লুণ্ঠে বনহার, তেড়া চূড়া শ্রীহরি।
মণিহার শ্রীরাধার শিরেতে শোভে কবরী॥
কহে খগ হেন ভাগ্য হবে কি রাই কিশোরী।
অন্তিমকালে গঙ্গাজলে জিহ্বা রটবে হরি হরি॥ (১৫৬)

(রূপচাঁদ পক্ষী)।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

সমাধান কর মান, গো বিনোদিনী।
ষট্‌পদ দাসের দোষে, রোষে কিগো পদ্মিনী॥
যার মানে জগতে মানে, তার কাছে আর মান করিস্‌নে,
মানে ম'জে মান খোয়াস্‌নে, শেষ হবি অপমানী।
(ক'রে) ভালবাসার এ দুর্দ্দশা, মান হ'ল তোর ভালবাসা,
কে শিখালে মানের নেশা, এ তামাসা সজনী।
প্রণয়ে মান অপমান, উভয় জেনো সমান,
যার উপরে কর মান, সে কি রাই নহে মানী।
মান ভাল নয় বিধিমতে, শেষে হবে মান খোয়াতে,
কহে দীন খগপতে, মান ত্যজ রাই মানিনী॥ (১৫৭)

(রূপচাঁদ পক্ষী)।

গৌরী—আড়াঠেকা।

কোথায় আছে সখি সে আমার।
কেন তরে কুঞ্জবনে হেন দশা রাধিকার॥

তরুলতা কেন শূন্য, বন পাখী শোকপূর্ণ,
কেন ব্রজ শূন্যাচ্ছন্ন, উঠে কেন হাহাকার।
বাশরী ফিরায়ে দেছে, রাধা নাম ভুলে গেছে,
না হ'লে বাজিত বাঁশী, রাধা ব'লে শতবার ॥ (১৫৮)
(প্রভাস যজ্ঞ)।

ইমনকল্যাণ মিশ্র—কাওয়ালী।

বাজরে বীণে জয় রাধে শ্রীরাধে।
রাধা ব'লে বাজত বাঁশী মধুর নিনাদে ॥
মিশে বীণে প্রাণের তারে, রাধা বল বারে বারে,
ভাসরে প্রেমের পাথারে,—
বাঁশীর মত মাত বীণে, রাধা নাম বল সাধে,
প্রাণ ঢেলে দে রাঙা শ্রীপদে ॥ (১৫৯)
(প্রভাস যজ্ঞ)।

বিভাস—কাওয়ালী।

রাই কাল ভাল বাসে না।
কাল দেখে ব'লেছিল কুঞ্জে যেন এসে না ॥
রূপের বড় গরব করে রাই, দেখ্‌বো এবার মন যদি তার পাই,
এবার গোউর হ'য়ে ধর্‌বো পায়ে, আরত কাল রব না।
বড় অভিমানী রাই, বাঁশী ছেড়ে কেঁদে ফিরি তাই,
যোগীবেশে ফির্‌বো দেশে, ঘরেতে মন বসে না ॥ (১৬০)
(গিরিশ ঘোষ।)

মঙ্গল মিশ্রিত—একতালা।

রাধা বই আর নাইক আমার, রাধা ব'লে বাজাই বাঁশী।
মানের দায়ে সেজে যোগী, মেখেছি গায় ভস্মরাশি॥
কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে, রাধা নাম বেড়াই সেধে,
যে মুখে বলে রাধে, তারে বড় ভালবাসি॥ (১৬১)
(গিরীশ ঘোষ)।

ভৈরোঁ মিশ্রিত—একতালা।

কিশোরির প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জুয়ার ব'য়ে যায়।
বহিছেরে প্রেম শত ধারে, যে যত চায় তত পায়।
প্রেমের কিশোরী, প্রেম বিলায় সাধ করি,
রাধার প্রেমে বলরে হরি ;—
প্রেমে প্রাণ মত্ত ক'রে প্রেম তরঙ্গে প্রাণ নাচায়,
রাধার প্রেমে হরি বলি আয়॥ (১৬২)
(গিরীশ ঘোষ)।

গুর্জরী—একতালা।

রাধে বিপিন পয়ানে কুরু সাজে।
যমুনা তীরে মন্দ বহে মারুত তাহাতে বসিয়া যুবরাজে॥
কর অভিসার, করি রতিরস মদন মনোহর বেশে,
গমনে বিলম্ব না কুরু নিতম্বিনী, চল চল প্রাণনাথ পাশে।
তুয়া নিজ নাম শ্যাম করি সঙ্কেত, বাজায় মুরলী মৃদুভাষে,
তুয়া তনু পরশি ধূলি রেণু উড়ত, তারে পুনঃ পুনঃ প্রশংসে।
উড়ইতে পক্ষ বৃক্ষদল বিচলিত, তুয়া আগমন হেন মানে,
দ্রুতগতি শেষ করত পুন চমকই নিরখত তুয়া পথ পানে।

শবদ অধীর নূপুর দূরে তোহি রিপুর সদৃশ রতিরঙ্গে,
অতিতম পুঞ্জ কুঞ্জবনে চল সখি নীল ওঢ়নি নেহ অঙ্গে॥ (১৬৩)

(জয়দেব)

রাগিণী বিভাস।

নিশি অবশেষে জাগি সব সখিগণ, বৃন্দাদেবী মুখ চাই।
রতিরস আলসে শুতি রহু দুহুঁ জন, তুরি তঁহি দেহ জাগাই॥
তুরি তঁহি করহ পয়ান,
রাই জাগাই লেহ নিজ মন্দিরে
নিকটহি হোয়ত বিহান।
শারী শুক পিক সকল পক্ষীগণ, তুহুঁ সব দেহ জাগাই,
জটিলা গমন সবহুঁ মেলি ভাগই, শুনাইতে জাগাই রাই।
বৃন্দাদেবী সব সখীগণে জনে জনে, মধুর মধুর করু ভাষ,
মন্দির নিকটহি ঝারি লই ঠাড়ই, হের তহি গোবিন্দদাস॥ (১৬৪)

(শ্রীগোবিন্দ দাস)।

কর্ণাট বা পূরবী রাগিণী।

রাধা বদন চাঁদ হেরি ভুলিল শ্যামরু-নয়ন চকোর।
ছন্দ বন্দ বিনা ধবলী দোহত বাছিয়া কোরহি কোর॥
শুনহি দেহত মুগধ মুরারি ;
ঝুটহি অঙ্গুলি করত গতাগতি,
হেরি হসত ব্রজনারী।
লাজহি লাজ, হাসি দিঠি কুঞ্চিত, পুন লেই ছান্দন ডোর,
ধবলী ভরমে ধবল পদ ছান্দই, গোবিন্দদাস মনোভোর॥ (১৬৫)

(শ্রীগোবিন্দ দাস)।

সিন্ধুড়া।

রাধার কি হ'লো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে, না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের তারা;
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে, যেমন যোগিনী পারা।
এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি, দেখয়ে খসায়ে চুলি;
হসিত বয়ানে, চাহে মেঘপানে, কি কহে দুহাত তুলি।
এক দিঠ করি, ময়ুর ময়ূরী, কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে,
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়, কালিয়া বঁধুর সনে॥ (১৬৬)

(চণ্ডীদাস।)

সোহিনী।

একদিন মনে রভস কাজ।
মালিনী হইল রসিক রাজ॥
ফুলমালা গাঁথি ঝুলায়ে হাতে,
"কে নিবে, কে নিবে" ফুকারে পথে।
ত্বরিতে আইলা ভানুর বাড়ী,
রাই কহে "কত লইবে কড়ি?"
মালিনী লইয়া নিভৃতে বসি,
মালা মূল করে ঈষৎ হাসি।
মালিনী কহয়ে "সাজাই আগে,
পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে।"
এত কহি মালা পরায় গলে,
বদন চুম্বিল করিল ছলে।

বুঝিয়া নাগরী ধরিলা করে,
"এত টিটপনা আসিয়া ঘরে ?"
নাগর কহয়ে "নহি যে পর,"
চণ্ডীদাস কহে কি কর ডর ? (১৬৭)

(চণ্ডীদাস।)

পঞ্চম খণ্ড।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

খাম্বাজ—চৌতাল।

গাওহে তাঁহার নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম,
দয়ার যাঁর নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে।
জ্যোতি যাঁ'র গগনে গগনে, কীর্ত্তি-ভাতি অতুল ভুবনে,
প্রীতি যাঁ'র পুষ্পিত বনে, কুসুমিত নবরাগে।
যাঁ'র নাম পরশ রতন, পাপ-হৃদয় তাপ-হরণ,
প্রসাদ যাঁ'র শান্তিরূপে, ভকত-হৃদয়ে জাগে।
অন্তহীন নির্ব্বিকার, মহিমা যাঁ'র হয় অপার,
যাঁ'র শক্তি বর্ণিবারে, বুদ্ধি বচন হারে॥ (১৬৮)

(গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

বিভাস—আড়াঠেকা।

তুমি কার কে তোমার কারে বলহে আপন।
মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন॥
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে দশদিকেতে গমন।
তেমনি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু বান্ধব,
সময়ে পালাবে তারা কে করে বারণ।

কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ,
কোথা বা রহিবে তব প্রাণ-প্রিয়জন।
ধন-যৌবন-মান, কোথা রবে অভিমান,
যখন করিবে গ্রাস নিষ্ঠুর শমন॥ (১৬৯)
(কৃষ্ণমোহন মজুমদার।)

কেদারা—কাওয়ালি।

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা,
অনিত্য যে দেহ মন জেনে কি জাননা।
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি মাস রবে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবার ভাবিলে না।
এ কারণে বলি শুন, ত্যজ রজ তম গুণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবে না॥ (১৭০)
(ভৈরব চন্দ্র।)

ঝিঝিট—ঠুংরি।

গাও রে জগপতি জগবন্দন, ব্রহ্ম সনাতন পাতক-নাশন।
এক দেব ত্রিভুবন-পরিপালক, কৃপাসিন্ধু সুন্দর ভবনায়ক।
সেবক-মনোমদ মঙ্গলদাতা, বিদ্যা সম্পদ বুদ্ধি বিধাতা,
যাচে চরণ ভকত করযোড়ে, বিতর প্রেমসুধা চিত্তচকোরে॥(১৭১)
(সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

জয়জয়ন্তি—আড়া।

দয়ার সাগর পিতা করুণানিধান,
ভুলনা তাঁহারে মন, ভুলনা কখন।

রোগ শোক পাপ দুঃখে, তিনি হে থাকেন সম্মুখে,
ছাড়িয়ে দুর্ব্বল সুতে নাহি করেন গমন।
হৃদয়-কবাট খুলি, ডাক তাঁরে পিতা বলি,
দাও প্রীতির অঞ্জলি কর দরশন ॥ (১৭২)

(বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।)

পূরবী—আড়া।

দিবা অবসান হ'লো, কি কর বসিয়া মন।
উত্তরিতে ভবনদী, ক'রেছ কি আয়োজন ॥
আয়ু-সূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়ে দেখ না তায়,
ভুলিয়ে মোহ-মায়ায়, হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান।
নিজ হিত যদি চাও, তাঁহার শরণ লও,
ভব-কর্ণধার যিনি, পাপ-সন্তাপ-হরণ ॥ (১৭৩)

(অমৃতলাল গুপ্ত।)

ললিত—যৎ।

অয়ি সুখময়ী উষে, কে তোমারে নিরমিল ?
বালার্ক সিন্দূরফোঁটা, কে তোমার ভালে দিল।
হাসিতেছ মৃদু মৃদু, আনন্দে ভাসিছে সবে,
কে শিখাল এই হাসি, কেবা সে যে হাসাইল।
ভুবন মোহিত করি, গাইছ বিপিনে কারে,
বল কে সে, পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিছ যাঁরে।
কমলনয়ন মেলি, কার পানে চেয়ে আছ,
কার তরে ঝরিতেছে, প্রেম-অশ্রু নিরমল।
এই ছিল জীবগণ, মৃতপ্রায় অচেতন,
তব দরশন মাত্র পাইল নবজীবন।

বারেক আমারে তুমি, দেখাও যদি দেখি তাঁরে,
হেন সঞ্জীবনী শক্তি যে তোমারে প্রদানিল ॥ (১৭৪)
(কৃষ্ণমোহন।)

ভৈরবী—যৎ।

ভজ মন চরণারবিন্দে, গাও তাঁর গুণ পরম আনন্দে ;
সেই চিত্তবিনোদন, মূরতিমোহন, ধ্যান ধর সদা হৃদে।
ত্যজিয়ে বাসনা, অসার কল্পনা, পিয় প্রেমরস অবিচ্ছেদে ॥
যোগীজন চিত, সদা প্রলোভিত, যাঁর প্রেম মকরন্দে ;
জীবনসঞ্চার, পাতকি উদ্ধার, হয় নিমেষে তাঁর প্রসাদে।
মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়দমন, করি লহ স্থান ব্রহ্মপদে ;
গাও তাঁর জয়, হইয়ে নির্ভয়, সুখ সম্পদ দুঃখ বিপদে ॥ (১৭৫)

বারোঙা—ঠুংরি।

কর সদা দয়াময় নাম গান, আনন্দেতে অবিশ্রাম।
শীতল হবে জীবন, জুড়াইবে প্রাণ ॥
ঘুচিবে হৃদয় ভার, আনন্দ পাবে অপার,
রসাল দয়াল নাম অমৃত সমান।
বিষম সঙ্কট কালে, দয়াময় ব’লে ডাকিলে,
ভয় তাপ যায় চলে, দুঃখ হয় অবসান ॥ (১৭৬)

আশোয়ারি—ঝাঁপতাল।

জাগো সকলে (এবে) অমৃতের অধিকারী ;
নয়ন খুলিয়া দেখ করুণানিধান পাপতাপহারী।
পূরব অরুণ জ্যোতি মহিমা প্রচারে, বিহগ যশ গায় তাঁহারি ॥

হৃদয়-কবাট খুলি দেখরে যতনে, প্রেমময় মূরতি জনচিত্তহারী ;
ডাকরে নাথে, বিমল প্রভাতে, পাইবে শান্তির বারি॥ (১৭৭)

(দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

আলাইয়া—কাওয়ালি।

অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুলনারে তাঁয়,
থাকিলে তাঁহার সঙ্গে, পাপ তাপ দূরে যায়।
হৃদয়ের প্রিয়ধন তাঁর সমান কে,
সেই সখা বিনা, সুখ শান্তি দেবে কে তোমায় ?
ধন জন জীবন সব তাঁ'রি করুণা,
তাঁর করুণা মুখে বলা নাহি যায়।
এত যাঁ'র করুণা, তাঁরে কি ভুলিবে,
তাঁহার হৃদয় ছাড়িয়ে ভবসাগরে ত্রাণ কোথায়॥ (১৭৮)

ভৈরবী—ঠুংরি।

জয় ভবকারণ, জগত জীবন, জগদীশ জগতারণ হে,
অরুণ উদিল, ভুবন ভাসিল, তোমার অতুল প্রেমে হে।
বিহঙ্গমগণ, মোহিয়ে ভুবন, কাননে তব যশঃ গায় হে,
সবারি ঈশ্বর, তুমি পরাৎপর, তব ভাব কে বুঝিবে হে।
হে জগৎপতি, তব পদে প্রণতি, এ দীনহীন জনার হে॥ (১৭৯)

(হরলাল রায়।)

আশোয়ারী—ঠুংরি।

বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর, গায় সকল জগতবাসী ;
প্রভু দয়ার অবতার, অতুল গুণনিধান, পূর্ণব্রহ্ম অবিনাশী।

না ছিল এ সব কিছু, আঁধার ছিল অতি, ঘোর দিগন্ত প্রসারি ;
ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি।
রবি চন্দ্রোপরে, জ্যোতি তোমার হে, আদি জ্যোতি কল্যাণ,
জগতপিতা, জগতপালক, তুমি সর্ব্বমঙ্গলের নিদান ॥ (১৮০)

(সত্যেন্দ্র ঠাকুর।)

কাফি—যৎ।

আমি হে তব কৃপার ভিখারী।
সহজে ধায় নদী সিন্ধু পানে, কুসুম করে গন্ধ দান,
মন সহজে সদা চাহে তোমারে, তোমাতেই অনুরাগী ;—
মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।
প্রাসাদ কুটীরে এক ভানু বিরাজে, নাহি করে কোন বিচার,
তেমতি নাথ তোমার কৃপা হে, বিশ্বময় বিস্তার,
অবারিত তোমার দুয়ার ॥ (১৮১)

(সত্যেন্দ্র ঠাকুর।)

বেহাগ—আড়া।

কোথায় রহিলে নাথ, একাকী ফেলে আমারে,
না দেখে তোমারে প্রভু, প্রাণ যে কেমন করে।
কাঁদিব আর কত বল, শুকাল নয়নের জল,
হৃদয় পাষাণ হ'লো, বার বার পাপাচারে।
দুর্ব্বল পাপ জীবনে, সহিব বল কেমনে,
তব বিরহ যন্ত্রণা ওহে দয়াময়,—
ডেকে নাও সন্তান ব'লে, এ ঘোর বিপদ কালে,
স্থান দাও চরণতলে, এই জনম দুখীরে ॥ (১৮২)

পাহাড়ি—আড়া।

কি আর জানাব নাথ, যাতনা তোমায় হে ;
অপরাধ মনে হ'লে, কাঁপয়ে হৃদয় হে।
নাহি কিছু ধর্ম্মবল, কি করি পথসম্বল,
নয়নেতে আসে জল, না দেখি উপায় হে।
না হ'লো আত্মার যোগ, না হ'লো সত্যের ভোগ,
কু-কর্ম্মের ফলভোগ কত আর করিব হে।
ভবলীলা সাঙ্গ হ'লে, ত্যজনা পাতকী ব'লে,
স্থান দিও চরণতলে, লয়েছি শরণ হে ॥ (১৮৩)
(ক্ষেত্রমোহন শেঠ।)

মূলতান—একতালা।

কাঙ্গাল ব'য়ে যায় হে. তোমার করুণা বিহনে না দেখি উপায়।
পাইয়ে জীবন তোমার কৃপায়, অপরাধ আমি করিলাম ক্ষয়,
হে পুণ্যের চন্দ্রমা, কর মোরে ক্ষমা, দেখে অসহায় হে।
ওহে নিষ্কলঙ্ক তুমি পুণ্যের অবতার, কলঙ্কীর দশা দেখ একবার,
আমার ত্রিতাপ জ্বালায়, অঙ্গ জ্বলে যায়, কি আর বলিব হে!
সু-নির্ম্মল পদ্মচরণ তোমার, এ পাপীর বক্ষেতে রাখ একবার,
প্রভু তোমার পরশে,পাপ মহাব্যাধি,ছাড়িবে আমায় হে ॥(১৮৪)

মূলতান—আড়া।

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে ;
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে।
তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে।

হৃদয় কুটীর-দ্বার, খুলে রাখ অনিবার,
কৃপা করি একবার, এসে কি জুড়াবে হিয়ে॥ (১৮৫)
(বেচারাম চট্টো।)

বিভাস—একতালা।

জয় জ্যোতির্ম্ময় জগদাশ্রয় জীবগণ জীবন ;
তুমি পরমেশ্বর (প্রভুহে) পূর্ণব্রহ্ম আদি-অন্ত-কারণ।
মহিমার ইন্দ্র, দয়ার চন্দ্র, স্নেহে পরাজিত ভুবন।
(কোথায় আছহে ও কাঙ্গালের সখা)
আমি অধম পাতকী, করযোড়ে ডাকি, দাও মোরে তব চরণ।
প্রেমের পাথার, পুণ্যের আধার, ক্লেশ-কলুষনাশন,
(একবার দেখা দাও হৃদয়-মাঝে)
তুমি দীন-শরণ, ভকত জীবন, লজ্জা-ভয় নিবারণ॥ (১৮৬)

ঝিঝিট খাম্বাজ—একতালা।

দয়াময় দীনবন্ধু দরিদ্রের দুঃখ ভঞ্জন।
তব কৃপাহি কেবল, পাপী-তাপীর সম্বল,
দুর্ব্বলের বল তুমি, নিরাশ্রয়ের অবলম্বন।
হে বিভো করুণাসিন্ধু, বিপদ কালের বন্ধু,
দিয়ে কৃপাবারি-বিন্দু, করহে পাপ মোচন।
তুমি নাথ দীন দয়াল, স্নেহময় ভকত বৎসল,
পাপীর দুঃখে নহ পিতা কখন উদাসীন।
ওহে অগতির গতি, করি ও পদে মিনতি,
থাকে যেন ভক্তি নাথ, তোমাতে চিরদিন।

পাপ ভারাক্রান্ত হ'য়ে ডাকি নাথ কাতর-হৃদয়ে,
পার কর ভবসিন্ধু, দিয়ে অভয় চরণ॥ (১৮৭)
(ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।)

ঝিঝিট—মধ্যমান।

তোমারি নাথ, তোমারি চিরদিন আমি হে,
সুখে দুঃখে পাপে, আমি তোমারি নাথ, তোমারি হে।
দেখ দেব দেখ দেখ, এ দাসের অন্তরে চিরদিন থেক,
অন্তরে নিরখি তোমায় নিবারিব সব দুঃখ॥ (১৮৮)
(নগেন্দ্রনাথ চট্টো।)

আলাহিয়া—একতালা।

কি ধন লইয়ে বল থাকিব আমি;
সবে ধন, অমূল্য-রতন, হৃদয়ের ধন তুমি।
ওহে তোমারে হারায়ে, ব্যাকুল হইয়ে, বেড়াই যে আমি,
যাইব কোথায়, পাইব তোমায়, বল অন্তর্যামী;
দাও দরশন, কাঙ্গাল-শরণ, দীন হীন আমি।
ওহে তোমারে ছাড়িয়ে, সংসারে মজিয়ে, থাকিবে কোন জনা?
ধন মান ল'য়ে কি করিব, সে সব সঙ্গে ত যাবে না,
তুমি হে আমার, আমি হে তোমার, আমার চিরদিনের তুমি।
ওহে তোমারে লইয়ে, সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে, পর্ণকুটীর ভাল,
যখন তুমি হৃদয়নাথ, হৃদয় করহে আলো,
আমার সব দুঃখ যাই পাসরিয়ে, বলি আর যেওনা তুমি,—
প্রভু যাইতে দিব না আমি॥ (১৮৯)

মল্লার—একতালা।

তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যার,
ফলভরে অবনত শাখারি আকার।
প্রাপ্ত হয় আত্মবিস্মৃতি, ব্যাপ্ত হয় জগতে প্রীতি,
লুপ্ত হয় ভাবনা ভীতি. ক্ষিপ্ত যেপ্রকার,
সুখ দুঃখে সমভাব হৃদয় স্বর্গ তার।
কখন হাস্যবদন, কখন করে রোদন,
কখন মগন মন, বাল্য ব্যবহার,
আনন্দে ভবসমুদ্রে দিতেছ সাঁতার।
শান্ত দান্ত বিবেকযুক্ত, অনাসক্ত জীবন্মুক্ত,
ভজনেতে অনুরক্ত চিত্ত অনিবার,
কি আনন্দ করহে তার হৃদয়ে বিহার।
তার প্রেম লাগি তোমাতে, তোমার প্রেম লাগি তাহাতে,
আনন্দলহরী তাতে উঠে অনিবার,
মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার।
এমন দিন কি আমার হবে, তোমার জন্য সকলে সবে,
তবে সে সম্ভব হ'লে করুণা তোমার,
"ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্" জানিয়াছি সার॥ (১৯০)
(বিষ্ণুরাম চট্টো।)

সিন্ধু—একতালা।

পিতাগো একবার হওহে সদয়, করযোড়ে করি নিবেদন।
দাঁড়াও একবার বক্ষঃস্থলে, চরণ ধুই হে চক্ষের জলে,
লুটাইয়ে পদতলে সফল করি জীবন।

আশায় বেঁধে আছি বুক, চাহিয়ে তোমার মুখ,
ভুলিব হে সব দুঃখ, কর আজ আশা পূরণ॥ (১৯১)

বাহার—একতালা।

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে,
কি ভয় সংসার-শোক ঘোর বিপদ শাসনে।
অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন, যায় জগত ছাড়িয়ে,
তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে,
ভকত-হৃদয় বীতশোক তোমার মধুর সান্ত্বনে।
তোমার করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে,
উথলে হৃদয়, নয়নবারি রাখে কে নিবারিয়ে।
জয় করুণাময়, জয় করুণাময়, তোমার গুণ গাইয়ে,
যায় যদি যাক্ প্রাণ, তোমার কর্ম্ম সাধনে॥ (১৯২)

(গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

এত দয়া পিতা তোমার, ভুলিব কোন্ প্রাণে আর,
দেবের দুর্লভ তুমি, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, দীন হীন অকিঞ্চন হে।
পড়ে অকূলসাগরে, যখন ডাকি তোমারে,
ব্যাকুল হইয়ে কোথা দয়াময় বলে হে,
তখন কাছে এসে, মধুর ভাষে, তাপিত হৃদয়ে শান্তি দাও হে আমার।
কে জানে এমন ক'রে, ভালবাসিতে পাপীরে,
তোমার মতন ভূমণ্ডলে হে;
আমি জন্মাবধি, কত অপরাধী, তথাপি দুর্ব্বল ব'লে ক্ষম বারম্বার।

জানিলাম নানা মতে, তোমা বিনা এ জগতে,
কেহ নাহি আর আপনার হে;
ধন্য ধন্য নাথ, করি প্রণিপাত,
নিজগুণে পাপীজনে কর ভবে পার॥ (১৯৩)
(ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।)

ঝিঝিট—যৎ।

আহা কি অপরূপ হেরি নয়নে।
মিলে বন্ধুগণে,—
প্রীতি-প্রফুল্ল-হৃদয়ে, ভক্তি-কমল ল'য়ে,
করেন অঞ্জলি দান বিভুচরণে।
তরুণ ভানুকিরণে, প্রভাত সমীরণে,
মেদিনী অনুরঞ্জিত নবজীবনে;
প্রকৃতি মধুর স্বরে, ব্রহ্মনাম গান করে,
আনন্দে মগন হ'য়ে পিতার প্রেমে।
উৎসব-মন্দিরে আজ, বিশ্বপতি ধর্ম্মরাজ,
করেন বিরাজ রাজসিংহাসনে;
মরি কি সুন্দর শোভা, পুণ্যময়ের পুণ্য-প্রভা,
কৃতার্থ হইল প্রাণ দরশনে।
স্নেহময়ী মাতা হ'য়ে, পুত্র কন্যাগণে ল'য়ে,
চলেছেন আনন্দময়ী আনন্দ ধামে;
নিমন্ত্রণ করি সবে, এনেছেন মহোৎসবে,
বিতরিতে প্রেম-অন্ন ক্ষুধিত জনে॥ (১৯৪)
(ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।)

সুরটমল্লার—একতালা।

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে॥
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেহ নয় আপন,
পর-প্রেমে হ'য়ে অচেতন, ভুলিছ আপন জনে।
সত্য পথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন, গোপনে অতি যতনে।
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্ব্বস্ব শোষণ,
পরম যতনে রাখরে প্রহরী, শম দম দুই জনে।
সাধু সঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হ'লে তথা করিবে বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হ'লে সুধাইবে পথ, সে পান্থনিবাসীগণে।
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যার শাসনে॥ (১৯৫)
(অযোধ্যানাথ পাকড়াশী)

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

যদি এক বিন্দু প্রেম পাই,
তবে কি তোমার চরণ ছেড়ে আর কোথা যাই ?
থাকি চিরদিন, তোমার অধীন,
ধন-মান-সম্ভ্রম কিছু নাই চাই।
সকলি ত্যজিতে, অসাধ্য সাধিতে,
পারি তব প্রসাদে কিছু না ডরাই।

সংসার বন্ধন, করিয়ে ছেদন,
হ'য়ে প্রেমে মগন তব গুণ গাই ॥ (১৯৬)

বিভাস—একতালা।

ধর ধৈর্য্য ধর, ক্রন্দন সম্বর, আশা কর, নিরাশ হইওনা হইওনা।
পাপীর ক্রন্দনধ্বনি, শুনিবেন জননী, চিরদিন দুঃখ রবেনা রবেনা॥
ল'য়ে প্রেমস্রোতে,বসায়ে আদরে,ভাসাইলে সবে আনন্দের নীরে,
মধুর বচনে, তুষিবে যতনে, ক্ষান্ত হ'ও—খেদ ক'রনা ক'রনা।
মুছাইবে চক্ষের জল, তাপিত হৃদয় করিবে শীতল ;
করিবে মঙ্গল, স্থান দিয়ে শান্তি নিকেতনে।
শিশুর ক্রন্দনরব, মায়ে কি কখন, নির্দ্দয় হ'য়ে পারেন করিতে শ্রবণ,
লইবেন কোলে, পাপী পুত্র বলে, স্থির হও আর কেঁদনা কেঁদনা।
তাঁর স্নেহের আর নাই উপমা, অসীম তাঁর করুণা,
নির্ভর কর তাঁহাতে, অধীর হওনা হওনা।
দেখরে দৃষ্টান্ত,তোমার মত কত,শোকে তাপে যারা ছিল অভিভূত,
চরণ-ছায়ায়, পেয়েছে আশ্রয়,
করিছে নির্ভয়ে সত্যের জয় ঘোষণা ॥ (১৯৭)

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

তোমারি করুণায় নাথ, সকলি হইতে পারে,
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সম, বিঘ্ন বাধা যায় দূরে।
অবিশ্বাসীর অন্তর, সঙ্কুচিত নিরন্তর,
তোমার না করে নির্ভর, সর্ব্বদা ভাবিয়ে মরে।
তুমি মঙ্গল নিধান, করিছ মঙ্গল বিধান,
তবে কেন বৃথা মরি, ফলাফল চিন্তা ক'রে।

ধন্য তব করুণা, পাপীকেও করনা ঘৃণা,
নির্ব্বিশেষে সমভাবে, সবে আলিঙ্গন করে॥ (১৯৮)
(ত্রৈলোক্য সান্ন্যাল)।

ঝিঝিট—ঠুংরি।

কর তাঁর নাম গান, যতদিন রহে দেহে প্রাণ।
যাঁর মহিমা-জ্বলন্ত-জ্যোতি, জগত করে হে আলো,
স্রোত বহে প্রেম-পীযূষ-বারি, সকল জীব সুখকারী হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত, বাক্য বলিতে না পারি,
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে, সকল লোক অপসারি হে,
উচ্চে নীচে দেশদেশান্তে, জলগর্ভে কি আকাশে,
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।
চেতন-নিকেতন, পরশরতন, সেই নয়ন অনিমেষ,
নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে, নাহি রহে দুখলেশ হে॥ (১৯৯)
(দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

আলেয়া—যৎ।

আমি এমন ক'রে কত দিন আর কাটাব বল,
মিছে মায়াবশে সুখ আশে দিন ফুরাল।
দুরন্ত ইন্দ্রিয়গণ, না মানে কোন শাসন,
দেখিলে পাপ-প্রলোভন, হয় প্রবল।
একেত চঞ্চলমতি, তাহে নাই প্রেম ভকতি,
কপট সাধনে কিছু না পাই ফল।
হ'য়ে প্রবৃত্তির অধীন, আমি হ'লাম পাপেতে প্রাচীন,
হ'ল না সঞ্চয় কিছু পুণ্য সম্বল।

সংসারের কোলাহলে, প্রাণ আর থাক্‌তে চায় না ভুলে,
কেঁদে সকাতরে বিভু বলে হ'য়ে আকুল।
কি ল'য়ে ভুলে রহিব, মনে কি ব'লে প্রবোধ দিব ?
যা করিতে এলাম ভবে, তার কি হ'লো॥ (২০০)

বাউল সুর—একতালা।

সহজে বল কে কোন্ কালে পেয়েছে সেই ব্রহ্মধন।
ফাঁকি দিয়ে কেবা কবে, করেছে স্বর্গগমন॥
সংসারবাসনা ছেড়ে, কঠোর তপস্যা ক'রে,
লোকে পায় তাঁহারে, একি কথার কথা ;—
স্বর্গের পিতা এসে দিবেন পাপীকে দরশন।
দ্বৈত ভাব দূরে যাবে, প্রেমরসে মন মাতিবে,
তবে সিদ্ধ হবে ; এক বিন্দু আসক্তি থাকিতে,—
ও ভাই হবেনা তাঁর সঙ্গে মিলন।
কি হবে মিছে ভাবিলে, স্রোতে অঙ্গ দাওহে ঢেলে,
দিয়ে যাও চলে, কর প্রতিজ্ঞা জনমের মতন,—
মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন॥ (২০১)

ভৈরবী—তেওট।

শেষের সে দিন মন, কররে স্মরণ, ভবধাম যবে ছাড়িবে ;
সুখস্বপন যত, দেখিছ অবিরত, চিরদিনের মত ফুরাবে।
কালশয্যায় শুয়ে, নিজ পাপ স্মরিয়ে, যবে দুধারে
নয়নধারা বহিবে,
ভাই ভগিনী যত, কাঁদিবে অবিরত, শিশুসন্তান ধূলায় লুটাবে।

স্নেহময়ী জননী, হারায়ে নয়ন-মণি, গাইয়ে তব গুণ কাঁদিবে।
প্রাণসম প্রেয়সী, অধোবদনে বসি, কেঁদে ধরাতল
নয়নজলে ভাসাবে।
অতএব লও, ব্রহ্মপদে আশ্রয়, যদি বিপদে নিরাপদ হইবে ;
যিনি মৃত্যুঞ্জয়, যাঁহার কৃপায়, মরণে নবজীবন পাইবে ॥ (২০২)
(দীনেশচন্দ্র বসু)।

আলেয়া—যৎ।

আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে,
যদি সে একবার ডাকে কাতর প্রাণে।
দিবানিশি জেগে থাকি, আমায় কখন কে ডাকে তাই দেখি,
শুনিলে ক্রন্দন আর, থাকিতে পারিনে।
কে কোন্ ভাবে চায় আমারে, আমি জানি সব থেকে অন্তরে,
কপট বিলাপে অনুতাপে ভুলিনে।
অহঙ্কারী পাপী যারা, ওরে আমার দেখা পায় না তারা,
দীনজনের বন্ধু (ভগ্নহৃদয়বাসী) আমি সকলে জানে ॥(২০৩)

পাহাড়ি—আড়াঠেকা।

যার লাগি প্রাণ কাঁদে, সে যদি নিদয় হে,
তবে আর এ জীবনে, কিবা প্রয়োজন হে।
নিদাঘ তাপিত কায়, তৃষিত চাতকী প্রায়,
দর্শন-বারি আশায়, দহিছে জীবন হে।
নলিনী দিনেশে হেরে, হায় দেখ,—
তবুনা ভুলিতে পারে, বিরহ দহন হে।
জীবনে নাহিক ফল, জনম হ'ল বিফল,
অভাগিনী কেন বল, তবে আর রয় হে ॥ (২০৪)

বসন্তবাহার—আড়াঠেকা।

সাধের প্রতিমা যদি না হইত নির্ম্মাণ,
মনসাধে কর্‌তাম পূজা দিয়ে ফুলবাণ।
অর্ঘ দিতাম ক'রে যুদ্ধ, যৌবন ক'রে নৈবেদ্য,
বাজায়ে প্রেমের বাদ্য, বিচ্ছেদ দিতাম বলিদান।
চিত্ত-কুশাসনে বসি, নয়ন ক'রে কোশাকুশি,
তাহে ল'য়ে জ্ঞান-তুলসী, দক্ষিণান্ত দিতাম প্রাণ॥ (২০৫)

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

দুঃখভঞ্জন দুখবারণ দীন দয়াময় কোথায় হে,
গিরি শরবণ, ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থান, ভকতচিত তব আসন হে।
মূঢ় জ্ঞানবান, সকল সমান, সাধুহৃদয়রঞ্জন হে,
গর্ব্বখর্ব্বকারী, সর্ব্বভয়হারী, শরণাগত জন রক্ষণ হে।
যোগ যাগ ফল, শোভে তব পদতল,
নাম পদ্মপলাশলোচন হে॥ (২০৬)

ঝিঁঝিট—একতালা।

ধন্য ধন্য ধন্য আজি, দীন আনন্দকারী,
সবে মিলে তব সত্য ধর্ম্ম ভারতে প্রচারি।
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমার ধাম, দেশে দেশে তব পুণ্য নাম,
ভক্তজন-সমাজ আজি, স্তুতি করে তোমারি।
তব পদে প্রভু লইনু শরণ, কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ,
অমৃতের খনি পাইনু যখন, জয় জয় তোমারি॥ (২০৭)

(জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর)।

ষষ্ঠ খণ্ড।

বাউল-সঙ্গীত।*

(কর্ত্তাভজা ও দেহতত্ত্ব।)

ভেবে'ত দেখেনা কেউ, কত যে ঢেউ,
উঠ্‌ছে সদা দেল-দরিয়ায়।
কখন হ'য়ে রাজা, মারে মজা, মনেতে মন মনকলা খায়।
কখন পাদসা উজীর, কোটাল নাজীর,
আবার ফকির হ'য়ে বেড়ায়॥
কখন ধনের জাঙ্গাল, কখন কাঙ্গাল, অট্টালিকা বৃক্ষতলায়।
ওরে তার মনের মাঝে, হাসি কান্না ঘরকন্না এই সমুদয়।
ওরে ভাই মনের কথা যেথা সেথা, বল্লে আবার লোকে ক্ষেপায়,
এ পাগল কে নয় রে ভাই,
মনের কথা বল্লে সবাই তা জানা যায়॥
কাঙ্গাল কয় যে জন মোরে, পাগল করে, মনের কপাট ভেঙ্গে ফেলায়
যদি সেই পাগল করা, পড়ে ধরা, তবে সফল পাগল হওয়ায়॥(২০৮)

---

* বাউল-সঙ্গীতের সুর সমস্তই প্রায় এক প্রকার। যে গানে সুর লিখিয়া দেওয়া হইল না, সে গানটী বাউলের সুর বুঝিতে হইবে।

দেখ ভাই জলের বুদ্বুদ, কিবা অদ্ভুত, দুনিয়ার সব আজব খেলা,
আজি কেউ পাদসা হ'য়ে, দোস্ত ল'য়ে, রংমহলে কর্‌ছে খেলা,
কাল আবার সব হারায়ে,ফকীর হ'য়ে,সার করিছে গাছের তলা।
আজি কেউধন-গরিমায়,লোকের মাথায়,মার্‌ছে জুতা এরিতোলা,
কাল আবার কপ্নি পরে, টুকনী ধরে,
কাঁধে ঝোলে ভিক্ষার ঝোলা॥
আজরে যেখানে সহর, কত নহর, রহেছে সব বাজার মেলা।
কাল আবার তথায় নদী, নিরবধি, কর্‌ছে রে তরঙ্গ খেলা॥
কাঙ্গাল কয় বাদসা উজির,
কাঙ্গাল ফকির, সকলি ভাই ভোজের খেলা।
মন তুমি যখন যা হও, ঠিক পথে রও, ধর্ম্মকে ক'রনা হেলা॥ (২০৯)

সেই প্রেমরতন কি সহজে মিলয়।
যে প্রেম লাগি বৈরাগী, সর্ব্বত্যাগী মৃত্যুঞ্জয়॥
যে প্রেম লাগিয়ে নারদ সদাই,
মুখে হরি বলে, সুখী শুক-গোঁসাই,
যে রতন পেয়ে, বিষ খেয়ে বালক প্রহ্লাদ বেঁচে রয়
ধ্রুব হ'য়ে যে প্রেম অভিলাষী,
মায়ের কোল ছেড়ে হয় অরণ্যবাসী,
যে প্রেম-লাগিয়ে ভাবিয়ে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হয়।
ও যে প্রেমে হ'য়ে উন্মাদ,
রাজা রামকৃষ্ণের হয় রাজত্ব-প্রমাদ,
ছেড়ে অতুল ধন পরিজন, লালা বাবু ফকির হয়।
শঙ্করাচার্য্য, নানক, তুলসীদাস,

যে প্রেম-মহিমা করেন প্রকাশ,
যে প্রেম মহিমায় রামমোহন রায়,
এ বাঙ্গালায় হ'লেন উদয়।
দবির আর কবির দুটি ভাই ছিল,
তারা সংসার ত্যজে বৈরাগী হ'ল,
পাদসা এব্রাহিম, সেজে দীন, যে প্রেমেতে ফকির হয়।
কাঙ্গাল বলিছে, এ প্রেম যাঁ'র আছে,
ওরে সীসা সোনা সমান তার কাছে,
বিষয় অহঙ্কার নাইরে তার,
মান অপমান সমান হয়॥ (২১০)

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়।
ভক্ত হ'তে যার ইচ্ছা, তার আগে শাক্ত হ'তে হয়॥
শক্তি হইলে প্রকাশ,
সেই শক্তিতে হয় প্রবৃত্তি বিনাশ,
মান অপমান বলিদান দিয়ে, কর রিপু জয়।
রিপু হ'লে জয় জ্ঞানের বৃদ্ধি,
তখন অনায়াসে হ'বে ভূতশুদ্ধি, সিদ্ধি হয় তখন,
নইলে মন অ-আ-ই-ঈ কর্ত্তে হয়।
সিদ্ধি হ'লে মন, বৈষ্ণব-লক্ষণ,
তখন হিংসা আদি হবেরে বারণ,
বিবেকী যখন, হবে মন, তখন রে ভক্তির উদয়।

কাঙ্গাল বলিছে ভক্ত হয় যখন, ওরে ভেদজ্ঞান না থাকে তখন,
যার প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জগৎ দেখে ব্রহ্মময়॥ (২১১)
(হরিনাথ মজুমদার)।

যার ফুল নকল ক'রে, গহনা গ'ড়ে, দিচ্ছ রে মন কত বাহার,
তিনি যে জগৎগুরু, কল্পতরু, তাঁরে ভুল একি ব্যবহার।
কখন হ'য়ে অন্ধ, বল মন্দ, গুরুমারা বিদ্যা তোমার।
ওরে যার আকাশে রং, দেখেরে রং, ক'র্‌তে শিখে জগৎ সংসার।
আবার তার সং বলিয়ে ঢং করিয়ে, নাচাও তুমি কি অহঙ্কার॥
কাঙ্গাল কয় যাঁকে দেখে, লোকে শিখে, না করে যে নামটি তাঁহার,
ওরে তার পদে প্রণাম, নেমক হারাম,
তার মত কে আছেরে আর॥ (২১২)
(হরিনাথ)।

মন না হ'লে সোজা, ফকির সাজা, কেবল রে ভাই বিড়ম্বনা।
ফকিরের সজ্জা ধরে, নৃত্য করে, কর্‌ছ ধর্ম্মের আলোচনা॥
তুমি যে আপন কাজে, ঠেক নিজে, পরকে কি বুঝাও বলনা;
তুমি যে কত গান গাও, পরকে বুঝাও, নিজে কেন তা বুঝনা।
নিজে না বুঝিলে পরে, অন্য পরে, বুঝবে কেন তা ভাবনা॥
কাঙ্গাল কয় যুক্তি ধর, ভাল কর, ভাল হওরে সর্ব্বজনা,
নিজে না হলে ভাল, পরকে ভাল, কর্ব্বে ভাব তা হবেনা॥ (২১৩)

ওরে মন-পাখি চাতুরী কর্‌বে বল কত আর।
বিধাতার প্রেমের জালে, পড়্‌বে নাকি একবার॥

সাবধানে ঘুরে ফিরে, থাক বাহিরে বাহিরে,
জাল কেটে পলাও উড়ে, ফাঁকি দিয়ে বার বার।
তোমায় একদিন ফাঁদে পড়তে হবে, সব চালাকি ঘুচে যাবে,
অন্ন জল বিনে যখন ক'রবে দুঃখে হাহাকার॥
যে দিন ব্যাধের বাণে, কাল সাপের দংশনে,
জ্বলিয়ে মরিবে প্রাণে, দেখবে চক্ষে অন্ধকার।
তখন আপনা হইতে পোষ মানিবে, তাড়াইলেও নাহি যাবে,
পিঞ্জরে বসে হরির গুণ গাইবে নিরন্তর॥ (২১৪)
(ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।)

ভৈরবী—লোভা।

আমি কে তাই আমি জান্‌লেম না,
আমি আমি করি, কিন্তু আমি আমার ঠিক হ'ল না।
কড়ায় কড়ায় কড়ি গণি, চার কড়ায় এক গণ্ডা গণি,
কোথা হইতে এলাম আমি, তারে কৈ গণি,—
ভবের মায়া ভোজের বাজী, তাতে মন তুই হ'লি রাজী,
মন হইল না কাজের কাজী, মন আমার রাজি হইল না।
খাইতে চাও দশমূলি পাঁচন, একবার আইসন, একবার যাওন,
এখানে না খাইলে সুখের পঞ্চমূল পাঁচন,—
মায়াপাশ মুক্ত করি, বদন ভ'রে বল হরি,
সাধুসঙ্গ করি করি, করি বলে আর কর্‌লাম না॥ (২১৫)

মনোহর সাই—লোভা।

দেখেছি রূপ-সাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা।
তারে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গেলাম আর পেলাম না॥
বহুদিন ভাব-তরঙ্গে, ভেসেছি কতই রঙ্গে,
সুজনের সঙ্গে হবে দেখা শুনা।
তারে আমার আমার মনে করি, আমার হ'য়ে আর হইল না॥
সে মানুষ চেয়ে চেয়ে, ফির্‌তেছি পাগল হইয়ে,
মরমে জ্ব'লছে আগুন আর নিবেনা।
আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ, বিরহে তার প্রাণ বাঁচেনা॥
পথিক কয় ভেবনা রে, ডুবে যাও রূপ-সাগরে,
বিরলে বসে কর যোগ-সাধনা।
একবার ধর্‌তে পেলে মনের মানুষ,
ছেড়ে যেতে আর দিও না॥ (২১৬)

(আনন্দচন্দ্র মিত্র।)

ভৈরবী—একতালা।

গুরু যে ধন ও দিয়াছে তোরে, চিন্‌লে না তারে।
ও তুই ঘরে যাইয়ে দেখলে নারে (ও মন),
কত রত্ন আছে থরে থরে॥
মালভরা তোর সিন্দুকেতে, চিন্‌লেনা মন পরোক্ষেতে,
চাবি তোর পরেরই হাতে।
একবার খুঁজলে পরে মিলবে চাবি, যদি ডুবতে পার রূপসাগরে।

সহজ মানুষ আছে ঢাকা, সাধন হইলে পা'বে দেখা,
সে মানুষ ত্রিভঙ্গ বাঁকা, যে মানুষ উল্‌টা কলে সদাই চলে,
সে যে ত্রিবেণীতে উজান ধরে॥ (২১৭)

বাউল সুর—খেম্‌টা।

ঘরের মাঝে অনেক আছে।
কোন্ ঘরামী ঘর বেঁধেছে, এক পাড়ে দুই থাম দিয়েছে।
সেই ঘরের ছাউনি আছে, চামের এক বেড়া আছে,
আর একটী বাতি আছে, নিবায় বাতি কু-বাতাসে।
ঘরের মাঝে খুপরি আছে, তার খোপে খোপে মানুষ আছে,
তার কেহ না যায় কার কাছে,
যার যার ভাবে সে সে আছে॥ (২১৮)

ভবের ব্যাপারী ভাই, আমি তোমায় তাই সুধাই।
ওরে কি কিনিলে, কি বেচিলে, হিসাব তার কি আছে রে নাই।
ওরে কি লালসে আছরে বসে, করিয়াছ কি কামাই,
ওরে চিটার দরে চিনি বেচে, কি লাভ হ'ল জান্‌তেরে চাই।
ও তোর আসল গেল, দেনা হইল, ঠেক্‌লিরে কি বিষম দায়,
ও তুই কিবা জবাব মহাজনকে দিবি,তার কিভাবনা নাই॥(২১৯)

যেমন মদ খেয়ে মাতাল হয়,
মনরে দিনান্তে গৌর বলে ডাক্‌লেনারে।
চেয়ে দেখরে মন শমন এসে ঘেরলো তোরে॥

গৌর তন্ত্রের নয়, মন্ত্রের নয়, বেদের নয়, বিধির নয় ;
যে জন তাঁর জন্য মাতাল হয়, নয়নে ধারা বয়,
দয়াল তারে দয়া করে।
গৌর ধনীর নয়, মানীর নয়, জ্ঞানীর নয়, গুণীর নয়,
তেম্‌নি প্রায় হ'লে, গৌর তারে দয়া করে॥ (২২০)

মন-ব্যাপারী তোমার মত দেখি নাই এমন বেদিশা ;
তোমায় হঠাৎ লোক দেখ্‌লে ভাব্‌বে—খেয়েছ কতই নেশা।
এই ভবের বাজারে কত রত্নাদি ধন,
বিক্রি হচ্ছে মহাজনের ঘরে ;
তুমি রত্ন ছেড়ে যত্ন ক'রে নিতেছ দস্তা সীসা।
তুমি হ'য়ে জহরী, কাঁটা দাঁড়ির—
ফের বোঝনা, কেমন ব্যাপারী ;
তুমি চোকে দেখে আপন খোসে নিতেছ অচল পয়সা।
সবিল হচ্ছে তোমার নাও,
চেয়ে দেখ মন-ব্যাপারী, মূলে ঘেটে যাও ;
যখন হিসাব দিবে বুঝবে তখন, খাবে কত নাক-ঘসা॥ (২২১)

হরি বল বলরে ভাই, আর বেলা নাই,
এই বেলা চল নিতাইর ঘাটে।
ছেড়ে সব কুটি নাটি, দরগা আটী, পড় গিয়ে চরণ-নিকটে॥
কেন মন কর দেরি, প্রাণের অরি, শমন এসে বাঁধবে কোসে,
নিতাই দুই বাহু তুলে আচণ্ডালে ডাকছেরে সব পাপী জুটে।

পাপী তোর পাপের বোঝা দে আমারে, আমরা দুই
ভাই হলেম মুটে ॥
হলি মন কানা খোঁড়া, পথ চিননা, সোজা হ'য়ে
যাওনা হেঁটে ॥ (২২২)

আমার মন যদি পার হবি হরি, তবে হরি নামের নৌকা ধর।
হরিনামের নৌকা ধর রে, শ্রীগুরু কাণ্ডারী কর ॥
অন্য চিন্তা ত্যজ্য করে রে, চিন্তামণিকে চিন্তা কর।
জগাই মাধাই পাপী ছিল রে, হরি নামে ত'রে গেল ॥ (২২৩)

হরি হরি ব'লে ভাসাওরে তরণী,
ভবের হাটে এই হ'ল বিকি কিনি।
শ্রীগুরু কাণ্ডারী করি, ভব নদী দাও পাড়ি,
তুমি এই কার্য্য করিও মাঝিরে,
তোমার পরকালের ভাবনা কি।
ছয় জনা গুণ টেনে যায়, মন-মাঝি তার বৈটে বায়,
জয় রাধার নামে বাদাম দিওরে, মাঝি শুক্নায় ডোবে তরী।
মন-মাঝি তোর পায়ে ধরি, কূপ-জলে ডুবাওনা তরী,
তুমি এই কার্য্য করিও মাঝিরে,
গঙ্গাজলে যেন ডোবে তরী ॥ (২২৪)

নিতাই চৈতন্য নামে, এই নামে শমন-ভয় আর রবেনারে ;
(হয় না হয় ল'য়ে দেখ।)
গৌর যারে দেখে আপন কাছে, তা'রে হরিনাম যাচে ;

মার খেয়ে প্রেম যাচে, এমন দয়াল কে আর আছে।
গৌর জগৎ ডুবিয়ে গেল, আমার হিয়া ডুবলনা রে॥ (২২৫)

গৌর হে আমার উপায় বল।
ভেবেছিলাম যাঁরে, পেলাম না তাঁরে,
কেবল অসার চিন্তা আমি চিন্তিলাম অন্তরে।
সাধু-সঙ্গ ছেড়ে, কালের হাতে প'ড়ে,
এখন শমন-নগরে যেতে হইল॥
ও দিন ত গেল, ভেবে ভেবে আমার অঙ্গ ক্ষীণ হইল,
ভবেরি বাজারে, দেখি অন্ধকার,
হাট ভেঙ্গে গেলে সুধু হাহাকার;
গেল মহাজন, বিক্রি নাই এক্ষণ,
সুধু হাটে ঢোল দিতে হইল॥ (২২৬)

আগে কূল না জেনে অকূলে ঝাঁপ দিও না,
অকূলে ঝাঁপ দিলে মন তুই হ'বি তল।
একে আমার জীর্ণ তরী, বান চুয়ায়ে উঠে জল॥
সাঁতারে পড়িলে কেবা দিবে বল;
ছেড়ে যাবে সঙ্গের সঙ্গী ঐ ছয় জন॥
যে ছয় জনা বুদ্ধি দিবে, তারা ছয় জন পলাইবে,
একা মরবি ডুবে, কা'র নাগাল পাবে না।
পার হ'তে যদি থাকে বাসনা,
দুরবীণ দিয়ে নজর করে কর পারের ঠিকানা।

পার দেখিয়ে ধর পাড়ি ছেড় না,
তখন আর কার কথা শুননা।
গুরুর নামে ধর পাড়ি, বেয়ে চল দেহ-তরী,
মুখে রেখ নামের ডুরী, ডুরী যেন ছুটে না।
আপন ভজন-কথা, না কহিও যথা তথা,
মর্ম্মি বিনা মর্ম্মের ব্যথা, অন্য কেহ জানে না॥ (২২৭)

দেখ্ জহুরা নয়ন খুলে, ভগবান কি করে রে।
কেমন আজব্ সলি, আজব নলি, আজব গড়ন গড়ে রে॥
(ও মন) জল থাকে রে নিম্ন ভূমে, কাষ্ঠ লোহা পাহাড়ে,
(দেখ) সেই দুজনে (রে মন) নৌকা গ'ড়ে সদাগরী করে রে।
(দেখ) ভাতের বরাত ঘাটে হাটে, ক্ষুধার বরাত পেটে,
(দেখ) সেই দুজনে পীরিত-গুণে কত বেগার খাটে রে।
(ও মন) সূর্য্য দেয় রে দিন করিয়ে, জোনাক দেয় রে চাঁদ,
বাতাস বয়, মেঘ বরষে, জগৎ ভাসায় জলে রে।
(রে মন) শূন্যেতে বেড়ায় রে জল, মেঘ বিনা কে জানে রে,
ওরে এই জহুরা তুচ্ছ করি, কোন্ জহুরা মান রে॥ (২২৮)

এত দিন কার বেগারে ছিলাম, এখন কি ধন নিয়ে যাই।
বসে রাত্র দিনে (মনে মনে) ভাবিছি তাই॥
এ দেহ পতন হ'বে, দেহের মালিক চলে যাবে, উপায় কি হবে,
একে একে চলে যাবে দেহের পঞ্চ ভাই।
ভেবে ভেবে হলেম সারা, ভজনহীনের কপাল পোড়া,
পাথারে ডুবালে।

এ দেহ পতন হ'লে পুড়ে করবে ছাই (যতক্ষণ বন্ধুগণে)
এসেছিলাম ভবের হাটে, গেলাম ভূতের বেগার খেটে,
ছিলাম কার মুটে, ভবনদী পার হতে কিছু সম্বল নাই ॥ (২২৯)

যার গুরুপদে ঠিক আছে মন, তার সুখের ভাবনা কি ভাবনা কি।
সে যে সদানন্দে সদা থাকে, নিরানন্দের জানে কি ॥
করে না অন্য যোগ, হয় না তার অন্য রোগ,
সে যে ঐ রোগের রোগী হ'য়ে, সামান্য রোগ দেয় ফাঁকি।
করে সে অনুরাগ, তুলিয়ে বনের শাক,
অলবণে পাক করে খায়, তাই হয় ভাল তার মুখে।
দেখ রাগ ক'রে শাক খেয়ে, ফকির রূপসনাতন হ'ল কি।
যার আছে মনের ঠিক, শ্রীচরণ করে ঠিক,
তার মনকসা ঠিক দিয়ে বলে, মনকে বলে তোদের ধিক্।
নারাণে দিনকাণা, তাতে ঠিক্ মিলে না,
তার ঠিকের ঘরে হোগল বোগল, পান্তা ভাতে ঢালে ঘি ;
তার গুরুপদ ঠিক হল না, পরকালে হবে কি ॥ (২৩০)

আয়রে আয় জগাই মাধাই আয়,
হরি সংকীর্ত্তনে নাচবি যদি আয়।
ওরে মার খেয়েছি, না হয় আরও খাব, (মাধাইরে, ওরে মাধাই)
ওরে তবু হরির নাম্‌টী দিব আয়।
ওরে মেরেছে কলসীর কানা, (মাধাইরে, ওরে মাধাই)
ওরে তাই ব'লে কি প্রেম দিব না আয়।

ওরে আমরা দুভাই গৌর নিতাই, (মাধাইরে, ওরে মাধাই)
ওরে দুভায়ে তরা'ব দুভাই আয়।
ওরে তো'দের স্নান করাব গঙ্গাজলে (মাধাইরে, ওরে মাধাই)
ওরে হরির নামের মালা দিব গলে আয়।
ওরে আয় রে মাধাই কাছে আয় (মাধাইরে, ওরে মাধাই)
ওরে হরির নামের বাতাস লাগুক গায় আয়॥ (২৩১)

হরি বলব আর চলব ব্রজের পথে রে,
তোমরা বল ও ভাই বলরে॥
আজ সুধামাখা হরিনামে, আজ সুধামাখা,
(নামে কতই সুধারে) ব্রহ্মাণ্ড যাতে মাতে ;
আজ হরি-নামের ধ্বজা লয়ে,
আজ হরিনামের (বিজয় নিশান ধরে রে) যাব দ্বারেতে দ্বারেতে,
সেই ব্রহ্মার দুর্লভ নাম, সেই ব্রহ্মার (নামের কি মহিমা রে)
এল পাপী তরাইতে॥ (২৩২)

হরি বল, হরি বল রে ও মন, দিন গেল বিফলে।
মনরে, এখন না বল্লে হরি (ও মন)
হরি বল্‌বে কি আর দেহ গেলে ?
মনরে এ দেহ জলের বিম্ব (ও মন) বিম্ব ভাংলে মিশে যাবে জলে
মনরে, ভাই বন্ধু দারা সুত (ও মন)
তারা কেউ যাবে না নিদানকালে॥ (২৩৩)

হরি-নাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই

আমার নিতাই যদি মনে করে (নিতাই প্রেমদাতার শিরোমণি রে)
নামে পাষাণ গলাইতে পারে,
একলা নিতাই (যদি গৌর থাক্‌ত কিনা হইত)
আমার নিতাই যদি দয়া করে (নিতাই প্রেমদাতার শিরোমণি রে)
নামে মহাপাতকী উদ্ধারে ;
একলা নিতাই (যদি গৌর থাক্‌ত কিনা হইত) ॥ (২৩৪)

সংসারের উজান স্রোতে যাও বেয়ে।
ওরে ও ভাই, ওরে ও ভাই, ও ভাই প্রেম-রসিক নেয়ে ॥
চল কিনারা ঘেঁসে, হাল ধররে কসে,
দেখ যেন উল্‌টো স্রোতে যায়নাকো ভেসে ;
চালাও দিবানিশি জীবন-তরী, আর থেকনা অলস হ'য়ে।
তুলে প্রেমের বাদাম, বদনে বল হরিনাম,
আনন্দে ক্ষেপণী ফেলে চল অবিরাম ;
যখন ভক্তিজোয়ার আস্‌বে বেগে, তখন সহজে যাবে লয়ে।
শুন শুন ওরে মন, কুসঙ্গে ক'রনা ভ্রমণ,
ভরা ডুবি ক'রে তারা, কর্‌বে পলায়ন,
থেকো সাধু মহাজনের সঙ্গে, সদা অকপট-হৃদয়ে ॥ (২৩৫)

তোমরা দু-ভাই পরম দয়াল হে গৌর, গৌর নিতাই।
তোমরা জীবের দশা মলিন দেখে,
নাকি নাম এনেছ গোলোক থেকে ?
তোমরা যা'রে তা'রে নাকি দাও কোল,
কোল দিয়ে বল হরিবোল।

আমরা গিয়েছিলাম অনেক ঠাঁই,
কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই।
গৌর আমিত ভজনে খাট তুমিত দয়াল বট॥ (২৩৬)

———

মনের আনন্দে হরিগুণ গাও, গাওরে আনন্দে হরিগুণ গাও।
একবার গাও রে আনন্দময় নাম,
একবার বদন ভরে গাও, হরিনাম বদন ভরে গাও।
এ নাম দিনান্তে নিশান্তে গাও রে,
সদা সর্ব্বক্ষণে গাও, হরিনাম সর্ব্বক্ষণে গাও।
এ নাম শয়নে স্বপনে গাওরে,
হরি-নাম যথা তথা গাও, হরি-নাম যথা তথা গাও।
এ নাম নির্ভয় নিশ্চিন্তমনে গেয়ে জগত মাতাও,—
নামে জগত মাতাও।
এ নাম গাইতে গাইতে পথে,
(সংসারের দুর্গম পথে রে) আনন্দে চলে যাও॥ (২৩৭)

সিন্ কাফি—ঠুংরি।

গৌর পাব কি সাধনে।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ ছয় রিপু ছয় দিকে টানে।
কেহ বলে কৃষ্ণ রাধা, কেহ বলে আল্লা খোদা,
ইহাতে নাহিক বাধা, যার যেই মনে।
কেউ বলে মানিনা মক্কা, পিঁড়ায় বসে পীরের দেখা,
ইহাতে বড়ই বাঁকা, কতই কুমন্ত্রণা জানে।

কেউ বলে গয়া যাব, শ্রাদ্ধ ক'রে পিণ্ড দিব,
পিতৃলোক উদ্ধারিব, এই বাসনা মনে।
গুরুপদে নাইক মতি, কথা শুনেনা সে এ দুর্ম্মতি,
না হইল নিষ্ঠা রতি, বেড়ায় তীর্থ-পর্য্যটনে ॥ (২৩৮)

আচ্ছা এক রঙ্গভূমি এ সংসার,
ইহাতে দেখ্‌ছি যত চমৎকার।
আজ রাজা জমীদার, কাল ভিক্ষাপাত্র সার,
এখন আনন্দ উৎসব রঙ্গ, পরে হাহাকার ;
আবার এই কান্না এই হাসি, লোকের তবু এত অহঙ্কার।
এই যে সব দৃশ্য মনোহর, থাকবেনা দণ্ড দুই পর,
যত গীত বাদ্য রং তামাসা সুখের আড়ম্বর ;
যখন সময় হ'বে, সব ফুরাবে, তখন দেখবে কেবল অন্ধকার।
পথিক কয় শোনরে আমার মন, পেয়েছিস ভাল আয়োজন,
এখন সাবধানে খেল খেলা করিয়ে যতন।
নৈলে পটক্ষেপণ হইলে পরে,পাবে অনুযোগ আর তিরস্কার ॥(২৩৯)

পায় ধরে বলি তোমায়—হরি চিন্তা কর মনরে, দিনত বৃথা যায়।
যখন যমে বাঁধবে রে কোসে, তখন কর্‌বি কি উপায় ॥
(বাদী মনরে আমার) হায় হুতাশে প্রাণ রে যাবে,
তখন বলবি হায় রে হায়।
কুচিন্তা কুভাবনা রে ভেবে, বসে বসে রইলি কার আশায় ;
(পাষাণ মন রে আমার)
একবার দু-আঁখি মুদিয়া রে দেখ, তাতে কেমন দেখা যায়।

উর্দ্ধপদে হেঁট মুণ্ডে ছিলে গর্ভযাতনায় ; (অজ্ঞান মনরে আমার)
ওরে সেখানে কি বলেরে আইলে,
এখন তা তোর মনে নাই ॥ (২৪০)

বুঝবে কে পাগলের খেলা।
পাগলে করেছে পাগল, পাগলে পাগলে মেলা ॥
এক পাগল গৌরাঙ্গ, আর পাগল তার সঙ্গ,
নাচে গায় সংকীর্ত্তনে বাজায় মৃদঙ্গ।
নিতাই পাগল অদ্বৈত পাগল রে, পাগল রে তার সঙ্গের চেলা।
পাগলের কারখানা, পাগল বৈ কেউ বলেনা,
এক পাগল রূপসনাতন আদি ছয় জনা ;
তা'রা স্বর্ণ-শয্যা ত্যজ্য করেরে, ভূমে শয়ন গাছের তলা।
পাগলে হাট বাজার, পাগল সকল দোকানদার,
কেউ করে দুনো ব্যাপার, কেউ হারায় মূলে।
গোঁসাই স্বরূপচাঁদে বলে রে, হেলায় হেলায় গেল বেলা ॥ (২৪১)

শুধু ঘটে পটে কাঠে জটে ধর্ম্ম হয় না ভাই।
তীর্থাশ্রম মনের ভ্রম, তাতে কিছু নাই ॥
কেউ বা করে কালী কালী, কেউ বা বলে বনমালি,
কেউ খাঁড়া, কেউ ধরে ঝুলি, তায় না মেলে তাই ;
ফলিতার্থ না জানিলে, ফল হবে না ফলেফুলে,
প্রবৃত্তির নিবৃত্তি নইলে, ছাই মাখিলে হবে ছাই।
কামনায় কামনা বৃদ্ধি, ত্যাগ বিনে নাই তত্ত্বসিদ্ধি,
কার কার ফেরে বুদ্ধি, দেখিবারে পাই।

ঘটে কিছু না থাকিলে, ছোটেনা চড় চাপড় কিলে,
কথায় লোকে বলে, মূলে সুধা হ'লেও ক্ষুধা চাই॥ (২৪২)

এই দেহ রেল-রোডের কল।
ভবপথে কর্‌ছে চলাচল॥
কোথা জেমস্ ওয়াটের বুদ্ধি, এর অদ্ভুত এঞ্জিন কৌশল;
উদর বয়লায়েতে জম্‌ছে বাষ্প, দিয়ে অন্ন আগুণ জল।
আহারাদি কয়লার গাদি, পড়্ছে তাহা অবিরল,
ভাঙ্গা ফুটো সারা, অয়েল করা, ডাক্তারের কাজ কেবল।
সম্মুখেতে লণ্ঠন তা'র, চক্ষু দুটি সমুজ্জ্বল,
ঐ যে শ্বাস পানে হচ্ছে কলের, ঘুতঘুতানি অবিরল।
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা যত, প্রহরী রয় প্রতিপল,
ধর্ম্মজ্ঞান গার্ড, কাম ক্রোধ এ গাড়ীর আরোহীদল।
লোকমোটীব ডিপার্টমেণ্ট এর জননীর গর্ভস্থল,
আফিস, বাড়ী, বাগান হয় ষ্টেসন, করিতে এ কল শীতল;
জন্ম মৃত্যু টার্মিনাস দুই, ড্রাইভার তার মন প্রবল,
যাহার সদ্‌গুণে, দীন জানে, দ্বন্দ্ব কলিশন্ কেবল॥ (২৪৩)

ও যার হবার হয় তার প্রেম উথলে দুর্ব্বাঘাসে।
প্রহ্লাদ "হ" বলে নয়নজলে ভাসে;
হরিনামের 'হ' বলে নয়নজলে ভাসে।
প্রেমে নদেবাসী গোর, ভুলাইয়ে চোর,
মাতাইল গোর, সেই বয়সে;
ওরে বেলা গেল বাসনায় আগুণ দে, তাই শুনে,

লালা আমার রইল না দেশে।
কথা কত শুনি এমন, চেতেনাক মন,
সদাই অচেতন, মোহবশে ;
আমার হয়েছেরে প্রাণ, অশান পাষাণ,
ভেজেনা সহস্র উপদেশে ॥ (২৪৪)

প্রসাদী সুর—একতালা।

শ্রীরাধার মন্দিরে রূপ, কি হইল রে।
কি হইল কি হইল কি হইল রে ॥
আট কোট্‌রী দশম দশা, আঠার মোকামে।
ঐ যে দেহের মধ্যে আছে রূপ,
পাব কি সন্ধানেরে ; রূপ কি হইল রে ॥
ডাইনে গঙ্গা, বাঁয় যমুনা, মধ্যে ত্রিবেণী লহরী ;
ধেয়ানে বসিয়া দেখ, অঙ্গমঞ্জরী রে, রূপ কি হইল রে।
ভুবন ভরি গৌর বলে, মিলামিলি করে ;
বিজলী চমকে রূপ হের দুনয়নে রে, রূপ কি হইল রে।
নরোত্তম বাউলে বলে, ফাঁড়ি থানায় ঘুরে ;
আমায় দয়াল চাঁদের কৃপা হইলে,
অমূল্য ধন মিলেরে, রূপ কি হইল রে ॥ (২৪৫)

ফকিরি করবি পারবি রে মন,
ছেড়ে সব খুটিনাটি, ময়লামাটি, খাঁটি হবি রূপচাঁদি যেমন।

ফকিরি নয় সামান্য, হতে হয় দীন দৈন্য,
আদর্শ শ্রীচৈতন্য কররে দর্শন।
পার যদি তেম্‌নি করে, ডুবিতে প্রেমসাগরে,
পাবে অমূল্য নিধি, পরম তত্ত্ব মুক্তি ধন॥ (২৪৬)

মনমাঝি তোর ভাঙ্গা তরী কিনারে ভিড়াইয়া ধর।
নায়ের মাঝি ষোল জন, তারা কেহ নয় আপন,
ছয়জনেতে ঠেকা বায়, গুণ টানে দশজন।
আলেক মাঝি ডাক দিয়ে বলে, হাল কাঁটা ফিরাইয়া ধর॥
নায়ের বান ছুটিল, নায়ের জাকন মরিল,
পাপ পুঞ্জে ভরা তরী ভারী হইল।
আলেক মাঝি ডাক দিয়া বলে, গুরুর নামটি স্মরণ কর॥ (২৪৭)

কোথা দীন দুঃখী তোরা, আয় রে ত্বরা,
গৌরচাঁদের প্রেম-বাজারে।
হরিনাম মধুকুরি, (আয়রে তোরা)
হরিনাম মধুকুরী, মিঠাই পুরী, প্রেমের ঝুরী খেয়ে যারে।
যত সব যাচ্ছে দুখো, প্রেমের ভুখো, নিতাই আমার যতন করে
যে যত পাচ্ছে খেতে, (দেখ্‌সে তোরা)
যে যত পাচ্ছে খেতে, ইচ্ছা মতে, দিচ্ছে পাতে ঝাঁকা ধরে।
অদ্বৈত দয়ার নিধি, নিরবধি, বসেছেন ভাণ্ডার করে॥ (২৪৮)

নিচ্ছে যার যেমন সাধন, (দেখ্‌সে তোরা)
নিচ্ছে যার যেমন সাধন, অমূল্য ধন, বিনা মূল্যে ঝোলা ভরে।

কত শোকার্ত্ত তাপী, মহাপাপী, পড়ে ছিল ধরা ধ'রে,
হ'ল পাপতাপ নিবারণ, সোণার বরণ, গৌরচাঁদের চরণ হেরে।
দেখ্‌তে আনন্দ-বাজার, হাজার হাজার,লোক ধেয়েছে নদেপুরে।
গেল সব মনের দ্বন্দ্ব, (দেখ্‌সে তোরা)
গেল সব মনের দ্বন্দ্ব, প্রেমের দ্বন্দ্ব, পূর্ণানন্দ ঘর বাহিরে।
বদনে হরি হরি, গৌরহরি, সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে করে,
আনন্দে মত্ত কিবা (দেখ্‌সে তোরা)
আনন্দে মত্ত কিবা, হায় কি শোভা,
দীন বাউলের হৃদ্-মাঝারে ॥ (২৪৯)

ঘরের মানুষ ঘরেই আছে, কেবল মিছে তারে খুঁজে পাগল হলি,
চিরকাল আপন দোষে, (ও ভোলামন)
চিরকাল আপন দোষে, তার উদ্দেশে, দেশে দেশে ঘুরে মলি।
মথুরা শ্রীবৃন্দাবন, নদ নদী বন, তীর্থ ভ্রমণ করে এলি।
যত যা শুন্‌লি কাণে, (ও ভোলামন)
যত যা শুন্‌লি কাণে, বল সেখানে,
তার কিছু কি দেখতে পেলি ॥ (২৫০)

পড়ে মন আলায় ভোলায়, বুঝবার হেলায়,
বল বুদ্ধি সকল হারালি।
আঁচলে মাণিক বেঁধে, (ও ভোলামন)
আঁচলে মাণিক বেঁধে, কেঁদে কেঁদে, সাঁতারে হাতড়াতে গেলি।
যদি কর্‌তিস্ যতন, পেতিস্ রতন, অযতনে সব খোয়ালি।
হায় এমন চোখের কাছে, (ও ভোলামন)

হায় এমন চোখের কাছে,মাণিক নাচে,দেখলিনে চোখ বুজে রলি ॥
ভেবে দীন বাউল বলে, ভ্রমে ভুলে, বৃথায় চিরদিন কাটালি।
মানসে দেখরে ভেবে (ও ভোলামন)
মানসে দেখরে ভেবে, ভক্তিভাবে, মানুষ পাবে যুক্তি বলি॥(২৫১)

এসে সংসার-প্রবাসে, আশার আশে, কর কি অসার ভাবনা।
যে কাজে ভবে আসার, (ও ভোলামন)
যে কাজে ভবে আসার, হবে সুসার, কেনরে সেই সার ভাবনা॥
যে কালে বাঁধবে কালে, বিপদ কালে, দুখের পারাপার রবে না,
সেইকালে জানবে রে মন, (ও ভোলামন)
সেইকালে জান্‌বে রে মন,শমন কেমন, কেমন এ বিষয়-ভাবনা।
এ যাদের ভাবছ আপন,নিশির স্বপন,সাথের সাথী কেউ হবেনা॥
যে সময় ধর্‌বে শমন. (ও ভোলামন)
যে সময় ধর্‌বে শমন, মুদে নয়ন, আপন বলে কেউ ছোঁবে না।
যত সব পয়সা কড়ি, কচ্ছ দেড়ী, ঘর বাড়ী সঙ্গে যাবেনা॥
কেবল পাঁচ কড়া কড়ি, (ও ভোলামন)
কেবল পাঁচ কড়া কড়ি,কলসী দড়ি, কাট খড়ী আর চট বিছানা।
শ্মশানের ধার শুধিবে, ছড়া দিয়ে নেয়ে ধুয়ে বন্ধুজনা,
সিন্দুকের তালা খুলে, (ও ভোলামন)
সিন্দুকের তালা খুলে, দেখবে তুলে, নগদ কিছু আছে কি না ;
দেখে দীন বাউল বলে, মন বিফলে, মায়ায় ভুলে আর থেকনা।
পলকের নাই ভরসা (ও ভোলামন)
পলকের নাই ভরসা, কিসের আশা,
শেষের উপায় তাই দেখনা ॥ (২৫২)

বাঁশের দোলাতে উঠে, কে হে বটে, শ্মশান ঘাটে যাচ্ছে চলে।
সঙ্গে সব কাঠের ভরা, (হায় কি দশা)
সঙ্গে সব কাঠের ভরা, লট্ বহরা, জাত বেহারার কাঁদে তুলে।
ঐ শুন ঘরে পরে সবাই কাঁদে, ছেলেরা কাঁদে বাবা বলে।
কোথা সে সব মমতা, ক'ওনা কথা, এখন কি তা ভুলে গেলে॥
ঘুরে যে দিল্লী লাহোর, ঢাকা সহর, টাকা মোহর নিয়ে এলে,
খেতেনা পয়সা সিকি, (হায়রে দশা)
খেতে না পয়সা সিকি, কওহে দেখি, তার কি কিছু সঙ্গে নিলে॥
রং বিরং সালের জোড়া, গাড়ি ঘোড়া, চেন ঘড়ী সব কোথায় থুলে,
হবে যে এমন দশা, (হায় কি দশা)
হবে যে এমন দশা, দশম দশা, জীবদ্দশায় ভুলেছিলে।
শত্রুতা প্রকাশিতে, যাদের সাথে, হরষেতে সেই সকলে,
বল্‌চে ভাই ভালই হ'ল (ঐ দেখ সব)
বল্‌ছে ভাই ভালই হ'ল, বালাই গেল, হাড় জুড়াল এতকালে॥
দেখে দীন বাউলে কয়, এ সমুদয়।
দেখে শুনেও লোক সকলে একটি দিন এ ভাবনা;
(হায় কি দশা) একটি দিন এ ভাবনা,
কেউ ভাবে না, বিষয়-মদে থাকে ভুলে॥ (২৫৩)

এ ঘোর ভবসাগরের জলে, বসে আছে জেলে জাল ফেলে।
এ যে জগৎ-বেড়ে, (ভোলামন; মন রে আমার)
এ যে জগৎ বেড়ে, ধর্‌ল বেড়ে, জগতের জীব এককালে॥
এ জালে নাই কারো পরিত্রাণ,
যত বোয়াল কাতল, ছেলং চিতল, ঘুচবে সবার প্রাণ।

ও তোর পুঁটির জীবন, (ও ভোলামন, মনরে আমার)
ও তোর পুঁটির জীবন, আর কতক্ষণ, বাঁচবি ডুরী টান দিলে ॥
যে ছয় বেটা সেই জেলের অধীন,
তারা খুঁজে খেঁজে জালের মাঝে আন্‌ছে যত মীন।
জেলে সকল জানে, (ভোলামন, মন রে আমার)
জেলে সকল জানে, যা যেখানে, রয়না ছাপা লুকালে ॥
যা'দের কিছু সাধন-বল আছে,
তারা ছিঁড়ে ছুটে, এ জাল কেটে, পালিয়ে যেতেছে।
ও তোর কোথায় সে বল, (ভোলামন, মনরে আমার)
ও তোর কোথায় সে বল, আরো কেবল, বাঁধিয়ে নিলি ফাঁস গলে।
বিপদকালে ঘটেরে জঞ্জাল,
এ দীন বাউল বলে—কলে বলে কাটনারে জাল।
ও সেই কাল-নিবারণ (ভোলামন, মন রে আমার)
ও সেই কাল-নিবারণ, হরির চরণ, কর স্মরণ এইকালে ॥ (২৫৪)

বৃথা ভবে খেলাতে এলি তাস ও তোর মন্ত্রী কর্‌ছে সর্ব্বনাশ।
এমন কাগজ পেয়ে, অলপ্পেয়ে রে, কেন ডাক্‌লিনে ইস্তকপঞ্চাশ ॥
হাতে রং থাকৃতে তুই খেল্লি এ কিরূপ,
এসে তোর সাক্ষাতে বিপক্ষেতে মার্‌তেছে তুরূপ ;
কিসে বল রে এবার পিট পাবি আর রে,
হাতের সকল ফেরাই দিলি পাশ।
হেসে বিন্তি কাবার কচ্ছে বিপক্ষে,
কিসে রাখবি কাগজ, দেখিনে গোচ, কিছুই তোর পক্ষে,
হায় হায় এমন খেলায় হারালি হেলায় রে ;

করিস্ হাতের পাঁচের কি আশ্বাস ॥
ওরে টেক্কাতে পিঠ নেয় তুরূপ করে,
ও তুই এমন বেহুঁস, দশ দিলি তুই ঘুস, গোলাম না মেরে।
এখন হাত থাকিতে বশ নে হাতে রে,
শেষে পাবিনেরে আর অবকাশ।
যখন তিন কুড়ি সাত দেখাতে কবে,
তখন কি দেখাবি থাবি থাবি চক্ষু স্থির হবে।
এ দীন বাউলে বলে হরি বলরে,
শেষে পূর‍্বে তোর বুকে বাঁশ ॥ (২৫৫)

কেন দাবা খেল্‌তে এলি বল, ক্রমে কমে যে তোর এলো বল।
ছি ছি না জেনে চাল,হলি বেচাল রে,ও তোর বিপক্ষ হ'ল প্রবল।
যে তুই বড়ের লোভে চাল্লি দুই ঘোড়া,
ও তোর কপাল পুড়ে চাপায় প'ড়ে গেলরে মারা,
পোড়ে উঠ্‌সা কিস্তি, ম'লো কিস্তীরে,
ঐ দেখ হাস্‌ছে তোর বিপক্ষ দল।
যে ঘোর ছয় চক্করে মন্ত্রী পড়েছে,
এসে ধর্‌ল যেঁতে, ঘরে যেতে আর কি পথ আছে;
শেষে না পেয়ে পদ,একি বিপদ রে, দাবা পিলের সঙ্গে হয় বদল।
হায় হায় গজ দুটি তোর বিপক্ষের ঘরে,
সহায় কেউ হ'লনা, জোর পেলেনা এলোনা ফিরে;
কেবল কিস্তি কিস্তি নাই সোয়াস্তি রে,
ও তোর রাজা যে হ'ল পাগল।

এবার বাঁচবি কিসে পঞ্চ রঙের হাত
যখন শত্রু এসে, ধর্‌বে ঠেসে, কর্‌বে কিস্তি মাত ;
এ দীন বাউল বলে, কল-কৌশলে রে,
ও তুই এই বেলা চাল-মাতে চল ॥ (২৫৬)

আর কি এবার ভাবনা রে আছে, নথী ফুল-বেঞ্চ পেশ হয়েছে।
যাবে লোয়ার কোর্টের হুকুম কেটেরে,
আছে যে সহায় আমার পাছে।
যারে মাল মহলের কর্‌লেম ম্যানেজার,
করে জবর দখল, সোনার মহল, কর্‌লে ছারেখার।
ছিল মিথ্যা সাক্ষ্য ছয় বিপক্ষ রে, তাইতে অন্যায় ডিক্রী পেয়েছে ;
এবার সদর আপীল করেছি দাখিল,
আপনি গ্রাউণ্ড লিখে, দিলেন দেখে, শ্রীশ্রীনাথ উকীল ;
কর্ব্বেন মিত্র জজে, বিচার নিজে রে,
কিসের ব্যারিষ্টার আর তার কাছে।
হাকিম, দীনদরিদ্র জানেন আমারে,
দয়াল নাম যে প্রকার, নালিস এবার, চোল্‌বে পাঁপরে ;
ও সে যে আদালত বুঝবে হালৎ রে, আমার ধর্ম্ম সাক্ষী রহেছে।
আছে সব প্রিপেয়ার, নইরে আর ব্যস্ত,
টুকে আন্‌ব মহল, করে বহল, সত্ব সাব্যস্ত,
প্রীবি-কৌন্সিলের সে নজীর এসে রে,
আমার তামাদি দোষ কেটেছে।
বলে দীন বাউলে—ভাবছ কিরে মন,
এবার গবর্ণমেণ্ট আপীলাণ্ট, নাই তোমার মোচন ;

বামাল খরচার দাবি, পয়মাল হবিরে,
আবার দায়মাল চার্জ রয়েছে॥ (২৫৭)

চল ভাই, আর দেরি নাই, ঐ টিকিটের ঘণ্টা হ'ল।
ত্বরায় যাই ষ্টেসনে, দেখে শুনে তল্পী তোল॥
প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে যত, বল্‌ছে টাইম ওভার হ'ল,
হুড় হুড় হুড় আস্‌ছে গাড়ী, হুড়োহুড়ী লাগল ভাল।
ঝোলাব্যাগে যাচ্ছে বেগে, যারা আগে টিকিট পেল,
কেউবা যেতে টিকিট বিনে, পুলিষম্যানে চালান দিল।
কত জন কর্‌ছে রোদন, হে গোবিন্দ এ কি হল,
কি দিয়ে কর্ব্বো টিকিট হায়, কে পকেট কেটে নিল।
দীন দুঃখী দেখে টিকিট-মাষ্টার যারে সদয় ছিল,
বিনে মূল্যে অনায়াসে, পাশ পেয়ে সে পালিয়ে গেল।
দীন বাউল ঐ সামিলে, দলে মিলে টিকিট পেল।
হরি হরি ক'ও সকলে, চারিদিকে অল্‌রাইট হ'ল॥ (২৫৮)

সামাল সামাল মন-মাঝিরে, হাল ঠিক যেন থাকে।
উঠেছে হামাল ভারি, ডরিওনা দেখে॥
হু হু কল কল কল, ঐ পাকে ডাকৃছে জল,
সাবধানে ঘুরিও রে কল, সলায় টিপ রেখে।
যে টান দেখছি কিনারে, কাটানে যেওনা রে,
কোন্ টানে ভল্‌কা মেরে, ফেল্‌বে বিপাকে।
শেষে পাবিনে সুমোর, এই বেলা বাঁধরে কোমর,
নৈলে তোর ভাঙ্গবে গুমোর, এলো বান ডেকে।

একে তরণী জরা, ভরা তায় পাপের ভরা,
দেখ যেন যায় না মারা, চড়াতে ঠেকে।
ভক্তি-মাস্তলে, হরিনাম বাদাম তুলে,
দীন বাউলে বলে দাও পাড়ি সুখে॥ (২৫৯)

ভাব মন দিবানিশি, অবিনাশী সত্য পথের সেই ভাবনা।
যে পথে চোর ডাকাতে, কোনমতে ছোঁবেনারে সোণা দানা॥
সেই পথে মনোসাধে, চলরে পাগল, ছাড় ছাড়রে ছলনা,
সংসারের বাঁকা পথে, দিনে রেতে চোর ডাকাতে দেয় যাতনা।
দেখ আবার ছয়টা চোরে, ঘুরে ফিরে লয়রে কেড়ে সব সাধনা॥
কখন ঝড় বাতাসে উড়ে এসে, জুড়ে বসে ঘোর ভাবনা,
পরাণে সয় এত কি, ঘোর পাতকী, সহে যেন যম-যাতনা।
ফকিরচাঁদ ফকির কয় তাই, কি কর ভাই, মিছামিছি পর-ভাবনা,
চল যাই সত্যপথে, কোনমতে, এ যাতনা আর রবে না॥ (২৬০)

যে দিন ভাঙ্গবে ভবের বাসা।
কোথা রবে দারা পুত্র, কোথায় রবে ভালবাসা॥
এমন বাসাবাড়ী পেয়ে, কোন কাজ দেখ্‌লিনে থাক্‌লি শুয়ে,
এলো রে তোর ম্যাদ ফুরায়ে, বল শেষে কি হবে দশা।
বাসাভাড়া চার্জ ধরে, ধরে দিবে যে দিন গারদ-ঘরে,
জেল-দারগার হাতে কিরে, থাকবে ফিরে আসবার আশা।
বাসা ক'রে যারা থাকে, আগে ভাড়ার টাকার যোগাড় রাখে,
তোর মত কে কোথায় লোকে, এমন ধারা বুদ্ধিনাশা।

থেকে ছ-মহলা ঘরে, ঘরের খবর কিছুই রাখলিনি রে,
দেখিস্‌নে যে ঘরে পরে, কচ্ছে তোর কপ্নি কসা।
দীন বাউলে কয় আহা মরি, আছেন উপর-তলায় দয়াল হরি,
এই বেলা কর তাঁর চাকরী, তিনিই কেবল বল ভরসা॥ (২৬১)

ভোলামন কি করিতে কি করিলি, সুধা ব'লে গরল খেলি।
সংসারে সোণার খণি, পরশমণি, রতনমণি না চিনিলি॥
কি ব'লে অবহেলে, সোণা ফেলে, আঁচলে কাঁচ বেঁধে নিলি।
আসিয়ে ভবের হাটে, বেড়াস্ ছুটে, লোভের মুটে তুই কেবলি॥
না বুঝে ত মিঠে, ঘুঁঠে ভেবে মিঠে মিঠে নিলি;
না জেনে ভাল মন্দ, এমনি দ্বন্দ্ব, সাপের ফান্দ গলায় দিলি॥
পাশরি পরমার্থ, পুরুবস্ত, তুচ্ছ প্রেমে মজে রইলি।
ফকিরচাঁদ ফকির বলে, গেলি ভুলে, যা করিতে ভবে এলি,
এ জগৎ চিন্তামণি, আছেন যিনি, তাঁয় না চিনি মাটী হ'লি॥ (২৬২)

দোকানি ভাই দোকান সার না, কত কর্‌বি আর বেচা কেনা।
ও তোর লাভের আশায় দিন কেটে গেল,
দোকানের সব মালমসলা চোর ছজন নিল।
(দোকানি) ও তোর ঘরের মাঝে (ওরে ও দোকানি)
সিঁধ কেটেছে, তাও কি একবার দেখ্‌লে না॥
পরেরে ঠকাতে গিয়ে নিজে ঠকিলি,
যা ছিল তোর আসল টাকা সকল খোয়ালি।
(দোকানি) ও তোর মহাজনের, (ওরে ও দোকানি)
কি করিবি, তাগাদার দিন বলনা॥

ফকিরচাঁদ কয় ফিকিরের কথা,
(এখন) মহাজনের শরণ ল'য়ে জানাওগে ব্যথা।
(দোকানি) তিনি বড় দয়াল, (তাঁর মত আর দয়াল নাইরে)
শুন্‌লে আওহাল তোরে নিদয় হবেন না॥ (২৬৩)

এ যে বিষম নদী-দেখে করে ভয়,
বাচ-খেলাতে এলাম এবার বাচ-খেলান হ'ল দায়।
পাঁচ কাঠের জীর্ণ তরণী,
ও তার নব ছিদ্রে ওঠে বারি দিবা রজনী ;
ও সে জলের ভারে তরি গড়ায় রে, বুঝি গড়তে গড়তে ডুবে যায়।
দশখানি দাঁড় পাতা আছে রে,
ও তার ছয় দাঁড়ীতে জোরে টেনে লয় ভাটিয়ে রে,
আবার মাঝি বেটা এমন বোকা রে,হাল ধরিতে দিশে নাহি পায়।
আঠার ডওরাতে ব'সেরে,
ঐ যে আঠার জন আছে, তারা কেবল ঘুমায় রে,
তারা জাগেনা যে কোনমতে রে, আমায় ব'লে না দেয় সদুপায়॥
আকাশে মেঘ দেখা যে দিল,
ওরে অমনি দারুণ ঝড়-বাতাসে তুফান উঠিল ;
পাঁচ গুণারি টানে পাঁচ দিকে রে,পাকে প'ড়ে তরি মারা যায়।
ফকিরচাঁদ কয় মন রে বিনয়ে,
কেন এত ভাবছিস্ ব'সে বিপদ সময়ে,
এখন কূলে যেতে চাস যদিরে,তবে বাদাম টেনে দে ত্বরায়॥ (২৬৪)

কার হিসাব শিখছিস্ বসে মনের খোসে,
আপনার কাজ মূলতুবি রেখে ?
ওরে তোর চুল পেকেছে দাঁত পড়েছে,পরের চখে দেখছিস চিখে।
তবু তুই পরের বেঠিক, কর্‌ছিস্‌রে ঠিক,
আপনার বেঠিক ঠিক্ না দেখে ;
লিখছিস্ পরের বাকী জায়, আপনার দিন যায়,
তোর ঠিকানা নাই সে দিকে।
পাগলেও আপনার ভাল বুঝে ভাল,
আপনার ভাল না বোঝে কে ;
শুনেছি লোকে শিখে, লোকের দেখে,
হাবা লোকে ঠেকে শিখে।
নিকেশে ঠেক্‌বি যে দিন, বুঝবি সে দিন,
সরবে না তোর বাক্য মুখে ;
ফকিরচাঁদ বলে খেদে, দিন থাকিতে,
আপনার হিসাব নেরে দেখে।
যদিরে থাকে বেঠিক, কর তা ঠিক্,
তবেই নিকেশ দিবি সুখে ॥ (২৬৫)

ও মন দেখরে চেয়ে আজব তামাসা।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল জুড়ে এক পাখীর বাসা ॥
সকল রয়েছে বাসায়,
বাসা দেখা যায়রে, ধর্‌তে গেলে ধরা নাহি যায় ;
বাসার মাঝে আছে কত ডিম আবার,
ও তা গণ্‌তে পণ্ডিত হয় চাযা।

কেউ জানে না কত হয় ছানা,
এক পাখীতে সবার আধার যোগায় রে,
সবে সমান তার ভালবাসা।
আধার যোগায় পাখী সর্ব্বক্ষণ,
কিন্তু কেউ কখন দেখে নাই রে পাখীটী কেমন ;
পাখী আছে সদা বাসা জুড়ে রে, কিন্তু সেত কারু নয় পোষা।
কাঙ্গাল বলে পাখীর ধরণ,
সেত আপনি দেখা দেয়রে তার ইচ্ছা হয় যখন।
তা'রে দেখে কিন্তু সে হয় কেমন রে,
ও তা বলবার মত নাই ভাষা ॥ (২৬৬)

ভাইরে কে তুমি এই শ্মশান-শয্যায়।
সন্ন্যাসীর বেশে হায়, কে তোমায় দিল বিদায় ॥
ভাইরে, যদি হও মুলুকের বাদসা, তবে কে করিল এ হেন দশা,
তোমার সৈন্যবল, কলকৌশল, সে সকল এখন কোথায় ?
ভাইরে, তোমার সেই অতুল ধনরাশি,
এখন কারে দিয়ে সাজলে সন্ন্যাসী ;
তোমার কই বাড়ী, সে গাড়ী জুড়ি, এখন কে হাঁকায়।
ভাইরে, যদি হও তুমি মান্যমান, কুলমর্য্যাদায় সব কুলীন প্রধান,
তোমার সে মান্য, কৌলিন্য, প্রাধান্য এখন কোথায়।
ভাইরে,যদি হও দীনহীন কাঙ্গাল,তবে ধনীর দ্বারে যত খেয়ে গাল,
ভিক্ষা করেছ, কেঁদেছ, এখন সে জ্বালা নিবায়।
কাঙ্গাল বলি'ছে, কাঙ্গাল ধনবান, শুলে শ্মশানে সব হয় সমান,
জাতি কুল বিচার অহঙ্কার, কোন বিচার নাই তথায় ॥ (২৬৭)

বর্ত্তমান মাসের শেষে, হবে দেশে, দারুণ একটা জুলমত এবার।
থাকবে না মানুষ গরু, শিষ্য গুরু, মোটা সরু, যত প্রকার॥
বাদসা কি রাজা রুজড়ো, পাজি পুজরো,
সকল কুঁজড়ো ঠিক করিবার,
থাকবে না মুটে মজুর, কর্ত্তা হুজুর, বালক বাছুর, এ দেশাচার।
থাকবেনা দারগা-গিরি, মাজেষ্টরী, গবর্ণরী, মানবে না আর॥
উল্টবে এ তিন সংসার, সব একাকার, থাকবেনারে আচার ব্যবহার,
বামুন কি কায়েত কামার, মুচি চামার,
থাকবে না আর জেতের বিচার।
ফকিরচাঁদ ফকিরে কয়, দালান কোটায়,
বাঁচাবার যো নাই ভাইরে এবার।
আছে এর এক সদুপায়,
দীন দয়াময়, ডাকলে পরে পাবি নিস্তার॥ (২৬৮)

দুনিয়ার আজব গাছে, সদা বসে আছে দুই পাখী,
কেহ বাসা ছেড়ে, নাহি নড়ে, দুজনে মাথামাখি।
ভাল বাসায়, এক পাখী কত ফল বিলায়,
সেত খায় না সে ফল, আর এক পাখী বসে বসে খায়;
ও যে ফল বিলাচ্ছে, সে না খাচ্ছে, অন্যে হচ্ছে ফলভোগী।
ইচ্ছামত পাখী নয় কাহার অধীন,
ও যে ফল খায়, সে ফল চিনিতে হ'য়েছে স্বাধীন;
সে ফল দেখে শুনে, নাহি চেনে, ফল খেয়ে হারায় আঁখি।
নিজ দোষে, মন-দুঃখে, কাঙ্গাল কাঁদিছে,
আমি স্বাধীন হ'য়ে না পারিলাম ফল নিতে বেছে;

আমি খেলাম যে ফল, এখন সে ফল,
কেবল গরল খেয়ে দেখি, হায় হ'ল কি ॥ (২৬৯)

সংসার-জ্বালায় জ্বলে সবাই মর্‌তে চায়।
ম'লে এমন রতন কি পায়, তাই মানুষে মরণ চায় রে ॥
বল শুনি মন সেই কথা আমায়,
ওরে মানুষ মলে শান্তি পায়রে এমন স্থান কোথায়।
জ্বলে পুড়ে মানুষ তথায় গেলে রে,
সকল জ্বালা অমনি নিবে যায় রে।
ভাই বন্ধু সংসারের মাঝে,
এ সব বন্ধু হতে বন্ধু আবার এমন কে আছে ;
সে কি এত ভালবাসে সবায় রে, ম'রে তার কাছে যেতে চায রে
এত ভালবাসে যে জন,
কেন তারে প্রাণের সহিত ভালবাসিস্ নে রে মন :
তারে ভাল না বাসিলে মন রে, মানুষ ম'লেও শান্তি নাহি পায়রে।
কাঙ্গাল কাঁদে, চক্ষে পড়ে জল,
ও মন মর্‌তে চাওরে, মরণের কাজ কি করিলি বল।
যে দুদিন বেঁচে থাকিস মনরে, ডাক দীননাথে সর্ব্বদায়রে ॥(২৭০)

সবে হচ্ছে পার যাচ্ছে এক খেওয়ায়।
একি চমৎকার, কেহ কার ছোয়া পানি নাহি খায় ॥
এক খেওয়ারি তুলিয়ে নৌকায়,
ওরে সকল জেতে পারে নিয়ে যায়,
ওরে এক আকার, সবাকার, তবু জাত-বিচার দেখায়।

এক নদীতে হিন্দু মুসলমান, ওরে খ্রীষ্টান আদি করিছে জলপান,
সেই জল তুলে, কেউ ছুঁলে, অমনি ঢেলে ফেলে দেয়।
এক বাতাসে সব কচ্ছে বাস,সেই বাতাস আবার নিশ্বাস প্রশ্বাস,
তবু বিশ্বাস নাই, এক সবাই, অবিশ্বাস কথায় কথায়।
ওরে এক সূর্য্যের আলোক পায় সবাই,
আবার আঁধার নষ্ট এক চাঁদের জ্যোৎস্নায়,
তবু অসম্ভব, ভিন্ন ভাব নাই দুনিয়ায়।
কাঙ্গাল বলিছে সকলেই সমান,
ও তা মুখে বলেন কাজে না দেখান,
বিনে তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্ম-জ্ঞান, ভেদ-জ্ঞান কভু না যায়॥ (২৭১)

কার চোখে দিচ্ছ ধূলি, চতুরালী, করে রে মন তাই বল না।
সে যে হয় জগৎ-কর্ত্তা, বিচারকর্ত্তা, অন্তর্যামী তাও জান না॥
সে যে তোর হৃদে জাগে, মনের আগে, দেখ্‌ছেরে সব ঘটনা,
সে যে হয় মনেরই মন,যার যেমন মন, সকলি তাঁর আছে জানা,
ওরে যার মন নয় সোজা,আঁখি বোজা,কেবল রে তার বিড়ম্বনা,
তুই এই ভবে এসে, লোভের বশে, যখন কর যে ছলনা।
সে তোর এ সব দেখেছে,তার কাছে রে ছাপালে ছাপা থাকে না।
আলোক আর আঁধারে স্থান দেখে সমান সেতনয়রে ট্যারা কানা,
তার চকে ধূলা দিয়ে, ছাপাইয়ে, যাবে সেরে তা হবে না।
কাঙ্গাল কয় যা ভেবেছি,যা করেছি,সব জেনেছে সেই এক জনা,
ভেবে আর নাহিরে উপায়, সব অনুপায়,
দয়াময়ের দয়া বিনা॥ (২৭২)

করিছ পরের কারণ, সদাই রোদন, আপন কাঁদন ত কাঁদনা।
টোকাহীন হ'লে নাড়ী, যুক্তি করি, খুঁজবে ধাড়ি পাঠ বিছানা॥
থামলে তোর ঘড়ঘড়ী বোল, বলবে সকল, শীঘ্র ক'রে বাইরে নেনা,
মন রে তোর আত্মজনে, বাইরে এনে, দেখবে কিছু আছে কিনা॥
অনুমান মাত্র টোকা, পেয়ে ধোঁকা, বল্‌বে আছে নাম ডাক্‌না,
কিছুক্ষণ কান্না কেঁদে, গামছা কাঁধে, খুঁজবে কোথা জ্ঞাতি জনা।
আছে সব জাত-বেহারা, এসে তারা, দুদণ্ড তোমায় থোবে না;
ফকিরচাঁদ ফকির বলে, এ দিন গেলে, ঘোচে তার ভব-ভাবনা;
অন্তিমে কলসী কাচা, বাঁশের মাচা,
বুঝি এর বা তাও মেলে না॥ (২৭৩)

সপ্তম খণ্ড।

বিরহ-সঙ্গীত।

(কবি ও হাপ্‌-আকড়াই।)

রামচন্দ্র বসুর।

কবির সুর।

মহড়া—বসন্তেরে সুধাও ও সখি, আমার প্রাণনাথের মানস কি।
নিবাসে নিদয় নাথ আসিবে নাকি ?
তার অভাবে ভেবে ভেবে তনু ক্ষীণ, দিনে শতবার গণি দিন,
আসার আশায় আছি, আশা পথ নিরখি।
চিতেন—প্রাণনাথ যে দেশে আমার করিছে বিহার,
এ ঋতু রাজার তথা অধিকার।
তার শুভ সংবাদ যত, সকলি তা জানে বসন্ত,
সুমঙ্গল কথা তার শুনালে হব সুখী।
মহড়া—হায় কাল আসিব ব'লে নাথ করেছে গমন,
ভাগ্যগুণে যদি হ'ল সে মিথ্যাবাদী, চারা কি এখন।
চিতেন—সে যদি ভুলেছে আমারে, মনে না করে,
আমি কেমনে ভুলিব তারে ?

পতি গতি মুক্তি অবলার, সেই গো মোক্ষ আমার,
তার কুশল শুনে কুশলে কুল রাখি॥ (২৭৪)

কবির সুর।

মহড়া।—যৌবন জনমের মত যায়,
সেতো আশা পথ নাহি চায়।
গেল গেল এ বসন্তকাল, আসিবে তৎকাল,
কালে হ'লো কাল, এ যৌবনকাল।
কাল পূর্ণ হ'লে রবেনা, প্রবোধে প্রবোধ মানে না,
আমি যেন রহিলাম, তারো আসার আশায়।
চিতেন—ষড় ঋতু গতায়াত করে বার বার,
থাকে যদি প্রাণ, ঐ কোকিলের গান শুনিব আবার।
জাতী যূথী মালতী কৈরব, বনে আছে সব,
ইচ্ছা হ'লে তার পাব সুরস সৌরভ,
জীবন যৌবন গেলে আর, ফিরে নাহি আসে পুনর্ব্বার,
বাঁচি ত বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায়।
যে যাবে সে যাবে, হবে অগস্ত্য গমন প্রায়।
অন্তরা—হায়, ষোলকলা পূর্ণ হ'লো যৌবন আমার,
দিনে দিনে ক্ষয় হয় রাখা হ'লো ভার।
চিতেন—কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে হয় শশিকলা ক্ষয়,
সিতপক্ষে হয় তার পুনরায় উদয়।
এ ছার যৌবন হ'লে ক্ষয়, কোটি কল্পে পূর্ণ নাহি হয়,
অল্প কাল আছে সখি, এখন কর উপায়॥ (২৭৫)

কবির সুর।

মহড়া—পতি বিনে সই, সতীর মান কই আর থাকে,
হায় আমি যেমন হ'লেম সতী, বিপক্ষ তায় রতিপতি,
নারী হ'য়ে কি কর্ব্ব তার, শিব ডরাতেন যাকে ;
আমার হ'লো যার মানে মান, সে কই মান রাখে।
ছি ছি কি লজ্জা আই গো আই,
অন্য দিনের কথা দূরে থাক্,
সর্ব্বনেশের পর্ব্ব কটা মনে নাই।
হোলেম পতির পরিত্যজ্য, থাক্‌তে দেয় না রাজ্যে সই।
আবার রাজার মখিল, কাল কোকিল ডাকে।
চিতেন—পতি-পরহস্তা, ব্যবস্থা সতীর নয়,
একাঙ্গ হ'লে দুজনায়, তবেই ধর্ম্মময়।
হোলো তায় আমায় সম্বন্ধ,
নামে ভার্য্যা, কাজে ত্যাজ্যা সই,
লোকের যেমন নদী চড়ার সম্বন্ধ।
আমায় তাচ্ছিল্য দেখে তাঁর, দয়া হবে বল কার,
আমার পতিদত্ত জ্বালা জুড়াবে কে।
অন্তরা—হায় আমার এ কথা অকথ্য, সত্যবাদী পতি আমার,
আমি আশা দিয়ে গেলে মন দোলে যুগান্তরে পাওয়া ভার।
চিতেন—ফুলে বলি হয়ে ওগো সই, মূলে হারা হই,
কত সব গো রমণী হয়ে, অনঙ্গ বিজয়ী ;—
আমার ধিক্ ধিক্ যৌবনে।
কাননে কুসুম যেমন সই, ফুটে আবার শুখায় রয় কাননে।

আমায় পেয়ে কুলনারী, বধে সারি সারি সই,
যেমন কুরু-সৈন্য বেড়া চারিদিকে ॥ (২৭৬)

কবির সুর।

মহড়া।—যে করেছে যাহার সহ পিরীতি ব্যবহার,
সেই সে বুঝেছে সখি মরম তাহার।
পরেতে পরের মন কে পেয়েছে কার,
প্রণয় কারণে উভয়ের দোষ গুণ না করে বিচার।
চিতেন—কামিনী পুরুষ মাঝে সই আছে যত জন,
যে যাহার মন করেছে হরণ।
মান অপমান দেখেনা, দোঁহে সদা করে অঙ্গীকার।
অন্তরা—ওরে প্রাণ রে! গরিমা নাহি প্রেমিক দেহে,
প্রেমের অধীন হ'লে সকলি সহে।
চিতেন—গুরুজন গঞ্জনা দেয়, না হয় দুখী,
সদা বাসনা প্রিয়তমেরে দেখি।
দিনান্তরে দেখা না হ'লে, মন প্রাণ দহে দোঁহাকার ॥ (২৭৭)

কবির সুর।

মহড়া।—মনে রৈল সই মনের বেদনা,
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি বলা হ'লনা।
মরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জা রমণী ব'লে হাঁসিত লোকে।
সখি, ধিক্ থাক্ আমারে, ধিক্ থাক্ সে বিধাতারে,
নারী জনম যেন করে না।

চিতেন—একে আমার এ যৌবনকাল, তাহে কাল্ বসন্ত এলো,
এ সময় প্রাণনাথ বিদেশে গেল।
যখন হাসি হাসি, সে আসি বলে,
সে হাসি দেখে ভাসি নয়নের জলে।
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে ছিছি, ধ'র না।
অন্তরা—তার মুখ ঢেকে মুখ ঢেকে, কাঁদিলাম সজনী,
অনায়াসে প্রবাসে গেল সে গুণমণি।
এ কি সখী হ'লো বিপরীত, রেখে লজ্জার সম্মান,
মদনে দহিছে এখন, এ অবলার প্রাণ॥ (২৭৮)

কবির সুর।

মহড়া।—আমার যৌবন কিনে লয়, প্রেমধন দেয়,
এমন পাইনে রসিক ব্যাপারী।
আমার এ দেশে, অনেক আছে,
যারা করয়ে প্রেমেতে চাতুরী;
কেবল মিছে ভ্রমে, ভ্রমে মরি,
অরসিক গ্রাহকে এ রস চায়,
মূল্য শুনে কাণে, মাথা নোয়ায়,
পশরা নামাতে এসে অনেকে, আসে দুই বাহু পশারি।
চিতেন—মদন রাজার প্রেমের, প্রেমের বাজারে এলে
প্রেমলাভ হয়,
রসিকে রমণী, এলেম আমি, সেই আশয়।
অনেকে জানে সই এ বিবরণ,
কপট মহাজন হেথা এমন।

নূতন ব্যবসায়ী রমণী পেলে, ফেরেফারে করে চাতুরী।

অন্তরা—এই অবলা, সরলা, প্রেমের জ্বালা,

ভার হয় আপনার সহিতে।

যৌবন রসের ভার অতি ভার, নারী নারি আর সহিতে।

চিতেন—গোপেতে গোরস ল'য়ে দেশে দেশে ভ্রমণ করে যেমন,

এ ত নয় তাদৃশ গছাবার ধন।

রসিক গ্রাহক যদ্যপি পাই, বিরলে বিক্রয় করি তার ঠাঁই।

আমারে কিনিবে যৌবন কিনে, কেনা হব আমি তাহারি॥ (২৭৯)

কবির সুর।

মহড়া।—হর নই হে, যুবতী,

কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি।

কোরো না আমার দুর্গতি।

বিচ্ছেদে লাবণ্য, হোয়েছে বিবর্ণ, ধরেছি শঙ্কর আকৃতি॥

চিতেন—ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ অনঙ্গ, এ কি রঙ্গ হে তোমার,

হরভ্রমে শরাঘাত, কেন করিতেছ বারেবার।

ছিন্ন ভিন্ন বেশ, দেখে কত মহেশ,

চেন না পুরুষ প্রকৃতি।

অন্তরা—হায় শুন শম্ভু-অরি, ভেবে ত্রিপুরারি,

বৈরী হইও না আমার।

বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিত কেশা, নহে এ ত জটাভার।

চিতেন—কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পোরেছি নীলরতন,

অরুণ হ'ল নয়ন করে পতিবিরহে রোদন।

এ অঙ্গ আমার ধূলায় ধূসর,

মাখি নাই মাখি নাই বিভূতি॥ (২৮০)

কবির সুর।

মহড়া—বল কার অনুরোধে ছিলে প্রাণ।
ছিলে আমার বশ, কি যৌবনের বশ, কি প্রেমের বশ,
প্রেম রসে তুষিতে প্রাণ;
রাখিতেছে অধিনীর সম্মান,
অভিমানী হোতেম হে তোমার।
প্রাণনাথ, কার সোহাগে অনুরাগে ধর্‌তে আমার পায়।
তুমি আমি যে সেই আছি, তবে কিসে গেল সে সম্মান।
চিতেন—আবাহন কোরে প্রেম দিলে বিসর্জ্জন।
সে যেমন হোক হোয়েছে, আমার কপালে ছিলহে যেমন।
রঙ্গরসে ছিলাম এত দিন,
প্রাণনাথ প্রেমের পথে দু-জনাতে "কে কার" অধীন।
সে যদি কর্‌বে এমন, কেন আগে বাড়াইলে মান।
অন্তরা—তবে প্রাণ রে, কথা কবার নয়, কইতে ফাটে হিয়ে,
পূজ্য ছিলেম, ত্যজ্য হলেম, যৌবন গিয়ে।
চিতেন—দৈবে দেখা প্রাণনাথ হোত হে পথে।
আপনা আপনি ভুলিতে, হাতে আকাশের চন্দ্র পেতে;
এখনতো সেই পথের দেখা হয়।
প্রাণনাথ লজ্জাতে মুখ ঢাক, যেন ঠেকেছে কি দায়।
প্রেম গেছে, যৌবন গেছে, শেষে তুমি করিলে প্রস্থান॥ (২৮১)

কবির সুর।

মহড়া—কে সাজালে হেন যোগীর বেশ;
কহ অলিরাজ সবিশেষ।

কেতকী সৌরভ সঙ্গে তব অশেষ।
রক্ত লেগেছে কাল গায়, হ'য়েছে প্রাণ বিভূতির প্রায়,
ঢুল ঢুল আঁখি, রূপের না দেখি শেষ।
চিতেন—ধুতূরা পীযূষ বঁধু, করেছ পান,
হেরিয়ে তোমার মুখ করি অনুমান।
তাহাতে হ'য়েছে প্রাণধন, আঁখি দুটী ঊর্দ্ধে উন্মীলন।
মধু ভিক্ষা কোরে বঁধু, ভ্রমিতেছ নানা দেশ॥ (২৮২)

কবির সুর।

মহড়া—নব যৌবন জ্বালায়, মলেম গো সহচরী;
নাথ নিবাসে এলো না, কি করি।
বয়স প্রথমে, সপ্তম অষ্টমে, বালিকা ছিলাম যখন,
তখন বলিতাম সজনি, ভাল মদন সেই কেমন।
এখন প্রাণনাথের বিরহে জানিলাম সজনি দহে বটে মদনে।
হোলো কলিকা কদম্ব, এ কুচ দাড়িম্ব,
দিনে দিনে দ্বিগুণ ভারি॥ (২৮৩)

কবির সুর।

মহড়া—যাও প্রাণনাথের কাছে বিচ্ছেদ একবার।
যাতে বদ্ধ বঁধুর প্রাণ, হানগে তায় বিচ্ছেদবাণ।
যদি জ্বালায় জ্বলে, আমার বলে, মনে পড়ে তার;
রাখ রাখ মিনতি অধিনী জনার।
যাতে মত্ত আছে সে যেমত মাতঙ্গ,
কর গিয়ে সে প্রেমের সুদৃঢ় ভঙ্গ।

তুমি গেলে তার প্রকৃতি, অমনি হবে নিবৃত্তি,
বসন্ত বিদেশী হোয়ে, রবে না সে আর।
চিতেন—বিরহিণী আমি রমণী, পতি প্রবাসে আমার ;
যৌবনকালে হোয়েছি আশ্রিত তোমার।
ওহে বিচ্ছেদ, তোমার বিচ্ছেদ-দায় নাথ না জানে,
অন্য নারীর প্রেমসুখে আছে সেখানে।
তারে জ্বালাতে পার না, আমায় দেও যাতনা,
ছি ছি, অবলা বধিলে নাই পৌরুষ তোমার।
অন্তরা—সকাতরে হাঁরে বিচ্ছেদ করি তোরে মিনতি,
কামিনীর প্রাণ রেখে, রাখ সুখ্যাতি।
চিতেন—হোয়ে আমার অন্তরের অন্তর, নাথের অন্তরেতে যাও,
প্রণয় কোরে অপ্রণয়, প্রণয়কে ঘটাও
বিচ্ছেদ ব্যথার ব্যথা, কিছু তায় দিও বিশেষ,
নারীর প্রাণে কত ব্যথা, জানে যেন সে।
আমায় কোরেছে স্থূলে ভুল, ভেবে হলো প্রাণাকুল,
অকূলেতে কুল রক্ষা কর কুল যায়॥ (২৮৪)

কবির সুর।

পেলেম যে পতিদত্ত নিধি ;—তাহে বিবাদী বিপক্ষ ছ'জন।
মন্মথ না হয় মনমথ, বিরহীর আকুল করে প্রাণ।
সখি! এই তো সুখ সতীত্ব রাখা ;—
ভূপতি ধর্ম্মহীন, স্বপতি পরাধীন, যুবতী কিসে প্রাণ যুড়ায়।
আমার অঙ্গে কাল, সঙ্গে কাল, কাল তাহে ঋতু কাল,
হ'লো তিন কালে নারী সারা চারা কি।
দেশের লোক যে কণ্টক কবে, কে কবে কলঙ্কী॥

রেখে পরধন গচ্ছিতে, প্রাণ যায় পরীক্ষা দিতে,
যেমন অনলে পোড়ালেন রাম জানকী।
যার ধন তারে দিলে প্রাণ বাঁচে প্রাণ সখি॥ (২৮৫)

কবির সুর।

তোরা আয় আয় সখি, আমার কাছে আয়;
আমার সুখ শুন্‌লে পরে, তোর দুঃখ হবে তায়।
ছিলাম সত্যবন্দী পীরিতে, শুন্‌গো সই;—
এ দিন বই, হলেম কথান্তরে ঋণ পরিশোধ তার প্রেমের খতে।
আমার কুষ্ঠীযোগে বৃহস্পতি শুভ দৃষ্টি করেচে।
হ'য়ে পরের পদানত, চক্ষের জল নিত্য যেত,
এখন যাহোক মেনে, এতদিনে হাড়ে বাতাস লেগেচে;—
সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল, ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েচে।
আমি বেঁচেছি গো সখি, আমার পুণ্যবল আছে॥ (২৮৬)

বসন্তবাহার—আড়াঠেকা।

আমার মনের দুঃখ কে করিবে নিবারণ,
নিদয় আমার পতি বিদেশেতে থাকে চিরদিন।
বৈশাখে নবীন ফুল, ভ্রমর বেড়ায় ডালে ডালে,
অভাগিনীর হৃদ্-কমলে কেউ না করে মধুপান।
জ্যৈষ্ঠে যতেক যুবতী, রতিপতি দেয় পতি,
আমার যে নিজ পতি, বিদেশে চিরদিন।
আষাঢ়েতে দেখি রথ, পূর্ণ হবে মনোরথ,
আমার এই চিত্তরথ, হ'য়েছে সারথিহীন।

শ্রাবণেতে বহে ধারা, আমার এই যে নয়ন-ধারা,
ভাদ্রেতে ভেকেরি সাড়া, কেউ করে না আলাপন।
আশ্বিনে শারদা মেয়ে, ধূপাদি নৈবেদ্য দিয়ে,
সবার পতি পূজে গিয়ে, আমার পতি অদর্শন।
কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে, সবার পতি থাকে বাসে,
আমারি এই কর্ম্ম দোষে, কেউ করে না আলাপন।
পৌষ ও মাঘ মাসে, প্রাণপতি থাকে না বাসে,
আমার এই অভিলাষে, না হবে পূরণ।
ফাল্গুন মাসের শেষে, বঁধু থাকে নিজ বাসে,
আমার করম দোষে, কেহ করে না যতন।
চৈত্রে চড়ক পূজা, মম পতি শির ভুজা,
আছেন এক রসিক রাজা, নাম রতিমোহন॥ (২৮৭)

শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসুর বিরহ।

খাম্বাজ—খেমটা।

আমার প্রাণ বঁধু সই মত্ত সুধু,
কুল-ঝরা-ফুলকুলের মধুপানে!
লোকে আদর করে দুকান কাটা—
ফ্যান্‌-চাটা কয় তাই শুনে!
খাঁটি প্রেম মধু ফেলে, উড়ে বেড়ায় ক্যা-ফুলে,
কপট সৌরভে ভুলে!
এই মর্ম্ম পোড়ায় জন্ম গেলে, ধর্ম্ম ভেবে সই প্রাণে
জ্বরে কুতেষ্টা—জ্বরে ফেরে, কুচেষ্টা করে,
হবে বিতৃষ্ণা ধরে!

ও ভাই, শেষটা এখন,—
চেষ্টা মনে দেশটা ছেড়ে, যাই বনে॥ (২৮৮)

বসন্তবাহার—একতালা।

প্রাণে আর সহে না সখি রে!
বিরহ বাসরে, চিরকাল বাস রে—
দেখা বিবাহ-বাসরে, বোলব কি রে!
সাধ ছিল, মনে রৈল, সব ফুরাল, আশা না পূরিল,
পিপাসায়, নিরাশায়, এ দশায়, গেল প্রাণ!
দেখ, প্রাণপতি হ'য়ে, প্রাণ হরে॥ (২৮৯)

কলিকাতা দরমাহাটা ৺রসিকচন্দ্র ঘোষের বাটীতে, পূর্ব্ব ন-পাড়া ও ভবানীপুরস্থ অবৈতনিক কবি-সম্প্রদায়ের সঙ্গীত সংগ্রাম।

শনিবার ২রা অগ্রহায়ণ সন ১২৯৬ সাল।

রচয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু।

১নং সখীসংবাদ।

চিতেন—মোহন মুরলী শ্যাম তোমার—সকলই সরল তার
কেবল সুধা সঞ্চারে।
সরল বংশে, সরল প্রেমেরই অংশে, জন্মে সরল মন সে হরে।
সে মুরলিধর, হোয়ে পীতাম্বর, কেন কুটিল রসে মজে,
এই বয়সে এত কপট কিসে হোলে নটবর।

নিজে ত্রিভঙ্গ রাখালরাজ, ত্যজে তাই সরম লাজ,
ব্রজরাজ অবলায় লাজ দিতে চাও।
মহড়া—হরি পায় ধরি, বিনয় করি, লাজে মরিহে বসন দাও।
গোপীর হরিয়ে মন প্রাণ ও জীবন যৌবন,
ওহে শ্যাম, ওহে শ্যাম, ওহে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম হে,
তবু কি তায় তৃপ্ত নয় মন।
পেয়ে কুল মান উপহার, তার কাছে বসন কি ছার,
তবে আর চোরা রোগ, শ্যাম কেন কেন দেখাও।
খাদ—বুঝি না শ্যাম কি সুখ এতে পাও।
ফুকো—এই খেদ মনে, প্রেম তুমি জান না।
ভালবাসে যাকে, সে তার লজ্জা রাখে,
তাকে এ বিপাকে কভু ফেলে না।
মেল্‌তা—রেখে সোহাগ-মন্দিরে, সুরস সঞ্চারে,
এ কুরস এনে কেন মাথা খাও॥ (২৯০)

(ভবানীপুরের দলের উত্তর।)

প্রণেতা—শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চি—সখিরে শুনি কৃষ্ণপ্রাণা, ব্রজাঙ্গনা, কৃষ্ণপ্রাণাধার।
স চি—বল কৃষ্ণ বই রসময়ীগো জাননা, করিব সে বিচার॥
ফু—নহি সহচরি, বসনচোরা হরি গোপিকার।
লজ্জা দিতে গোপিকায়, বসন হরণ আমি করি নাই
শুন বলি সার॥ (প্রাণসইরে)
মে—হয়ে প্রবীণা সখি কেন, কঠিন কথা হেন, কহিলে বল
আজি আমারে।

ম—তবে বিবরণ বলি শুন তোমারে।

সো—শুন প্রাণসই, তোমায় কইগো, কেবল দেখিতে ব্রজাঙ্গনা,

ত্যজেছে লজ্জা কিনা, পড়িয়ে কৃষ্ণপ্রেম-সাগরে।

তে—প্রাণসইরে, জল হইতে এসে লও বসন।

সে—কভু না লজ্জা দিব কাহারে॥ (২৯১)

পাল্‌টা শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু কৃত
২ নং সখী-সংবাদ।

চিতেন—গোপীর কুল মান লাজ ভয় মন প্রাণ সমুদয়,

দয়াময় অর্পিত তোমায়।

তবে কান্ত কেন এত হে ভ্রান্ত, যেন নিতান্ত শিশুপ্রায়।

লজ্জা হরি কি পরক্ দেখবে শ্যাম ?

গোপীর তুমিই সজ্জা, গোপীর তুমিই লজ্জা,

গোপীর হৃদয় মজ্জা তুমি গুণধাম।

তোমার সাধ হ'লে ব্রজরাজ, ত্যজে সাজ হই নিলাজ,

কিন্তু তায় তোমারই লাজ গোপীর নয়।

মওড়া—নারী—বিবসন দেখ্‌তে যার মন,

তারে ত্রিভুবন কুজন কয়।

কুল-ললনায় এ লাঞ্ছনা দিতে যার কল্পনা,

ওহে শ্যাম, ওহে শ্যাম, ওহে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম হে—

নির্দ্ধার্য্য সে সৌন্দর্য্যকাণা।

কেবল বনে বনে বুলে, নিতান্ত রাখাল হলে,

রাখাল বই এমন রুচি কার বা হয়।

খাদ—এ কুরসে কিবা রসোদয়।

রসরাজ নাম আর হরি ধোরনা।
বিনা আচ্ছাদনে, নারী শোভাহীনে,
এ ভাব এত দিনে ছি ছি শিখ্‌লে না।
মেল্‌তা—তোমার কেবলই কুসঙ্গ, কেবলই কু-রঙ্গ,
ছি ছি ছি ত্রিভঙ্গ, এ উচিত নয়॥ (২৯২)

(ভবানীপুর কর্ত্তৃক পাল্‌টার প্রত্যুত্তর)
উক্ত ঈশান বাবুর পুত্র শ্রীমান রামলাল
বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত।

চিতেন—বলিলে ভাল সুধামুখী, প্রাণসখি বল এ কেমন ?
পঃ চি—যদি কৃষ্ণপ্রাণ কৃষ্ণমন হে, সকলি কৃষ্ণের শ্রীচরণ।
ফু—লজ্জা লজ্জা মতি দেহ আমার প্রতি ও সতি—তবে কেন
সলিলেতে ? কি দুখেতে বল ঝরিছে আঁখি সম্প্রতি।
মে—যদি লাজালাজ প্রাণধন, করেছ বিসর্জ্জন,
শ্রীকরে লজ্জা ঝাঁপ কি কারণ।
মহড়া—ডুবে লাজেতে ত্যজ লাজ বল এ কেমন।
সো—শুন রসময়ী তোমায় কই হে,
দেছ সবই ত আমারি পায়, বিবসন কহ গো কায়,
এখনো বসন-ভ্রমে নিমগন ?
তে—সই আমায় বৃথা আজ দূষিলে।
মে—রাখাল জেনে দেছ প্রাণ মন॥ (২৯৩)

খেঁউড়।

১ নং ধরতা শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু প্রণীত।

চিতেন—এলে কত দিনে ভবনে প্রাণরে দেখে সুখী মন।

বল কি দুখে রও বিমুখে ঢেকে চাঁদ বদন ॥
স্বভাবে অভাব তব সব দেখি এখন।
ওরে প্রাণ প্রাণ, ওরে ও প্রাণ একি অঘটন ॥
দীর্ঘকেশ, নারীর বেশ, তায় বিশেষ বক্ষদেশ উচ্চ কি কারণ।
মেল্তা—দেখি গণ্ড দুটী পাণ্ডুর বরণ। (ওরে প্রাণ প্রাণ প্রাণরে)
আবার ঘাগরা ঘেরা উঁচু পেট ;
মহড়া— রাখলে রাজকুলে কলঙ্ক,হোলো মাথা হেঁট,ওরে প্রাণরে।
একি কাণ্ড অসম্ভব,গর্ভের লক্ষণ দেখ্‌ছি সব,প্রাণ তোমার ;
কেটা বাঁধিয়ে দিলে পুরুষের পেট।
খাদ—ফাঁপা নয় বেশ নিরেট,—
সৃষ্টি ছাড়া কোন্ বেয়াড়া পোড়ামুখো সে।
ওরে প্রাণ প্রাণ ওরে প্রাণ, এ কাজ কল্লে যে ॥
পুরুষে পরশে পুরুষে শুনে যে মরে যাই লাজে।
তোমায় প্রাণনাথ কে—কও প্রাণনাথ? ওরে প্রাণ প্রাণ প্রাণরে;
যে পাঠিয়ে দেয় আঁতুড়ের ভেট ॥ (২৯৪)

থেঁউড়ের উত্তর।

১ নং শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত।

চি—গিয়ে কুমার বনে শিবের শাপে দশা এই আমার।
প-চি—কব কি ওলো প্রেয়সী.এই বিধান বিধাতার; ওরে প্রাণ ॥
ফু—কভু পুরুষ রই, কভু প্রাণ নারী হই, শুন বিবরণ।
কর্ম্ম ফেরে,প্রাণ গর্ভ ধরে,প্রাণ রে তোমার মন্মোহন (প্রাণরে।)
ঋ—তোমার মন্মোহন গাভীন্ প্রাণরে হয়েছে।

সে—তাতে ভাব কেন বারম্বার।
ম—দেবো প্রাণ বুক্ ভরে সুখ, ভাবনা কি তোমার।
সো—মাসেক থাক চেপে চুপে, সয়ে তুমি কোনরূপে, (প্রাণরে)
মে—কেন পর পুরুষের কথা আর।
তে—ওরে প্রাণ নারী হ'য়ে আর চিরদিন রবনা।
মে—আমি পুরুষ হব পুনর্ব্বার॥ (২৯৫)

পাল্‌টা ২য় গীত।

শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু কৃত।

চিতেন—হয়ে আমায় রুষ্ট দুষ্ট বল প্রাণরে;
কইলে কি হবে ওরে প্রাণ।
শাপ পেয়ে যে পেট হয়েছে, লোকে কি বুঝবে ওরে প্রাণ।
শাপের পরে, লুকিয়ে কেন এলে না ঘরে, ওরে প্রাণ প্রাণরে।
পুরুষ না ধরে লালসা, পিপাসা সুখ আশা, পূরালে কেন পেট পূরে?
তাতে পেটটী হবে ভাবতে না একবার, ওরে প্রাণ প্রাণরে।
মহড়া—এম্নি মত্ত হ'য়েছিলে মজায়।
যাহোক্ বেশ করেছ বাঁচালে আমায়, ওরে প্রাণরে;
আমার হ'য়ে পোয়াতি হ'লে;
আপনি বৌ হয়ে বংশ রাখলে।
মহারাজ আমায় পোয়াতে দিলেনা দায়—কি মজা হায়রে হায়।
পতি ছিলে, সতীন হলে, কাব্য মন্দ নয়; ওরে প্রাণ প্রাণরে।
প্রজার ভাগ্যোদয়।
গুণধর, রাজ্যেশ্বর, একেশ্বর, একবার নর একবার নারী হয়।

কিবা ঘোম্‌টা টেনে বস্‌লে রাজসভায় ; (ওরে প্রাণ, প্রাণরে।)
সোনার চন্দ্রহার দিয়ে না পাছায়॥ (২৯৬)

পাল্‌টার প্রত্যুত্তর।

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত।

চি—ব'লে সতীন্ আমায় বিধুমুখী কল্লে সম্বোধন (ওরে প্রাণ।)
পঃ চিঃ—তবেলো বলো হইল (প্রাণ) ভাতার কে এখন॥
ফু—গেছো নারীর প্রায়,সভায় আর,প্রাণ আমার কেন কর রব,
(ওরে প্রাণ) আমার কুলে প্রাণ কালী দেবে করি অনুভব,
ও—নারী হলে প্রাণ আসে প্রাণ নারীর ভাব। (ওরে প্রাণ)
মে—প্রিয়ে অসম্ভব এতো নয়।
মহড়া—হদ্দ প্রাণ গদ্দি তুমি কল্লে এ সময়।
সও—পতিনিন্দা বাহাদুরী, করে যেমন ইতর নারী, প্রাণরে।
মে—কেন দেখি তেম্নি প্রাণ তোমায়॥
তে—ওরে প্রাণ যামিনী যে যায় (ও ও প্রাণ) ছলনা ত্যজনা।
মে—তোমার কথা শুনে অঙ্গ দয়॥ (২৯৭)

৩ নং খেঁউড়।

শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসুর কৃত।

চিতেন—দেখ্‌ছি, মেয়ে হ'য়ে অষ্টগুণ, প্রাণরে, মেতে উঠেছ!
ওরে প্রাণ, সে লজ্জা নাই, যা ইচ্ছে তাই, মেলাই বক্‌তেছ!
যে কাজ করে এলে, এ যে গলায় দড়ির কাজ!
ওরে প্রাণ, প্রাণ, ওরে ও প্রাণ, হাস্‌ছে সব সমাজ।

দিতে সাধ ক'চ্ছি সাধ, খুব আহ্লাদ,
সাধে বাদ, কেবল লোক-লাজ।
তুমি দুকাণ কাটা, তাই দেখাচ্ছো মুখ, ওরে প্রাণ, প্রাণ প্রাণরে ;
তোমায় দেখে দুখে মরে যাই।
মহড়া—হোলে হয়, ভালয় ভালয়, পো পোয়াতি দু ঠাঁই।
খালাস যখন হবে তুমি, তাপ দিব প্রাণ আপনি আমি,
ভাবনা নাই ; হবে ঠাকুর-ঝি বিয়েনের ধাই—
কেবল এই শঙ্কা পাই।
পুরুষ যখন, যদি তখন, বিয়েন ব্যথা হয় ;
ওরে প্রাণ, প্রাণ, ওরে ও প্রাণ, তবেই বিপর্য্যয়।
তল্‌পেটে, সে চোটে, দম্ ফেটে, সঙ্কটে, ছেলের প্রাণ সংশয় ;
আবার, তোমার বিপদ যন্ত্রণা কম নয়।
ওরে প্রাণ, প্রাণ, প্রাণ রে ;
তখন পেট চেরা বৈ উপায় নাই॥ (২৯৮)

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত।

চি—আমার বিপদকালে প্রিয়তমে কচ্চ পরিহাস।
পঃ চি—সতীত্ব পতিনিন্দাতে প্রাণ হলো সুপ্রকাশ।
ফু—পতি যদি হয় নির্গুণ, শ্রীহীন, নানা দোষময়,
সতীর পাশে প্রাণ পূজ্য যে সে, প্রাণরে ত্যজ্য কভু নয়।
ও—তুমি সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখালে ;
মে—করে পতির মিছে নিন্দাবাদ।
ম—মন্দ হই নিন্দে করে পুরাও মনের সাধ।
সো—উপলক্ষ তুমি আমি, সবই করেন অন্তর্যামী, প্রাণরে।

মে—এতে নাইক আমার অপরাধ।
তে—আমার অপমান কত্তেই প্রাণরে কেন চাও।
মে—কেন ঘোষ পতির অপবাদ।
২ চি—তোমার মন্মোহনের ভগ্নি এসে দিবে তারে তাপ।
এ কথা কেন বলিলে শুনে পেলেম মনস্তাপ॥
২ ফু—পুরুষ বা প্রাণ জন্মিবে নিশ্চিত, মিছে ভেবনা।
তাঁর কার্য্য প্রাণ তিনিই করেন, প্রাণরে জেনেও জাননা॥
ও—মিছে গালাগাল কতই প্রাণরে করিলে;
মে—কেন কথায় বাড়াও বিসম্বাদ॥ (২৯৯)

পাথুরিয়াঘাটাস্থ বাবু রমানাথ ঘোষের বাটীতে ১২৯৮ সালের ৺ জগদ্ধাত্রী পূজার হাফ্ আকড়াই বা সঙ্গীত-সংগ্রাম।

(প্রশ্নকর্ত্তা ভবানীপুর—উত্তরদাতা বহুবাজার।)

১নং ধরতা (ভবানীপুর)।

চিতেন—করুণা নিধান তুমি শ্যাম শ্যাম হে বেদাগমে কয়।
পঃ চিঃ—দাসীর এ দশা কেন তবে দীননাথ লইয়া পদাশ্রয়॥
ফুকা—কভু কৃষ্ণ বই নাহি জানি অন্যে আর—
কৃষ্ণ-ধ্যান, কৃষ্ণ-জ্ঞান, কৃষ্ণ মান মন প্রাণ।
তবে প্রেমাধীনি তব হে কৃষ্ণ কেশব, বিরহে কেন দেখে অন্ধকার।
ডঃ ফুঃ—রাধার নাই অন্য গতি, গতি হে অগতির গতি,
ত্যজ তায় রাঙ্গা পায় কি রীতি শ্রীপতি।
ওড়তা—বিপদে প্রহ্লাদে যে পদে তারিলে মাধব,

যে চরণ রেণুতে পাষাণ মানব ;
মেলতা—জীবন জলে কেন ভজি সেই চরণ ?
মওড়া—সুধাই সুধাই তাই হে তোমায় নব নীরদবরণ।
অপরূপ, এ কিরূপ কৃপা হে কালরূপ,
আমায় বঞ্চিতা প্রেমে করি, প্রাণহরি, সপ্তদশ বর্ষ হলে অদর্শন ॥
তেহারণ—শ্যাম শ্যাম হে—শিখরে তুষিলে কাহারে - শ্যাম।
২ মেলতা—বল ছল ছাড়ি শুনি কৃষ্ণধন।
মঃ—সুধাই তাই হে তোমায়, নব নীরদবরণ ॥ (৩০০)

সখী-সংবাদ।

(বহুবাজার ১ম উত্তর)।

চিতেন—প্রেমের প্রতিমা তুমি রাই হৃদয় আমার (প্রাণসই)
পঃ চিঃ - সদা হৃদয়ে জাগে, প্রেম অনুরাগে, প্রতিমা হে তোমার।
ফুকো—তোমায় ছাড়িয়ে নাহি রহি কোথায়
তুমি ধ্যান, তুমি মম জ্ঞান,
মম প্রাণ তুমি হায়, প্রাণ সই প্রাণ সই।
তোমা বিহনে এ জীবনে রহি কোথায়।
ডঃ ফুঃ—দুখে আর কাজ নাই ;
হল আজ সম্মিলন, পুরাব আকিঞ্চন,
দেহ দুখ বিসর্জ্জন, শুন ওহে রাই।
মেল্‌তা—ভক্তের কারণ ভূমে অবতার।
মঃ—কেন এ দুঃখ তাতে তোমার (রাই),
সও—তোমা বই, প্রাণ সই, আছে কই বল আর।
ওড়তা—সত্যভামারে সখি হায়, শিখরে তুষি তায়।

মেল্‌তা—এস হৃদয়ে রাধে আজ আমার।
তেহারণ—রাই তোমা বিহনে কেহ নাই।
মেল্‌তা গেল সপ্তদশ বর্ষের অন্ধকার॥ (৩০১)

ভবানীপুর দ্বিতীয় সখী-সংবাদ।

চিঃ—ছলনা শরণাগতে শ্যাম শ্যাম হে, প্রেমের ধারা নয়।
পঃ চিঃ—আমার অপরাধ কৃষ্ণপদ সাধনা তাই কি নাথ নিরদয়?
ফুঃ—গি'ছল হতে রাই কৃষ্ণ প্রেমের পসারি—
আপন ধন জীবন মন দিছল তাই বিসর্জ্জন;
গেল আসলে ষোল ভাগ, রইল ধার প্রাণের দাগ,
লাভের ভাগ চক্ষের জল আর "হা হরি"।
ডঃ ফুঃ—গেলে লম্পট বেশে, শিখরে গঙ্গা-বিলাসে,
এ কার নাম গুণধাম কর আঙ্গ, এ নয় সে।
ওঃ—কুরঙ্গে রঙ্গিণীবশে* থাক রঙ্গরসে,
যে গঙ্গা অঙ্গজা অনঙ্গ তায় তোষে?
মে—হরি লাজে মরি একি সর্ব্বনাশ!
মঃ—সে যে গুরু-নারী তারে লয়ে বিলাস?
প্রাণাধার নামে তোমার নির্ব্বিকার নিরঞ্জন—
সে কি কুরসে মজ বলে? অঙ্গ জ্বলে—
বিধি নহে বঁধু তুমি কামের দাস।
তেঃ—শ্যাম শ্যাম হে—মুখের প্রেম মনোমোহন জান্‌লেম
আজ শ্যাম।
২ মেঃ—আবার ত্যজবে কবে মনে পাই যে ত্রাস।
মঃ—সে যে গুরুনারী তারে লয়ে বিলাস॥ (৩০২)

বহুবাজারের দ্বিতীয় সখী-সংবাদ।

চিঃ—ছলনা করিনে তোমায় রাই ত্যজ পরিতাপ (প্রাণসই),
পঃ চিঃ—নাহি বিচ্ছেদ কভু,
কেন অভিমানে ভাবিলে আজ প্রলাপ।
ফুকো—তুমি মানিনী হওগো প্রতি কথায় তাইতে আজ,
দিতে আমায় লাজ, রণসাজ সেজেছ,
লীলা-বিচ্ছেদ কেবল ব্রজে তোমায় আমায়।
ডঃ ফুকো—ত্যজিলাম বৃন্দাবন,
যমুনায় কমলবন, হলে তায় নিমগন,
জীবন বিসর্জ্জন করি আকিঞ্চন।
মেঃ—তোমায় যমুনা করি আকর্ষণ।
মঃ—রবিপত্নীরে করে অর্পণ (রাই।)
সওঃ—দ্বারকায় এসে হায়, ভুলে তায় গিয়েছ॥
ওড়ঃ—সত্যভামারে সে সময়, হ'য়েছি প্রেমময়।
মেঃ—নাহি গোলোকে বিচ্ছেদ কদাচন।
তেঃ—রাই গঙ্গায় তুষেছি গোলোকে।
মেঃ—হর রমণী সেতো নয় তখন॥ (৩০৩)

ভবানীপুরের প্রথম খেঁউড়।

চিঃ—রেবতী কয়, মন্দ এ নয়, ভদ্রা যুবতী—(ওরে প্রাণ রে)
পঃ চিঃ—মদন পূজার ধারা তোমার (প্রাণ রে) মনোহর অতি।
ফুঃ—বইলে প্রেম-তুফান, পঞ্চবাণ, বেঁধে সবার গায়—
(ওরে প্রাণরে—প্রাণ আমার)

কোন অবলা মদনজ্বালা (প্রাণ রে) ভাই ল'য়ে জুড়ায়।
ডঃ ফুঃ—চলে রাস-বিহার (ও ও ও প্রাণ আমার) ওরে প্রাণ রে;
নির্জ্জনে দু'জনে—ওরে প্রাণ রে—নির্জ্জনে দুজনে।
মেঃ—ঢাকা পাপ চাপা না থাকে আর।
মঃ—বল কি বলে ননদি (ওরে প্রাণরে) প্রাণ কল্লি ভাই ভাতার?
মৃগে যেমন ধরে ব্যাধে, অর্জ্জুনে তুই ফেল্লি ফাঁদে,
প্রেমের গাঙ্গে তোর বড় জোর!
(ওরে প্রাণ প্রাণ আমার) প্রেমের গাঙ্গে তোর বড় জোর,
মেঃ—হল আহার ওষুধ একাধার।
তেঃ—সুধাই ভাই তোমায় (প্রাণ প্রাণ রে) বল কে ভূলোকে—
২ মেঃ—এমন ভাই ভাতার করেছে আর॥ (৩০৪)

বহুবাজারের খেঁউড়।

চিঃ—অমৃত আকর হয় প্রাণ রসনা তোমার (ওরে প্রাণ)।
পঃ চিঃ—কি কারণে, বিষ বরিষণে, দহ প্রাণরে হৃদয় আমার॥
ফুকো—আছে হেন বিয়ের ব্যবহার প্রাণ আমার,
ওরে প্রাণ জানত কুলাচার, (ওরে প্রাণ প্রাণরে)
জানিয়া শুনিয়া তবু একিলো ব্যাপার।
ডঃ ফুকো—জগত কারণ হন,
ওরে প্রাণ রুক্মিণীরঞ্জন (ওরে প্রাণ প্রাণরে।)
মেঃ—তিনি বিধির বিধি, তাঁরি বিধিমতে করেছি এ আচরণ।
মঃ—আমারে আজি প্রাণ প্রাণরে কটু কথা কহ অকারণ।
সঃ—মিত্রবিন্দা ভদ্রা-ধনী, রমণীর শিরোমণি
মন বিমোহিনী প্রাণরে কেশবের জানত মহিষী তাহারা।

মেঃ—যিনি জগৎপতি, সবার গতি, এ বিবাহে বিমুখ নন।
তেঃ—কলির বিধি ও প্রাণ, দ্বাপরে চলে না।
মেঃ-ভুলে কলির রীতি, রসবতী, আজি জ্বালা দিলে বিলক্ষণ॥(৩০৫)

ভবানীপুরের শেষ খেঁউড়।

চিঃ—কোন কালে থাকে না প্রাণ বেহায়ার বালাই
(ওরে প্রাণ রে)
পঃ চিঃ—হ'ল ওষুধ আগে, বিধান পরে (প্রাণরে)
চুণ কালি কি নাই ?
(ওরে প্রাণ রে—প্রাণ আমার)
ফুঃ—ভাল প্রেম করা, ভাই ধরা, ভাব্‌লে যে হয় ভয়।
ঘরের চাঁদে, প্রাণ ফেলে ফাঁদে, প্রাণরে ঘটাবি প্রলয়॥
ডঃ ফুঃ—গৃহে থাকলে ডান্ (ও ও ও প্রাণ আমার) (ওরে প্রাণরে)
প্রাণের আর আশা কি (ওরে প্রাণ রে)
প্রাণের আর আশা কি ?
মেঃ—হ'লি ভাজের সতীন কোন্ ভুলে,—
মঃ—রাখ্‌লি সতি লো কি লীলে (ওরে প্রাণরে) এ যদুকুলে।
গলায় দড়ি নাহি দিয়ে, রামের হরির ভগ্নী হয়ে,
বল্‌তে বাধে লাজ, ভাল কাজ—(ওরে প্রাণ, প্রাণ আমার)
বল্‌তে বাধে লাজ, ভাল কাজ—
মেঃ—দিলি দাদার গায়ে পা তুলে।
তেঃ—প্রাণ প্রাণ রে, কপাল ভাল তোর,
(প্রাণ প্রাণ রে) অঘটন ঘটালি।
মেঃ—যেমন রোগ তেমন রোজা মেলে॥ (৩০৬)

অষ্টম খণ্ড।

পাঁচালী-সঙ্গীত।

দাশরথী রায়ের বিরহ।

কোথায় রহিলে কাল ভৃঙ্গ,
এ হেন সুখে দিলি ভঙ্গ ;
কুপথের পথিক করে ঘটালি কুরঙ্গ।
ওরে আগেতে নাহিক জানি, জ্বলাবি দিন রজনী,
বিরহেতে জ্বলিতেছে অঙ্গ,
ভুলাইলি বলে মিষ্ট, শেষ-কালেতে দিলি কষ্ট,
পালিয়ে কেন গেলিরে পতঙ্গ ;
আমি অবলা, না জানি ছলা,
ওরে যৌবন হেরিয়ে গত, নিলেরে কার সঙ্গ ॥ (৩০৭)

ইমন—পোস্তা।

বল সই, কত আর সই, বিষম বিচ্ছেদের জ্বালা।
আশা ছিল আসিবে ফিরে, সে দফারত্ত দেখি কলা ॥
একেত অবলা নারী, বিচ্ছেদ-জ্বালা সইতে নারি,
দিয়ে গেছে দাগাদারী, কুল হারায় সে কুলবালা।

প্রথম মিলন কালে, মন ভুলালে কত ব'লে,
এখন গেল কোথায় চলে, হয় না আর চলাবলা।
ভেবে অঙ্গ হ'ল কালি, কপালে মোর কি নাকালি,
এই দশা কল্লেন কালী, কাল হ'ল সে ভৃঙ্গ শালা।
ফাঁক করে ফাঁকি দিলে, সকল মাল লুটে খেলে,
দ্বিজ নন্দলাল বলে, প্রেম করা নয় ছেলে খেলা॥ (৩০৮)

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সই কেমনে চিনিবে বল সরলা বালা ;
না বুঝে জীবন যৌবন সমর্পণ করে অবলা।
প্রথম মিলন কালে, ভুলায় নানা কথা ব'লে,
যৌবন হইলে গত, দেখায় কলা।
পুরুষ নির্লজ্জ বড়, আপন কর্ম্মেতে দড়,
শেষকালেতে দিয়ে ফাঁকি, দেখ যায় চলে ;
নারী মরে জ্বলে ;—
মরি হায়, কব কায়, নারীর জন্মেতে—
নাহি সুখ এক তোলা॥ (৩০৯)

বাহার—পোস্তা।

শুন পদ্মিনী দিদি কব কি আর দুখের কথা।
কেতকীর কাছে ছিল তোমার মনে দিয়ে ব্যথা॥
তার সাক্ষী দেখ নেড়ে, কাঁটায় পেছে পালক ছিঁড়ে,
সেই খানেতে ছিল পড়ে, করে একটা মিছে নতা।
উচিতমত দাও দণ্ড, দেরি কোরনা এক দণ্ড,
করেছে লণ্ড ভণ্ড, তোমার প্রতি নাই মমতা।

কুরুটে লক্ষ্মীছাড়া, হ'য়েছিল পাড়া ছাড়া,
করে ওর মাথা নেড়া, খাইয়ে দাও মাছপোড়া ছেঁতা॥ (৩১০)

বাহার—খেমটা।

জাননা ও পতঙ্গ এত রঙ্গ তোমার পেটে।
ফাঁক করে ফাঁকি দিয়ে যাবে কেতকীর নিকটে॥
এত তোমায় ভালবাসি, তুমি দাও গলায় ফাঁসি,
কি দোষে করিয়ে দোষী, আমার ছোকরা নাগর গেল চটে।
যৌবন রতন করি, ছিলে দিবস শর্ব্বরী,
এখন যাও পরিহরি, আমার সর্ব্বস্ব লুটে॥ (৩১১)

বাহার—আড়াঠেকা।

মরি মরি সহচরী বিরহে প্রাণ বিদরে।
কেমন করে ধৈর্য্য ধরি নিরন্তর অন্তরে॥
অবলা সরলা বালা, কেমনে সহে এ জ্বালা,
সতত মন উতলা, বাঁচি বল কেমন করে।
অবলা পতি বিনে, বাঁচে কিলো এ নবীনে,
যেমন ধারা বারি বিনে, মীনে থাকে সরোবরে॥(৩১২)

বাহার—পোস্তা।

অবলা সরলা বালা কেমনে বাঁচে সই।
বিরহ বিষের জ্বালা কেমন করে বল সই॥
পতির ব্যবহার হেন, আর কুলে থাকিব কেন,
বারি ছাড়া মীন যেন, সতত হ'য়ে রই।
যৌবন ধরিয়ে বুকে, চিরকাল যাবে দুঃখে,
আগুন লাগুক পতির মুখে, পুড়ে সে হউক ছাই।

ভ্রান্ত মন বোঝেনা অন্ত, কেবল করে কান্ত কান্ত,
কান্ত যে মড়াকান্ত, ইচ্ছে হয় হই জল-সই।
যারে আপন আপন করি, সে দিলে মোর গলায় ছুরি,
যাব কুল পরিহরি, থাক্‌তে নারি কান্ত বই।
বিধবা হ'য়েছি বলে, ভাসিব সুখের বিরলে,
অকূলে ভাসাইয়া কুল, আপন সুখে সুখী হই॥ (৩১৩)

সরফরদা—কাওয়ালী।

তুমি পরে মন দিওনা সজনী।
পরের গুণ যত সব আমি জানি॥
য'দিন যৌবন রবে, ত'দিন পরে গৌরবে,
তার পরে পলাইবে করে অনাথিনী॥
বিরহে তুমি জ্বলিবে নিশি দিনে, ভেবে হবে তনু ক্ষীণ—
ভেবে হবে অঙ্গ কালি, মুখ তুলে না চাবেন কালী,
অকূলে পড়িয়ে জ্বলিবে দিবস রজনী।
সতত উঠিবে যৌবনের ঢেউ, আপন হবে না আর কেউ,
ভাবিয়ে না পাবে কুল, অকূলে পড়ে হবে আকুল,
বিধি হবেন প্রতিকূল, ভেবে হবে পাগলিনী॥ (৩১৪)

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

পতি বিনে রমণী হয় সদা অনাথিনী।
রমণীর প্রতি বিধি, প্রতিকূল কেন না জানি॥
সরলা কুলবালা, কেমনে সহিবে জ্বালা,
কর্ণ হল ঝালা-পালা, শ্রবণে কোকিলের ধ্বনি।

সে বিনে কারে সেবিনে, কোথা রৈল এ নবনে,
তনু ক্ষীণ দিনে দিনে, ভেবে দিবস রজনী।
আশার আশ্বাসে থাকি, কেমনে বুঝাইয়া রাখি,
সদা নীরে ভাসে আঁখি, ভেবে আকুল পরাণী॥ (৩১৫)

ললিত—কাওয়ালী।

বল সজনী করি কি উপায়।
অবলা সরলা বালার কুলমান রাখা দায়॥
ভেবে অঙ্গ হ'ল কালি, এই কি করিলেন কালী,
হ'ল মোদের কি নাকালি, ভেবে ভেবে প্রাণ যায়।
আসিয়ে পৃথিবী-পরে, মন সঁপিলাম পরে,
যন্ত্রণা ঘটিল পরে, মরি মরি হায় হায়॥ (৩১৬)

নবম খণ্ড।

প্রেম-সঙ্গীত।

নিম্নলিখিত গীতগুলি ৺ রামনিধি গুপ্ত
(ওরফে নিধুবাবু) রচিত।

খট্ ভৈরবী—আড়াঠেকা।

না হ'তে পতন, তনু দাহন হইল আগে ;
আমার এ অনুতাপ তাহারে তো নাহি লাগে ॥
চিতে চিনে সাজাইয়ে, তাহে দুঃখ তৃণ দিয়ে,
আপনি হইত দগ্ধ, আপনারি অনুতাপে ॥ (৩১৭)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

এমন যে হবে প্রেম যাবে এ কভু মনে ছিল না,
এ চিতে নিশ্চিত ছিল, এ প্রেমে বিচ্ছেদ হবে না।
ভেবেছিলাম নিরন্তর, হয়ে রব নিরন্তর,
যদি হয় প্রাণান্তর, মনান্তর তায় হবে না ॥ (৩১৮)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

তোমারই উপমা তুমি প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে,
গগনে শরৎ শশী উদয় কলঙ্ক ছলে।

সৌরভে গৌরবে, কে তোমার তুলনা হবে,
তোমাতে সকলই সম্ভবে, যেমন গঙ্গা পূজা গঙ্গাজলে॥ (৩১৯)

বারোঁয়া—ঠুংরি।

আগে তারে দিওনারে মন,
সখি সে নহে আপন।
সে যে শঠের শিরোমণি, আমি তারে ভাল জানি,
শঠের পীরিতি যেমন, জলের লিখন॥ (৩২০)

সিন্ধু—মধ্যমান।

জুড়াইব বলে যারে হেরিতে হয় বাসনা,
হেরিলে হয় মানের উদয়, দ্বিগুণ বাড়ে যাতনা।
অদর্শনে ভাবি যাকে, মনে করি বকব তাকে,
দৃষ্টি হলে চখে চখে, তখন সে ভাব থাকে না॥ (৩২১)

মূলতান—আড়াঠেকা।

নয়নেরে দোষ কেন,—
মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নেরে দোষ কেন;
আঁখি কি মজাতে পারে, না হলে মন মিলন।
আঁখিতে যে যত হেরে, সকলই কি মনে ধরে,
সেই যাকে মনে করে, সেই তার মনোরঞ্জন॥ (৩২২)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

আমি সাধ ক'রে কি ধরি তারই পায়।
সে ধন সহজে কি পাওয়া যায়॥

সে যেন জগদ্গুরু, কল্পতরু, মন দিতে হয় যে তারই পায় ;
সে যে সাধনের ধন, অমূল্য রতন, তারে সাধন বিনা কেবা পায়।
সে যে অধম-তারিণী, দুঃখ-নিস্তারিণী,
তারে প্রেম বিনা বাঁধা দায়॥ (৩২৩)

ভৈরবী—মধ্যমান।

কে বলে "অবলা" তোমায়, মহাবল ধর প্রিয়ে,
ধরাধর ধর হৃদে, ঢেকেছে বসন দিয়ে।
স্মর হর শর মম, কটাক্ষ তব বিষম,
নিরুপমা নির্গুণ, নর বধ নারী হয়ে॥ (৩২৪)

ভৈরবী—মধ্যমান।

এমন নয়ন-বাণ, কে তোমায় করেছে দান,
দর্পণে হেরিলে আঁখি, আপনি হবে স্বাধীন।
নয়ন অক্ষয় তূণ, তাহে কটাক্ষ নিপুণ,
বিধি যদি দিত গুণ, বধিতে অনেকের প্রাণ॥ (৩২৫)

পরজ—ঝাঁপতাল।

কার দোষ দিব বল দোষী কব কায়।
আমার মন, আমার নয়ন, আমারে মজাতে চায়॥
মন যদি হত মনের মতন, তবে কি দুখ পেতাম এখন,
আমি মনেরে বুঝাব কত, সতত কুপথে ধায়॥ (৩২৬)

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই জানিনে॥

বিধুমুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
তাই দেখিবারে আসি, দেখা দিতে আসিনে॥ (৩২৭)

(শ্রীধর কথক)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

প্রেম সিন্ধুনীরে, বহে নানা তরঙ্গ,
রসিকে পার হ'তে পারে, অরসিকের আতঙ্গ।
চাতুরী তরী একে, তাহে কর্ণধার অনঙ্গ,
বিচ্ছেদ প্রবল বায়ু, কখন করে কি রঙ্গ॥ (৩২৮)

কাফি সিন্ধু—আড়াঠেকা।

মম অভিলাষ যদি মনেতে নিবারিত,
অন্য পরের উপাসনা, বল ওরে কে করিত।
করিতে পরের ধ্যান, ওষ্ঠাগত হ'ল প্রাণ,
ঘরে পরে অপমান, সে সব যন্ত্রণা যেত॥ (৩২৯)

ঝিঁঝিট—আড়া।

তবে ত্বায় কে করে যতন,
বশীভূত হ'ত যদি আপনারি মন।
প্রথম মিলন কালে, হাতে শশী এনে দিলে,
প্রেমফাঁসি দিয়ে গলে, পলায় সে জন॥ (৩৩০)

কাফি সিন্ধু—আড়াঠেকা।

ভালবাসি বলে কি হে আসিতে ভাল বাসনা,
আপন করম দোষে না পূরিবে বাসনা।
হেরে তব মুখশশী, সুখের সাগরে ভাসি,
তাই বুঝি রেখেছ দাসী, ভাবিতে তব ভাবনা॥ (৩৩১)

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

যে যাতনা যতনে মনই জানে,
পাছে শত্রু হাসে শুনে, লাজে প্রকাশ করিনে।
প্রথম মিলনাবধি, যেন কত অপরাধী,
নিরবধি সাধি প্রাণপণে;
তবুত সে নাহি তোষে, আর দোষে অকারণে॥ (৩৩২)

ঝিঝিট—আড়াঠেকা।

অনুগত দোষী হ'লে তার দোষ নাহি রয়,
মহতের এই রীতি আপন করিয়ে লয়।
দেখনা মলয় গিরি, বেষ্টিত ভুজঙ্গে,
গরবে খরব হয় মহতের সঙ্গে।
আপন কলঙ্ক ছাড়ি শশী কি উদয় হয়॥ (৩৩৩)

ঝিঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

না হ'লে রসিকে বয়োধিকে প্রেম জানে না,
যেমন ভুজঙ্গ-শিশু মন্ত্রৌষধি মানে না।
নবীনেরি অহঙ্কার, প্রবীণেরি প্রেমাধার,
এ রস রসিক বিনা, অরসিকে সম্ভবে না॥ (৩৩৪)

ভৈরবী—আড়া।

অরুণ সহিত অরুণ আঁখি উদয় প্রভাতে,
কমল বদন মলিন এখন না পারি দেখিতে।
উচিত নাহি যে তব, প্রভাতে আসিতে,
দুঃখের উপর দুঃখ হে, অপার তোমারে হেরিতে॥(৩৩৫)

আড়া ভৈরবী—কাওয়ালী।

কে বলে শারদ শশী, প্রেয়সী শশী সমান,
সে চাঁদে কলঙ্ক আছে, এ যে নিষ্কলঙ্ক সম।
শম্ভুশিরে রাখি স্থান, যদি শশীর বাড়াত মান,
কুচ শম্ভু সমাধান, পূর্ণ চন্দ্রে জ্যোতিমান।
পক্ষান্তে উদয় শশী, ঐ ভয়ে দিবানিশি,
আমি যে চকোর পিপাসী, কর্‌ব অধর সুধাপান॥ (৩৩৬)

ভৈরবী—মধ্যমান।

ঘটিল কি দায়, মরি হায়, প্রেম সাধনে,
ফুটিল প্রণয়-ফুল কণ্টকের কাননে।
ভুজঙ্গ মস্তক মণি, নিরখিয়া নয়নে,
জ্ঞান হয় ধরি ধরি, ভয় কেবল দংশনে॥ (৩৩৭)

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

নয়ন রূপেতে ভুলে, মন ভুলে গুণে,
ইহার অধিক কেহ শুনেছ শ্রবণে?
গুণের আদর যত, রূপের না হয় তত,
রূপেতে গুণ সংযোগ, রতন কাঞ্চনে॥ (৩৩৮)

ঝিঝিট—আড়াঠেকা।

আমার নয়ন নীরে কেউ যদি হেরে তারে,
মমাধিক সুখী হতে অবশ্য সে পারে।
সবে বলে নহে ভাল সেই সে আমার ভাল,
সে মুখ হেরিলে মম, দুঃখ যায় দূরে॥ (৩৩৯)

বেহাগ—আড়াঠেকা।

মনের যে সাধ ছিল মনেতে রহিল,
তোমার সাধনা করি সাধ না পূরিল।
সাধিয়ে আপন কাজ, এখন ছাড়িল লাজ,
আমার গেল যে লাজ, বিষাদ রহিল॥ (৩৪০)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

বিরহ-যাতনা সই সে জানিবে কেমনে,
জানিলে কি সদা আমি থাকি হে রোদনে।
নানা স্থানী সেই জন, তার কি কখন মন মজে কোনখানে?
তারে যেবা দেয় মন, সুখী কি কখনে॥ (৩৪১)

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

প্রাণ রে সখি, এই হইল,
লাজ ভয় কুল শীল সকলি মজিল।
না জানি সে গুণাগুণ, বোধ নহে কদাচন,
মরি রে মরি, এখন দেখ তার ফল।
পীরিতি রতন যদি, যতনে মিলান বিধি,
পাইবে এমন নিধি, দুখ নাহি গেল॥ (৩৪২)

টোরীভৈরবী—কাওয়ালী।

কেন লো প্রিয়ে, কি লাগি মানিনী,
ইহার কারণ আমি কিছুই না জানি।
হরি হরি মরি মরি, মানভরে ভর করি,
নয়ন মোহিত করি আছ হেরিয়ে ধরণী।

এলায়ে পড়েছে কেশ, বিষাদিনী হেন বেশ,
কি লাগি কিসের তরে, এত অভিমানী।
মলিন বদন শশী, তাহে নাহি হেরি হাসি,
কাতর চকোর আসি, সাধিলে ভামিনী॥ (৩৪৩)

পরজ—আড়াঠেকা।

নিশি পোহাইয়ে প্রাণনাথ প্রভাতে আইলে হে,
আমার আশার সুখ কারে বিলাইলে হে।
যেরূপে যামিনী গত, সে দুঃখ কহিব কত,
জানিলাম প্রাণনাথ, কি হবে কহিলে হে॥ (৩৪৪)

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

আসিবে রবে, এ রবে প্রাণ কি রবে সই,
বাসনা আমার, নিকটে তাহার, প্রাণ যায় তরে।
প্রাণ যায় নাহি রয়, প্রাণাধিক করে তায়,
এমন হইবে, সে জন আসিবে, দেখা কি হবে॥ ৩৪৫)

বেহাগ—আড়াঠেকা।

অহঙ্কার কার উপর করিলে কে সহে,
যে করিল সোহাগিনী সেই বিনা কেহ নহে।
আপন নহে সে জন, তারে কিবা প্রয়োজন,
সেই জন প্রয়োজন, সুখে সুখী দুঃখে দহে॥ (৩৪৬)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

সাদা প্রাণে কালি কে দিলে,
সত্য যদি থাকেন কালী, সে যেন হয় এমনি কালি,
আমি যেমন সদা জ্বলি, সে যেন এমনি জ্বলে॥ (৩৪৭)

ঝিঝিট—কাওয়ালী।

প্রেমে কি সুখ হতো,
মন যারে ভালবাসে, সে যদি ভালবাসিত।
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টক বিনে,
ফুল হইত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ধরিত।
প্রেম-সিন্ধুর সলিল, তবে হইত শীতল,
বিচ্ছেদ বাড়বানল, যদি তাহে না থাকিত॥ (৩৪৮)

বসন্তবাহার—আড়াঠেকা।

বিরহী বধিতে আইল প্রবল বসন্ত,
প্রাণ দহে, স্থির নহে, বিনা প্রাণকান্ত।
ফুল বিকশিত, কোকিল কূজিত, মলয় দুরন্ত,
তাহাতে মদন আবার নিদয় নিতান্ত।
দহে অনিবার, জীবন আমার, নাহি হয় শান্ত,
উপায় ইহার, দেখি কান্ত কি কৃতান্ত॥ (৩৪৯)

বসন্তবাহার—আড়াঠেকা।

আইল বসন্ত, সকলে উন্মত্ত, দুখী বিরহিণী,
বন আর উপবন, দেখ কুসুম-কানন।
ফলে ফুলে প্রফুল্লিত বিনা কমলিনী॥
মদনের পঞ্চশর, কোকিলের পঞ্চম স্বর,
শরে স্বরে শরজাল বুঝ অনুমানি।
সংযোগী কাতর নহে, পতিত রমণী দহে,
কান্ত কান্ত এই স্বর, তার মুখে শুনি॥ (৩৫০)

বসন্তবাহার—আড়াঠেকা।

বিরহ যাতনা অতি বিষম হইল, আইল বসন্ত,
কুসুম সৌরভ, কোকিলের রব, সহেনা ও রব নিতান্ত।
সুধাকর দিবাকর মন মম মনে, জ্বালায় জীবন মন্দ মলয় পবনে,
উপায় ইহাতে,না পাই দেখিতে,উপায় সেই প্রাণকান্ত॥(৩৫১)

ঝিঝিট—কাওয়ালী।

এত ভালবাসিরে প্রাণ, ভুলেছ কি একবারে।
এত যে বাসিতে ভাল, ভালবাসা জানা গেল,
পেতেছিলে মায়াজাল, অবলা বধিবার তরে॥ (৩৫২)

রামকেলী—কাওয়ালী।

ওইরে অরুণ এলো কামিনী দহিতে,
নিবারি শশীর শোভা কুমুদী সহিতে।
না হতে সুখের লেশ, রজনী হইল শেষ,
চকোরী চাঁদের আশা, ত্যজিল দুঃখেতে॥ (৩৫৩)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কি জানি কি ছলে ছিল বসে,
আমারে ত্যজিবার আশে,
আমিত জানিতাম ভাল, আমায় সে যে ভালবাসে।
অভিমান ছল পেয়ে, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে,
মনোমত ধন পেয়ে, রয়েছে উল্লাসে।
আমার মর্ম্মবেদনা, সেকি তা জেনেও জানে না,
কিসে যাবে এ যন্ত্রণা, তাই ভেবে মরি হতাশে॥ (৩৫৪)

ঝিঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কি করে লোকেরই কথায়,
কি করে পরেরই কথায় ;
সেই মম প্রাণধন মন যারে চায়।
উপজিলে প্রেমনিধি, নিষেধ না মানে বিধি,
মন প্রাণ নিরবধি, তারি গুণ গায়॥ (৩৫৫)

ভৈরবী—কাওয়ালী।

এখনো এখনো প্রাণ সে নামে শিহরে কেন,
এখন হেরিলে তারে, কেনরে উথলে মন।
চোকের দেখা দেখ্‌তে গেলে, তাও দেখা নাহি মিলে,
কপটে সলাজে সে যে, সদা করে পলায়ন॥ (৩৫৬)

পূরবী—আড়াঠেকা।

তাই কি মনে ক'রে মানভরে আছ,
জ্বালায়ে বিরহানল, দাহন হ'তেছ।
প্রাণরে যতেক হয়, সব যদি মনে রয়,
তা হ'লে কি বিচ্ছেদ হয়, কার মুখে শুনেছ॥ (৩৫৭)

মিশ্র ভৈরবী—কাওয়ালী।

কত বা মিনতি করি আমারে ভুলালে,
এবে অপরূপ দেখ, দেখা না দেয় সাধিলে।
এমন হইবে আগে কেমনে জানিব,
জানিলে আপন মন কেন রে সঁপিব ;
না জেনে এই হ'ল, ভাসি দুঃখ সলিলে॥ (৩৫৮)

ঝিঝিট—কাওয়ালী।

যাও তারে ব'ল সখি, আমারে কি ভুলিলে,
বিরহে প্রাণসংশয়, ভাসি নয়ন-সলিলে।
আশার আশয়ে, পথ নিরখিয়ে আছে প্রাণ,
তোমার মনে কি জানি কি আছে,
প্রাণ গেল কি হবে আইলে॥ (৩৫৯)

বাহার—আড়াঠেকা।

কেতকী এত কি প্রিয় তব ওহে মধুকর,
নলিনী নিরাশ্রয়ে দহে নিরন্তর।
নাম তব রসরাজ, রাজার উচিত কাজ, এই কি তোমার?
অপরে আপন জ্ঞান, আপন অন্তর॥ (৩৬০)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

মনের বাসনা সই সেই সে জানে,
কাহারে কহিব আর কেহ নাহি জানে।
নয়ন আপন হ'য়ে প্রবোধ না মানে,
বিরহ অনল অতি বাড়ায় রোদনে।
অনল শীতল হয়, তার দরশনে,
সেই নয়নের নীরে সময়ের গুণে॥ (৩৬১)

ভৈরবী—কাওয়ালী।

দেখনা সই প্রভাতে অরুণ সহ উদয় শশী,
গেল বিভাবরী, কাতর চকোরী,
এখন শশীরে পেয়ে রহিল উপোসী।

নীরে প্রফুল্ল কমল, মলিন হৃদিকমল,
সময়ের গুণ, কি কব আমার,
মিলনে অধিক দুঃখ হইল রূপসী ॥ (৩৬২)

কালেংড়া—আদ্ধা।

বিনয়ের বশ যদি হইত যামিনী,
প্রভাতে প্রমাদ তবে সহে কি কামিনী ?
পরশে প্রাতঃ-সমীর, চঞ্চল অন্তর মোর,
কেমনে রাখিব, শুন গুণমণি ॥ (৩৬৩)

ভৈরবী—মধ্যমান।

কেন পীরিতি করিলাম মজিলাম হায়,
পীরিতি করিয়ে সখি, একি হলো দায়।
কহিতে সে সব দুঃখ প্রাণ বাহিরায় ;
মনে করি ভুলিব না তাহার কথায়।
দেখিলে তাহার মুখ দুঃখে হাসি পায় ॥ (৩৬৪)

(নিম্নলিখিত গীতগুলি শ্রীধর কথক রচিত।)

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

যেও যেও প্রাণনাথ প্রেম নিমন্ত্রণ।
নয়নজলে স্নান করাব, কেশে মুছাব চরণ।
হৃদ্‌মাঝারে বসাইব, অধর-সুধা পান করাব,
শেষেতে দক্ষিণা দিব, আমার এ নব যৌবন ॥ (৩৬৫)

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

করেছি পীরিতি বিসর্জ্জন যাবত জীবন,
প্রেমতত্ত্ব উত্থাপনে আর নাই প্রয়োজন।
হ'য়েছি প্রেমসন্ন্যাসী, নিরাশা কাননবাসী,
বিচ্ছেদের ভস্মরাশি, অঙ্গে করেছি ভূষণ॥ (৩৬৬)

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

মনরাখা দেখাবে কি ফল, ওরে প্রাণ আমার ;
দেখিলে দ্বিগুণ জ্বলে, জ্বলে যেন দাবানল।
মজেছ হে নূতন প্রেমে, ভুলিলে হে ক্রমে ক্রমে,
আশা বুঝি পথভ্রমে, আমি যেন হলাহল॥ (৩৬৭)

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

মরমে মরম যাতনা, সই ভালবাসার অযতনে।
না বুঝে কুকাজে মজে, বাজের অধিক বাজে প্রাণে।
যে জন পীরিতে নাচায়, সে যদি ফিরিয়ে না চায়,
মন প্রাণ যাহারে চায়, সে যদি না বাঁচায় প্রাণে॥ (৩৬৮)

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

যতন করিতে আর বাকি কি রেখেছি আমি।
আপন স্বভাব দোষে সে হলো কুপথগামী॥
যে আমার প্রাণধন, মন জানে আর জানে প্রাণ,
আর জানে সেই জন, যে জন অন্তরযামী॥ (৩৬৯)

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

এবার প্রাণান্ত হ'লে রমণী হবো।
পুরুষের যত দুঃখ নারী হ'য়ে জানাবো॥
মান করে বসে রবো, সাধিলে না কথা কবো,
অপমান সব ফিরে লব, পায়ে ধরে সাধাবো॥ (৩৭০)

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

যার প্রাণ তার কাছে লোকে বলে নিলে নিলে।
দেখা হ'লে জিজ্ঞাসিব, সে নিলে কি আমায় দিলে॥
দৈবযোগে একদিন, হয়েছিল দরশন,
না হতে প্রেমমিলন, লোকে কলঙ্ক রটালে॥ (৩৭১)

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

যাবত জীবন রবে কারে ভালবাসিব না।
ভালবেসে এই হলো, ভালবাসার কি লাঞ্ছনা॥
ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝায়ে কব,
পৃথিবীতে কেহ যেন, আর কারে ভালবাসেনা॥ (৩৭২)

(নিম্নলিখিত গীতগুলি বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত।)

তুক্ক—একতালা।

মথুরাবাসিনী, মধুরহাসিনী, শ্যামবিলাসিনী রে।
কহলো নাগরী, গেহ পরিহরি, কাহে বিবাগিনী রে॥
বৃন্দাবন ধন, গোপিনী মোহন, কাহে তু তেয়াগি রে।
দেশ দেশ পর, সো শ্যামসুন্দর, ফিরে তুয়া লাগিরে।

বিকচ নলিনে, যমুনা পুলিনে, বহুত পিয়াসা রে।
চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী, না মিটিল আশা রে॥
সা নিশা সমরি, কহলো সুন্দরী. কাঁহা মিলে দেখা রে
শুনি যাওয়ে চলি, বাজাওয়ে মুরলী,
বনে বনে একা রে॥ (৩৭৩)

তুরু—একতালা।

কাহে সই জীয়ত মরত কো বিধান?
ব্রজকি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই,
ব্রজবধূ টুটল পরাণ।
আগে নাহি বুঝনু, রূপ দেখি ভুলিনু,
হৃদি বৈনু চরণ যুগল।
কে জানে প্রাণসই, রসময় প্রেমিক,
হেন বঁধু রূপ কি ভিখারী।
যমুনা সলিলে সই, অব তনু ডারব,
আন সই ভখিব গরল।
কিবা কানন বল্লরী, গল বেড়ি বাঁধই,
নবীন তমালে দিব ফাঁস।
নহে শ্যাম. শ্যাম, শ্যাম, নাম জপয়ি
ছার তনু করিব বিনাশ॥ (৩৭৪)

ঝিঝিট—আদ্ধা।

এ জনমের সঙ্গে কি সব জনমের সাধ ফুরাইবে।
কিম্বা জন্ম জন্মান্তরে এ সাধ মোর পূরাইবে।

বিধি তোরে সাধি শুন, জন্ম যদি দিবি পুনঃ,
আমারে আবার যেন, রমণী জনম দিবে।
লাজ ভয় তেয়াগিব, এ সাধ মোর পূরাইব,
সাগর ছেঁচে মাণিক নিব, কণ্ঠে পরিব নিশি দিবে॥(৩৭৫)

তুরু।

সিন্ধুকূলে রই, নূতন তরী বই,
পারে তোরা কে যাবি গো।
নূতন ডিঙ্গায়, নূতন মাঝি,
পারে তোরা কে যাবি গো।
দান দিবে যেই, পার হবে সেই,
দান দিয়ে কে যাবি গো।
ঐ দেখ বয়, মধুর মলয়,
এই বেলা কে যাবি গো॥
তুলে দিব পাল, না ছাড়িব হাল,
সুখের পারে কে যাবি গো।
যদি পথিক পাই, কুল ত্যজে যাই,
অকূল সাগরে কে যাইবি গো।
দেখিলে তুফান, আগে দিব প্রাণ,
আমার সাথে কে যাইবি গো॥ (৩৭৬)

পিলু—কাশ্মীরী খেমটা।

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
কে আছে কাণ্ডারি হেন, কে যাইবে সঙ্গে॥

ভাস্‌লো তরি সকাল বেলা, ভাবিলাম এ জল খেলা,
মধুর বহিবে বায়ু, ভেসে যাবে রঙ্গে।
গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,
কূল ত্যজি এলাম কেন, মরিতে আতঙ্গে।
মনে করি কূলে ফিরি, বাহি তরি ধীরি ধীরি,
কূলেতে কণ্টক-তরু, বেষ্টিত ভুজঙ্গে।
যাহারে কাণ্ডারি করি, সাজাইয়া দিনু তরি,
সে কভু দিল না পদ, তরণীর অঙ্গে॥ (৩৭৭)

ঝিঝিট—কাওয়ালী।

সাধের প্রেমে না পূরিল সাধ, একি রে বিষাদ।
নিরবধি অপরাধী, বিনা অপরাধ॥
সদা যারে ভাবি মনে, কভু সে না ভাবে মনে,
কত আর সব প্রাণে, বিষম প্রমাদ।
যার লাগি অপরাধ, সেই দেয় অপবাদ,
কে হেন সাধিল বাদ, ঘটালে প্রমাদ॥ (৩৭৮)

কালাংড়া—কাওয়ালী।

মেঘ দরশনে হায় চাতকিনী ধায় রে।
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা আয় আয় আয় রে॥
মেঘেতে বিজলি হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
যে যাবি সে যাবি তোরা, গিরিজায়া যায় রে॥ (৩৭৯)

রামকেলী—কাওয়ালী।

এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে,
হরে মুরারে হরে মুরারে।

জলেতে তুফান হ'য়েছে,
আমার নূতন তরী ভাস্‌লো সুখে ;—
মাঝিতে হাল ধ'রেছে,
হরে মুরারে, হরে মুরারে।
ভেঙ্গে বালির বাঁধ, পূরাই মনের সাধ,
আমার জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে রোধিবে কে,—
হরে মুরারে, হরে মুরারে ॥ (৩৮০)

খাম্বাজ—একতালা।

কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে,
জলে তারে ডুবাইল, পিড়িয়া মরমে।
রাজহংস দেখি এক নয়নরঞ্জন,
চরণে বেড়িয়া তার করিল বন্ধন।
বলে রাজহংস কোথা করিবে গমন,
হৃদয়-কমলে মোর তোমার আসন ;
হেনকালে কাল মেঘ উদিল আকাশে,
উড়িল মরালরাজ মানস বিকাশে।
ভাঙ্গিল হৃদয়-পদ্ম তার বেগভরে,
ডুবিয়া অতল জলে মৃণালিনী মরে ॥ (৩৮১)

(নিম্নলিখিত গীতগুলি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত।)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন হেরেছিলাম তারে,
বিষম প্রেমের জ্বালা বুঝি ঘটিল আমারে ॥

সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন,
সাধে হ'য়ে পরাধীন, নিশি দিন ভাবে পরে।
কত করি ভুলিবারে, মন তাত নাহি পারে,
যারে যে ভাবনা করে, সে জাগে অন্তরে।
সরমে মরম ব্যথা, নারি প্রকাশিতে কোথা,
জড়ের স্বপন যথা, মরমে মরি গুমরে ॥ (৩৮২)

বারোঁয়া—ঠুংরী।

পীরিতি পরম রতন।
বিরহে পারে কি কভু হরিতে সে ধন।
কমলে কণ্টক থাকে, তবু ভালবাসে লোকে,
কে ত্যজে বিচ্ছেদ দেখে, প্রেম আকিঞ্চন ?
মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ সুখের তরে,
যথা অমানিশান্তরে, শশীর শোভন ॥ (৩৮৩)

লুম—যৎ।

আর কি কব তোমারে।
যে জন পীরিতে রত, সুখ দুঃখ সহে কত, পরেরি তরে ॥
সুধাকর প্রেমাধিনী, অতি সুখী চকোরিণী,
কভু হয় বিষাদিনী, বিরহ-শরে।
নলিনী ভানুর বশে, মগন প্রণয় রসে,
তথাপি কখন ভাসে, বিষাদ-নীরে।
প্রেম সমভাব নহে, কভু সুখভোগে রহে,
কভু বা বিরহ দহে, নয়ন ঝরে ॥ (৩৮৪)

সোহিনী বাহার—আড়া।

আমি ভাবি যার ভাবে সেত ভাবে না।
পরে প্রাণ দিয়ে পরে হ'লো কি লাঞ্ছনা ॥
করিয়ে সুখের সাধ, একি বিষাদ ঘটনা,
বিষম বিবাদী, প্রেমনিধি মিলিল না।
ভাব লাভ আশা করি, মিছে পরেরি ভাবনা,
খেদে আছি ম্রিয়মাণ, বুঝি প্রাণ রহিল না ॥ (৩৮৫)

ঝিঝিট—মধ্যমান।

এই তো সেই কুসুম কানন গো,
পাইয়েছিলেম যথা পুরুষরতন।
সেই পূর্ণ শশধরে, সেইরূপ শোভা করে,
সেই মত পিকবরে স্বরে হরে মন।
সেই এই ফুল বনে, মলয়ের সমীরণে,
সুখোদয় যার সনে কোথা সেই জন ?
প্রাণনাথে নাহি হেরি, নয়নে বরিষে বারি,
এত দুঃখে আর নারি ধরিতে জীবন ॥ (৩৮৬)

আশাগৌরী—আড়া।

অসুখী ভ্রমর দলে।
নলিনী মলিনী ভাসে বিষাদে সলিলে ॥
অবসান দিনমান শশী প্রকাশিত, কুমুদী হেরি হাসিল,
যুবক যুবতী, হরষিত অতি, বিরহিণী ভাসিছে আঁখি-জলে।
চক্রবাক চক্রবাকী বিরহে ভাবিত, কপোতী পতি মিলিত,

নিশি আগমনে, কেহ সুখী মনে,
কার মন দহিছে দুঃখানলে॥ (৩৮৭)

পাহাড়ী পিলু—খেম্‌টা।

ছি ছি ছি ভালবেসে আপন বশে কে র'য়েছে।
সাধে বাদ আপনি সেধে, কেঁদে কেঁদে দিন বয়েছে॥
যেচে প্রাণ ধারে বেচে, কে কবে দাম পেয়েছে?
দিন গিয়েছে প্রাণ রয়েছে,
সাধের খেলা কাল হয়েছে॥ (৩৮৮)
(শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।)

নিম্নলিখিত গীতগুলি জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত।)

ঝিঝিট—একতালা।

প্রেমের কথা আর বলো না, আর বলোনা,
আর তুলো না, ক্ষমগো সখা! ছেড়েছি সব বাসনা।
ভাল থাক, সুখে থাক হে— আমায় দেখা দিও না,
দেখা দিও না—নিভান অনল আর জ্বেলো না।
আব ব'লো না, আর বলো না, আর তুলো না,
ক্ষমগো সখা! ছেড়েছি সব বাসনা॥ (৩৮৯)

সিন্ধু ভৈরবী—কাওয়ালী।

সখি সে কি তা জানে।
আমি যে কাতরা তারি বিরহ-বাণে॥

নয়নেরি বারি, নয়নে নিবারি,
পাশরিতে নারি সে জনে।
দেহ মন প্রাণ আছে, সতত তাহারি ধ্যানে॥ (৩৯০)

(অন্যান্য প্রেম-সঙ্গীত।)

খট ভৈরবী—একতালা।

হায় একি হ'ল প্রাণ গেল, প্রাণের সে প্রাণ কই।
বিরহ যাতনা আর যে সহে না, দ্বিগুণ আগুণে দই॥
যা কেউ তারে আন ত্বরা রে, হেরি সে মুখ বাঁচিব প্রাণে;
সে বিনে আমার কেহ নাই আর,
সে বিনে আরো কার নাই।
না পেলে সে জনে, এ ছার জীবনে,
কি সুখ আছে বল আরো।
আশা ভরসা প্রাণ সবি আমার সে, তবে কিসে বাঁচিয়ে রই;
সদা তার তরে প্রাণের ভিতরে,
পলকে পলকে প্রলয় তুফানে, পরাণে আকুল হই॥ (৩৯১)

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

মানে মানে প্রাণে প্রাণে, যদি রে প্রাণ বেঁচে থাকি।
দেখ্‌ব কত, দেখ্‌লাম কত, আর কত আছে বাকি॥
যে জালা দিয়েছ মোরে, রেখেছি সব জমা করে,
জমা খরচ মিলন করে, শেষে বুঝে লব বাকি॥ (৩৯২)

জংলা ঝিঝিট—আড়াঠেকা।

আগে করিয়ে যতন, কেন রে মজাইলে মন।
প্রেম-ফাঁসি গলে দিয়ে বধিলে জীবন॥

ভাল ভাল ভাল হ'লো, দুদিনে সব জানা গেল,
দিলে ভাল প্রতিফল, রহিল স্মরণ॥ (৩৯৩)

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

তুমি যাওহে যেখানে মন যারে চায়।
যার প্রণয়-পাশে বাঁধা তব মন,
বল কোন্ প্রাণে তারে ভুলিয়ে রবে হেথায়?
ঐ দেখ হে অরুণ লোহিত বরণ,
বহিছে সুবিমল সান্ধ্য-সমীরণ,
প্রস্ফুটিত চারিভিতে সুরভি প্রসূন;
যাও হে, যাও হে, সুখ-নিশি যে আগতপ্রায়॥ (৩৯৪)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

দেখ ভুলনা এ দাসীরে!
এই অনুরাগ যেন থাকে চিরদিন তরে॥
তোমা বিনা অন্য আর, কি ধন আছে আমার,
প্রাণে মরি, ও বদন তিলেক না হেরিলে পরে॥
কুল মান লাজ ভয়, পরিহরি সমুদয়,
সঁপেছি জনমের মতন, মন প্রাণ তব করে॥ (৩৯৫)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

যাবে যদি কবে আসিবে বলে যাও।
চাতুরী না করো নাথ, এ অভাগীর মাথা খাও॥
তুমি যাবে দেশান্তরে, একাকিনী রেখে ঘরে,
বল দেখি প্রাণনাথ, কার কাছে রেখে যাও।

তোমারি আশয়ে রব, না এলে প্রাণে মরিব,
দুকূল ভাসায়ে যাব, শেষ দেখা তোমায় আমায়॥ (৩৯৬)

খাম্বাজ—একতালা।

প্রাণনাথের আসার আশা ফুরাইল সজনী।
ঐ দেখ প্রভাত হলো সুখ রজনী॥
মনে বড় সাধ ছিল, সে সাধে বিষাদ ঘটিল,
বিধাতা বিড়ম্বিল, নাহি এলো গুণমণি।
প্রাণকান্তের অদর্শনে, আমার যে হয় এক্ষণে,
যেমন শ্রীকৃষ্ণ বিহনে, কুঞ্জবনে কমলিনী॥ (৩৯৭)

দশম খণ্ড।

টপ্পা-সঙ্গীত।

(৺ গোপাল উড়ে বিরচিত।)

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কে তুমি হে বিদেশী ;
একবার হেসে কথা কও, জুড়াগ রে জীবন।
রূপ দেখে নয়ন গেছেরে ভুলে, মনেরি আগুণ উঠল রে জ্বলে,
ছল ক'রে ব'সে বকুলেরি মূলে,
তুলে দিবে কার গলায় ফাঁসি ॥ (৩৯৮)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

কোথা যাবে, কোথা বাসা ?
ত্যজে নিজ দেশ এদেশে বিদেশ,
কিবা আশার আশায়, এখানে আসা।
হবে নৃপমণি, ওহে যাদুমণি, আমি অনুমানি,
কহ সত্য শুনি, দুখিনী মালিনী, করে জিজ্ঞাসা ॥ (৩৯৯)

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

ঐ দেখা যায় ঘরখানি ও যাদুমণি।
বালাখানা কোথায় পাব, আমি দুখিনী মালিনী॥
কর্ম্মের মধ্যে কুসুম তোলা, রাজনন্দিনীর যোগাই মালা,
ঘরে আমার বিষম জ্বালা, থাকি একাকিনী॥ (৪০০)

বাহার—আড়াঠেকা।

ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার চারিদিকে মালঞ্চ বেড়া।
ভ্রমরাতে গুণ্ গুণ্ করে, কোকিলে তায় দিতেছে সাড়া॥
ময়ূর ময়ূরী সনে, আনন্দিত কুসুম বনে,
আমার এই ফুল-বাগানে, তিলেক নয় বসন্ত ছাড়া॥ (৪০১)

বাহার—আড়খেম্‌টা।

এসো যাদু আমার বাড়ী আমি দিব ভালবাসা।
যে আশায় এসেছ যাদু, পূর্ণ হবে মন আশা॥
আমার নাম হীরা মালিনী, কোড়ে রাঁড়ী নাইকো স্বামী,
ভালবাসে রাজনন্দিনী, করি রাজবাটিতে যাওয়া আসা॥ (৪০২)

সিন্ধু—আড়খেম্‌টা।

হায় কি কল্লিরে আমায় মাসী বলে, এ দুঃখ যাবে না মলে॥
অনঙ্গ সমান রূপ, প্রজ্জ্বলিত রসকূপ,
এক ঘরেতে ঘৃত অগ্নি, রাখ্‌লে যেমন যায় যে গলে॥ (৪০৩)

কালেংড়া—আড়খেম্‌টা।

ওগো দেখলে সে বিদ্যারে, কত বিদ্যাধরী লজ্জায় মরে।

মোহিত হয় কন্দর্প, রূপের এমনি দর্প,
বিদ্যাবতী বিদ্যুতেরে বিদ্রূপ করে।
গজেন্দ্রগামিনী ধনী, কোটি করি অরি জিনি,
নাভি সরোবরে ভাসিছে নলিনী,
ভুজঙ্গিনী সম বেণী পৃষ্ঠোপরে।
নবীন কুচদ্বয় বক্ষে, প্রজ্বলিত অনলের শিখে,
মদন জ্যা শরাসন আকর্ষণ কটাক্ষে.
চন্দ্র শোভে চন্দ্রাননীর চন্দ্রাধরে ॥ (৪০৪)

বেহাগ—আড়খেমটা।

বিদ্যা লো তোর এ নব যৌবন, গেল অকারণ।
আর কবে হ'বে লো ধনি, সুখ-সংঘটন ॥
রমণী সুখের তরী, পুরুষ তাহে কাণ্ডারী,
কাণ্ডারী বিহনে তরী, কে করে যতন ॥ (৪০৫)

শঙ্করা—আড়খেমটা।

মদন আগুণ জ্বলিছে দ্বিগুণ, কি গুণ কল্লে ঐ বিদেশী।
ইচ্ছা করে, উহার করে, প্রাণ সঁপে হইগে দাসী ॥
দারুণ কটাক্ষ-বাণে, অস্থির ক'রেছে প্রাণে,
মন না ধৈরজ মানে, তায় হ'য়েছে, প্রাণ উদাসী ॥ (৪০৬)

ভৈরবী—আড়খেমটা।

কেমন মাসীর বোন্‌পো তুমি, দেও দেখি আজ গেঁথে মালা।
দেখ যেন মালা হেরে, রাগ করে না রাজবালা ॥
ভাল ভাল কুসুম ল'য়ে, গাঁথ মালা মন দিয়ে,
কারিগরি কত্তে গিয়ে, হয় না যেন ছেলেখেলা ॥ (৪০৭)

সিন্ধুভৈরবী—আড়খেমটা।

রাজনন্দিনি বিনোদিনি দেখবি যদি আয়।
রথের পাশে, নাগর এসে, দাঁড়িয়ে আছে তোমার আশায়॥
অধর-চাঁদ ধরবে বলে, প্রতিজ্ঞা-ফাঁদ পেতেছিলে,
তাইতে নাগর ধরা দিলে, নইলে চাঁদ কি ধরা যায়॥ (৪০৮)

পরজ—আড়খেমটা।

মালিনি তোর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়।
মিছা কান্না কেঁদে আর জ্বালাস্‌নে আমায়॥
কেন ধনি কিসের জন্যে, পূজা হয় না ফুলের জন্যে,
উপবাসী রাজকন্যে, মরে পিপাসায়॥ (৪০৯)॥

কালেংড়া—আড়খেমটা।

সময় বহিয়া গেল শিব-পূজার।
আজ ফিরে যাও মালিনি লয়ে পুষ্পহার॥
প্রতিদিন সকাল বেলা, তোল ফুল গাঁথ মালা,
আজ কেন লো এত বেলা, হইল তোমার॥ (৪১০)

কালেংড়া—আড়খেমটা।

কাজ কি লো তোর ফুলে।
মালিনি ও ধনি, মালা দিগে যা তোর বঁধুর গলে॥
নিয়মিত কর্ম্ম যত, সকলি করিলি হত,
করি যদি শিবব্রত, আপনি কুসুম আন্‌ব তুলে॥ (৪১১)

বেহাগ—আড়খেম্‌টা।

ফুলে নাই বাহার, ভাঙ্গা বাগান যোগান্ দেওয়া ভার।
কেউ গেছে কুঁড়িতে মজে, কার হ'য়েছে বোঁটা সার॥
সুগন্ধে নাই সুহৃ, ভ্রমরা উট্‌কে পায়না মধু,
কে আছে রে প্রাণের বঁধু, কে নেবে আর গরজ কার॥ (৪১২)

জংলা—আড়খেম্‌টা।

ধনি মৃগ-নয়নি চাঁদবদনি হওরে অনুকূল।
কৃপা দৃষ্টি করে দেখ, আমি এনেছি এক নূতন ফুল॥
কোন দোষী নহি শ্রীপদে, কেন মন্দ বল ক্রোধে,
মত্ত হ'য়ে মৌন মদে, ধনি হেননা বিচ্ছেদ শূল॥ (৪১৩)

জংলা—ঢিমেতেতালা।

আয় কে নিবি তোরা সুচিক্কণ মালা।
হারে মুনির মন হরে, যায় বিচ্ছেদ জ্বালা॥
এ হার যে গলে দিবে, প্রেমানন্দে সে ভাসিবে,
সদা সে চৈতন্য রবে, দেখ্‌বে ভবের খেলা॥ (৪১৪)

জংলা—কাওয়ালী।

আমার ফুলবাণে প্রাণ গেল।
মালা হেরে মন অধৈর্য্য হল॥
গেঁথেছে হার নিজ গুণে, মেরেছে বাণ সংগোপনে,
এম্নি করে শ্রীরামচন্দ্র গিয়ে বনে,—
বালি রাজারে বধেছিল॥ (৪১৫)

বেহাগ—কাওয়ালী।

ক্ষম অপরাধ, ধরি হাত, ওগো রাজকুমারী।
ক্ষম দোষ, অতি রোষ, অধিনীরে কৃপা করি॥
প্রভাতে মালঞ্চে গিয়ে, নানা জাতি পুষ্প লয়ে,
ঘরে এসে হার গাঁথিয়ে, এলেম আমি ত্বরা করি॥ (৪১৬)

কালেংড়া—আড়খেম্‌টা।

কথা শুনে মরমে মরে যাই, ছি ছি এ কিরে বালাই।
কোন্ প্রাণে চন্দ্রাননে, মাখাইবি ছাই॥
করেছিলে যেমন পণ, সুখে কর কালযাপন,
মিলেছে মনোমত ধন, সন্ন্যাসী গোঁসাই॥ (৪১৭)

কালেংড়া—একতালা।

যাইব সাগরে, আসা নগরে, তোমারে আশীষ করিতে রায়।
দেশে দেশে করি শ্রবণ, তোমারি কন্যা ক'রেছে পণ,
আনহ রাজন, দেখিব কেমন, রাজাগণ হারি পলায়।
পণে যদি তারে হারাইতে পারি, ঘোঁটাব সিদ্ধি, করিব নারী,
আর আমি যদি হারি, গুরু মানিয়ে—
মাথা মুড়াব তাহারি পায়॥ (৪১৮)

জংলা—তেতালা।

নবীন নাগর, রসের সাগর, ভুল্‌বে কি আর আমায় দেখে।
প্রবীণ যারা, পলায় তারা, বসন দিয়ে মুখে॥
তোমার মতন নবীন নারী, হ'তেম যদি ও সুন্দরি,
নাগরের মন করে চুরী, কাল কাটাতাম মনের সুখে॥ (৪১৯)

সিন্ধু—মধ্যমান।

কি জ্বালা ঘটিল সই।
মরম বেদনা পেয়ে মরমেতে মরে রই॥
চলিতে চরণ টলে, আবেশেতে মরি ঢুলে,
কি জানি কি ছলে মন, মজাইল ওই॥ (৪২০)

ভৈরবী—একতালা।

হীরে যা লো, যা লো, তোর মালা লব না।
বৃদ্ধ হলি, চুল পাকালি, ছিনালি গেল না॥
আই আই বলি তোরে, মরিস্ লো তুই সেই গুমরে,
কাল তোরে শিখাব হীরে, ওলো বুড়ো ময়না॥ (৪২১)

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

বিদ্যার লাগিয়ে হব সন্ন্যাসী, ও হীরে মাসি।
পাগল করেছে আমায় বিদ্যা-রূপসী॥
বিচারে যদি হারি, দাস হয়ে রব তারি,
প্রতিজ্ঞা এই আমারি, হব কাশীবাসী॥ (৪২২)

দরবারি কানেড়া—কাওয়ালী।

নাত্নি তোর জন্যে ভেবে ভেবে বাঁচিনে,
আমার নাত-জামাই আস্বে কত দিনে।
ফুল যোগাই পাড়া পাড়া, তোর কথা তোলাপাড়া,
পায়ে ধরে কত ছোঁড়া, আমি খাতিরে আনি নে॥ (৪২৩)

সিন্ধু খাম্বাজ—আড়খেমটা।

ক্ষতি কি ওলো নাতিনী তোমার দু'দিক বজায় রবে।
অতিথসেবা পতির সেবা, এক সেবায় দুই হবে।
তুমি যেমন রসের সাগর, মিলেছে সন্ন্যাসী নাগর,
লয়ে যাবে গঙ্গাসাগর, সুখসাগর দেখাবে॥ (৪২৪)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

যাক সে সন্ন্যাসী ফিরে,
উদাসীনের সঙ্গে বিচার প্রতিজ্ঞা ছিলনা হীরে॥
আমি করেছি যে পণ, জিনিবে সেই রাজনন্দন,
সঁপেছি প্রাণ জন্মের মত, ব'লো হীরে তোর বন্ধুরে॥ (৪২৫)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

মাসি বলে মাতা খেলি মোর, ওকি বিবেচনা তোর।
হিসাব করে দেখতে গেলে, তুইরে আমার ছেলের ছেলে,
হঠাৎ কেন বল্লি ফেলে, কি দোষ দিব তোর॥ (৪২৬)

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আমাদের সখের মালি দাঁড়িয়ে বাগানে, তোরা দেখ না চেয়ে।
আফুটো বাগান ছিল, তাহে ফুল ফুটায়ে গেল,
বুঝি কোন্ দেবতা এলো আস্মানে॥ (৪২৭)

কালেংড়া—আড়খেমটা।

কে করেছে এমন সর্ব্বনাশ, হলো তাকজকোর বাস,
আঁটকুড়িদের ছেলের জ্বালায় জ্বলি বারমাস।

চোকের মাথা কে খেয়েছে, মুচ্‌ড়ে কলি ভেঙ্গে গেছে,
আটাতে ডাল ভাসিয়ে গেছে, যার যা অভিলাষ॥ (৪২৮)

কালেংড়া—কাওয়ালী।

আমি তারে কথায় রাখিব কত ঠেলে,
সে যে অবশ গো বশ নয় পরের ছেলে।
সুখ আশে সদা যায়, যেখানে তার মন যায়,
পুরুষ-ভ্রমরা নানা ফুলের মধু খায়।
মানে না মান অপমান, থাকে না দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান,
হারায় গো তত্ত্বজ্ঞান, মদনে মত্ত হ'লে॥ (৪২৯)

কালেংড়া—আড়খেম্‌টা।

ভুলা যায় কি কথার কথা যাদু, মন যার মনে গাঁথা,
শুকাইলে তরু কভু, ছাড়ে কি জড়িত লতা।
বয়স যখন বছর বার, সুতায় সুতায় দিতাম গেরো,
সেই গুলোতে ঘটিল গেরো, লজ্জাতে তুলিনে মাথা॥ (৪৩০)

কালেংড়া—আড়খেম্‌টা।

ভাল পূজেছিলে হর।
তাইতে এখন মনের মত পেলে রসিক বর॥
যে বিধির নাইকো বিচার, চাঁদকে করে রাহুর আহার,
সেই বিধি ঘটালে তোমার, নেঙ্গটা দিগম্বর॥ (৪৩১)

কালেংড়া—কাওয়ালী।

কি বলি ফুটে, দম্ ফেটে মরি প্রাণ যায়।
মরমে মরমে মরি, কাঁদি না লজ্জায়॥

এক দিন দুর্ভাগ্য যোগে, চাঁদের শোভা রাহুর ভোগে,
তেম্‌নি বুঝি আমার ভাগ্যে অঘটন ঘটে,
মুখের গ্রাস কেড়ে নিলে, হায় হায় হায়॥ (৪৩২)

কালেংড়া—আড়খেম্‌টা।

আমার বুক ফাটে তো প্রাণ সজনী, মুখ ফুটে বল্‌ব না।
ইসারাতে জানাইয়া যাব, রসিক হয় তো যাবে জানা॥
সাগরে কামনা ক'রে, এবার পুরুষ হব ম'রে,
সকল জ্বালা যাবে দূরে, মনের বেদনা॥ (৪৩৩)

কালেংড়া—ঢিমেতেতালা।

সোহাগের হার গাঁথা মালা, ফুল গাঁথা নয় মাসি।
এক আঁচড়ে বুঝে নিব, কেমন রসিক সে রূপসী॥
কষ্টি হ'লে জানা যায়, সোণার কস লাগে গায়,
পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।
তেম্‌নি বিচ্ছেদ হ'লে, জানা যায় ভালবাসা বাসি॥ (৪৩৪)

(শ্রীধর কথক রচিত টপ্পা।)

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

পরেরি কথায় কে কোথায় প্রেম ত্যজেছে।
প্রেমের সুরস রস যে জন একবার জেনেছে॥
বশীভূত সবাই তাতে, অন্যের হলে সবাই তাতে,
ভেবে দেখ যাতে তাতে, তাতে কে না কেনা আছে॥ (৪৩৫)

ভৈরবী—আড়া।

নির্ব্বাণ মন-আগুণ আর কেন জ্বালাতে এলে,
প্রাণে কিছু থাকে না হে, সে সব কথা মনে হলে।

মনে ভেবে দেখ দেখি, আর বা কি আছে বাকী,
কি দোষে দেখে দোষী, আমায় বনবাস দিলে॥ (৪৩৬)

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

কে শিখালে তোরে প্রেম-ছলনা।
যে তোরে শিখায়েছে,
সে বুঝি প্রেম জানে না॥
নিতে পার পরের মন, দিতে বুঝি জান না।
এম্নি করে কত জনার, বধেছ প্রাণ বল না॥ (৪৩৭)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আমার মন-যন্ত্রণা কভু শুনাওনা তায়!
শুনিলে মম যাতনা, সে পাছে বেদনা পায়॥
না বাসে না বাসে ভাল, সুখে থাকে সেই ভাল,
তাহারি মঙ্গলে মঙ্গল, শুনিলে প্রাণ জুড়ায়॥ (৪৩৮)

(নিধুবাবুর টপ্পা।)

ছায়ানট—তেতালা।

সতত বাসনা যারে হরিষে হেরিতে।
তাহার বদন বিরস কখন না পারি দেখিতে॥
জীবন বিহীন মীন, কোথা হুতাশনে—
শীতল হইতে কেহ দেখেছ কখনে?
সুধাহারী জন কভু, বিষ পান পারে কি করিতে॥ (৪৩৯)

সিন্ধু—মধ্যমান।

তুমি যদি ভালবাস প্রাণ আমায় মনেতে,
তবে কি বিচ্ছেদ হয়, এ জীবন থাকিতে ?
বাদী যদি হয় পরে, পরে কি করিতে পারে,
ভানু থাকে লঙ্কান্তরে, কমলিনী জলেতে॥ (৪৪০)

সিন্ধুভৈরবী—মধ্যমান।

দুখ হ'ল বলে কি প্রেম ত্যজিব।
দুখে সুখে রয়ে আমি, তারি বদন হেরিব॥
তার যদি না থাকে মন, করে কর্‌বে অযতন,
আমি তার বিধুবদন, হেরেত সুখী হব॥ (৪৪১)

ঝিঝিট—খাম্বাজ।

সে কেন রে করে অপ্রণয়, ও তার উচিত নয়।
জানি আমি তার সনে, কভু ত বিচ্ছেদ নয়॥
কবে কি ব'লেছি মানে, আজও কি তার আছে মনে,
তাই ভাবি কি মনে মনে, অভিমানে রইতে হয় ?
সখি গো আমার হ'য়ে ব'লো তারে বুঝাইয়ে,
পীরিতি করিতে গেলে, দুখ সুখ সইতে হয়॥ (৪৪২)

কালেংড়া—কাওয়ালী।

বদন-সরোজ কেন ঢাকিয়ে বসনে,
কি কারণে ম্রিয়মাণ আছ অধোবদনে।
সশৈবাল নলিনীর, যেরূপ শোভা জীবনে,
তেমতি সুন্দরি আমি, হেরিতেছি নয়নে॥ (৪৪৩)

সরফরদা—জলদ তেতালা।

কেমনে বল তারে ভুলিতে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে, অতি যতনেতে ॥
এতে যদি দুখ হয়, হইবে সহিতে,
দিয়ে ফিরে লওয়া এবে, হয় কি মতেতে ॥ (৪৪৪)

কালেংড়া—কাওয়ালী।

আমারি মনেরি দুঃখ চিরদিন মনে রহিল।
ফুকারে কাঁদিতে নারি, বিচ্ছেদে প্রাণ দহিল ॥
একবার ভাবি সখি, মনেরে বুঝায়ে রাখি,
প্রবোধ না মানে আঁখি, সদা করে ছল ছল ॥ (৪৪৫)

লুম ঝিঝিট—কাওয়ালী।

না দেখিলে বল না সই বাঁচিব কেমনে,
দিবা নিশি সেইরূপ সদা পড়ে মনে।
সতত কাতর প্রাণ, বারি সহিত নয়ন,
বিনা সে বিধুবদন, প্রবোধ না মানে ॥ (৪৪৬)

সিন্ধুথাম্বাজ—মধ্যমান।

এ যাতনা জানাইও না তায়।
শুনিলে আমার দুখ সে পাছে বেদনা পায় ॥
তার দোষ গুণ যত, সকলি মম বিদিত,
দোষ ত্যজে অবিরত রত প্রশংসায়।
নীর ত্যজে ক্ষীর যেমন, হংসে করে গ্রহণ,
তেমতি আমার মন তার পানে ধায়।

ভাবিয়া দেখিলাম ভাল, সকলিরে কর্ম্মফল,
তাহে এ দুখ ঘটিল, কি দোষ তাহায়॥ (৪৪৭)

সিন্ধু ভৈরবী—কাফী।

এত হবে তাত জানিনে।
না বুঝে পীরিতে ম'জে এখন প্রাণে বাঁচিনে॥
তাহারি বিহনে, জীবনে কেমনে,
সইরে অবলা বালা, এত সবে পরাণে॥ (৪৪৮)

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

দাসী ব'লে অভাগীরে আজও কি তার মনে আছে।
তাহার যে আশাধীনি আশানীরে ভাসিতেছে॥
বাসে না বাসে ভাল, সে ভাল থাকিলে ভাল,
দেখা হ'লে সুধাস্ লো সই, সেত আমার ভাল আছে॥ (৪৪৯)

সুরট—আড়াঠেকা।

আমার কথা কস্‌নে তারে দেখা হ'লে তার সনে।
জিজ্ঞাসিলে বলিস্ না হয়, বেঁচে আছে প্রাণে প্রাণে॥
যে দিয়েছে মর্ম্মে ব্যথা, মরমে র'য়েছে গাঁথা,
মনে হ'লে সে সব কথা, প্রাণ আর থাকে না প্রাণে॥ (৪৫০)

(অন্যান্য টপ্পা সঙ্গীত।)

কাফি মল্লার—কাওয়ালী।

মন যে নিল সেত আর ফিরে দিল না।
বলি বলি মনে করি, আর বলা হ'ল না॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি, সতত তাহারে দেখি,
দেখি দেখি আরও দেখি, আর দেখা হ'ল না॥ (৪৫১)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কে বলে ভালবাসা ভাল।
না বুঝে বাসিয়ে ভাল, প্রাণ দহিল।
আর ভাল বাসিব না, মনেরে করিব মানা,
ভালবাসা কি লাঞ্ছনা, বিস্মৃতি না ঘটিল॥ (৪৫২)

ঝিঁঝিট—খেমটা।

পীরিত ক'রে নয়ন-জলে ভাসিছে পরাণ।
আড়াল থেকে উঁকি মেরে বিঁধ্‌ছে বুকে বাণ॥
কয় না কথা ডাক্‌লে পরে, নবীন যৌবনের ভরে,
হেলে দুলে যায় সে চলে, ঢেকে চাঁদবয়ান॥ (৪৫৩)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কেন মিছে কর প্রণয়েরই সাধনা।
বৃথা প্রণয়েরি ছলে ভুলায় ললনা॥
জানে যে রমণীর মন, পুরুষেরি মন—
কত যে ছলে ভুলায় ললনা;
জানে না, জানে না, জানে না ছল, (নারী)
ভাসায় অকূল নীরে ডুবায় ললনা॥ (৪৫৪)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

আঁখিতে মজালে আঁখি, পোড়া আঁখি লো সখি।
ধন দিলাম, মন দিলাম, প্রাণ দিতে বাকি॥
বারি বিনে মৎস্য যেমন, অনলে পতঙ্গ তেমন,
মাতনলাতে ব্যাধে যেমন, ধরে লো পাখী॥ (৪৫৫)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ওরে কঠিন নিদয়,—
ভুলেও কি ভাবনা মনে কত দুঃখ প্রাণে হয়।
কাঁদায়ে ব্যথিত প্রাণে, কত সুখ পাবে প্রাণে,
ভেবে দেখ মনে মনে, কাঁদালে কাঁদিতে হয়॥ (৪৫৬)

লুম ঝিঝিট—কাশ্মেরী খেমটা।

মন প্রাণ তব করে আর আমায় কাঁদাও না।
আর আমায় কাঁদাও না, আর আমায় কাঁদাও না॥
তাই বুঝি হেরে নাথ, আর সদয় হ'লে না।
মদনজ্বালায় জর জর, কত সয়ে থাকি আর,
জল্‌তেছে প্রাণ অনিবার, আর আমায় কাঁদাও না॥ (৪৫৭)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

না জেনে না শুনে কেন দিয়াছি তোমারে মন।
তাই বুঝি কর হে নাথ, দিবানিশি অপমান॥
শিখিয়াছ শঠতা, না জান রসিকতা,
অরসিকে প্রাণ সঁপে, হ'তে হ'লো জ্বালাতন॥ (৪৫৮)

খাম্বাজ—খেমটা।

প্রাণে আর বেদনা দিও না, কত সয় বলনা।
মন প্রাণ হ'রে নিয়ে, আর আমায় কাঁদাও না॥
যতনে সঁপিনু, তোমারে মরম, সোহাগ ভরে রে,
এখন তুমি হাতে পেয়ে দাও আমারে যাতনা॥ (৪৫৯)

জংলা কালেংড়া—খেমটা।

যাদুমণি এই বেলা নে হাট বাজারের হিসাব কোরে,
পাছে বল মাসী আমার রেখেছে ধন চুরি করে।
বাজারে লেগেছে আগুণ, বিকোচ্চে সব শুকনো বেগুন,
দরে তারা বোল্‌ছে দ্বিগুণ, বেচ্চে কত গুমোর করে॥ (৪৬০)

আলেয়া—যৎ।

কে চালাবে তরী নাবিক বিনে,
ডুবিলাম বুঝি ঘোর তুফানে।
যদি আসিবে ত্বরায়, লাগাব কিনারায়,
তবে রৈ সই আর ডুবিনে।
মলয়ার সমীরণে, নদীর-তুফানে,
বাড়িছে দিনে দিনে, ভেঙ্গে-গেল হাল,
ছিঁড়ে গেল পাল, কত থাকে আর আশা-গুণে॥ (৪৬১)

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

এখন কি তার আসিবার সময় হয় না লো,
ও সে কেমনে আমায় ভুলি, রহিল কোথায় লো।
যদি থাকে প্রেম দাওয়া, ঘুচাব সেখানে যাওয়া,
অবলা সরলা আমি, ও তার কেমন কঠিন প্রাণ লো॥ (৪৬২)

সিন্ধু ভৈরবী—আড়খেমটা।

প্রাণের মতন পেলে রতন, প্রাণ কি কারো মানে মানা।
প্রাণ দিব না প্রাণ নিব না, ভালবাসা যে জানে না॥

চাইনা রে তোর ভালবাসা, দেখ্‌বো কেবল করি আশা।
তাতে কি যায় পিপাসা, ভালবাসা যে জানে না॥ (৪৬৩)

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

প্রাণ নিলে প্রাণ দিতে হয়, একি হ'ল দায়।
প্রাণ দিয়ে নাহি পেলাম, প্রাণ গেল কি উপায়॥
নিতে গেলাম প্রাণ দিয়ে, নিজ প্রাণ দিলাম ভুলিয়ে,
এখন নাহি পাই চাহিয়ে, হইল অনুপায়॥
পীরিতের এ কি রীত, হিতে হ'ল বিপরীত,
না পূরিল মন আশা, নিজ প্রাণ পাওয়া দায়॥ (৪৬৪)

বসন্ত—আড়াঠেকা।

প্রেম-সিন্ধু তুফানেতে ডুবিল আমার কুলতরি,
আনাড়ি কাণ্ডারির হাতে, আজি বুঝি বিপাকে মরি।
তরঙ্গ তায় তর তর, ভয়ে কাঁপি থর থর,
যত বলি ধর ধর, কাণে না শুনে কাণ্ডারী॥ (৪৬৫)

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

তারে ভুলিব কেমনে ;—
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপনারি জেনে।
আর কি সে রূপ ভুলি, প্রেম তুলি, করে তুলি,
হৃদয়ে রেখেছি লিখে, অতি যতনে॥ (৪৬৬)

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

প্রণয়ে যে এত জ্বালা, কেমনে জানিব বল।
তা হ'লে কি নিজ হাতে, গিলি আমি হলাহল।

আগে জানিতাম যদি, বিষে ভরা তার হৃদি,
তা হ'লে কি নিরবধি, ঝরে মম আঁখিজল।
এখন কেমনে তারে, পারি বল ভুলিবারে,
সদা যেন পড়ে মনে, একি হ'ল দায় লো॥ (৪৬৭)

খাম্বাজ বাহার—একতালা।

সে মোহন রূপে কেন মজিল পোড়া নয়ন।
মধুর হাসি ভালবাসি, প্রাণ কেন হ'ল এমন॥
সহচরি সনে বনে শিখেছি কুসুম খেলা,
সে খেলা খেলিতে এখন বাড়য়ে বিষম জ্বালা;
ইচ্ছা করে হে তোমারে করি সদা দরশন॥ (৪৬৮)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

তবে সখী জীবনে কি ফল, আমার কাছে বল।
যার লাগি, সর্ব্ব ত্যাগী, সে যদি বিবাগী হল॥
কুল গেল যার তরে, তবু সই পেলেম না তারে,
অকুলে ডুবায় তরী, আমার এ কুল ও কুল দুকুল গেল॥ (৪৬৯)

বেহাগ—পোস্তা।

আগে তারে সঁপে প্রাণ মন, প্রাণ সই লো হ'লেম জ্বালাতন।
কে জানে পীরিতে হ'বে, সই বিচ্ছেদ ঘটন।
সে যে লম্পট, কঠিন কপট, সতত ভুলায় মম মন,
মজায়ে চলে যায়, কলঙ্ক করে রটন॥ (৪৭০)

বেহাগ—পোস্তা।

কি কথা ছিল দু'জনে, প্রাণ ভুলেছ কি আছে মনে।
আমারি মনবেদনা হরি বিনে আর কে জানে॥

মন দুঃখে যায় যামিনী, বসে বসে দিন গণি,
কবে লো বিধুবদনী, মিলন হবে দু'জনে॥ (৪৭১)

কালেংড়া—কাওয়ালী।

তুমি মম প্রণয়িণী, প্রাণ-সম প্রিয়ে আমার,
ক্ষণেক অন্তর হ'লে, অন্তর জ্বলে বিনোদিনী।
আশঙ্কা হতেছে মনে, যাইতে তব সন্নিধানে,
কেমনে এমন স্থানে, লইয়ে যাব কামিনী॥ (৪৭২)

কাফি সিন্ধু—কাওয়ালী।

(ওলো ধনি) তোমারে বুঝাব কত।
প্রেম প্রসঙ্গে রীতি নীতি বুঝালে বুঝে না নাথ॥
তোমার এ নব যৌবন, যে জন করেছে সৃজন,
সে জন মিলাবে তোমার রসিক সুজন।
শুন সখি রে, বোলো তাহারে, সদা মনে এই বাসনা ;—
কিসে পাব প্রাণনাথ॥ (৪৭৩)

কেদারা—কাওয়ালী।

অবিচারে অবলায়, দিয়েছি কত যন্ত্রণা।
সেই পাপে মনস্তাপে, পেতেছি মনো-বেদনা॥
পড়িয়ে নিষ্ঠুর করে, জানকী দিনেক তরে,—
সুখ পেলে না অন্তরে।
পতিপ্রাণা কামিনীরে, ভাসায়েছি আঁখিনীরে,
যে যাতনা হবে পরে, অদৃষ্টে তাত জানি না॥ (৪৭৪)

ভৈরবী—কাওয়ালী।

(একবার) এস রে নয়নের কোণে লুকায়ে রাখি।
লুকায়ে রাখি তোমায় ও প্রিয় সখি।
তুমি আমার প্রাণপ্রেয়সী, ইচ্ছে হয় প্রাণ কাছে বসি,
মের না বিচ্ছেদের রসি ও বিধুমুখি।
তোমার নাকের নোলক হব, ঠোঁটের আগায় ঝুলে রব,
ক্ষুধা পেলে সুধা খাব, ও বিধুমুখি॥ (৪৭৫)

ভৈরবী—কাওয়ালী।

ও যার মন ভাল নয়, সে কেন পীরিতি করে সই।
যদি হ'ত রসিক জনা, চিন্‌ত তোর রাং কি সোনা,
অরসিকের বিবেচনা, ভিজে ভাতে ছাই॥ (৪৭৬)

মালকোষ—মধ্যমান।

কপটে আমারে এত দুখ দেওয়া ভাল নয়।
মনে দুঃখ দিলে পরে, প্রাণে দুখ পেতে হয়॥
ভালবাসা গেছে জানা, কথায় কথায় প্রবঞ্চনা,
যে যাহারে ভালবাসে, ব্যবহারে তা জানা যায়।
মুখে মধু হৃদে বিষ, কথায় কথায় কর রিষ,
মুখে বল ভালবাসি, ও কথা কি প্রাণে সয়॥ (৪৭৭)

একাদশ খণ্ড।

রহস্য সঙ্গীত।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

মেয়ের গৌরব বেড়ে গেছে পূর্ব্বাপর
তারে কমাইতে কি পার্‌বে নর॥
এক হস্তে মুণ্ড দোলে, আর হস্তে অসি ধরে,
ঐ শ্যামা-মায়ের চরণ তলে রে, দেখ বুক পেতেছেন দিগম্বর।
অযোধ্যাতে দশরথ নামে ছিল দণ্ডধর,
রাজা আপন পুত্র বনে দিল রে, মেয়ের কথাতে চৌদ্দ বৎসর॥
বৃন্দাবনে নিধুবনে, বাজল বাঁশী মনোহর।
ঐ শ্রীরাধিকার মান ভাঙ্গিতে রে, রাইয়ের চরণ কৃষ্ণের শিরোপর।
বিলাত হইতে আইসে হুকুম, সেই হুকুমে অস্ত্র ধর।
দেখ সাহেবের হুকুম হ'তে রে,
ও তার বিবির হুকুম হয় জবর॥ (৪৭৮)

ঝিঝিট—পোস্তা।

দুনিয়াদারি কি ঝকমারি বানালে বেহাল,
না পূরে মনের আশা হামেসা জঞ্জাল।

হায় কি ফকিরী মজা, না রাখে কার তোয়াজা,
উড়ায়ে বেগমী-ধ্বজা খুসী হামেহাল।
হায় কি আপসোস্ থোড়া, পা থাক্‌তে হ'য়েছি খোঁড়া,
কোথা পাব টাকা তোড়া, ব্যস্ত সদাকাল।
বল্‌তে মুখে আসে হাসি, মনে করি যাব কাশী,
পরিবার সব গলায় ফাঁসী, র'য়েছে একপাল।
গ্রহদোষে হাত খালি, ছেড়ে গেলে দিবে গালি,
অমরের ভরসা কালী, ইহ পরকাল॥ (৪৭৯)

বিভাষ—কাওয়ালী।

কামিনী-কুসুম শোভা আরো মনোহর হ'তো।
সতত তাহাতে যদি সতীত্ব গৌরব রতো॥
না তেয়াগি কুলমান, এক জনে সঁপে প্রাণ,
জীবনের চিরদিন নিষ্কলঙ্কেতে কাটাইতো।
কীট সম কলঙ্কেতে, শশী যে হৃদি মাঝেতে,
নব বিকশিত কালে, শোভা তায় না রহিতো॥
কিম্বা সহৃদয় জনে, তুলিয়ে অতি যতনে,
গাঁথিয়ে প্রণয় হার, হৃদয়ে সদা রাখিতো॥ (৪৮০)

ঝিঝিট খাম্বাজ—পোস্তা।

লেট মি গো ওরে দ্বারী, আই ভিজিট টু বংশীধারী।
এসেছি ব্রজ হ'তে, আমি ব্রজের ব্রজনারী॥
বেগ্, ইউ ডোর কিপর, লেট মি গেট, আই ওয়াণ্ট দি ব্লকহেড,
ফার্ হুম আউয়ার রাধে ডেড, আমি তারে সার্চ্চ করি।
শ্রীমতিরাধার কেনা সারভেণ্ট,এই দেখ আছে দাসখত এগ্রিমেণ্ট,

এখনি করিব প্রেজেণ্ট, ব্রজপুরে লব ধরি।
(দাসখত দেখে ঘুচবে জারী।)
মর্‍্যাল ক্যারেক্টার শুন ওর, বটর-থিব, ননী চোর,
ব্ল্যাগার্ড রাখাল পুওর, চোর মথুরার দণ্ডধারী ॥
(রাখাল ভূপাল কপাল ভারী।)
কহে আর, সি, ডি, বার্ড কিং, বেলাক নান্‌সেন্স ভেরি কনিং,
ফুলুটেতে ক'রে সিং, মজায়েছে রাই কিশোরী।
কুলনাশা বাঁশী করে করি ॥ (৪৮১)
(রূপচাঁদ পক্ষী।)

সিন্ধু কাফি—একতালা।

গুলি হাড় কালী, মা কালীর মত রং।
টান্‌লে ছিটে, বেচায় ভিটে, বানায় যেন চুঁচড়োর সং।
থেলো হুঁকো কল্‌কে ভাঙ্গা, পাঁচপো লম্বা বাঁশের চোঙ্গা,
কলসীর কানায় হুঁকোর সেঙ্গা, মরি কি বৈটকের ঢং।
হাত পা সরু পেটটা ফোলে, কালী পড়ে ঠোঁটের তলে,
ঝিমায়ে ঝিমায়ে পথে চলে, বাতব্বলে জবড়-জং।
মুখে মারে মালশাট, অর্থাভাবে মুড়ীর চাট্,
নানা ভঙ্গি ঠমক্ ঠাট, কথায় কথায় রেগে টং।
এই নেশাটি সর্ব্বনেশে, ছিল ইহা চীনের দেশে,
চণ্ডু গুলির বড় পিসে, জন্মস্থান এদের হংকং।
খগবরেতে বর্ণয়ে, নেশায় আত্ম বিস্মরিয়ে,
স্বপ্ন দেখেন চেটায় শুয়ে, সাজাদার সোণার পালং ॥ (৪৮২)
(রূপচাঁদ পক্ষী।)

পোস্তা—খাম্বাজ।

কোন্ স্যাকরাতে গড়েছে তোমার নঙ্গ নোলকদানা,
ইচ্ছে হয় হই মরিলে, ঐ নোলোকের সোনা।
প্রেমানলে হয় দাহন, রস নাই করাও রসান,
দর্শনে হয় পীড়ন, ওলো চন্দ্রাননা॥ (৪৮৩)

ঝিঝিট—একতালা।

মা তোমার কু মতি, এ কেমন রীতি,
তুমি নাকি বৌকে সমিহ কর না।
এ নবীন বয়েসে, দুবেলা র'াধে সে,
তুমি বেটী একটু ন'ড়ে ব'সো না॥
সে অঙ্গ দেখিলে, অনঙ্গ শিহরে,
তারে তুমি পাঠাও বারি আনিবারে ;—
পূর্ণ কুম্ভ যখন, সে গো কক্ষে ধরে,
শ্রীঅঙ্গে কত পায় গো বেদনা॥ (৪৮৪)

ভৈরবী—খেম্‌টা।

মান করো না কমলিনী, করি তোর পীরিতের আশা,
গুব্‌রে পোকার কমল তুমি, আমায় কল্লে বাদুড় চোষা।
চাক্‌রী করি ছ'পোণ কড়ি, তুমি চাও প্রাণ ঢাকাই সাড়ি,
তোমার জন্যে ক'রে চুরি, জেলখানা কি কর্‌বো বাসা। (৪৮৫)

ঝিঝিট—খেম্‌টা।

ভোম্‌রা রে তোর পায়ে ধরি, আর যেওনা কারো বাড়ি,
লোকে নানা কথা বলে, তোর জ্বালায় যে জ্বলে মরি।

এত করে খাওয়াই মধু, তোর জেতের স্বভাব এই রে,
কাল ছিলি নলিনীর ঘরে, করে ছিলি মধু চুরি ॥ (৪৮৬)

ঝিঝিট—খেম্‌টা ।

যাও ভ্রমরা মনচোরা, প্রাণ গেলে কবো না কথা,
বকুলে আর নানা ফুলে, ভ্রম তুমি যথা তথা।
বেঁচে আছি যার কিরণে, দিয়ে ব্যথা তারি প্রাণে,
তুষি তোমায় প্রাণপণে, সে কথাতো নয় অন্যথা ॥ (৪৮৭)

মূলতান—আড়খেমটা।

তোর পীরিতে সব খোয়ালাম, বাকি কেবল টুক্‌নী নিতে।
পাতা লতা কুড়িয়ে মলেম, পার্‌লেম না আগুণ পোয়াতে ॥
তোর পীরিতের এম্‌নি মজা, ঘর থাক্‌তে বাবুই ভেজা,
যেমন মজা, তেমনি সাজা, দিলিরে তুই বিধিমতে ॥ (৪৮৮)

কালেংড়া—দাদ্‌রা।

নিশি হ'লো ভোর, ডাক্‌চে ভোঁদড়, প্রাণনাথ কেন এলো না ;
এত সাধের প'ড়ে রৈলো ঘেঁটু ফুলের বিছানা।
ফর্সা হ'লো পূর্ব্বদিক, গেলা যায়না পানের পিক,
ছাতারেতে দিচ্ছে চিড়িক, হিড়িকে প্রাণ বাঁচে না ॥ (৪৮৯)

ভৈরবী—পোস্তা ।

আমি ক্ষান্ত দিয়েছি রে প্রাণ দেখে শুনে।
চোর দায়ে প'ড়েছি ধরা, প্রেম ক'রে তোমার সনে ॥
যার নদীর কূলে বাস, তার ভাবনা বার মাস,

হয় তো ভাল, নয় তো মন্দ, নয় তো সর্ব্বনাশ।
এই নাক্ খপ্তা, কান্ মোচড়া, তোমার প্রেমে ॥ (৪৯০)

ভৈরবী—খেম্‌টা।

ভোম্‌রা কে তোমারে চায়।
তোমার মত কত জনা, ধর্‌বে আমার পায় ॥
আমার কাছে থাক্‌তে মধু, জুটবে কত ভোম্‌রা বঁধু,
না হয় মধু বিলিয়ে দিব, মৌমাছি বোল্‌তায় ॥ (৪৯১)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—পোস্তা।

কি কারখানা লো যমুনা হেরি তোর;
আমরি কি কপাল জোর!
আপনি হোসেন, নিত্য আসেন, ক'রে যায় লো নিশি ভোর।
হোসেন দেখিয়ে বুজরুকী, তোর ভেঙ্গে দিলে রামচাকী,
পেঁয়াজ রুসুন ছালন মাগ্‌গী কর্‌লি ধান্‌থাকি;
ছিলি উড়ে, হ'লি নেড়ে, দরগার দোর ক'রে সদর।
এবার মহরম এলে, বুক চাপড়াবি হোসেন বলে,
সান্‌কি করোয়া বদ্‌না ফেলে, মাণিকতলায় দিবি গোর ॥ (৪৯২)

ভৈরবী—পোস্তা।

পীরিতি সবাই করে, কেউ হাসে কেউ কেঁদে মরে,
কারো ভাগ্যে দুশো মজা, কেউ দাঁড়ায়ে রাস্তার ধারে।
কেউ বা দিচ্চে তবলায় চাঁটি, কেউবা কেঁদে ভিজায় মাটী,
কারো মাথায় পড়বে লাঠি, কেউবা যাচ্চেন কারাগারে।
কেউবা দিচ্চে গোঁফে চাড়া, কেউবা দিচ্চে কড়া নাড়া,
কেউবা হিমে দাঁড়িয়ে খাড়া, কেউবা যাচ্চেন দেশান্তরে।

পীরিত ক'রে অনেক বাবু, রীতিমত হ'য়ে কাবু,
খাচ্চেন এখন হাবুডুবু, জেন্তে বাবু আছেন ম'রে ॥ (৪৯৩)

সোহিনী বাহার—একতালা।

যদি ছাড়বো বল্‌লে ছাড়া যায় প্রেম সহজে তবে কে কাজে মজে।
কে কারে শিখায় প্রণয়তত্ত্ব, যে করে সে আপনি মজে ॥
শোন্‌রে অলি অজ্ঞা, একিরে তোর শিব-পূজা,
কর্‌লি কর্‌লি, না কর্‌লি না কর্‌লি, শিকেয় তুলে রাখ্‌লি ;—
এ যে বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা মোয়ো উঠে জেগে ॥ (৪৯৪)

কীর্ত্তন—তুক্ক।

মান করে তুই রইলি বসে, ওলো মানের গরবিণী।
(তোর) কুল গেল, শীল গেল, পেছু পেছু নোড়া গেল ;
এখন (তুই) বাটনা বেটে খাবি কিসে ॥ (৪৯৫)

খাম্বাজ—একতালা।

চাঁপ দাড়ি রাখা, চোখে চস্‌মা ঢাকা,
ভয়ানক ঢঙ্‌ উঠেছে বাঙ্গালাতে।
এ পথেতে পথিক, নম্বরেতে অধিক,
গনা যায়না সংখ্যাতে ॥
আঁতুড়ে গন্ধ গায়ে পাওয়া যায়,
চস্‌মা নাকের ডগে এ বড় বেজায়,
এ সং সাজা দেখে কার না হাসি পায়,
গম্ভীর ভাবে বসে আছেন চেয়ারেতে।
ফিলজফার যেন ভাবচে ফিলজফি,

নবাবি আমলের পুরাণ মৌলবি,
বেদব্যাস কিম্বা কালিদাস কবি,
নিমগ্ন রয়েছেন থিয়োরি চিন্তাতে।
দেশ জুড়ে উঠেছে দাড়ি রাখা ঢেউ,
বাড়ি বাড়ি দাড়ি বাকি নহে কেউ
রাখেনাকো যাদের পাছে আছে কেউ,
মনোদুঃখে তারা মলো আপশোষেতে।
চেনা যায় না আর হিন্দু মুসলমান,
চেহারায় চোকে ঠেকে সব সমান,
বাঁড়ুজ্যে কি রসুলবক্স রমজান,
অনুমান করা কঠিন এক্ষণে।
দাড়ি রাখে লোক হলে মহারোগ,
দাড়ির সঙ্গে ধর্ম্মের নাহিক সংযোগ,
তবে দাড়ি রাখা কেবল কর্ম্মভোগ,
কামান পয়সাটা পায় না নাপিতে॥ (৪৯৬)

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

আজব সহর কোল্‌কাতা ;—
রাঁড়ি ভুঁড়ি জুড়ি গাড়ি, মিছে-কথার কি কেতা।
হেথা ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে, বলিহারি একতা॥
যত বক-বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদমাইসের ফাঁদ পাতা।
পুঁটে-তেলির আশাছড়ি, শুঁড়ি সোনারবেণের কড়ি,
খ্যাম্‌টাওয়ালীর খাসা বাড়ী, ভদ্র ভাগ্যে গোলপাতা
হদ্দ হেরি হিঁদুয়ানী, ভিতর ভাঙ্গা ভড়ং খানি,

পথে হেগে চোক রাঙ্গানি, লুকোচুরির ফের গাঁথা ॥
গিল্‌টি কাজে পালিশ করা, রাঙ্গা টাকা তামা ভরা,
হুতোমদাসে স্বরূপ ভাষে, তফাৎ থাকাই সার কথা ॥ (৪৯৭)
(হুতোম পেঁচা।)

(নিম্নের গীতগুলি শ্রীখগেন্দ্রনাথ সরকার রচিত।)

মিশ্রা মল্লার—জলদ কাওয়ালী।

ধর্ম্ম গাড়োয়ান আমি গাড়ী আছে সামনে।
আয় ভগিনী, তুই চোক বুজে বসবি পেছনে ॥
হ্যা দা দা দা, চল্‌না বেটা,
মহাশয়েরা রাগ করবেন না,
এটা আমার অভ্যাসের গুণে।
কালিঘাট গাবতলা, মিত্রঘাট নিমতলা,
ইচ্ছে হ'লে মাণিকতলা, পারি যেতে আল্লা হুরির গুণে।
(উর কট্ কট্ কট্ রনা বেটা)
পারি যেতে একমেব দ্বিতীয়ং নাইক জেনে ॥ (৪৯৮)

খাম্বাজ—খেমটা।

চাই ঘী, আমি ঘী বেচি।
ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে বলি, ধর্ম্ম একগাড় করেছি ॥
হিন্দু মুসলমান, ফরাসি জর্ম্মান,
ব্রাহ্ম বৌদ্ধ উড়ে ইংলিসম্যান,
খোট্টা মাড়ওয়ারি, সন্ন্যাসী ফকিরী,
জৈন আদি যত ধর্ম্ম সব ধর্ম্মে ঢুকেছি।

শুন ঘীয়ের পরিচয়, মিশন সমুদয়,
পাঁঠা ভেড়া শূয়ার গরু ঘোড়ার চর্ব্বি মিশিয়েছি ;
এই ঘীয়ের জোরে কোড়ে রাঁড়ীর কত পোলা কোলে দিয়েছি ;
প্রাইভেট টিউসন হয় না দেখে,
এখন ঘীয়ের ব্যবসা ধরেছি ॥ (৪৯৯)

স্যারঙ্গ—আদ্ধা।

চুং চাং চুং চাং, জুং জাং জুং জাং চাকুম্ চাকুম্ চুম্,
টুং টাং টুং টাং, ডুং ডাং ডুং ডাং, ছাকুম ছাকুম ছুম ॥
রিং রিং রিং, লিং লিং লিং,
চেং নানা চেং নানা জিম্, জিম্ জিম্ জিম্ জিম্ ॥ (৫০০)

দেশ মিশ্রিত—একতালা।

চসমা পরে দাড়ি রেখে করি ধর্ম্ম উপার্জ্জন,
স্বজাতি কুজাতি পাতি, শ্বশুর পিতা পুত্রগণ।
ভ্রাতা বল, ভ্রাতা বল, ভ্রাতা বল, প্রাণ আমার ॥
মোরা প্রেমের জাহাজ ধর, অজ্ঞান অন্ধ তারিণী,
নয়ন বুজে বুকে চেপে, ধরি অভাগা হৃদি-রঞ্জিনী।
ডিপ্লোমা-ধারিণী, স্বামী বেহারাকারিণী,
প্রেমীজন প্রেমপ্রদায়িনী।
এস ভগিনী পার্শ্ব ফিরি, করি ঈশ্বর প্রেম-সাধন,
ভগ্নি বল, ভগ্নি বল, ভগ্নি বল, প্রাণ আমার ॥ (৫০১)

ইটালিয়ান ঝিঝিট—কার্পা।

'প'য়ে আমি পরি, থিয়েটর করি !
পবলিকে প্রাইভেটে যেখানে সেখানে ঘুরি ॥

মানিনা ছোট, মানি না বড়, যে মেয় আমায় ;
বাবু নিয়ে ঝগড়া করি কথায় কথায়।
তাড়িয়ে দিলে ঢোকবার জন্যে খোসামোদ করি ॥ (৫০২)

জংলা পূরবী—একতালা।

দিন গেল রয়না, মন কচ্চ কি ভাবনা ?
যারে বলছ আমার, কেহ নহে তোমার,
পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু, দারা নহে আপনার,
মায়া ঘোরে চক্ষু বুজে কিছু দেখনা ;
এই যে গাড়ীজুড়ি, বলছ লাক টাকার বাড়ী,
বাঁধবে যখন দিয়ে দড়ি, ধরবে শমনা,
কোথা রবে এ সব ধ্বজা, একবার ভাব না।
(যখন) তুল্‌বে দড়ির খাটে, শোয়াবে চেলা কাটে,
নুড় জেলে দেবে মুখে তাকি জান না,
তাই বলি মায়া ছেড়ে ফকিরী লওনা ॥ (৫০৩)

ভৈরবী—পোস্তা।

কলিকালে কতই খেলা, সবই আজগুবি।
ভাতার ম'লে প্রেমের দায়ে সেজেছি গো ভৈরবী ॥
এ সাজ মন্দ নয়, ধরা পড়বার নাহি ভয়,
আয়লো বিধবাচয়, বিরহজ্বালা কাটাবি।
লোকে জানে ধর্ম্ম করি, সে সব জেন ফক্কিকারি,
ত্রিশূল নিয়ে ঘুরি ফিরি, দল বাড়াবো বলে।
শুনলো ওলো কড়ে রাঁড়ি, মদনজ্বালা সহ্য করি,
কেন রবি ঘরে বসি, আয় লো ভৈরবী সাজিবি ॥ (৫০৪)

মোল্লার—দাদ্‌রা।

আমরা চার জনে চার ঢঙ্গানে,
এসেছি পরিচয় দিতে সভার মাঝখানে ॥
আমার নাম যোসেফ খৃষ্টান,
আমার নাম রহিম মুসলমান,
আমি খোট্টা রাধাকিশন,
আমি ব্রাহ্মণ মধুসূদন,
এক সঙ্গে চল্‌বো মোরা কোন ধর্ম্ম মানিনে।
আমি খাই শূয়োর কেক্ রুটি,
আমি খাই গরু পাঁউরুটী,
আমি খাই চানা ছ মুটি,
আলোচাল খেয়ে মরি লাজে বাঁচিনে,
যে যার ধর্ম্ম ছেড়ে চল এক ধর্ম্ম মেনে ॥ (৫০৫)

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

ক্ষমা কর দীন জনে।
আই ডোন্‌ট্ নো, হাউ টু প্লিজ গুণীজনে।
নাউ নাইণ্টিন্থ সেঞ্চুরি, সব ফক্কিকারি,
আইন বাঁচিয়ে জুয়াচুরি কর ভবনে ভবনে।
হাম যো তামাসা কিয়া, কুছ নেহি হুয়া,
সব বর্‌বাদ গিয়া ;
ক্ষম দোষ, ত্যজ রোষ, সভাজনে ॥ (৫০৬)

সিন্ধু—আড়খেমটা।

রাধা বই আর নাইকো আমার, রাধা বলে বেড়াই ছুটে,
সে যে আমার প্রেমের কলসী, আমি যে তার নগদা মুটে।
খুঁজে এলাম পাড়া পাড়া, কোথাও তার পেলেম না সাড়া,
শুন্‌লেম নাকি ক'জন ছোঁড়া, ধরেছে তায় জুটে পুটে॥ (৫০৭)

পিলু বারোঁয়া—ঠুংরি।

আমরা সব পুরুষ হ'য়েছি।
মিন্‌ষেদের কলকৌশলে, মিন্‌ষেদের ফেলেছি॥
ছিলাম পিঞ্জরে আঁটা, ধবতে হ'ত ঘরে ঝাঁটা,
এখন দেখ কাচা আঁটা, ও দায় থেকে বেঁচেছি।
বাজাব পিয়ানো ফ্লুট, পায়ে টেনে দিব বুট,
গাড়ি চড়ে মারব ছুট, যারে প্রাণ সঁপেছি।
মিন্‌ষেরা কামাবে গোঁপ, আমরা সব রাখ্‌বো গোঁপ,
ঝোপ্ বুঝে মারবো কোপ্, যখন হাতে পেয়েছি॥ (৫০৮)

খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

সাধি কর্‌বো বলে আমি এসেছি হেথায়।
জেতে মুচি সদা অশুচি, ঘৃণা করে দেখলে আমায়॥
আমি সব কাজে মজবুত,
শ্লিপার চটি হন্টিং ইস্প্রিং তয়ের করি বুট;
(আবার) রাত হলে সিঁদ কাটি, ঘরে পয়সা যদি না কুলায়।
নাম ধরি মুচি বেহারি, নূতন জুতা পুরান জুতা সব সারতে পারি,
সেলাই জুতিয়ে জুতিয়ে বুরুষ ব'লে হাঁক মারি রাস্তায়।
আমি ভাগাড়ে ফিরি, কলাপাতায় বিষ খাইয়ে গরু মারি,
ঢোলক তবলা ছাইতে পারি, থাকি আমি দমদমায়॥ (৫০৯)

জংলা পিলু—খেমটা।

শুণের ভাতার, দেখ তোমার এসেছে কনে॥
ওরে বিয়া করবো বলে আমি এনু এখানে॥
জেতে মুদ্দফরাস, কাশীমিত্রের ঘাটে বাস,
মড়াপোড়া কাম করি, খাট কাঁথা নিই টেনে।
আমি কোম্পানির চাকর,
গাদায় মড়া পোড়াবার ভার আছে আমার উপর।
ছুঁচো বেরাল কুকুর শেয়াল মারি গো দিনে,
মিউনিসিপাল দয়া করে দেন দু চার আনা দিনে।
মড়া পোড়া হলে রাধি চিতার আগুণে;
কনে তোমায় রাখবো সুখে শ্মশান মাঝখানে॥ (৫১০)

বেহাগ—পোস্তা।

আমাদের হ'ল এ কি দায়।
মাগীদের স্বাধীন ক'রে প্রাণ বেরিয়ে যায়॥
খাইয়ে স্বাধীনতা ওষুধ, হতেছি নাস্তানাবুদ,
সাজালে কি এক অদ্ভুত, বাঁদরের মতন বুঝায়।
মাগীরা হ'য়েছে খাঁড়া, আমাদের প্রাণে মরা,
ছেড়ে দিয়ে রাঁধা বাড়া, এখন চাবুক যে চালায়।
মাগীদের স্বাধীন ক'রে, মাথার ঘাম পায়ে পড়ে,
বশে আনবো কেমন ক'রে, ভাবছি হাত দে মাথায়॥ (৫১১)

পিলু বারোঁয়া—দাদ্‌রা।

সুখের বিয়ে মোদের হ'য়ে গেল রে,
ভাবা মাথায় বিয়ে ঘরে যাই রে।

নয়ানে বেটা খুড়ীর বিয়ে দিলে,
কত কি হবে এই কলিকালে।
আজব সহরে দেখ নূতন ধর্ম্ম রে,
বাপ ভাই মা ভগিনী সবে ব'সে রে—
গোল্লায় যায় বুঝি হিন্দুয়ানি রে ॥ (৫১২)

(অন্যান্য রহস্য-সঙ্গীত।)

সুরট থাম্বাজ—পোস্তা।

কোথাকার ফচ্‌কে ছোঁড়া লো,
দিদি দম্ দিয়ে কুল মজিয়ে গেল।
হ্যাদে লো বড় দিদি, আমারে বাঁচাও যদি,
চিত চঞ্চল, মন টলমল, করে কেবল, বাঁচিনে লো।
বাগানের পূর্ব্ব ধারে, কি প্রেম শিখালে মোরে,
লাগায়ে দম, লোটে যৌবন,
বধে জীবন, বাঁচিনে লো ॥ (৫১৩)

বিহঙ্গ—পটতাল।

বন-ফুল মধু পান, বনে বনে করি গান,
মোরা বন-বিহঙ্গিনী লো।
বনে বনে ভ্রমি, বন ফুল চুমি,
মোরা বন-বিলাসিনী লো।
বনফুল হারে বাঁধি লো কবরী, বনফুল হার হৃদয়ে ধরি,
মোরা বন-ফুল হার অঙ্গিনী লো ॥ (৫১৪)

মূলতান—আড়খেমটা।

মজার তারিপ ফুল্ ফুটেছে বাহোবা কি বাহোবা।
সৌরভে প্রাণ উল্‌সে ওঠে, লাগলে গায়ে ফুলের হাওয়া॥
জাতী যুঁথি সেফালিকে, টগর গোলাপ কাট্‌মল্লিকে,
কেবল কুঁড়ি তুল্‌তে গিয়ে, ঘুরিয়ে দিলে নাওয়া খাওয়া॥
যারা ছিল উঁচু ডালে, নাগাল পাইনে হাত বাড়ালে,
বিকসিত অপরাজিতে, সব সময় যায় না পাওয়া॥ (৫১৫)

ললিত—আড়খেমটা।

কই সে জেলেনী আমার প্রাণ,
ও সে কম্‌নে গেল, তার লেগে প্রাণ আকুল হ'ল।
হাতেতে তার বাউরি চুড়ি,জেলেনীর কানে দোলে ঝুম্‌কো ঢেড়ী,
পরণে আহ্লাদে শাড়ী, রূপে করে জগৎ আলো॥ (৫১৬)

টোরী—আড়খেমটা।

এলাম সই তোদের পাড়াতে,
প্রেমজ্বরে জরেছে যে জন, তারে বাঁচাতে।
এ ঔষধের এম্নি গুণ, পরশে রোগ নিবারণ,
জোড়া লাগে ভাঙ্গা মন, ছুঁতে না ছুঁতে॥ (৫১৭)

বারোঁয়া—ঠুংরি।

প্রাণ তোমার কি বিবেচনা, চিন্‌লে না সে রাং কি সোণা।
পাঁটার মাস কুকুরে খায়, এ কথা কহা দায়,
গুবরে পোকায় মধু খায়, ভ্রমর করে আনাগোনা॥ (৫১৮)

জংলা—খেমটা।

রমণীর প্রেমনদীতে ঝাঁপ দিওনা বিপদ ঘটে।
সুশীতল হব বলে, এসেছিলাম নদীর তটে॥
এ সব মায়ার তরী, এ মায়া না বুঝিতে নারি,
ছিনালীর পান্সী যেমন, দৌড়ে বেড়ায় ঘাটে ঘাটে।
ছিনালীর জাহাজ চলে, তোড়েতে পান্সী চলে,
ঢেউ লেগে ডুব্‌বে বলে, দৌড়ে এলাম নদীর ঘাটে॥(৫১৯)

তোওরা—পোস্তা।

কে দুধ নিবি গো তোরা, আমি এনেছি খাঁটি করা।
আমার দুধের এমনি গুণ, খেলে যায় মন-আগুণ,
না খেলে আপসোসে খুন, টাকায় চোদ্দ পো ধরা।
নামটি হরি গোয়ালিনী, চেনে আমায় অনেক ধনী,
দিইনাকো আমি লাইসেনী, থাকি যে ধোবা পাড়া॥ (৫২০)

জংলা—খেম্‌টা।

তোর সঙ্গে প্রেম করে, ধনে প্রাণে হলাম সারা।
বর্ষাকালেতে যেমন, ভাঙ্গা ঘরে বসতি করা॥
প্রেম করে এই হ'ল, কাঁদিতে জনম গেল,
অবশেষে এই ঘটিল, যেমন কাঁচা বাঁশে ঘুণে ধরা॥ (৫২১)

সিন্ধু কাফি—মধ্যমান।

রাধা বোলে বাজায় বাঁশী কে,
(ও তার) ছেঁদা কটা বুজিয়ে দে।

শুন্‌লে বাঁশী, হই উদাসী,
(ও তার) এমন বাঁশী শোনে কে।
ভাতার লাগে না ভাল, এ কি বাঁশী হ'ল কাল,
হৃদয়ে বিধেছে ভাল, ও তার বাঁশের বাঁশী কেড়ে নে॥(৫২২)

পিলু—যৎ।

বিধি যদি তোরে বিরলেতে পাই রে,
একলা শোয়ার কত মজা, শোয়ায়ে দেখাই রে।
সকলেরই কোল ভরা, আমি শুয়ে গণি তারা,
তারা কি তোর বাবা খুড়া, আমি কি কেউ নয় রে॥ (৫২৩)

জংলা—খেমটা।

মাইরি প্রিয়ে আকুল হ'য়ে, বকুলতলায় দাঁড়িয়ে আছি।
প্রাণ যদি প্রাণ কর লো দান, তা হ'লে প্রাণ প্রাণে বাঁচি॥
আমারে দিয়ে আশা, অন্যের পূরাও মন-আশা,
হবে আমার ভালবাসা, আমি মনে সার ভেবেছি॥ (৫২৪)

মিশ্র খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

মরি, কুঁচ-নয়নে খোঁচ মারে প্রাণে,
তাতে সই ঠুমকি নাচে, রগ বাঁচে কি কে জানে।
রোস্‌কে বঁধুর রূপের চোটে, লেগে গেছে ঠোঁটে ঠোঁটে,
প্রাণবঁধু গাছে বা ওঠে, করে যদি এ ডাল ও ডাল,
নাবিয়ে তখন কে আনে॥ (৫২৫)

(শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।)

দ্বাদশ খণ্ড।

বাসর সঙ্গীত।

(শ্রীখগেন্দ্রনাথ সরকার বিরচিত।)

ভৈরবী—খেমটা।

ওলো আয়লো ছুঁড়িরে, বাসর জাগি রে।
বরের সনে আমোদ ক'রে নিশি যাপি রে॥
হাসিব গাইব, নাচিব মাতিব,
ভাসিব প্রেমামোদে, আমরা সুখে রে॥ (৫২৬)

ভৈরবী—খেম্‌টা।

ওলো জামাই দেখ্‌বি আয়।
জামাইকে দেখ্‌লে পরে, জ্বল্‌বি লো মদন-জ্বালায়॥
নাগর এ কি চায়, চায় যেন লো আমায়,
মনের বাসনা জামাই মনেতে মিটায়;
কটাক্ষ হেরিলে বরের রতি পড়ে পায়॥ (৫২৭)

ভৈরবী—যৎ।

বল দেখি জামাই বাবু পাশে কে ব'সে;
ঘোমটার ভিতর খেম্‌টা নাচে, দেখ মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসে।

পাশে বসে ঘোমটা টেনে, আড়নয়নে নয়ন হানে,
হেনে নয়ন বল্‌ছে মনে, উঠে যা লো যে যার বাসে ॥ (৫২৮)

গৌড় সারেং—খেম্‌টা।

রসনাগর হে, নাগরী লও হে কোলে।
মোরা দেখি সবে নয়ন মিলে ॥
তোমারি ধন, তোমারি প্রাণ, যত্নে লহ আদরে তুলে,
নইলে যাবে না, রবে অভিমানে,
যত্নে নিলে যাবে মান ভুলে ॥ (৫২৯)

খাম্বাজ—একতালা।

এস গো এস গো, বাসর বাসিনী, নাগরের কোলোপরে।
হইবে সুখী, হইব সুখী, আমোদে মাতিবে সবে নেহারে ॥
অভিমান ত্যজ, কেন কর লাজ,তব হৃদিরাজ ডাকিছে কাতরে।
এ কেমন রুচি, সকলি অরুচি,
বুঝেছি বুঝেছি মনে ধরেনা আমারে ॥ (৫৩০)

ঝিঝিট খাম্বাজ—খেম্‌টা।

জামাই বাবু হে, কেন কর ছলনা,
বল না, বল না, এ তব কি বিবেচনা।
আমরা তোমার ইয়ার বক্সি, প্রাণ খুলে তান ধর না ॥(৫৩১)

খাম্বাজ—একতালা।

ফুল্ল নলিনী, বাসরসঙ্গিনী, কথা কও কথা কহ লো ধনি।
লাজ পরিহর, ধর বাক্য ধর, তুমি যে আমার প্রিয়ভাষিণী ॥

শুন শুন বাণী, ওলো চন্দ্রাননী, হতেছে দেখ প্রভাত যামিনী,
না কহিলে কথা, মর্ম্মে লাগে ব্যথা,
কেন দুঃখ দাও ওলো আদরিণী ॥ (৫৩২)

খাম্বাজ—একতালা।

ফুলের আসরে, ফুলের বাসরে, ফোটা ফুল কত ছড়াছড়ি যায়।
সুগন্ধে ভরিয়ে, প্রাণ মাতিয়ে, বসেছি হইয়ে ফুলেশ্বর তায় ॥
গোলাপ মল্লিকা, বেলা শেফালিকা,
ফুটেছে কত কামিনী কলিকা ;
বাসনা আমার, গাঁথি ফুলহার,
প্রেমামোদে মাতি পরিবে গলায় ॥ (৫৩৩)

(অন্যান্য বাসর সঙ্গীত।)

পিলু—যৎ।

আজি গো সজনী তোমায় সাজাইব যতনে।
যেখানে যা শোভা পায়, সেই সেই রতনে ॥
বেঁধে দিব কেশপাশ, ওগো চন্দ্রবদনে,
অঞ্জন পরায়ে দিব সচঞ্চল নয়নে।
পরাইব চিকণ-মালা, গেঁথে নব প্রসূনে,
শোভা হেরি রতিপতি, প'ড়ে রবে চরণে ॥ (৫৩৪)

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কি ভাবনা প্রাণ সখি ভাব অকারণ,
পাইবে যাতনা অতি, করিলে গোপন।

কমল-নিভ আনন, এ হেন মলিন কেন,
আতপে দগধ যেন, কুমুদ বন।
যে দুঃখে দহিছে চিত, কামিনী কোমল চিত,
কহিলে আমারে হবে সুবিধান॥ (৫৩৫)

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

প্রাণেশ্বরী, পরম প্রণয়িণী, নিরুপমা মনোরমা হৃদয়-বিলাসিনী!
তোমায় আকর্ষণ করেছি চন্দ্রবদনী,
সুসঙ্গীতে বিমোহিত কর মনমোহিনী।
তুমি প্রাণাধিকা প্রিয়ে প্রেম-দায়িনী,
দরশন বিনে প্রাণ কাতর বিনোদিনী॥ (৫৩৬)

ইমনকল্যাণ—ঢিমেতেতালা।

পীরিতি যে জানে সে কেন করে না।
সে বিনে আমারি মনে আর ত ধরে না॥
আঁখিতে পরখিতে পারে যেই জন,
তারি মনে মন দিতে সদা আকিঞ্চন;
যতন করিয়ে তারে পাই যে যাতনা (৫৩৭)

মূলতান—আড়াঠেকা।

ভাবিয়ে অভাগী দুঃখ কাতর কভু কি প্রাণে!
মানসে যাহারি করে সঁপেছি জীবন-ধনে॥
নয়ন-সলিলে হায়, ভাসিছে মম হৃদয়,
সহিব কত বা আর, অবলা কোমল প্রাণে।

আছি সদা যারি ধ্যানে, সে যদি না ভাবে মনে,
কিবা সুখ আছে তবে, মমতা রাখি জীবনে ॥ (৫৩৮)

সুরট মোল্লার—আড়াঠেকা।

রমণীর মন বিধি কেন এত প্রেমময়।
যে জন নিদয় তায়, তারে কেন মনে হয় ॥
সাধের প্রণয় গেল, পিপাসা কেন রহিল,
সাধ না পূরিল যদি, পোড়া প্রাণ কেন রয়।
কোমল করিয়া বিধি, সৃজিল রমণী হৃদি,
কঠিন পুরুষ পানে, কেন সে হৃদয় ধায় ॥ (৫৩৯)

খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা।

যত দিন রব ভবে তোমারে মনে রাখিব।
হৃদয়-দর্পণে সদা তব মুখ নেহারিব ॥
যত দিন রব ভবে, এ দাস তোমার হবে,
তুমি যদি ভোলরে প্রাণ, আমি তোমায় না ভুলিব ॥ (৫৪০)

সাহানা—ঝাঁপতাল।

শারদ লতিকা সম ললিত ললনা কায়।
বিধি কি গুণের নিধি, নারী নিরমিল হায় ॥
যদি রে কামিনীকুল, হ'ত কাননেরি ফুল,
তুলি আনি অনুরাগে, তোড়া বাঁধিতাম তায়,
অথবা গাঁথিয়া মালা, পরিতাম গলায় ॥ (৫৪১)

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

প্রিয়ে ভুলিব কেমনে,—
রাখিব সতত তোমায় নয়নে নয়নে।

আমার হৃদয়-পটে, লিখিব হে অকপটে,
মধুর মূরতি তব অতি হে যতনে ॥ (৫৪২)

মূলতান—আড়াঠেকা।

অনুগত জনে কেন এত প্রবঞ্চনা।
রাখিলে রাখিতে পার, মারিলে কে করে মানা ॥
ক'রে থাকি অপরাধ, প্রেম-ডোর দিয়ে বাঁধ,
বিনা অপরাধে বধ, এই কি তোমার বিবেচনা ॥ (৫৪৩)

গৌরী—দাদ্রা।

প্রেম যদি শিখতে হয়, মানুষের কাছে নয় ;
সাঁজের রবি প্রেমের ছবি, প্রেমের আলো আকাশময়।
ঐ রবি সই প্রেমের খেলা, খেল্‌ছে কেমন সাঁজের বেলা,
অর্দ্ধেক আঁধার অর্দ্ধেক আলো, কমল-বালা চেয়ে রয় ;
দূরে দুজন, তবুও কেমন, প্রাণে প্রেমের তুফান বয় ॥ (৫৪৪)

ঝিঁঝিট—কাশ্মীরী খেম্‌টা।

হাস রে যামিনী হাস প্রণের হাসি রে,
আজ পেয়েছি তারে যারে ভালবাসি রে ॥
মুচ্‌কে হাস কুসুমকলি, মন বুঝেছে খুলে বলি,
প্রাণ বয়ে যায় সুধার রাশি, সুধার রাশি রে ॥ (৫৪৫)

(গিরীশচন্দ্র ঘোষ।)

পূরবী—আড়া।

আশা পূর্ণ কর রে প্রাণ কহিতেছি কাতরে।
দিওনা আর দুঃখ, ধরি হে তব করে ॥

যদবধি প্রাণ মন, হেরেছে ঐ চন্দ্রানন,
তদবধি মন প্রাণ চাহে না আর কাহারে।
তোমারে না হেরিলে, মরি প্রেমানলে জ্বলে,
নিবারি আঁখির জলে, ভাসি দুঃখ সাগরে।
তব অধর-সুধা পানে, বাসনা হতেছে মনে,
সুখে রহি জীবনে, হৃদে রাখি তোমারে॥ (৫৪৬)

বেহাগ—মধ্যমান।

মিলেছে সজনি আমার বাসনার মত ধন।
মিলেছে মিলালে বিধি, যারে ছিল আকিঞ্চন॥
সতত বাসনা সখি, নয়ন নিকটে রাখি,
পলকে প্রলয় দেখি, না হেরে বিধুবদন॥ (৫৪৭)

ইমনকল্যাণ—আড়াঠেকা।

হৃদয় মাঝারে এস হে লুকায়ে রাখি।
আর কেহ নাহি দেখে, আমি সে মানসে দেখি॥
প্রাণ যে কেমন করে, তিলেক না হেরে তোরে,
অভিলাষ রাখি তোরে, প্রহরী দিয়ে আঁখি॥ (৫৪৮)

পিলু খাম্বাজ—খেমটা।

মোহন গুণমণি রতন হারে।
বাঁধ বন্ধনে প্রেমাধারে॥
নবীন জীবন, নবীন নলিনী, দিনু তুলিয়া তব করে।
রেখো সযতনে, এ সখী রতনে, সাজায়ে বনে বনহারে॥ (৫৪৯)

মিশ্র সাহানা—খেমটা।

মনের সাধ মিট্‌ল এত দিনে।
যুঁয়ের পাশে বেল রাজা, কিবা শোভা নন্দনে॥
ফুলের সাথে ফুলের বিয়ে, ফুলের মালা গলায় দিয়ে,
ফুলের হার ফুলে দেয়, ফুলে নাচে ফুলে গায়,
কিবা শোভা প্রসূনে॥ (৫৫০)

(সাহিত্য-শোভা।)

ভৈরবী—কাওয়ালী।

তোমার মতন, গুণের রতন, পাব কি আর ও সুন্দরী।
ইচ্ছে করে তোমায় নিয়ে, হইগে আমি দেশান্তরী॥
চল হে কাশী গুরুধাম, তথায় পূরাব মনস্কাম,
তথায় মাতিব দু'জনে, হ'য়ে ভ্রমর ভ্রমরী॥ (৫৫১)

কালেংড়া—কাওয়ালী।

মিষ্টি ভাষী, দৃষ্টি হাসি, অবিশ্বাসী নারী।
সোহাগের সামগ্রী বটে, বিচ্ছেদের কাটারী॥
নারীর মন পাওয়া ভার, উন্মত্ত ত্রিসংসার,
নারীর পদতলে পড়ে আছে ত্রিপুরারি;
মান ভাঙ্গিলেন ভগবান নারীর পায়ে ধরি।
নারীর জন্যে কীচক ম'লো, রাবণ নির্ব্বংশ হলো,
আমি কি আর বুঝিব বল, নারীর ছল চাতুরী॥ (৫৫২)

সিন্ধুভৈরবী—দাদ্‌রা।

আমরা সব রসিক ডুবরি।
জালে না উঠলে মাছ, ডুব দিয়ে তারে ধরি॥

প্রাণ-সাগরে জাল ফেলেছি, ধর্‌ব সোনার চাঁদা,
ধর্‌ব হাঙ্গর ধর্‌ব কুমীর, তুলবো মতির পাতা।
ওলো প্রাণ ভ্রমরা, তাতেও যদি মরি,
হাস্‌তে হাস্‌তে চলে যাব, যমকে কি লো ডরি॥ (৫৫৩)

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

পোহাল সুখ-যামিনী, দিনকর উঠিল।
সোহাগিনী নলিনী নিজ বাসে ফুটিল।
নিশানাথ জ্যোতিহীন, কুমুদিনী অতি দীন,
নানা জাতি ফুলকুল, কাননেতে শোভিল।
কোকিল পঞ্চম স্বরে, ডাকে কুহু রব করে,
হেরি দিনমণি, জগজ্জন হাসিল॥ (৫৫৪)

সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালি।

(সখিরে) কেন মন কাঁদে আমারি।
সে ভাল বাসেনা মোরে, করে চাতুরী॥
ভালবেসে এই হ'ল, কুল মান সকলি গেল,
উপায় কি করি বল, তাই ভেবে মরি॥ (৫৫৫)

সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালী।

প্রেম সাধ করে হারাইলাম কুল শীল মান।
না গেল পিপাসা সইরে, হলেম অপমান॥
যারে ভাবি আপন আপন, সেই দেয় প্রাণে বেদন,
ভেবে হলেম কালী বরণ, ওষ্ঠাগত প্রাণ॥ (৫৫৬)

সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালি ।

ভাল চাওতো মন ফিরে দিয়ে কথা কও।
তুমি যেমন সরল, জেনেছি তা যাও॥
তোমারি মন, জানি ভাল প্রাণ,
যাও যাও মিছে কেন যাতনা বাড়াও॥ (৫৫৭)

বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালি ।

কোথায় তোমার রহিল সে পণ।
বলে ছিলে করিবেনা মুখ আলাপন॥
যার কথা শুন্‌তে কানে, তারি কথা ধ্যানে জ্ঞানে,
তারি সনে একাসনে, কর কালযাপন॥ (৫৫৮)

ত্রয়োদশ খণ্ড।

থিয়েটার সঙ্গীত।

(গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "বিষাদের" গান।)

মোল্লার—দাদ্‌রা।

আমরা চার রকমের চার বিরহিণী,
বিচ্ছেদে মনের খেদে ঘুরি দিবা যামিনী!
কারুর বুকে ছার পিরীতের দমা ধরেছে,
কেউ পীরিতের কম্বুনীতে জ্যান্‌তে মরেছে,
কারুর লজ্জা সরম, ধরম করম, সকল হরেছে;
কেউ পীরিতে উঠি পড়ি, তবু পীরিত ছাড়িনি।
প্রেম ক'রে কেউ আড় নয়নে চায়, কেউ ধূলো মাথে গায়,
পীরিত তোরে বলিহারি হায়।
কেউ নয়নজলে গাঁথি মালা, কেউ বা প্রেমে মানিনী॥ (৫৫৯)

কীর্ত্তন।

সখি নাহি জানিনু সোহি পুরুষ কি নারী—
রূপ লাগগৈ হৃদয় হামারি।
না বুঝিনু কাহে, পরাণ চাহে,
তাহে নিরখিব সাধ, সখি।

পিয়ারা বিন্ প্রাণ কাঁদে সখি,
পিয়াসি সখি মেরি আখিরে !
কাঁহা মিলব, বনে বনে বনে ঢুঁড়ব, মনচোরা বনচারী ॥ (৫৬০)

কানাড়া মিশ্রিত কীর্ত্তন।

হেরি চম্পক-কলি, পড়ে ঢলি ঢলি, আমা বিনে সে কি জানে ?
চাঁদ নিরখি, ভাসে দুটী আঁখি, ফিরে ফিরে চায় চাঁদের পানে।
মনোমোহনে, আন যতনে, কেঁদে ফিরে গেছে অভিমানে,
না হেরে আমায়, লুটায় ধরায়, তার প্রাণ জানিত প্রাণে প্রাণে।
ওলো যেমতি সজনি, আমি পাগলিনী, প্রবোধ মন না মানে,
মরম ব্যথায়, সে আছে কোথায়, কাজ কি ছার মানে ॥ (৫৬১)

বেহাগ—ভরতঙ্গা।

চাও চাও মুখ ঢেকনা সরম সবে না।
চখে নাও মুখের ছবি, ভাঙ্গলে যুগল ভাব রবে না ॥
যে ভাব যার উঠ্ছে মনে, দেখ সে ভাব চাঁদবদনে,
চ'খে চ'খে চাওনা দুজনে ;
না হ'লে আঁখির মিলন, মরম কথা কেউ পাবে না ॥ (৫৬২)

পিলু বারোঁয়া—দাদ্‌রা।

প্রেমের এই মানা, না হ'লে প্রেমত রবে না।
পিয়া বিনে কারুর পানে চাইতে পাবে না ॥
প্রেমে সদাই অভিমান, প্রেমে চায় ষোল আনা প্রাণ,
সয়না কথার টান, প্রেম সরু সূতায় বাঁধাবাঁধি,
বাতাসের ত ভর সবে না ॥ (৫৬৩)

খট মিশ্র—ভরতঙ্গা।

বিরহ বরং ভাল, এক রকমে কেটে যায়।
প্রেম-তরঙ্গে রঙ্গ নানা, কখন হাসায় কখন কাঁদায়॥
এই পায়ে ধরি, এই মুখ দেখে প্রাণ উঠে জ্বলে কাছ থেকে সরি,
আবার না দেখে তায় তখনি মরি ;—
হায়রে হায় বলিহারি নাচিয়ে বেড়ায় পায় পায়॥ (৫৬৪)

(অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত "নন্দবিদায়ের" গান)।

ললিত ভৈঁরো—একতালা।

জাগ জাগ রে কানাই, জাগ জাগরে বলাই,
প্রাণের সাথি আয় জেগে আয়।
ও ভাই গোষ্ঠে যাবার বেলা বয়ে যায়!
কোথায় গো মা নন্দরাণী, সাজিয়ে দে তোর নীলমণি,
(ও তোর) সোণার চাঁদের চাঁদমুখে ফাঁদ পাতা আছে গো ;—
তাইতে সবাই ধরা দিতে আসি গো ;—
তাদের দেখবে ব'লে সবাই ফিরে চায়।
ওগো গাভী বৎস চেয়ে ধেয়ে যায়॥ (৫৬৫)

ঝিঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

হেলে দুলে নেচে চল গোঠবিহারী।
চঞ্চল দিঠি মিঠি রঙ্গে বিথারি॥
বঙ্কিম ঠাম শিরে শিখি-পাখা শোভয়ে,
সুন্দর পীত ধটি কটিতট বেড়য়ে ;
নুপুর রুণু রুণু, ঘুঙ্গুর ঝুনু ঝুনু,

নাচত বাজত বংশী বেলায়ত ;—
ধীরে ফিরে চায় ধায় ধেনু দুধারি ॥ (৫৬৬)

আলাইয়া—কাওয়ালি।

ওই কালশশি এলরে আমার।
চলনে বলনে প্রেম ঝরে অনিবার ;
কি মাধুরি মরি মরি রাখাল-রাজার ॥
কিবা ত্রিভঙ্গ বাঁকা ঠাম, নবীন নীরদ শ্যাম,
কত চন্দ্র চরণে শোভে সিত সুধাধার।
মরি মন্দ গমনে আসে বঁধুয়া রাধার ॥ (৫৬৭)

জয়জয়ন্তী লোফা—একতালা।

আয়রে রাখালরাজের সঙ্গে যাবি কে কে আয়।
প্রাণের নিধি প্রাণ কেড়ে নে, একলা ফেলে চলে যায় ॥
বাঁধন ধোরে টান্‌ছে কালা, আয় চলে আয় থাক্‌তে বেলা,
প্রাণ গেলে প্রাণ ফিরবেনাক, কাঁদতে হবে প্রেমের দায় ॥ (৫৬৮)

মধুমাধবী—একতালা।

গোঠে হ'তে আইল নন্দ দুলাল (আমার),
গোধূলি ধূসর, শ্যাম কলেবর, আজানুলম্বিত বনমাল।
ঘন ঘন শিঙ্গা বেণু শুনিয়া বরজবাসিগণ সব ধায়,
মঙ্গল থারি দীপ করে বধূগণ মন্দির দুয়ারে দাঁড়ায় ;
ধেনু বৎসগণ গোঠে পরবেশল মন্দিরে চলে নন্দলাল।
আকুল পন্থে যশোমতি ধাইল ঝরঝর আঁখি লাল ॥ (৫৬৯)

ভৈঁরো—মধ্যমান।

ওরে নিশি কেন পোহাইতে চায়, শশী কেন গগনে মিশায়।
যেওনা মিনতি করি, তুমি গেলে ত্বরাত্বরি,
আমার আলো করা কালশশী, যাবে মথুরায়॥ (৫৭০)

কীর্ত্তন (পাকা)।

চাঁদ ডুবিল ওই শ্যামচাঁদ কই সই।
প্রাণ সঁপিয়ে আর কার বা শরণ লই॥
আজি ছিল রে আশ, (আমি) কুঞ্জে করিব রাস,
রাত্তি কাটিয়ে যায়, কতই জাগিয়ে রই ;
প্রেম শুধাল হৃদে, সে শঠ কপট বই॥ (৫৭১)

অভিসারিকা—ঠুংরি।

ত্যজ সখি নিঠুর নটবর আশ।
যামিনী শেষ হ'লো সকলি নৈরাশ॥
তাম্বূল চন্দন গন্ধ উপহার, ভাসায়ে দাও সখি বক্ষে যমুনার,
বিসরি আজি হ'তে পীরিতি বিলাস,
প্রেম ফিরায়ে লহ কানুকি পাশ॥ (৫৭২)

শ্যাম মিশ্র—কাওয়ালী।

আর কার তরে নিশি জাগিয়ে যাপিছ রাই।
যার আসা আশে আসা, আর তার আশা নাই॥
শঠ নট শ্যামরায়, চলিল লো মথুরায়,
বিরহ অনলে প্রেম, পুড়িয়ে হইবে ছাই॥ (৫৭৩)

মল্লার মিশ্র—যৎ

জনমের মত বুঝি শ্যামচাঁদ ছেড়ে যায়।
যাস্‌নি যমুনা মানা শোন্‌লো ফিরিয়ে আয়॥
ছিন্ন করি প্রেমডোর, পলাইছে মনচোর,
আকুলা গোকুলবালা নিরাশ নয়নে চায়।
কে জানে কি হ'লো জ্বালা, প্রমদার প্রেমদায়॥ (৫৭৪)

খাম্বাজ—খেমটা।

মালঞ্চে ফুল আপনি ফুটে বাস বিলাতে চায়।
ঊষার কোলে হেলে দুলে শিশির মাথে গায়॥
ফুলে ফুলে গাঁথি মালা, ফুলে ফুলে করি খেলা,
ফুলকুমারি ফুট্‌লে আসি, হাস্‌লে হাসি পায়।
তাড়িয়ে অলি চুমি মধু, শিহরে মলয়ঃবায়॥ (৫৭৫)

মিশ্র কীর্ত্তন—লোফা।

হরিনাম বিলাব মথুরায়।
কে কে নিবি ছুটে আয়॥
আমার প্রাণের হরিনামের সুধা, ওই স্রোতের মুখে বহে যায়।
(হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, বলরে মন আমার॥) (৫৭৬)

মিশ্র মল্লার—কাওয়ালি।

মোহন সাজে কি সাজে রসিকবর।
হেরিয়ে অধীর প্রাণে বাজে মনোজ শর॥
দেখে যা পুরবালা, কি চারু চিকণ কালা,
পিয়াসা মিট্‌বে আশা, আপনা হবে পর॥ (৫৭৭)

পরজ—ঠুংরি।

এস এস হৃদে এসে ব'স কালা ত্রিভঙ্গ।
তোমার রঙ্গভরা অঙ্গ হেরে হার মেনেছে অনঙ্গ॥
আমার যৌবন দিয়েছ ফিরে, তাইতে ডাকি ফিরে ফিরে,
প্রাণ নিলে প্রাণ দিব ধ'রে, দেখ্‌ব কর কি রঙ্গ॥ (৫৭৮)

খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

জয় জয় জয় জগত জননী, হাস মা সুষমা ধর মা।
জয় জয় জয় অসুরনাশিনী, মানস তিমির হর মা॥
জয় জয় জয় জীবনদায়িনী, শ্যামল বসন পর মা।
জয় জয় জয় বীরপ্রসবিনী, তনয়ে আশীষ কর মা॥ (৫৭৯)

কামদ—একতালা।

ওরে মা বোলে কে ডাকিল আমায়।
আয় বাপ্ আয় কোলে আয়।
অভাগীর কেউ নাই রে,
আঁখি তারা হারা তাই রে,
দেখা দিয়ে কি বাঁচাতে এলি মায়।
ওরে কার নিধি মা বলিস্ কায়॥ (৫৮০)

মিশ্র ছায়ানট—একতালা।

আয় রে আয় কানাই বলাই, আয়নারে ভাই ব্রজে যাই।
তিন দিন না দেখে তোদের, বুঝি মা যশোদা বেঁচে নাই॥
সবাকার প্রাণ হরণ কোরে, কেমন কোরে পরাণ ধোরে,

এ ছার মথুরাপুরে সব ভুলে রয়েছ ভাই।
গোঠের খেলা কদমতলা কিছুই কি আর মনে নাই॥ (৫৮১)

কীর্ত্তন সোহা—একতালা।

আর তো ব্রজে যাব না ভাই, যেতে এ প্রাণ নাহি চায়।
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে, তাই এসেছি মথুরায়॥
বাপ পেয়েছি, মা পেয়েছি, ছেলে-খেলা ভুলে গেছি,
তোমরা কজন মা বোলে ভাই ভুলিয়ে রেখো (মা) যশোদায়।
ননী খেও, গোঠে যেও, প্রেম বিলায়ো গোপিকায়॥
এই চূড়া নে, এই ধড়া নে, জন্মের মত বিদায় দে;
আমার মতন বাঁকা হ'য়ে দাঁড়িওরে কদমতলায়।
বাজিও বাঁশী বাঁশীর রবে ব্রজবাসীর প্রাণ জুড়ায়॥ (৫৮২)

টোরি ভৈরবী—ঠুংরি।

(ওরে) কারে নিয়ে আমরা ব্রজে যাব রে।
তুই না গেলে (ও ভাই কানাই)
তুই না গেলে (ও ভাই বলাই)
তুই না গেলে, ক্ষুধা পেলে, কার পানে আর চাব রে॥
আর কারে ভাই বাস্‌ব ভাল,
আর কে গোকুল কর্‌বে আলো,
প্রাণের নিধি, প্রেমের সুধা, কার কাছে আর পাব রে।
কার গলে বনফুলের মালা, প্রাণ ভোরে দোলাব রে॥ (৫৮৩)

ভৈরবী—একতালা।

(ওগো) শূন্য ব্রজে যেতে আর চলেনা চরণ।
হারাইনু মধুপুরে ব্রজের রতন॥

প্রাণের প্রতিমাখানি দিনু দিনু বিসর্জ্জন ॥
চক্ষে আর দেখিতে না পাই, কাঁদি কাঁদি বুক বাঁধি তাই,
হেলায় হারাতে হ'লো সাধনার ধন—
নন্দ নীলকান্তমণি যশোদা-জীবন ॥ (৫৮৪)

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

অভাগী তোর কপাল ভাল নয়,
তাইতে আমার বড়ই সন্দ হয়!
যাবার সময় সে তো কথা কইলে না, ফিরে চাইলে না;
তোমার কান্না দেখে, মায়ার পুতুল একবারও ত কাঁদ্‌লে না;
মা বোলে তার মনে কি আছে, তিন দিনে তিন যুগ ব'য়ে গেছে,
কইত এলনা, মনে হলোনা, তাইতে দিদি মনে বাসি ভয়॥ (৫৮৫)

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা।

ওমা নন্দরাণী (তোর) নীলমণিরে হারিয়ে এনু মথুরায়।
কত ডাকনু কেঁদে, এলনা মা, ভাসিয়ে দিলে যমুনায় ॥
সেত ফিরে চাইলে না, কথা শুনেও তবু শুন্‌লে না;
বুকের ব্যথা রইল বুকে, কাঁদিয়ে দিলে উভরায় ॥ (৫৮৬)

মিশ্র সিন্ধু—দশকোশী।

কই কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, আমার কৃষ্ণধনে এনে দাও।
আমি কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী, কৃষ্ণ দিয়ে প্রাণ বাঁচাও ॥
কৃষ্ণ নিয়ে গিয়েছিলে, কোথা কৃষ্ণ রেখে এলে,
কৃষ্ণ বোলে সদাই ভাসি নয়নের জলে;—

আমার প্রাণ গিয়াছে মথুরায়,(প্রাণ)আর কি দেহে থাক্‌তে চায়,
কৃষ্ণ বলে কত ডাকি, কৃষ্ণ কোলে তুলে দাও।
(নহে) যাব কৃষ্ণ আনিবারে, দুখিনীরে সঙ্গে নাও॥ (৫৮৭)

কীর্ত্তনের ছুট—একতালা।

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়ে তোমা নিরমিল বিধি॥
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতীত।
হারাই হারাই হেন সদা করে চিত॥
হিয়া হৈতে আর নাই করিব বাহির।
রাখিব প্রহরী করি দুটী আঁখি থির॥ (৫৮৮)

কীর্ত্তনের ছুট—একতালা।

শুনহে পরাণ বঁধু।
এতদিন পরে, পাইনু তোমারে, চাহিয়া রহিব শুধু।
খাইতে শুইতে তিলেক পলকে, আর না যাইব ঘর।
শ্যাম-সোহাগিনী, সকলে জেনেছে, আর কিছু নাহি ডর॥ (৫৮৯)

ধুরিয়া—একতালা।

মিলিল মাধবী মাধব সঙ্গ।
হের গোকুলবাসী প্রেমকি-রঙ্গ॥
সৌদামিনী ধনী, রাধা বিনোদিনী,
উজলিল শ্যাম নব-নীরদ অঙ্গ।
রহসে কুসুম শর হানিল অনঙ্গ॥
আমরা যুগল বড় ভালবাসি,
যুগল হাসি দেখলে হাসি,

যুগলরূপে যায় রে ব'য়ে প্রেমেরি তরঙ্গ।
আজ যুগলরূপে যায়রে ব'য়ে প্রেমেরি তরঙ্গ॥ (৫৯০)

(বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "প্রভাস-যজ্ঞের" গীত।)

সাওনমোল্লার মিশ্র—ঢিমে তেতালা।

এখনও এ প্রাণ আছে সই।
এলে সখি দেখা হ'ত, কালা এল কই॥
যদি লো না দেখা হ'লো, দেখা হ'লে ব'লো ব'লো,
দেখ্‌তে সাধ ছিল মনে, জানিনা যে কৃষ্ণ বই।
ব্রজে যদি আসে কালা, গেঁথে দিও বন-মালা,
বাজাতে বোলোগো বাঁশী, রাধা বলে রসময়ী॥ (৫৯১)

খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

ধূলায় লুটায় সোনার কিশোরী।
ভুলে আছ ভাল আছ, দেখিতে হ'লনা হরি॥
কমলিনী সরলপ্রাণা, কৃষ্ণ বিনে রাই জানে না,
চতুরে সরল প্রাণে, প্রাণ সঁপেছে আহা মরি।
যদি শ্যামে না হেরিত, প্যারি কি প্রাণে মরিত,
মরিত কি ব্রজাঙ্গনা, না বাজিলে বাঁশরী॥ (৫৯২)

পাহাড়ী—যৎ।

এসরে কানাই, কোথা আছ ভাই,
মরেরে রাখাল দেখনা দেখনা।
আরেরে গোপাল, ব্রজের রাখাল,
তোমা বিনে আর কিছুত জানে না॥

চারিদিকে ঘেরি, দিব করতালি,
গোঠে গিয়ে খেলি, এস বনমালী,
ল'য়ে বনফল, চক্ষে বহে জল,
ওরে কানু তোরে আর কি পাবনা।
হাম্বা রবে ধেনু ডাকিছে তোমায়,
সকাতরে চায় দূর যমুনায়।
তৃণ না পরশে, আঁখি জলে ভাসে,
তুমি কি বেদনা বুঝনা বুঝনা॥ (৫৯৩)

আলেয়া মিশ্র—একতালা।

অঞ্চলের মণি, এসরে নীলমণি,
দেখিতে তোমারে দেহে আছে প্রাণ।
পরাণ বিদরে, মা বলে ডাকরে,
আয়রে কোলে করি, হেরি চাঁদবয়ান॥
তোমা বিনে আর, কে আছে আমার,
শূন্য ব্রজপুরী নেহারি আঁধার।
শোন অনিবার, উঠে হাহাকার,
রোদনের ধার বহেরে উজান॥ (৫৯৪)

আশাভৈরবী—একতালা।

ভাবি মনে কপাল তেমন নয়।
নহিলে কোথা রহিল গোপাল, মা বিনে সে সারা হয়॥
কোলে নিতে দেরি হ'লে, বাহু তুলে ওমা ব'লে,—
ভেসে যেত নয়ন জলে, দেখিত সে শূন্যময়।

বিদায় দিছি পাষাণ-প্রাণে, আসেনি কি অভিমানে,
না বলে সে চাঁদবয়ানে, আর কি জুড়াবে হৃদয়॥ (৫৯৫)

কানেড়া মিশ্র—চৌতাল।

জয় গোবিন্দ কৃষ্ণচন্দ্র মাধব মধুসূদন।
দীননাথ দেবকীসুত দ্রৌপদী ভয়বারণ॥
প্রেম পীযূষ পূর্ণ মুরতি, জগদীশ্বর যাদবপতি,
করুণাময় কাতর গতি, কেশব কেশীমর্দ্দন॥ (৫৯৬)

আলাহিয়া মিশ্র—একতালা।

দর্পহারী দানবারি জয় জয় গিরিধারী।
মুরলীবদন, মদনমোহন, গোপনারী-মনোহারী॥
হরি হে, হরি হে।
জয় গোপাল নন্দলাল গোচারণ রঙ্গ;
দুটি আঁখি বাঁকা, হেলা শিখি-পাখা,
কুলশীল মান ভঙ্গ।
যমলার্জ্জুন ভঞ্জন, রাধা-হৃদি-রঞ্জন,
কেশীসূদন কংস-ধ্বংসকারী;
চিত্তচোর রস-বিভোর রাধা কুঞ্জদ্বারী।
হরি হে হরি হে॥ (৫৯৭)

লুম খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

পরমাত্মন পীতবসন নবঘন শ্যামকায়।
কালা ব্রজের রাখাল, ধরে রাধার পায়॥
হরি নাম বল বদনে।

বন্দ প্রাণ নন্দদুলাল, নমোনমঃ পদপঙ্কজে,
মরি মরি বাঁকা নয়ন গোপীর মন মজে।
পাণ্ডবসখা সারথী রথে, বাঁশী বাজায় ব্রজের ঘাটে পথে;
যজ্ঞেশ্বর ভীত ভয়হর যাদবরায়।
প্রেমে রাধা বলে বদন ভেসে যায়, হরি নাম বল বদনে॥ (৫৯৮)

কানেড়া মিশ্র—কাওয়ালি।

কেমনে বল সজনী আশা দিব বিসর্জ্জন।
আসি বলে সে গিয়েছে, আশায় আছে জীবন॥
আমা বিনে সে কি জানে, ভুলেছে সে প্রাণ কি মানে,
প্রাণ রেখেছি সযতনে, পাব বলে কৃষ্ণধন।
সে যদি সই নয়লো আমার, কে আর বল আছে রাধার,
এমন কি হয়, সে আমার নয়, সঁপেছি তায় প্রাণ মন॥ (৫৯৯)

পাহাড়ী খাম্বাজ—মধ্যমান।

মরিলো প্রাণ সই, জানিনা কৃষ্ণ বই,
যাগো যা প্রাণধনে আননা।
সইলো সই কালা বিনে, বাঁচিনে বাঁচিনে,
জেনেও কি প্রাণসখী জাননা॥
আমার সে কালাচাঁদ, দেখ্‌বলো বড় সাধ,
মলে সই আরত দেখা হবে না।
যালো যা ত্বরা করি, আন্‌লো পায়ে ধরি,
সে বুঝি এমন জ্বালা জানেনা॥ (৬০০)

পিলু—জলদ একতালা।

চলগো বেলা গেলোলো, দেখব রাধা শ্যামের বামে।
দুকথা শুনিয়ে দিব, কপট নিঠুর বাঁকা শ্যামে॥
বল্‌ব কি পড়ে মনে, ননি চুরি বৃন্দাবনে,
কাল কি হয় না ভাল, এমন কি গুণ কৃষ্ণ নামে।
যুগলে দিব মালা, ভুলিব সই প্রাণের জ্বালা,
মোহন ছাঁদে রূপের ফাঁদে, কাঁদবে পড়ি রতি কামে॥ (৬০১)

সুরট মিশ্র—একতালা।

কোথায় গোপাল, আছি পথ চেয়ে।
কোথায় নীলমণি আমার, মা বলে আয় ধেয়ে ধেয়ে॥
পাগলিনী তোর জননী, তোমা বিনে রতনমণি,
এস গোপাল খাওরে ননি, কোলে ওঠ অঞ্চল বেয়ে।
বেঁধেছিলাম করে করে, আছ কি তাই রোষভরে,
ঘর-আলো ধন এস ঘরে, মা বলেছ কারে পেয়ে॥ (৬০২)

পঞ্চমবাহার—একতালা।

নীলাম্বরে স্থিরা দামিনী ব্রজবিলাসিনী রাই।
পদ্মভ্রমে পদতলে, ভ্রমরা গুঞ্জরে তাই॥
আমরা যত ব্রজবাসী, রাধা নাম ভালবাসি,
মুখে বলি রাধা রাধা, রাধা গুণ গাই॥ (৬০৩)

ভেটিয়ার মিশ্র—তেওরা।

পাগলিনী বিনোদিনী প্রাণ-বঁধুয়া আশে।
প্রভাসে যায় বিরসে, আঁখি দুটী ভাসে॥

চলে রাই কমলিনী, সিন্ধুমুখে তরঙ্গিনী,
কৃষ্ণ-প্রমোদিনী রাধা, কৃষ্ণ ভালবাসে॥ (৬০৪)

টোড়ীভৈরবী—যৎ।

প্রভাসে তোর রাখাল মরে, কোথা রাখালরাজা ভাই।
আয়রে তোরে দেখে মরি, এসরে এস কানাই॥
ব্যাকুল হ'য়ে এস ধেয়ে, ব্যাকুল রাখাল দেখ চেয়ে,
এসরে এসরে কানু, বারেক তোরে দেখে যাই।
হের গোধন তোমার তরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
আছে পথ চেয়ে, আকুল হয়ে, হাম্বারবে ডাকে তাই॥ (৬০৫)

শ্রীমল্লকৌষিকী—আড়াঠেকা।

আয়রে গোপাল কোথায় গোপাল, কোথায় অঞ্চলের ধন।
মা বলে আয় আয় নীলমণি, দেখে মরি চাঁদবদন॥
(হাঁরে) বহুদিন ত খাওনি ননি, কোথায় আছ যাদুমণি,
এস গোপাল, মা বলে যা, শুনি এ জনমের মতন।
ওরে ছিলিনি ত নিদয় এত, ব্যাকুল হ'য়ে ডাকি কত,
(পথের) কাঙ্গালিনী তোর জননী,
দেখে যারে নীলরতন॥ (৬০৬)

ভৈরবী—মধ্যমান।

গোপাল আয় গোপাল আয়, নেচে আয় নীলমণি।
আছিরে দাঁড়ায়ে পথে, লয়ে ক্ষীর নবনী॥
নয়নতারা হ'য়ে হারা, দেখরে হ'য়েছি সারা,
তোমা বিনে রতনমণি, পাগলিনী তোর জননী।

(ওরে) কোথায় গোপাল আছ ভুলে, মা বলে ডাক বদন তুলে,
মায়ের ভুলে থেকনা আর, মা তোর অতি দুখিনী॥ (৬০৭)

ছায়ানট—একতালা।

এসেছে এসেছে কানাই।
বৃন্দাবনে বনে বনে কানু নিয়ে চল যাই॥
দাঁড়াবে কদমতলায়, সাজাব বনমালায়,
প্রাণের কানাই, কানাই বিনে রাখালের আর কেহত নাই।
আবার গোঠে বাজ্‌বে বেণু, আবার গোঠে নাচ্‌বে ধেনু,
আবার গোঠে খেল্‌ব কানু,
কানাই নিয়ে খেল্‌ব ভাই॥ (৬০৮)

কুকুভা—ত্রিতালী।

সয় বলে কি এতই প্রাণে সয়।
প্রাণ মন সমর্পণে এতই কি সে দোষী হয়॥
ছি ছি সখি কি লাঞ্ছনা, কেন সব এ যন্ত্রণা,
জীবন থাকিতে সখি, যাতনা ত যাবার নয়।
ছি ছি সখি ছার বাসনা, তবু তার উপাসনা,
আশা বিসর্জ্জন দিয়ে, তবু পথ চেয়ে রয়॥ (৬০৯)

গারা খাম্বাজ—একতালা।

প্রাণে বয় প্রেমের তুফান, শ্যামের বামে রাই কিশোরী।
চাঁদে ফাঁদে চাঁদে বাঁধে, চাঁদে চাঁদে ধরাধরি॥
আমরা যুগল ভালবাসি।

চ'খে চ'খে মেশামিশি, ঢলে পড়ে প্রেমের ভরে,
ঝলকে রূপের রাশি, প্রাণের ফাঁসী প্রাণে পরে,
মরি মরি যুগল মাধুরী, বেয়ে যায় সুধার লহরী,
সখি কি দেখ দেখি আপন পাসরি।
আমরা যুগল ভালবাসি ॥ (৬১০)

(গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের" গীত।)

ঝিঝিট—আড়খেমটা।

ওঠা নাবা প্রেমের তুফানে।
টানে প্রাণ যায়রে ভেসে, কোথায় নে যায় কে জানে ॥
কোথাও বিষম ঘুরণ পাক,
চুবন্ খেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে ছুনিয়া দেখে ফাঁক ;
কোথা তরতরে ধায় ভাসিয়ে নে'যায়,
টান পড়েছে কি টানে ॥ (৬১১)

সিন্ধু মিশ্র—খেমটা।

ব'সে ছিল বঁধু হেঁসেলের কোণে।
বল্লেনা ফুটে, থামকা উঠে, হামা দিয়ে গিয়ে সেঁধুলো বনে ॥
সাঁজে সকালে, ফেরে চালে চালে,
আহা পগার পারে বঁধু যেতো এগোনে ॥ (৬১২)

কাফি মিশ্র—একতালা।

ওমা কেমন মা কে জানে।
মা ব'লে মা ডাক্‌চি কত, বাজেনা মা তোর প্রাণে ॥

না বলেত ডাকব না আর, লাগে কিনা দেখবো তোমার,
বাবা ব'লে ডাকব এবার, প্রাণ যদি না মানে।
পাষাণী পাষাণের মেয়ে, দেখেনাকো একবার চেয়ে,
পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে, বেড়ায় সে শ্মশানে ॥ (৬১৩)

গৌরী—একতালা।

আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা।
আমি তাদের পাগলী মেয়ে, আমার মায়ের নাম শ্যামা ॥
বাবা বব বম্ বোলে, মদ খেয়ে মা গায়ে পড়ে ঢ'লে,
শ্যামার এলোকেশ দোলে ;
রাঙ্গা পায়ে ভ্রমর গাজে, অই নূপুর বাজে শোন না ॥ (৬১৪)

কানেড়া মিশ্র—একতালা।

সাধে কিগো শ্মশানবাসিনী।
পাগলে করেছে পাগল, তাইত ঘরে থাকিনি ॥
সে কোথা একলা বসে, নয়ন জলে বয়ান ভাসে,
আমা হারা দিশে হারা, ডাক্‌ছে কত না জানি।
অই যেন সে পাগল আমার, দেখ্‌ছি যেন মুখখানি তার,
ঘোর যামিনী একলা আছে, প্রাণের চিন্তামণি ॥ (৬১৫)

ভৈরব—কারফা।

কি ছার আর কেন মায়া কাঞ্চন কায়াত রবেনা;
দিন যাবে দিন রবেনাত, কি হবে তোর ভবে।
আজ পোহাল, কাল কি হবে, দিন পাবি তুই কবে ॥

সাধ কখনও মেটে না ভাই, সাধে পড়ুক বাজ,
বেলাবেলি চলরে চলি, সাধি আপন কাজ।
কেউ কারও নয় দ্যাখ্‌না চেয়ে, কবে ফুটবে আঁখি।
আপন রতন বেছে নে চল্‌, হরি বলে ডাকি ॥ (৬১৬)

ছায়ানট—মধ্যমান।

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে ;
যেখানে যাই সে যায় পাছে, আমায় বল্‌তে হয় না জোর করে
মুখখানি সে যত্নে মুছায়, আমার মুখের পানে চায়,
আমি হাস্‌লে হাসে, কাঁদ্‌লে কাঁদে, কতই রাখে আদরে।
আমি জান্‌তে এলেম তাই, কে বলেরে আপনার রতন নাই,
সত্যি মিছে দ্যাখনা কাছে, কচ্ছে কথা সোহাগভরে ॥ (৬১৭)

পরজ যোগিয়া—একতালা।

আমায় বড় দেয় দাগা।
সারা রাত কি পাগলা নিয়ে যায়গো মা জাগা ॥
সারা রাতই সিদ্ধি বাটি, ভূতে খায় মা বাটি বাটি,
বল্‌ কি বল্‌ বোঝেনা মা, তার উপর মিছে রাগা।
কাছে এসে ছাই মেখে বসে, মরিগো মা ফণীর তরাসে,
কেমন ক'রে ঘর করি মা, নিয়ে এ স্থাংটা নাগা ॥ (৬১৮)

মাঝ মিশ্র—পোস্তা।

যাইগো অই বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে।
একলা এঁসে কদমতলায় দাঁড়িয়েছে আমার তরে ॥
যত বাঁশরী বাজায়, তত পথ পানে চায়,

পাগল বাঁশী ডাকে উভরায় ;
না গেলে সে কেঁদে কেঁদে চলে যাবে মানভরে ॥ (৬১৯)

ভৈরবী—যৎ।

ছুঁড়ি যদি দাগাবাজী কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারি।
আমি কি পার্‌ব বাবা, দেখি পেয়ে পারি হারি ॥
যদি কেউ বাত্‌লে দিত, এমন লোক দেখ্‌লে হোতো,
দাগাবাজীর উপর বাজী, খেলা বড় বিষম ভারি ॥ (৬২০)

পাহাড়ী—কারফা।

আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব।
খেলব কত ছুটোছুটী বাঁশী বাজাব ॥
খেল্‌তে বড় ভালবাসি, ছুটে ছুটে তাইত আসি,
আমার মনের মত খেলার জুটি, কত জন পাব ॥ (৬২১)

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—খামশা।

জয় বৃন্দাবন জয় নরলীলা।
জয় গোবর্দ্ধন চেতন শিলা।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ ॥
চেতন যমুনা, চেতন রেণু, গহন কুঞ্জবন ব্যাপিত বেণু।
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ ॥
খেলা, খেলা, খেলা, মেলা, নিরঞ্জন নির্ম্মল ভাবুক ভেলা,
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ ॥ (৬২২)

বাগেশ্রী মিশ্র—ধামার।

বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দেখরে নয়ন।
যার সাধ থাকে সে দেখ এসে, রাধার পাশে মদনমোহন॥
নয়ত এ অনুভবে, দেখ্‌বি যখন নীরব রবে,
এমন সাধের রতন সাধ করনি, না জানিরে তুই কেমন।
(দেখ) তেমনি ধরে মোহন বাঁশরী,
তেমনি বামে ব্রজেশ্বরী প্রেমের কিশোরী,
তেমনি গোপী, তেমনি খেলা, শুনেছিলি রে যেমন॥ (৬২৩)

(গিরিশ ঘোষ প্রণীত "বুদ্ধদেব চরিতের" গান)

সারং মিশ্র—পটতাল।

দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌
গেল মাগী মারা,
ছেলে ছেলে ক'রে হোলো দিশেহারা।
দ্যাখ্‌না দ্যাখ্‌না বোঝ্‌না বোঝ্‌না ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌,
খেলে খেলে খেলে খেলে ওরে ছেলে
বাঁচেনা বাঁচেনা এ কথা ঠিক।
তাই তাই তাই তাই বলে যাই,
কথা যদি শোনে তবু বাঁচে ছাই ;
যাই যাই যাই তাকাই তাকাই,
মিছে—একি বাঁচে আর কাজ নাই।
ওই যমদূত এলো ওরে নিতে,
হি হি হি হি হাসে ফিক্‌ ফিক্‌ ফিক্‌॥ (৬২৪)

ইমন মিশ্র—একতালা।

জগজনপতি, পূর্ণ মূরতি, নবীন জনম ধারণ ;
মরি রূপের ছটা, অরুণ ঘটা, মোহিত হয় মন!
জয় জয় জয় ঘুচ্‌লো ধরার ভার ॥
পরমোৎসব পুলকার্ণব উথলে উজান ধায়,
চাঁদবদন ভাসে করুণায় ;
অজ্ঞান তিমির নাশ, হৃদিকমল বিকাশ,
বুদ্ধদেব চরণ সেব জীবনাশবারণ ;
সইলো প্রাণ মন আজ মজালে নয়ন।
জয় জয় জয় ঘুচ্‌লো ধরার ভার ॥ (৬২৫)

খাম্বাজ মিশ্র—খেমটা।

চ'লে যাই আপন মনে চাইনা কারো পানে।
গোপনে প্রাণের কথা কই প্রাণে প্রাণে ॥
আপনি থাকি আপন গরবে,
না হ'লে কু-জনে সই কু কথা কবে,
কোমল প্রাণে অত কি সবে,
নাইতো তেমন মনের মত, যে জন নারীর মন জানে ॥ (৬২৬)

ধানি মিশ্র—একতালা।

জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই,
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি, কোথা যাই ভাবিগো তাই ॥
কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন, জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন,

এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর, অধীর অধীর যেমতি সমীর ;
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই ॥
জানি না কেবা এসেছি কোথায়,
কেন বা এসেছি, কেবা নিয়ে যায় ;
যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে,
চারিদিকে গোল, উঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়, এই আছে আর তখনি নাই ॥
কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন কি খেলা হোলো,
প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি, যাই যাই কোথা কূল কি নাই ॥
করহে চেতন, কে আছে চেতন, কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন,
যে আছ চেতন, ঘুমাওনা আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার,
কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ,
তোমা বিনে আর নাহিক উপায়,
তব পদে তাই শরণ চাই ॥ (৬২৭)

বেহাগ—যৎ।

আমার এ সাধের বীণে, যত্নে গাঁথা তারের হার।
যে যত্ন জানে বাজায় বীণে, উঠে সুধা অনিবার ॥
তানে মানে বাঁধলে ডুরি, তারে শতধারে বয় মাধুরি,
বাজে না আলগা তারে, টানে ছিঁড়ে কোমল তার।
সাধের বীণের মরম যে জানে, সেত তার বাঁধে না টানে,
দীনের কথা মধুর গাঁথা, শুনে সে প্রাণে ;

যে জোর ক'রে ডোর বাঁধবে টানে,
বীণে নীরব রবে তার॥ (৬২৮)

পরজ কালেংড়া মিশ্র—খেমটা।

বস্‌লো অলি ছুলে ফুলের গায়।
সইলো প্রাণ শিউরে উঠে মলয়া হাওয়ায়॥
কোকিলে কুহু বলে, উহু প্রাণ হু হু জ্বলে,
খেলে লো চকোর চাঁদে, প্রাণ যারে চায় সে কোথায়॥ (৬২৯)

সারং মিশ্র—পটতাল।

কোঁ কোঁ কোঁ বওরে ঝড়, ডাক্‌রে আকাশ কড় কড় কড়;
তড় তড় তড় পড়রে জল, দে পৃথিবী রসাতল।
নরক থেকে আয়রে ঝেঁকে, নৃত্য কর এঁকে বেঁকে;
লক্ লক্ জ্বল আগুণ শিখে, হাততালি দে বিভীষিকে;
ঘুট্ ঘুট্ ঘুট্ আয়রে আঁধার, কাঁপ্‌রে মাটি এধার ওধার;
খসরে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে, পড়রে পাহাড় লাখে লাখে;
উথলে উঠ বিষের ঢেউ, বেঁচে যেন না যায় কেউ;
আয় চলে জল সাগর থেকে, চন্দ্র সূর্য্য ফেলরে ঢেকে॥ (৬৩০)

সাওন মিশ্র—একতালা।

স্থল জল ব্যোম্ তপন পবন গাও গভীর তানে,
জাগ কুসুম লতা শাখা পাখী গাও নবীন প্রাণে।
আজি কি আনন্দ উৎসব।
গেল কুস্বপন পোহাল যামিনী, জ্ঞান অরুণ হাসে,
দীন হীন তরে দীন উদাসী, একা তরুতল বাসে।
সতত মত্ত উচ্চ তত্ত্ব নিত্য সত্য ধ্যানে,

চিত্ত-চকোর রহ বিভোর চরণে সুধাঁপানে ;
আজি আনন্দ উৎসব॥ (৬৩১)

দেশ মিশ্র—একতালা।

চল যাই দেশ বিদেশে ঘরে ঘরে করি গান,
কে কোথা আয়রে ত্বরা, নিবি যদি নূতন প্রাণ।
ঘুচ্‌লো ভবভয়, শুন ভাই জরা মরণ নাই,
নাইকো ভ্রান্তি, হৃদে শান্তি, বিরাজে সদাই।
এস বুদ্ধদেবের দিই সবে দোহাই ;
জয় জয় সবাই মিলে গাই ;—
দিয়েছে পরম রতন করুণানিধান,
ধরেনা প্রাণে, সুধা বইছে কাণে কাণ, ঘুচলো ভবভয়॥ (৬৩২)

("কমলে-কামিনির" গান)।

ভূপ খাম্বাজ—একতালা।

জয় নীলবসনা, পদ্মাসনা, বিমল উজ্জ্বল বরণে।
মধুর হাস, তম বিনাশ, মন বিকাশ স্মরণে॥
নববালা নব নলিনীমাল, নব নীরদ কেশজাল,
নব নিশাকর শোভিত ভাল, তড়িত জড়িত চরণে।
তন্ময়ী তারা ত্রিতাপতারিণী, শরণাগত শমনবারিণী,
পরমা প্রকৃতি প্রমথচারিণী, দুর্গা দুখহরণে॥ (৬৩৩)

শঙ্করা ছায়ানট—যৎ।

কিঙ্করীরে কৃপাময়ী ভুলেছ কি আছে মনে।
পূজিতে রাজীবপদ, বারি ঝরে দুনয়নে॥

পরাণ শিহরে তারা, ভাসাব নয়নতারা,
অভাগিনী পতিহারা, সন্তানে সঁপি চরণে ॥ (৬৩৪)

কেদারা কাকম—একতালা।

রেখ মা আমারে, অকূল পাথারে, গিরিশ-মানস আসনা।
পিতা পরবাসে, যার বড় আশে, শবাসনা পূর বাসনা ॥
স্মরি শঙ্করী সভয়ে, দেখো রেখো ওমা অভয়ে,
ভুলনা ভুলনা ভবেশ-ললনা, ক'রোনা দাসে ছলনা ॥ (৬৩৫)

বেহাগ খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

মা ব'লে ডাকিলে তোরে, আশায় হৃদয় পূরে।
ভেসে যাব পারাবারে, থেকো না থেকো না দূরে ॥
কৃপা কর হৈমবতী, পদে যেন রহে মতি,
তব নামে ভগবতী, অন্তর ভাসে মধুরে ॥ (৬৩৬)

আড়ানা খাম্বাজ—একতালা।

দুর্গে দীনদুঃখহারিণী, শিবরাণী ভবভয়বারিণী,
জাগো মাগো হৃদয়ে—জয়দে জগজ্জননী।
অপারে দূরে, বিপদ সাগরে,
দুর্গা নাম বল অবিরাম, দয়াময়ী হর-ঘরণী।
রঞ্জিত রাঙ্গা চরণ কমলে, মধুসাগর সতত উথলে,
প্রাণ সদা পিয় কুতূহলে, দূরে যাবে দুখ রজনী ॥ (৬৩৭)

মঙ্গল বিভাস—খেমটা।

ঈশানকোণে ম্যাঘ উঠ্যাছে, কত্তিছে গোঁ গোঁ—
ওরে ডিঙ্গা বেঁধে থো।

হ্যাদে দ্যাখ্ চাক্ চিকুনি, দ্যাখবি হ্যানে জলের ঘানি,
ঝোড়ো দাদা উম্ম ক'রে আস্‌তিছে সোঁ সোঁ—
শেষে সামাল দিতি নারবা ডিঙ্গা,
ডাক্‌বে বুড়ো কোঁকোর কোঁ॥ (৬৩৮)

জয়জয়ন্তী মোল্লার—ঝাঁপতাল।

তুমি মা রয়েছ কাছে, মা আমারে বলে দেছে।
ছেলে ব'লে নে মা কোলে, ভয়ে মরি ডুবে পাছে॥
কাঁদিলে মা এসে ধেয়ে, কেন মা না দেখ চেয়ে,
মাকি তুমি নয় মা তারা, মা তুমিত মা বলেছে॥ (৬৩৯)

সাহানা খাম্বাজ—তালফেরতা।

শরণাগত দীনে, কে রাখে জননী বিনে।
আকিঞ্চন, যেন রহে মন, নিয়ত রাঙ্গা চরণে॥
ভীত তাপিত পতিত জন, যে চাহে রাঙ্গা পদ স্মরণ,
প্রসন্নময়ী প্রসীদ তখনি, দুর্গমে রণে গহনে।
ডাক মা বলি বদন ভরি, দিনকর শশী ভ্রমে যারে ডরি,
আজ্ঞাকারী স্থল জল ব্যোম, যার মহিমা প্রকাশে পবন,
ভুলনা ভুলনা, মা বলে ডাকনা, কিবা ডর আর শমনে॥ (৬৪০)

চেতা যোগীয়া—আড়খেমটা।

হ্যাদে দ্যাখ্ উঠ্‌লরে ফুর ফুরে বা,
কেমন কেমন করে গা।
বদন তুলে বৌ সোনা তুই ফিরে চা॥
চাঁদের কোণা থাইছ ছাঁচি পান,

কওনা কথা, দিস্‌নে ব্যথা, রাখ্‌না মেনে মান ;
তোর গোস্সা ভারি, সইতে নারি,
দ্যাখ্‌নারে তোর ধরি পা ॥ (৬৪১)

পঞ্চম বাহার—একতালা।

সাগর ধরে আদরে হৃদয়ে, অসীম কুসুম প্রান্তব।
ধীর সলিল ঢল ঢল ঢল মৃদু অনিল তব ॥
শতদল কত দোলে দলে দলে, যেন শত শশী ভাসে কাল জলে,
আমোদিনী ভাতে কুমুদিনী, তরুণ তপনে যেন মণি শ্রেণী,
রক্ত পীত সিত রাগে, কহ্লার মালা হাসে অনুরাগে,
অলি ছোটে মধু লোটে,
বিহঙ্গ গীত উথলে কত, কুহু কুহু পিক স্বর ॥ (৬৪২)

বেশ বেহাগ—কাওয়ালী।

চাঁচর চিকুর কাল-কাদম্বিনী।
কে বামা নবীনা নলিনী-বাসিনী ॥
ধীরে কত চাঁদ নখরে ফিরে,
দোলে রাঙ্গা পদ কত কমলকুঞ্জে,
মধু আসে কত ভ্রমর গুঞ্জে,
মরি মরি কিবা মাধুরী নেহারি, হেম জড়িত দামিনী।
গ্রাসে রমণী করী ধরি করে, উগারে পুন প্রাণ শিহরে,
হাসে তম নাশে, কত রবি ছবি কিরণে ঠিকরে,
পল্লব জিনি নবীন অধরে, করী ধরে কেরে ভামিনী ॥

পরজ ভৈঁরো—কাওয়ালী।

ফুরাল সুখস্বপন।
কমলবাসিনী, লুকাল কামিনী,
লুকাল করী কমলবন॥
মরি কি মাধুরী, ভুলিতে কি পারি,
বিমল বারি, কুসুম সারি,
অমলিনী নারী, গ্রাসে করী ধরি,
নিয়ত নেহারে মন।
রাঙা পদ ঝলকে, দামিনী খেলে পুলকে,
একি একি একি, দেখি দেখি দেখি,
ভুলিতে নারে নয়ন॥ (৬৪৪)

যোগীয়া ভৈঁরো—যৎ।

কিঙ্করে রাখ শঙ্করী পদে বিপদে।
কোথা মা, দেখা দে মা, শ্যামা নিবিড় নীরদে॥
ডাকি প্রাণভয়ে, অভয়ে, রাখ মা রাখ তনয়ে,
মা বিনে জানিনি, ওমা হররাণী, বরবন্দিনী বামা বরদে।
চারিদিকে অরি, হেরি আঁধার,
শশিশেখরা দুর্গে দুখ বার শঙ্কটে তার,
ওমা মরি গো মরি, দেখ কৃপা করি, সহায়হীনে শুভদে॥ (৬৪৫)

টোড়ী ঝিল্লা—একতালা।

দুস্তারে নিস্তার, না দেখি মা আর,
ভরসা তোমার, তার মা আমায়।

আশা দিয়ে তারা ভাসালি পাথারে,
শঙ্কট সাগরে রাখ রাঙ্গা পায়॥
এস মা মশানে, শ্মশানবাসিনী,
দুর্গে দুখহরা দুরিত-নাশিনী,
কৃপাণ করাল, তোলে মা কোটাল,
কপালমালিনী যায় প্রাণ যায়॥ (৬৪৬)

সারঙ্গ—একতালা।

তাথেইয়া তাথেইয়া ধীয়া ধীয়া ধীয়া রণে সাজে রণরঙ্গিণী।
উগ্রতুণ্ডা জয় চামুণ্ডা অট্টহাস হাসিনী॥
ভব বম্ রণ শিঙ্গা নিনাদে, পিব পিব পিব রুধির সাধে,
হন হন হন ঘন ঘন ঘন, ভাবে ভৌম ভাষিণী।
সাজে বিশ্বনাশী, কেশরাশি লট পট বেগে দুলিছে,
বিষম উজ্জ্বল, প্রলয় অনল, ধিকি ধিকি ভালে জ্বলিছে,
সন্ সন্ সন্, প্রলয় পবন, প্রলয় চপলা চমকে ঘন,
ত্রিনয়নে ক্ষরে কোটী অক্ষ, ঘূর্ণিত মহারুদ্র চক্র,
উদয় প্রলয়-যামিনী॥ (৬৪৭)

পলাশী বারোঁয়া—রূপক।

জয় যোগমায়া জগদীশ্বরী যজ্ঞেশ্বরী যোগিনী।
মনসিজ পদপঙ্কজ-রজ, মহেশ্বরমোহিনী॥
ধরবন্দিনী বরদে, শশিশেখরা শারদে,
করুণা কুরুমে, কনকবরণী,
কামরূপা তুঁহি কারণকারিণী।

জন জীবন নারায়ণী, নম নগেন্দ্রনন্দিনী,
সুর সম্পদ নব নীরদ, শর্ব্বাণী শিবমোহিনী ॥ (৬৪৮)

টোড়ী ঝিল্লা—একতালা।

পরম সময়, হও মা উদয়,
দেখে মরি তারা শ্রীপদ নলিনী।
ডাকি দুর্গা বলে, কেন আছ ভুলে,
দুর্গমে দে দেখা দানবদলনী ॥
শ্রীপদ স্মরিয়ে, সাগর বাহিয়ে,
মশানে মা মরি, দেখনা আসিয়ে,
ওমা শবাসনা, কর মা করুণা,
কাতর কিঙ্কর কেশরীবাহিনী ॥ (৬৪৯)

আলাহিয়া খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

কেন ভোল দুর্গা বল, দুর্গা বল মন আমার,
জীবনে মরণে মন চরণ ছেড়না মার।
বাসনা ছলনা করে, মায়া মোহ রাখে ধরে,
তাতে ত শমন-করে পাবেনা নিস্তার।
দুখ পেলে কর্ম্মফলে, ডাক দুর্গা দুর্গা ব'লে,
অন্তিমে মোহের ছলে, ভুলোনারে মন আমার ॥ (৬৫০)

সারঙ্গ—একতালা।

হা হা হু হু হু হু হি হি হি হি, হুম্ হুম্ হুম্,
সন্ সন্ সন্, হন্ হন্ হন্,

ধক্ ধক্ ধক্, লক্ লক্ লক্,
চক্ চক্ চক্, চাকুম্ চাকুম্ চুম্॥
মার মার ঘার ঘার,
থর্ থর্ থর্, তর্ তর্ তর্,
পিব পিব পিব, হি হি হি,
ঠক্ ঠক্ ঠক্, বাজে করতালে।
ধক্ ধক্ ধক্, কপালে কপালে,
চিকি চিকি চিকি, ধিকি ধিকি ধিকি,
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝুম্॥ (৬৫১)

টোড়ী ঝিল্লা—একতালা।

হের রক্তোৎপল চরণ যুগল ছুলিছে।
তরুণ তপন আদরে নখরে খেলিছে॥
কিবা উজ্জ্বল ছবি, জিনি কোটী রবি,
ভৈরবী বামা নবীনা,
শশী বিকাশি, অধরে হাসি,
কুন্দ কুসুম দশনা।
ভালে কিবা সিন্দুর জ্বলে, এলোকেশী করী গ্রাসিছে॥
জয় চণ্ডীকে ভবানী।
জয়ধাত্রী জগদ্ধাত্রী উমা ঈশ্বরী ঈশানী,
জয় জয় জয়, গেল ভবভয়,
মহেশ মোহিনী, মহীতে উদয়।
অভয়া সদয়া, দেন পদ ছায়া,
মহামায়া হররাণী॥ (৬৫২)

(গিরিশচন্দ্র ঘোষের "দক্ষযজ্ঞের" গীত।)

আশা যোগীয়া—একতালা।

ফিরে চাও প্রেমিক সন্ন্যাসী।
ঘুচাও ব্যথা, কওনা কথা, কার প্রেমে হে উদাসী?
রয়েছ মত্ত ধ্যানে, তত্ত্ব তোমায় কেবা জানে,
অনুরাগী, সুধাই যোগী, প্রাণ দিলে কি লও হে আসি॥ (৬৫৩)

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

এল তোর খ্যাপা দিগম্বর, ওলো রাখিস্ ধরে;
বড় স্যায়না খ্যাপা, প্রাণ চুরি কোরে যেন যায়না স'রে।
প্রেমে ভোলা, প্রাণ হাতে নেনা,
আগে দিওনা প্রাণ, তোরে করি মানা;
খ্যাপা বেদনা বুঝেনা লো,—
মজায় যারে তারে, কাঁদে এম্‌নি কোরে॥ (৬৫৪)

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

বাবা সঙ্গে খ্যালে, মা নেবে কোলে।
আয় সবাই মিলে ডাকি জয় মা ব'লে॥
বাবা পাগল ভোলা, মা পাগ্‌লী মেয়ে,
কত রাঙ্গা মা, দেখ্‌রে চেয়ে,
ধেই ধেই ধেই, আয় ধেয়ে ধেয়ে,
মা পেয়েছি রে, আমরা মায়ের ছেলে॥ (৬৫৫)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আয় জবা আনি, নহিলে কি দিব পায়।
সোনা সাজেনা রে মার রাঙ্গা পায়॥
দেখ্‌রে বাবার যেমন তেমনি মায়ের চরণ,
তেম্‌নি রাঙ্গা, তেম্‌নি মনের মতন,
আয়রে মা ব'লে চরণে লুটাবি আয়॥ (৬৫৬)

বেহাগ—চৌতাল।

মদনমোহন মুরলীধারী, মুরহর রমারঞ্জন।
বঙ্কিম বনমালি শ্যাম, নববারিদ-গঞ্জন॥
পঙ্কজ আঁখি পীতাম্বর, নটবর কিবা চাঁচর চিকুর,
দীনবন্ধু, প্রেমসিন্ধু, চিন্ময় ভয়ভঞ্জন॥ (৬৫৭)

সাহানা বাহার—যৎ।

ওহে হর বাঘাম্বর, কৃপা কর অবলায়।
আকুলা অকুল-মাঝে, রাখ ভোলা রাঙা পায়॥
না জানি এ বিসম্বাদে, ফেলিবে কি পরমাদে,
প্রাণ কাঁদে; শঙ্কর সঙ্কটে তার, অঙ্গনা আশ্রয় চায়॥ (৬৫৮)

বেহাগ বারোঁয়া—একতালা।

নাচে বাহু তুলে, ভোলা ভাবে ভুলে, বব-বম্‌ বব-বম্‌ গালে বাজে।
রজত ভূধর, নিন্দি কলেবর, শশাঙ্ক সুন্দর ভালে সাজে॥
প্রেমধারে ত্রিনয়ন ছল ছল, ফণী ফন্ন ফণা, জাহ্নবী কল্‌ কল্‌;
জটা জলদজাল মাঝে॥ (৬৫৯)

কাফি কানেড়া—কাওয়ালী।

চাঁচর চিকুর আধ, আধ জটা জাল।
আধ গলে বনমালা দোলে, আধ হাড় মাল॥
আধ ভালে অলকা সাজে, আধ ভালে চাঁদ বিরাজে ;
নব জলধর আধ কলেবর, আধ শুভ্র রজত-শিখর ;
পীত বসন, আধ ছাঁদন, আধ বাঘছাল॥ (৬৬০)

(গিরিশ ঘোষের "ধ্রুব-চরিত্রের" গীত।)

জয়জয়ন্তী মোল্লার—যৎ।

গরজে নববারিদ, শুন খেল সৌদামিনী।
খেল খেল মেঘমাল,
সোহাগে মেঘে খেল লো সোহাগিনী॥
হের আঁধার ঘোর মম অন্তর সম,
চমকি ভ্রম আমোদিনী,—
মৃদুহাসি ভালবাসি, আমি স্বামী কাঙ্গালিনী॥ (৬৬১)

সাওন মোল্লার—আড়াঠেকা।

কেন কাঁদ যামিনী।
বল কি বেদনা তোর আমিও দুঃখিনী॥
কেন গো মলিন বেশে, তারা শশী নাহি কেশে,
আর কাঁদি উন্মাদিনী, আমি উন্মাদিনী॥ (৬৬২)

ইমন—আড়াঠেকা।

শুন শুন সমীরণ ;
হৃদী ভেদী বহে শ্বাস তাপিত গহন।

এ ঘোর আঁধার সম আঁধার অন্তর মম,
নাহিক রোদনধারা, দহে হুতাশন ॥ (৬৬৩)

রামকেলী—কাওয়ালী।

দেখিতে দেখিতে লুকাল ;
বিনোদে বিদায় দিয়ে নিভিল নয়ন আলো।
আসে বা না আসে ফিরে, আশে ভাসি আঁখিনীরে;
ভুলিব না ব'লে গেল, ব'লে গেল তবু ভাল ॥ (৬৬৪)

কাফি ঝিঁঝিট—খাম্বাজ।

ছাড় মান ধরনা পায়, নইলে নাগর মান যাবেনা।
না হ'লে মানিনী তো, বদন তুলে আর চাবেনা ॥
সেধনা করি মানা, তুমি নারীর মান জাননা,
সহজে মান গেলে হে, মান ফিরেতো আর পাবেনা ॥ (৬৬৫)

বেহাগ খাম্বাজ—একতালা।

দেখ হে দেখ বদন মেঘ হ'তে চাঁদ বেরিয়ে এল।
ছি ছি হে ভুলে গেলে, অধর সুধা উছলে গেল ॥
তুমি ত প্রেম জান না, বলে দিলে তাও মাননা,
কত আর সয় হে বল, মান করে ত প'ড়েছেল ॥ (৬৬৬)

অহং খাম্বাজ—কাওয়ালী।

দুলে দুলে খেলে রাঙা পাতা, ধ্রুব খেলিতে যায়,
খেলে ধ্রুব খেলে, কত পাখীতে গায়।
মা বলে দেছে, নেচে নেচে, ধ্রুব খেলে কাছে,
ধ্রুব রাঙ্গা রবি পানে চায় ॥ (৬৬৭)

কাফি সিন্ধু—একতালা।

ফুটিলে ফুল ধ্রুব তোলে না।
ফুলে পূজা হবে তাতে ভোলে না॥
ধ্রুব রাজার ছেলে, মা দেছে বলে,
ধ্রুব বলিতে খেলিতে ধায়॥ (৬৬৮)

অহং খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ওমা হ'ল না দেনা মা, দেনা ভূষণ।
আমি রাজার ছেলে কেন নাইকো বসন॥
ওমা হাসে তারা, ওগো দেগো ত্বরা,
হাসে সবে মিলে, মাগো লাজ পায়॥ (৬৬৯)

বারোঁয়া—কাওয়ালী।

যাবে কি না যাবে ধ্রুব ভাবে,
নাই বসন ভূষণ ধ্রুব লাজ পাবে।
চাবনা আর কেন কাঁদাব মায়॥ (৬৭০)

বারোঁয়া খাম্বাজ—একতালা।

বলে শিশু মিলে, বাবা নেবে কোলে,
ধ্রুব যাবেগো রাজসভায়।
ওমা দে মা বিদায়॥ (৬৭১)

সুরট খাম্বাজ—একতালা।

আনিলে বসন ভূষণ মা কাঁদিবে না;
যদি মানা করে, আমি বলিব না।

মনে মনে নিই বিদায় পায় ॥
রাঙা পাতা দোলে, ধ্রুব নাহি খেলে,
বসন ভূষণ ধ্রুব আনিতে যায়।
চলে রাজসভায় ॥ (৬৭২)

ছায়ানট—ধামার।

প্রেমে ডাক হরি ব'লে, বাঁধা হরি প্রেমের বাঁধে।
প্রেমের হরি,—
প্রেমে কাঁদে যারে তারে প্রেমনে সাধে ॥
মন প্রাণ সঁপ্‌লে পায়, দয়াল হরি ঠেক্‌বে দায়,
বড় দয়াল হরি রে,—
প্রাণের হরি, প্রাণ জুড়াবে, প্রাণ দে কেনো প্রাণের সাধে ॥ (৬৭৩)

মোল্লার ঝিল্লা—একতালা।

আয়রে আয় হরি ব'লে, বাহু তুলে নেচে আয়।
ডাক্‌লে হরি রইতে নারে, রাখ্‌বে তোরে রাঙা পায় ॥
কাজ কিরে আর ছার কামনা, হরি পদে প্রাণ সঁপনা,
হরিনাম কারু নয় মানা,—
হরি নামের পণে. হরি কেনে, নামের গুণে তরে যায় ॥(৬৭৪)

অহং বাহার—একতালা।

বাজে গায় মলয় মারুত, বল্ যেন সই বয়লো ধীরে।
ফুলে আজ গন্ধ ভারি, সয়না লো সই মাথার কিরে ॥
সাধে কি পড়ি ঢ'লে, চলা কি যায় মেঘের চলে,
কান গিয়েছে পাখীর গানে, মন সরেনা যাব ফিরে ॥ (৬৭৫)

চেতা যোগীয়া—কাওয়ালী।

যাব যাব ফিরে ফিরে চাব,
হ'লে চোকে চোকে আঁখি ফিরাব লো।
ধীরে মধুর মঞ্জরী বেজে যাবে,
কেবা হেন নাহি ফিরে চাবে,
হেরে কবরী প্রাণে লো ব্যথা পাবে,
প্রাণ ঢালিবে পায়, ল'য়ে চলে যাব॥ (৬৭৬)

ঝুম্ ঝিল্লা—একতালা।

নাচ বনমালী, দিব করতালি, শুনিব নূপুর বাজিবে পায়।
হরি ব'লে ধ্রুব নেচে চলে, হরি ব'লে ধ্রুব প্রাণ জুড়ায়॥
নাচ হরি হেরি নয়ন ভরি, পরাণ ভরি ডাকি হরি হরি,
ধ্রুব ভালবাসে, পীতবাসে প্রাণ দেখিতে ধায়।
বাঁকা শিখি পাখা, দুটি নয়ন বাঁকা,
কিবা অলকা তিলকা রেখা,
পায়ে পায়ে বাঁকা শ্যাম দাঁড়ায়, ধ্রুব ও দুটি চায়॥ (৬৭৭)

আশা ভৈরবী—কাওয়ালী।

হরি শ্যাম মুরলীধারী।
পীতবসন, নীলাঞ্জন বঙ্কিম বনচারী॥
নটবর কিবা অধরে হাসি, প্রেমে বাজে মোহন বাঁশী,
রঞ্জন বনকুসুম-মালী, মোহন মুরারি॥ (৬৭৮)

(গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "চৈতন্য লীলা" বা
"নিমাই-সন্ন্যাস" সঙ্গীত।)

দেশ মিশ্রিত—একতালা।

কেশব কুরু করুণা দীনে, কুঞ্জ কাননচারী;
মাধব মনোমোহন, মোহন মুরলীধারী।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার॥
ব্রজকিশোর কালিয়হর কাতর ভয়ভঞ্জন,
নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকাহৃদি-রঞ্জন।
গোবর্দ্ধন-ধারণ, বনকুসুম-ভূষণ, দামোদর কংস-দর্পহারী;
শ্যাম রাস-রস-বিহারী!
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার॥ (৬৭৯)

দেশ মিশ্র—একতালা।

কার ভাবে গৌউর বেশে যুড়ালে হে প্রাণ।
প্রেম-সাগরে উঠলো তুফান, থাক্‌বে না আর কুলমান॥
মন মজালে গৌউর হে।
ব্রজ-মাঝে রাখাল-সাজে চরালে গোধন,
ধর্‌লে করে মোহন বাঁশী, মজ্‌লো গোপীর মন।
ধ'রে গোবর্দ্ধন, রাখ্‌লে বৃন্দাবন,
মানের দায় ধ'রে গোপীর পায়, ভেসে গেল চাঁদবয়ান।
মন মজালে গৌউর হে॥ (৬৮০)

দেশ মিশ্রিত—যৎ।

একাধারে রাধাকৃষ্ণ বিরাজে।
শ্যাম সেজে কাঁদালে রাধা, কাঁদ হে গৌউর সাজে॥

দ্যাখরে প্রেমের খেলা মন আমার,
আনন্দে ভাস্‌ল ধরা এল গোউর চাঁদ,
মন মজালে মোহন বেশে, পাত্‌লে প্রেমের ফাঁদ।
হরিনাম রট্‌লো রে দেশে, প্রেম বিলাবে প্রেমনীরে ভেসে,
পিবে সুধা প্রাণ পদরাজীব রাজে,
দাঁড়াবে বাঁকা হ'য়ে হৃদয় মাঝে,
দ্যাখরে প্রেমের খেলা মন আমার॥ (৬৮১)

বিভাষ—একতালা।

কাঁহা মেরি বৃন্দাবন, কাঁহা যশোদা মাই।
কাঁহা মেরা নন্দ পিতা, কাঁহা বলাই ভাই॥
কাঁহা মেরি ধবলী শ্যামলী, কাঁহা মেরি মোহন মুরলী,
শ্রীদাম সুদাম রাখালগণ, কাঁহা মে পাই।
কাঁহা মেরা যমুনা তট, কাঁহা মেরা বংশীবট,
কাঁহা গোপনারী মেরি, কাঁহা হামারি রাই॥ (৬৮২)

টোরী ভৈরবী—একতালা।

জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র, জয় জয় ভব-তারণ।
অনাথত্রাণ, জীবপ্রাণ, ভীত ভয় বারণ॥
যুগে যুগে রঙ্গ, নব লীলা নব অঙ্গ,
নব তরঙ্গ, নব প্রসঙ্গ, ধরা ভার ধারণ।
তাপহারী প্রেমবারি, বিতর রাস-রস-বিহারি,
দীন আশ, কলুষ নাশ, দুষ্ট ত্রাস কারণ॥ (৬৮৩)

বিভাষ মিশ্রিত—একতালা।

আমরা রাখাল বালক মাঠে ধেনু চরাই।
খিদে পেয়েছে খেতে দে মাই॥
নেচে নেচে খেলি গোঠে মাঠে, বেণু বাজাই মোরা হাটে ঘাটে,
তোরা ভিক্ষা দিবি মাগো এসেছি তাই।
দেনা মা যা দিবি আদর ক'রে, আদর ক'রে দিলে মনে ধরে,
দেরি কোরোনা মা, মোরা খেলিতে যাই॥ (৬৮৪)

বারোঁয়া মিশ্রিত—একতালা।

দেগো ভিক্ষা দে।
আমি নূতন যোগী ফিরি কেঁদে কেঁদে॥
ওমা ব্রজবাসী, তোদের ভালবাসি,
ওগো তাইত আসি, দেখ মা উপবাসী,
দেখ মা দ্বারে যোগী, বলে রাধে রাধে।
বেলা গেল যেতে হবে ফিরে, একাকী থাকি মা যমুনা তীরে,
আঁখি নীর মিশে নীরে,
চলে ধীরে ধীরে ধারা মৃদু নাদে॥ (৬৮৫)

সুরট মিশ্রিত—একতালা।

চন্দ্র কিরণ অঙ্গে নয় বামন-রূপধারী,
গোপীগণ মনোমোহন, মঞ্জু কুঞ্জচারী।
জয় রাধে শ্রীরাধে॥
ব্রজবালক সঙ্গ, মদন মান-ভঙ্গ,
উন্মাদিনী ব্রজ কামিনী, উন্মাদ তরঙ্গ,

দৈত্য-ছলন, নারায়ণ, সুরগণ ভয়হারী ;
ব্রজবিহারী, গোপনারী মান-ভিখারী।
জয় রাধে শ্রীরাধে॥ (৬৮৬)

টোড়ী ভৈরবী—একতালা।

আর ঘুমাওনা মন।
মায়াঘোরে কত দিন রবে অচেতন॥
কে তুমি, কি হেতু এলে, আপনারে ভুলে গেলে,
চাহরে নয়ন মিলে, ত্যজ কুস্বপন।
রয়েছ অনিত্য ধ্যানে, নিত্যানন্দ হের প্রাণে,
তম পরিহরি হের তরুণ তপন॥ (৬৮৭)

লুম্ মিশ্র—একতালা।

হারে রে রে রে ওঠরে কানাই।
বেলা হ'ল চল চল গোঠে যাই॥
আয়রে কানু আয়।
ওঠরে গোপাল, দাঁড়ায়ে রাখাল, পথপানে সবে চায়॥
বেলা হ'ল চল গোঠে খেলা করি,
কদমতলায় বাজাবি বাঁশরী, দাঁড়ায়ে পায় পায়।
বন ফুল তুলে সাজাব তোরে,
আয় আয় কানু উঠরে উঠরে,
ব্যাকুল ধেনু নাহি শুনে বেণু, কাননে নাহি যায়।
শুন হাম্বারবে তোরে ডাকে ধেনু, বনে যেতে নাহি চায়॥ (৬৮৮)

ভৈরবী মিশ্রিত—একতালা।

আমি প্রেমের ভিখারি, কে প্রেম বিলায় এ নদিয়ায়।
কে প্রেমের মাতাল, কে প্রেম ঢেলে দেয়, যে যত চায় তত পায়॥
প্রাণে প্রাণে শুনে কথা, তাইত আমি এলেম হেথা,
আমি দেশে দেশে বেড়াই ভেসে,—
ঠেকে গেছি প্রেমের দায়॥ (৬৮৯)

সুরট মিশ্রিত—একতালা।

কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণ সই।
দেবে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণ এনে দে, রাধা জানে কি গো কৃষ্ণ বই॥
ছি কি ক'রে মান সখি মরি মরি,
এলো, কোথা গেল এনে দে লো হরি।
আমার কালাচাঁদ, প্রাণের প্রাণের সাধ,
সই কি জাননা, কৃষ্ণ আননা,
ব'লো ব'লো তারে, রাধে প্রাণে মরে,
কালা বিনা রইতে পারি কই॥ (৬৯০)

সিন্ধুড়া খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

এল কৃষ্ণ এল ওই বাজে লো বাঁশরী।
সুখে শুক শারী, মুখোমুখী করি,
হের নৃত্য করে ঐ ময়ূর ময়ূরী।
মত্ত ভৃঙ্গ ধায়, সুখে পিক গায়,
হের কুঞ্জবন সুখে ভেসে যায়;
রাধা অভিলাষী, রাধা বলে বাঁশী,
বাঁশী ডাকে তোরে, উঠলো কিশোরী॥ (৬৯১)

খাম্বাজ মিশ্রিত—যৎ।

বাঁকা হ'য়ে দেখা দিয়ে কোথা লুকালে।
প্রাণ মন কেন মজালে॥
সাধে কি কাননে আসি, কেন হে বাজালে বাঁশী,
ছলে ভুলাইয়ে প্রাণ, অকূল মাঝে ভাসালে॥ (৬৯২)

ভৈরো মিশ্রিত—একতালা।

প্রাণ ভ'রে আয় হরি বলি নেচে আয় জগাই মাধাই,
মেরেছ বেশ করেছ, হরি বলে নাচ ভাই।
বলরে হরিবোল, প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল,
তোল্‌রে তোল্ হরিনামের বোল,
পাওনি প্রেমের সাধ, ওরে হরি ব'লে কাঁদ,
হেরিব হৃদয় চাঁদ,
ওরে প্রেমে তোদের নাম বিলাব,—
প্রেমে নিতাই ডাকে ভাই॥ (৬৯৩)

মঙ্গল মিশ্রিত—একতালা।

এমন সুধার হরিনাম হরি বলনা।
সাধের পণে কিন্‌বি হরি, সাধ্ কেন তোর হ'লনা॥
পাপী তাপী নাইক রে বিচার, হরি ডাক্‌লে পরে তার,
করুণার তুলনা নাই আর;
নামে হও মাতোয়ারা, মিছে মদে ভুলনা॥ (৬৯৪)

কাফি বারোঁয়া—একতালা।

অপার হরিনামের মহিমা।

প্রাণ কর শীতল, বোল হরিবোল,
ঘুচ্‌বে মনের কালিমা ॥
হরিনামের রসে পাষাণ গলে, আয় ডাকি আয় হরি ব'লে,
হরি ব'লে ভবে যাই চলে ;—
হরি হৃদয় মাঝে উদয় হবে, হরিপ্রেমের নাই সীমা ॥ (৬৯৫)

খাম্বাজ মিশ্রিত—একতালা।

হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়।
আমি ভবে একা, দাও হে দেখা, প্রাণসখা রাখ পায় ॥
কালশশী বাজালে বাঁশী, ছিলাম গৃহবাসী ক'রলে উদাসী,
কুল ত্যজে হে অকূলে ভাসি ;
হৃদিহারী কোথায় হরি, পিপাসী প্রাণ তোমায় চায় ॥ (৬৯৬)

(গিরিশ ঘোষের "পূর্ণচন্দ্রের" সঙ্গীত।)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

যে ধর্‌তে পারে ধরা দিই তারে।
বাঁধা থাকি বিনি সূতোর সোহাগের হারে ॥
নইলে পরে ম'জতে পরে, সাধ ক'রে সই মন কি সরে,
থাক্‌তে বশে, পড়বো ফাঁসে, যেচে কার্ তরে,
জোরে মন কেড়ে নিতে, যে পারে সই সে পারে ॥ (৬৯৭)

বাহার—ভরতঙ্গা।

এসেছে নবীন সন্ন্যাসী।
আঁখিতে দেয় লো ফাঁকি, হাসিতে পরায় ফাঁসি ॥
ছি ছি লো হ'ল একি দায়,
ঘন ঘন কেন যোগী মুখের পানে চায়,

কে জানে কি আছে মনে কাজ কি স'রে আয় ;—
উদাসী নাগা নিয়ে অকূলে কেন ভাসি।
শেষে ছাই মাখ্‌বো কি ছাই, ভালনাত এ হাসি ॥ (৬৯৮)

কেদারা—কাওয়ালী।

জয় পরমেশ্বর্‌ পরম ভিখারী।
কল্প মেরু [illegible] যোগ আচারী ॥
তরুতল আলয়, বসন দিশাচয়,
ভীত নিরাশ্রয় ভবভয়হারী।
হর করুণা কর, বরদা ভয়হর,
মদনমানহর শিব শুভকারী ॥ (৬৯৯)

মিশ্র সিন্ধুড়া—কাশ্মিরী খেমটা

ধরাত দেয়না হাওয়া, ফুলে ফুলে চ'লে যায়।
একলা খেলে, একলা চলে, মন যেথা তার ধায় ॥
হাওয়া কারর্‌ কথা রাখে না, মন ছোটেত একটু থাকে না,
উষার বরণ, চাঁদের কিরণ, গায়ে মাখে না।
এই ধীর জলে কমল দোলে, ওই নাচে লহর মালায় ॥ (৭০০)

(গিরিশ ঘোষের "সীতার বনবাসের" গান।)

সোহিনী বাহার—জলদ তেতালা।

পিক কুহু বোলে, মুঞ্জ কুঞ্জ দোলে, মধুর সমীর বহে ধীরে।
ফুল্ল দিনকর, ফুল্ল সরোবর, ফুল্ল রতনরাজী নীরে ॥
শ্যাম ধরণীতল, শ্যাম তরুদল, কুসুম ভূষণ শিরে।
ফুলকুল আকুল, আকুল অলিকুল, ভ্রমিছে চুমিছে ফিরে ফিরে।
ফুল আকুল ছুলিছে সমীরে ॥ (৭০১)

ভীমপলশ্রী—একতালা।

সদা মনে হারাই হারাই।
কি আছে কপালে ভাবি তাই ॥
কত কথা পড়ে মনে, কিশোরে সঙ্গিনী সনে,
গিয়েছে সে দিন আর, সে দিন তো নাই।
পড়ে মনে রাম সনে, ভ্রমণ বিজন বনে,
মায়ামৃগ-ছায়া হেরি হৃদয়ে ডরাই।
তাই প্রাণ শিহরে সদাই ॥ (৭০২)

বাহার খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কত নেচেছি লো ময়ূরী সনে।
ফুল্ল প্রাণে, মরি মধুর তানে,
কত গাইত শাখী শিরে পাখীগণে।
ফুলকুলে, সখি ছলে,
হাসি হাসি সম্ভাষি প্রাণ খুলে,
হাসি হাসি, আঁখিনীরে ভাসি,
কিশোর কথা কত জাগিত মনে।
নাথ সনে, সখি গহন বনে ॥ (৭০৩)

বিহঙ্গড়া—জলদ একতালা।

তুলি জাতী যূঁথি মালা গাঁথির সই।
মল্লিকা মালতী, তারকা জিনি ভাতি,
তুলি বেলা, গাঁথি মালা,
দিব প্রেমভরে প্রেমময়ী।

পারুলে বকুলে, অঞ্চল ভরি ফুলে,
যতনে বাঁধিয়া দিব বেণী।
চম্পক টগর পরিমল তর তর,
সারি সারি ফুল্ল নলিনী।
হর্ষে ফুল্ল ফুলকুল বাস অবচই ॥ (১০৪)

আশোয়ারী—আড়াঠেকা।

লজ্জা রাখ শিবরাণী, ওমা লজ্জানিবারিণী।
গর্ভবতী পতিহারা বনমাঝে পাগলিনী ॥
ঘোরা যামিনী, দুখিনী একাকিনী, চিত চমকে মা তমনাশিনী।
বন শ্বাপদসঙ্কুল, ওমা পরাণ আকুল,
রাখ আকুল তনয়ারে তারিণী!
অবলায় রাখ গো রাঙা পায়, তারা তাপহরা দীনজননী ॥ (১০৫)

বেহাগ—আলাপ।

চিন্তামণি চরণাম্বুজ-রজ চিত,
ভুখা ভুখা রহো, পিও রাম নাম সুধা,
গায়ত রাম নাম, জপত রাম নাম,
বোলত রাম নাম, বদন ভরি ভরি,
ধনুধারি দাপ তাপ হারি,
নারায়ণ মদন মান মথন রে ॥ (১০৬)

মেঘ—একতালা।

চমকে চপলা চমকে প্রাণ, চাহ মা চপলাহাসিনী।
হাঁকিছে পবন, কাঁপিছে গহন, রাখ মা মহিমনাশিনী ॥

কড় কড় কড় কুলিশ নাদিছে, ভীম নিনাদিনী কলুষহরা ;
গরজে গরজে ঘন ঘন, দেখা দে বিন্দুবাসিনী ॥ (৭০৭)

রামকেলী—দাদ্‌রা।

রাম নাম গাওরে বনের পাখী।
প্রাণ ভরে আয় রাম ব'লে ডাকি।
রাম নাম গাওরে বীণে, নামের গুণে ভাসে শিলে,
রাম নাম গেয়েছিল বনের যত বানর মিলে।
শুহ প্রেমের ভরে নাম গেয়েছে,
পেয়েছে নীলকমল আঁখি ॥ (৭০৮)

মিয়ামোল্লার—দাদ্‌রা।

ডাকে পাখীগুলি, চল ফুল তুলি।
ধরি ধনু করে, শরে শরে, চল বাধিগে সরযূ ধারাগুলি ॥
চল গগনে পবনে রোধ করি, শত শত কৃত বাঁধি করী,
চল গিরি তুলি মাথি রণধূলি ॥ (৭০৯)

পূরবী—আড়াঠেকা।

মনতুঃখ শুন যামিনী।
শুন শুন তরুলতা, সীতার দুখের গাথা,
সমীরণ শুন শুন দুখিনী কাহিনী।
শুন শুন তারা মালা, তাপিত প্রাণের জ্বালা,
নিদয় বিধাতা শুন, কাঁদে অনাথিনী ॥ (৭১০)

শ্রীরাগ—আলাপ।

জয় জানকীরঞ্জন, জয় রঘুনন্দন,
জগজ্জন তারণ, জয় রাবণারি।
জয় বনচারী, জয় ধনুর্দ্ধারী,
হর ধনু ভঞ্জন, দুর্জ্জন শমন, মধুসূদন দর্পহারী॥ (৭১১)

সাহানা—ধামার।

নেহার নেহার হৃদি অরবিন্দমাঝে আনন্দ সাধু।
পূর প্রেমে-পুলকে ধাম গোলোক সম॥
রস তরঙ্গ খেলা, সীতা রাম লীলা,
চির বিহার ভকত চিত ফুল্ল সরোজে॥ (৭১২)

(রবীন্দ্রঠাকুরের "রাজা বসন্তরায়ের" গীত।)

ইমনকল্যাণ—কাওয়ালি।

বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ।
সকলি যে স্বপ্ন ব'লে হতেছে বিশ্বাস॥
এখন তো র'য়েছে রাত, এখন তো হয়নি প্রভাত,
এরি মধ্যে মিটলো কি হে, চন্দ্রাবলীর কুঞ্জের আশ॥ (৭১৩)

ভৈরবী—পোস্তা।

আজ তোমারে দেখ্‌তে এলেম, অনেক দিনের পরে।
ভয় নাহিক সুখে থাক, অধিক ক্ষণ থাকবোনাক,
এসেছি দু-দণ্ডের তরে।
দেখবো শুধু মুখখানি, শুনবো দুটি মধুর বাণী,
আড়াল থেকে হাসি দেখে, চলে যাব দেশান্তরে॥ (৭১৪)

ভৈরবী মিশ্রিত—আড়খেমটা।

মুখের হাসি চাপ্‌লে কি হয় প্রাণের হাসি চ'কে খেলে।
হৃদয়ের ভাব লুকিয়ে কি রয়, প্রেমের তুফান ঢেউয়ে চলে॥
লাজের শাসন মানে কি মন, শরম ভূষণ নারীর বলে,
(ওলো) ব্যথার ব্যথী হয় লো যে জন,
তারে কি ভুলাবি ছলে॥ (৭১৫)

(কেদার চৌধুরী।)

বিভাষ—আড়াঠেকা।

সারা বরষ দেখি নে মা, মা তুই আমার কেমন ধারা।
নয়ন-তারা হারিয়ে আমার অন্ধ হ'ল নয়ন-তারা॥
এলি কি পাষাণী ওরে, দেখবো তোরে আঁখি ভ'রে,
কিছুতেই থামে না যে মা, পোড়া এ নয়নের ধারা॥ (৭১৬)

টোড়ী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

ওরে যেতে হবে আর দেরি নাই।
পেছিয়ে প'ড়ে রবি কত, সঙ্গীরা তোর গেল সবাই॥
আয়রে ভবের খেলা সেরে, আঁধার ক'রে এসেছিরে,
বারে বারে পেছন ফিরে, কাহার পানে চাহিস রে ভাই।
খেল্‌তে এলে ভবের হাটে, নূতন লোকে নূতন খেলা,
হেথা হ'তে আয়রে সরে, নইলে তোরে মারবে ঢেলা।
নাবিয়ে দেরে প্রাণের বোঝা, আর এক দেশে চলরে সোজা,
সেথা নূতন করে বাঁধবি বাসা,
নূতন খেলা খেলবি সে ঠাঁই॥ (৭১৭)

ভৈরবী—যৎ।

আমার যাবার সময় হ'লো, আমায় কেন রাখিস্ ধ'রে।
চকের জলের বাঁধন দিয়ে, বাঁধিস্ নে আর মায়া-ডোরে॥
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি, ফিরিয়ে নে তোর নয়ন-ছুটি,
নাম ধরে আর ডাকিস্ নে ভাই, যেতে হবে ত্বরা করে॥(৭১৮)

টোড়ী—আড়াঠেকা।

ত্যজিলি মা বল গো শ্যামা কোন্ দোষে এ তনয়ারে।
জানিস্ তো মা নাথ বিনে নাহি ধ্যান হৃদ-মাঝারে॥
পতি সঙ্গ হ'য়ে হারা, সতী ক'দিন বাঁচবে তারা,
ভবদারা ভয়হরা হর এ আঁধারে;
মা মা বলে ডাকিব তোরে, কূল দেখিনে এ পাথারে।
মরবো তাতে আর না ডরি, থাকবো সেথা নাথে স্মরি,
জানি না মা এত ত্বরা ফুরাবে সুখ এ সংসারে,
অবলা ডাকিছে দুর্গে স্থান দে মা চরণে মোরে॥(৭১৯)
(কেদার চৌধুরী।)

খাম্বাজ—কাওয়ালী

কেন যোগীবেশে ভ্রম এ বিজন কাননে।
না জানি কোন্ অভাগিনী কাঁদে তোমা বিহনে॥
কেন ধরিয়াছ ধনু, ভ্রূভঙ্গে ফুলধনু,
কটাক্ষ কুসুম শরে কেবা স্থির ভুবনে।
অধরে সুধা রাশি রেখেছ কি গোপনে?

অমর নগরবাসী, তব প্রেম অভিলাষী,
চল হে হৃদয়ে ধরে লয়ে যাই যতনে,
নন্দন কানন মাঝে সুরগণ সদনে ॥ (৭২০)
(মেঘনাদ বধ।)

(কুঞ্জবিহারি বসু প্রণীত "শকুন্তলা" সঙ্গীত।)

লুম ঝিঝিট—একতালা।

হায়রে হায় মধুর মলয় বহিছে কেমন ধীরি ধীরি।
ফুলগুলি সব সোহাগ-ভরে দুল্‌ছে মরি ঘুরি ফিরি ॥
শুক সারি সব সোহাগভরে, প্রাণে প্রাণে সোহাগ করে,
পাপিয়াগুলি, তানটি তুলি, মার্‌ছে প্রাণে হীরের ছুরি ॥ (৭২১)

বিভাস—একতালা।

বোধো না বোধো না রাজা সরলা হরিণী।
ভীষণ শরেতে তব ও যে মরিবে এখনি ॥
মোদের মিনতি ধর, ধনু-শর পরিহর,
ভীষণ অগ্নি-বাণে, ও যে পুড়িবে নৃমণি ॥ (৭২২)

কল্যাণ—ঝাঁপতাল।

প্রণমি চরণে দেব আশীষ আমারে।
পুজি ও চরণ-যুগ নয়ন আসারে ॥
ত্যজিনু এ ধনু-শর, অপরাধ ক্ষমা কর,
কাহার আশ্রমে এনু, কহ হে কৃপা করে ॥ (৭২৩)

বেহাগ খাম্বাজ—দাদরা।

প্রাণের হাসি হেসে কুসুম মেশ গিয়ে প্রাণের সনে।
বহরে মলয়ানিল, বহ মধুর সুস্বনে॥
দেখ সখি দেখ এসে, কুসুমও লো ভালবাসে,
আপন প্রাণেশে তোষে, এ মধুব মিলনে॥ (৭২৪)

মূলতান বারোঁয়া—দাদরা।

বেঁছেছে প্রাণ, প্রাণসজনি, কেবা আগে দেখ লো।
(তারপর) ভালবাসা প্রাণের ভিতর গোপনেতে রেখ লো॥
মোদের কাছে লুকোচুরি, সাজে কি লো সহচরী,
(এখন) ভালবাসার কি মাধুরী, মোদের কাছে শেখ লো॥(৭২৫)

বাগীশ্বরী কানাড়া—মধ্যমান।

আঁধার করিয়া হৃদি চ'লে গেছে সেই জন।
যাঁর দরশন বিনা করে আঁখি বরিষণ॥
কাঁদ তরু কাঁদ লতা, গাও কেঁদে প্রাণের ব্যথা,
কাঁদগে বিহগ তথা, যথা মম প্রাণ-ধন।
মনের হরষে, সহচরী পাশে, আছে বসি অনুক্ষণ॥ (৭২৬)

খাম্বাজ—ঠুংরি।

রতনে রতনে মিলাব যতনে, জুড়াব নয়ন ওলো সহচরী।
ফুল্ল ফুলহারে বাঁধিব দোঁহারে,
প্রমোদে হেরিবে বিমান-বিহারী॥

প্রেমেরি লহরী, বহি ধীরি ধীরি,
প্রেমেতে মাতবে কিশোর কিশোরী।
সুখেতে মাতিব, সুখেতে ভাসিব,
মোরা লো সজনি যুগলে নেহারি॥ (১২৭)

সিন্ধু—দাদরা।

আহা মরি একি হেরি মধুর মিলন রে।
রতি পাশে-শোভে যেন মকরকেতন রে॥
পূর্ণিমার পূর্ণশশী, মধুরিমা পরকাশি,
সোহাগে চুমিছে যেন কুমুদী-বদন রে।
প্রমোদে হাসিছে আহা যুগল রতন রে॥ (১২৮)

কেদারা—কাওয়ালী।

কার কাছে রেখে গেলে দুঃখিনী সজনীগণে।
যারা না থাকিতে পারে ক্ষণমাত্র অদর্শনে॥
তুমিত মন-উল্লাসে, যাইতেছ পতি পাশে,
মোদের প্রাণান্ত হইবে শেষে, বিনা তব দরশনে॥ (১২৯)

সুরট পাহাড়ী—ঝাঁপতাল।

নন্দনকানন আজি হইল শ্মশান।
শুকাইল পারিজাত বিষাদ বয়ান॥
মলয় হইল লয়, প্রাণে আর নাহি সয়,
মন্দাকিনী মরুময় ব'লে হয় জ্ঞান।
বিনোদে বিদায় দিয়ে ত্যজিতে পরাণ॥ (১৩০)

ভৈরবী—মধ্যমান।

হায় কি হ'ল কি হ'ল আর সহিতে না পারি গো।
দুখিনী নয়ন-বারি কেমনে নিবারি গো॥
চরণে ঠেলিলে নাথ, কেন না করিলে হত,
নব জ্বালা দূরে যেতো, তব পদ স্মরি গো।
দাসীর দুর্গতি দেখ, দুর্গে দুঃখহারী গো॥ (৭৩১)

ইমন—দাদরা।

উঠ শশী গগনেরি ভালে আজি সুহাস বদনে।
বিষাদিনী কুমুদিনী প্রমোদিনী হোক হেরে সুচারু লোচনে॥
নিশির শিশির রাশি, কোমল কুসুমে বসি,
মুকুতার হার সম সুমধুর শোভনে।
ঢালিবে সুধার ধারা বিষাদিনী নয়নে॥ (৭৩২)

ঝিঁঝিট—কাহার্ব্বা।

মধুর মধুর মিলন, হের রে যুগল নয়ন,
চাঁদে চাঁদে আজি কিবা শোভিতেছে তপোবন।
চাঁদের লহরী ছোটে, চাঁদের কিরণ ফোটে,
চকোর সে সুধা লুটে, সুখেতে মগন।
হাস রে গগন চাঁদ হেরি এ যুগল চাঁদ,
পুরিল মোদের সাধ, হেরি রতনে রতন॥ (৭৩৩)

চতুর্দ্দশ খণ্ড।

যাত্রা-সঙ্গীত।

(জোড়াবাগান অবৈতনিক বান্ধব নাট্য-সমাজের
“রামবনবাস গীতাভিনয়” সঙ্গীত।)

হাম্বির—একতালা।

এ কি কুস্বপন।
কাঁপিছে হৃদি এখনো হইলে স্মরণ॥
যেন ঘোর অমারাতি, নিভেছে গগন বাতি,
চপলা চমকে মাতি, গরজিছে প্রভঞ্জন।
আঁধারে গ্রাসিল শশী, দেহের বন্ধন খসি,
শূন্য প্রাণ শূন্যে পশি, দক্ষিণে করে গমন॥ (৭৩৪)

বাহার মিশ্র—ঢিমে তেতালা।

প্রাণ ভরিয়ে ধন করি বিতরণ।
পূরাব মনের সাধ যা আছে মনন॥
যাহার যা প্রয়োজন, দিব অলঙ্কার ধন,
রাখিব না দীন হীন, রাজ্যে এখন।
অলঙ্কার রতন, যাচিলে ব্রাহ্মণগণ,
হবনা কুণ্ঠিত মন, দিতে কিছু দান॥ (৭৩৫)

গৌড় মল্লার—ঢিমে তেতালা।

ধরহ বচন হে সচিব প্রধান।
শুভ দিন আজি কর তুমি ঘোষণ॥
বল প্রজাগণে, পুলকিত মনে,
রহে নিশি দিন, মঙ্গল কারণে,
না রহে কেহ যেন বিষাদিত মনে;
প্রাণের রামে কালি দিব সিংহাসন॥ (৭৩৬)

পরজ মিশ্র—ঢিমে তেতালা।

লাজে মরি পূর্ব্ব বিবরণ হইলে স্মরণ।
যাপিনু যৌবন করি বৃদ্ধ মুখ দরশন॥
কৌশল্যা কাল সতিনী, হব তার পরাধিনী,
ভরত জীবনমণি, দাসের সমান;—
হেরিয়ে রামের পাশে, রবেনা মম জীবন॥ (৭৩৭)

নট বেহাগ—ঝাঁপতাল।

কেন বসন বদনে! ঢেকেছ বদন-চাঁদে এ শুভ দিনে।
রাম রতনে, দেখি সিংহাসনে, জুড়াব জীবন, উঠ সুবদনে॥
বৃথা অভিমান, সাজেনা এখন,
আজি না সাধিব আর, রহ অভিমানে॥ (৭৩৮)

পরজ—ঢিমে তেতালা।

হায়, এ কি ভাব তব উদয় অন্তরে।
কাঁপে যে মম পরাণ, এ ভাবে হেরি তোরে॥

না জানি কি ভাব আসি, তোমার অন্তরে পশি,
নাহি আর মুখে হাসি, ঘেরিয়াছে আঁধারে।
কেন শ্বাস ঘন ঘন, নিষ্পেষিত রে দশন,
কর ভাব সম্বরণ, বৃথা পরিহাস রে॥ (৭৩৯)

রামকেলি মিশ্র—ঢিমে তেতালা।

রাখ লো জীবন পতির (প্রিয়ে)।
পায়ে ধরি, প্রেমময়ী, কর মন স্থির॥
আর যত মন বাসনা, পুরাব প্রিয়ে কিবা কামনা,
প্রাণের রামের ভিক্ষা আমার।
কেমনে বলি পাপ বদনে, যাওরে রাম গহন বনে,
তখনি জীবন হইবে বাহির॥ (৭৪০)

ললিত ভৈরবী—একতালা।

ছিল একি কপালে হায়, লিখন বিধির রে।
কোন পাপে হেন তাপে দহিলে পরাণ রে॥
কেমনে কঠিন প্রাণে, বিমাতা বিষ বচনে,
সন্তানে পাঠালে বনে, জননী পাষাণী রে।
যাবে যদি বনবাসে, ত্যজনা ত্যজনা দাসে,
আর কোন্ সুখ আশে, রাখিব জীবন ;—
তপন তাপ নিভিবে, সাগর-বারি শুকাবে,
কভু না পদ ছাড়িবে, অভাগা লক্ষ্মণ রে॥ (৭৪১)

বিভাস—ঢিমে তেতালা।

রাজ্য সুখ সেবনে। (প্রিয়ে)
ত্যজিয়ে, গহনে যেওনা ধর বচনে॥

ননীর পুতলি কোমলতাময়, কেমনে কাননে হইবে উদয়,
আতপ-তাপে মরিবে শুকায়, দহিবে দুঃখ-দহনে।
হইবে মিলন আবার, রহলো গুণবতী ত্যজনা সংসার,
বেদনা দিওনা আর মিনতি আমার।
রহিল জননী সেবিও চরণ, ভুলিবেন হেরে তোমার বদন,
দেহলো বিদায় প্রেয়সী এখন, বললো চন্দ্রাননে॥ (৭৪২)

সিন্ধুড়া ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

করে ধরি প্রাণেশ্বর এ দাসীরে ত্যজনা।
তোমা বিনা এ দাসীর দেহে প্রাণ রবে না॥
তুমি যাবে বনবাসে, দাসী রবে কোন্ আশে,
প্রবোধিবে কোন ভাষে, প্রবোধত মানে না।
তোমা বিনা অভাগির, অন্ধকার এ সংসার,
ক্ষণ অদর্শনে নাথ, হৃদয়ে যে যাতনা ;—
লহ সাথে অধিনীরে দিওনা হে বেদনা॥ (৭৪৩)

মঙ্গল বিভাষ—আড়খেম্‌টা।

কেমনে ধরিব প্রাণ নাথ তব অদর্শনে।
বোধনা বোধনা আর ব'লে দারুণ বচনে॥
ভাসায়ে নয়ন নীরে, সুখী কি হবে অন্তরে,
ছাড়িয়া জীবনাধারে, রবনা জীবিত প্রাণে।
মর্ম্মর মর্ম্ম দাহনে, দহে অবলা জীবনে,
কেমনে যাবে গহনে, ধরিহে তব চরণে॥ (৭৪৪)

ললিত রামকেলি—ঢিমে তেতালা।

কি সাধ মিটিল সাধি বাদ হায়,
মরি যাতনায়, প্রাণ জ্বলে যায়।
(আহা) কেমনে জীবন-ধনে কাননে দিব বিদায়॥
না জানি দোষী তোর চরণে,
কি দোষে দিলি রে রামেরে বনে,
ওরে রে সতিনী, কাল ভুজঙ্গিনী,
রমণী জনম তুই পাইলি বল্ কোথায়॥ (৭৪৫)

আশোয়ারী মিশ্র—তেওট।

(বনে) পাঠায়ে রামেরে, দেহে আর কেন জীবন এখন।
ইচ্ছা করে ডুবি সাগর মাঝারে, তাহে যদি যায় এ দুঃখ দাহন॥
সেই শশীমুখ স্নেহের আধার, আঁকা হে রয়েছে হৃদয়ে আমার,
কত পাবে দুঃখ হায়, কেমনে সহিবে বিষম বেদন॥ (৭৪৬)

ভৈরবী—একতালা।

উঠ উঠ রাজন, ত্যজিয়ে ধরা শয়ন।
ধূলাতে লুণ্ঠিত মরি কেন মুকুট ভূষণ॥
অযোধ্যার রাজ্যেশ্বর, হ'য়ে রাজা দণ্ডধর,
ধূলিতে কেন ধূসর, ধরহে ধৈর্য্য এখন।
হলে পুনঃ শুভদিন, পাবে তব রাম ধন,
কর শোক সম্বরণ, হওহে সুস্থির মন॥ (৭৪৭)

ভৈরবী—একতালা।

বল প্রাণে কত সয়।
দুখে দেহ জ্বলে যায়॥
একি হ'লো হায়, হেরি শূন্যময়,
কেন না জীবন যায়।
পতি পুত্র ধনে, হারায়ে জীবনে,
কি ফল রে হায়!
সদা পড়ে মনে, সে চাঁদ বদনে,
ছায়া যেন আহা—হৃদয় দর্পণে;
বুঝি অভাগীর সুখ সাধ, মনে সকলি ফুরায়॥ (৭৪৮)

টোড়ি ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

কি হল কি হল হায়, নিভিল জীবন আলো।
তবে দেহে কেন প্রাণ, কিবা সাধ আছে বল॥
হায় রে হেরি নয়নে সকলি আঁধার;
শূন্য রাজ্য সিংহাসন, শূন্য রে অযোধ্যা হ'লো।
পাষাণী সতিনী, সাধ মিটিল তোমার,
রাজ্য-আশে বনবাসে পতি পুত্র সব গেল। (৭৪৯)

ললিত—পঞ্চমশোয়ারী।

কিবা শোভা মনোলোভা নয়নরঞ্জন।
সোহাগে মাধবী যেন তমালে হ'লো মিলন॥
হীরকে হেম যেমন, অথবা মণি কাঞ্চন,
সীতা পাশে সীতাপতি, মরি অপূর্ব্ব শোভন॥ (৭৫০)

(দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট—অবৈতনিক নাট্যসমাজের
"ব্রজলীলা-অবসান" সঙ্গীত।)

ইমনকল্যাণ—চৌতাল।

নমঃ বিদুষাং জননী।
মহেন্দ্র মনোমোহিনী, অজ্ঞান তিমির কলুষনাশিনী,
বেদ বিদ্যা প্রদায়িনী।
সাবিত্রী শর্ব্বাণী বাণী, ত্বং হি গায়ত্রী গীর্ব্বাণী,
বিষ্ণু মায়া বীণাপাণি, প্রণমামি নারায়ণী॥ (৭৫১)

ইমনকল্যাণ—তেওরা।

কি উপায়ে আর, ওহে সৃষ্টীশ্বর, রাখিবে সৃষ্টি তোমার।
বুঝি বা অকালে, যায় রসাতলে, হায় ধরা সহ সিন্ধু ধরাধর॥
দুরন্ত কংসের দুর্ব্বার প্রতাপে, আতঙ্কে অন্তর নিরন্তর কাঁপে,
কহ কতকাল আর হেন রূপে, সহিব যাতনারাশি আমি আর।
অসংখ্য পাপীর ঘোর পাপ ভার, নাহিক শকতি সহিবারে আর,
জর জর হের কলেবর মোর, হইতেছে হায়-বিধি নিরন্তর॥(৭৫২)

কেদারা মিশ্র—একতালা।

সদা কাঁপে হৃদয়।
না জানি বালিকা বাণী, শুনি কেন হয় এতই ভয়॥
অঘ বক বৃষ প্রলম্ব পূতনা, যে গেল ফিরে কেহ আর এলোনা,
বুঝিতে না পারি একি বিড়ম্বনা, এত কি ভীষণ গোপতনয়।
স্মরিতে বালকে শিহরে পরাণ, শুকায় শোণিত কাঁপে কায় ঘন,
শমন সমান হয় সদা জ্ঞান, কেশে ধরি যেন ফেলে ধরায়॥ (৭৫৩)

নট বেহাগ—ঝাঁপতাল।

শুন হে অসুরপতি আমার বচন।
অচিরে হবে যাহে তব অভীষ্ট সাধন॥
মথুরা নগরে করহে অতি সত্বরে,—
মহা আড়ম্বরে ধনুর্যজ্ঞ আয়োজন।
নিমন্ত্রণ করে, আনিয়ে শিশুরে,
স্বপুরে স্বকরে কর ত্বরায় নিধন॥ (৭৫৪)

সাহানা—ধামার।

কোথা বিপদবারণ শ্রীমধুসূদন।
সহে না পরাণে আর কারা-যাতনা দারুণ॥
দিবা-নিশি হাহাকারে, ডাকি তোমারে কাতরে,
এস হে হরি সত্বরে, কর ক্লেশ নিবারণ।
নহে বিষম যাতনায় বাহিরায় এ জীবন॥
নির্দ্দয় কংসের ঘোর অত্যাচার, নাহিক শকতি সহিবারে আর,
দারুণ পাষাণ-ভার, হৃদি সদা জর জর,
পুত্র শোকে দিবা নিশি দহিছে দোঁহার প্রাণ ;—
কর করুণানিধান এ বিপদে পরিত্রাণ॥ (৭৫৫)

পরজ বাহার—ঢিমে তেতালা।

দেখা দাও দুঃখিনী মায়ে শ্রীমধুসূদন।
বিপদে প'ড়ে দেবকী ডাকে তোমায় অনুক্ষণ॥
তুমি জগতের পতি, তোমার নামে যায় দুর্গতি,
পিতা মাতার এ দুর্গতি, কবে করিবে মোচন।

হ'য়ে তোমার জননী, হ'য়েছি কারা-বাসিনী,
যাতনায় বুঝি বাঁচিনি, যায় কৃষ্ণ এ জীবন॥ (৭৫৬)

ললিত ভৈরোঁ—একতালা।

কি আছে দেবর মম দিব হে তোমারে,
যা ল'য়ে যাবে গোকুলে মম রাম-কৃষ্ণ তরে।
শুনি মম নীলমণি, ভাল নাকি বাসে ননী,
যার লাগি মোদের ভুলে রয়েছে গোকুলপুরে।
সামান্য নবনী তরে, নন্দরাণী ধরি করে,
উদুখলে বেঁধেছিল নাকি বাছারে;
কারাগারে অভাগিনী, কোথা পাব হেথা ননী,
দুঃখিনী মা ব'লে তাদের বোলো যেন মনে করে॥ (৭৫৭)

ছায়ানট—সুরফাঁক্তা।

চন্দ্র চূড় শঙ্কর, শিব স্মর হর, শ্যামাধব দেব মহেশ,
বামদেব বিভূতি ভূষিত কলেবর।
দিগম্বর, ত্রিপুর অন্তক, পিনাকধর।
ত্র্যম্বক শূলি শম্ভু বিশ্ব বীজ বিশ্বেশ্বর॥
অশন ভাঙ আশুতোষ অজিনাশন,
মহাকাল পঞ্চানন পার্ব্বতীশ পরমেশ্বর;
হরি বিষাণ বাদক, বিভু শ্মশান নাটক,
ভকত জন রঞ্জন রুদ্র নমস্কার॥ (৭৫৮)

মাঝ মিশ্র—একতালা।

প্রভাত হইল নিশি উঠরে কানাই।
চূড়া ধড়া ত্বরা ক'রে পরে নে ওরে ও ভাই॥

দেখ বেলা হ'ল, সব রাখাল এ'ল,
কখন গোঠে যাবি বল ;—
দেখ—এসে তোর তরে দাঁড়ায়ে দাদা বলাই।
আয় আয় রে কানু, বাজা মোহন বেণু,
তবে তো যাবে সব ধেনু ;
পাছু পাছু নেচে নেচে যাব আমরা সবাই ॥ (৭৫৯)

ভৈরবী—একতালা।

চলরে প্রাণ-গোপাল।
সবে গোচারণে গহন বনে পায়ে পায়ে দিয়ে তাল ॥
লইয়ে ধেনুর পালে কুতূহলে,
নেচে নেচে হেসে হেসে যমুনার কূলে,
এসরে ভাই মিলি যত ব্রজরাখাল।
একবার হেলিয়ে দুলিয়ে বাজা ভাই বীণা,
উজান তুলিয়ে বহুক যমুনায়,
পুচ্ছ তুলি পাছু পাছু ধাউক ধেনুর পাল ॥ (৭৬০)

রামকেলি—ঢিমেতেতালা।

শূন্য করি যশোদা-হৃদয়।
গোচারণে আজি নীলমণি ঐ যায় ॥
শূন্য হৃদয়ে, হাতে ননী ল'য়ে, পথ পানে চেয়ে (হায়)
রহিনু দাঁড়ায়ে পাগলিনী-প্রায়।
দেখ মা শিবানী, কালী কাত্যায়নী,
কল্যাণী কুলকুণ্ডলিনী ;—
অকূলে গোপালে মম দিও পদাশ্রয় ॥ (৭৬১)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

আজ সকলে বনের মাঝে রাখাল-রাজে ক'র্‌বো রাজা।
আমরা যত ব্রজের রাখাল ভাই, সবাই মিলে হ'ব্‌ প্রজা॥
ঘুরে ফিরে তরুতলে, আন্‌বো পেড়ে মিঠে ফলে,
ভেট দিব ভাই কুতূহলে, বন-ফুলেতে ক'রবো পূজা॥ (৭৬২)

আলেয়া—আড়াঠেকা।

কব কি নারায়ণ।
বিদরে হৃদয়, সরে না মুখে বচন॥
বসুদেব দেবকীরে, শিকলে বাঁধিয়া করে,
রাখিয়াছে কারাগারে, বক্ষে চাপায়ে পাষাণ।
ধূলায় লুটায় কাতরে, হায় হায় হাহাকারে,
কৃষ্ণ ব'লে উচ্চৈঃস্বরে, কাঁদিতেছে অনুক্ষণ॥ (৭৬৩)

ভৈরবী—কাওয়ালি।

কি শুনি ভাই হ্যাঁরে কানাই যাবি নাকি মধুপুরে।
কালি প্রাতে হায়রে তোর সাধের গোকুল শূন্য ক'রে॥
কপট অক্রূর বলে, গেলি কিরে ভুলে,
কি দোষে ত্যজিয়ে হায় যাইবি সবারে।
তোমারে হইলে হারা, হইব প্রাণেতে হারা,
নিদয় হইয়া বল যাইবি কেমন ক'রে॥ (৭৬৪)

পাহাড়ী—একতালা।

কেন হেন অলক্ষণ করি নিরীক্ষণ।
উচাটন প্রাণ মন নাচে দক্ষিণ নয়ন॥

নিকুঞ্জ লাগে পিঞ্জর, ফুলহার বিষধর,
শূন্য হেরি চারিধার, কত ছাঁদে কাঁদে প্রাণ।
আকাশের রাকা শশী, লুটে:ভূমে পড়ে খসি,
রুষি যেন জলধর, করে অগ্নি বরিষণ॥ (৭৬৫)

সুরট জয়জয়ন্তী—একতালা।

কি দারুণ বাণী বৃন্দে হায় শুনাইলি মোরে।
হারাব প্রাণ-গোবিন্দে, শুনে হৃদয় বিদরে॥
শ্রীদামের অভিশাপে, স্মরি পুড়ি মনস্তাপে,
গোলোকের কথা যত সকলি জাগে অন্তরে।
প্রাণ বঁধু প্রাণ হরি, যাবে হায় মধুপুরী,
বুঝি আর সহচরী, হেরিতে পাব না তারে॥ (৭৬৬)

টোরী ভৈরবী—একতালা।

মাতঃ পায়ে ধরি।
নিমন্ত্রণ রক্ষা তরে, যেতে দাও মোরে মধুপুরী।
রাখালের সনে, রাজ ভবনে, দেখিতে বাসনা,
হইয়াছে মনে—তাই যাই, কেন ফেল আঁখি বারি॥
ননী দে মা ব'লে, পুনঃ যাব কোলে,
হাসিয়ে এখন নিমন্ত্রণ ছলে বল—
"যা গোপাল তবে ত্বরা করি॥" (৭৬৭)

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

ফিরায়ে ত্বরায় আন মোর নীলরতন।
নহিলে হে গোপরাজ, অভাগিনী যশোদা আজ ত্যজিবে জীবন॥

ক্ষণ না হেরিলে যারে, শূন্য হেরি এ সংসারে,
পাঠায়ে তাহারে, দূর মধুপুরে,
বলনা কি ক'রে রব আমি পুরে, প্রাণ ধরে।
গোপালের অদর্শন সবে না প্রাণে কখন॥ (১৬৮)

ললিত বিভাষ—যৎ।

প্রভাতে সারথি কোথা কর পলায়ন।
ফিরে দে যা কৃষ্ণধনে শোনরে বচন॥
রাহু-রূপী কংস-চর, নিঠুর ক্রূর অক্রূর,
গ্রাসিতে ব্রজের শশী ক'রনা যতন।
হরিয়ে গোপী-জীবন, হরিয়ে গোপী জীবন,
সাধিস্‌নে দারুণ বাদ করিরে বারণ।
ব্রজেশ্বরী ঐ শ্রীমতী, কররে তোরে মিনতি,
ভিক্ষা দেরে তার দূতীরে, ঐ কাল রতন॥ (১৬৯)

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

চিনেছি তোমারে আজি ওহে চিন্তামণি।
ছেড়ে দিব না আর, তব চরণ দুখানি॥
পঞ্চবটী হ'ল স্মরণ, স্মরণ্‌ হয় কি জগৎ শরণ,
ত্রেতার আশা কর পূরণ, নৈলে ত্যজিব পরাণী।
সুন্দরী সুন্দরী ব'লে, ডাকিলে যদি আমারে,
সুন্দরী করিয়া বাক্য সফল কর গুণমণি॥ (১৭০)

টোড়ি ভৈরবী—একতালা।

ছার প্রাণে প্রয়োজন,—
বল কিবা আছে আর দেবকীর এখন।

কৃষ্ণ ব'লে নয়নজলে ভাসিতে পারি না অনুক্ষণ॥
যে আশায় বাঁধিয়ে হিয়ে, আছি কারা-ক্লেশ স'য়ে,
এত দিন এ জীর্ণ কায়ে;
সে আশায় আজি হায়, হেরি নিরাশা নীরে মগন।
অভাগী দেবকী ব'লে, রামকৃষ্ণের মনে থাকিলে, হায় এতকালে-
তা হ'লে সে গোকুলে, ভুলে থাকিত কি তারা কখন॥ (৭৭১)

ভৈরবী—রূপক।

কিবা শোভা শোভিল।
জুড়াল যুগল আঁখি হেরিয়া যুগল॥
বাঁকার বামে শ্রীমতী, কাম বামে যেন রতি,
হেরি লাজ লাজে অতি দূরে পলাইল।
শ্যামের অঙ্গ নীলোৎপল, রাধা কনক কমল,
নবঘন কোলে যেন দামিনী খেলিল॥ (৭৭২)

(জোড়াসাঁকো অবৈতনিক গীতিনাট্যসমাজের "সীতাহরণ গীতাভিনয়ের" সঙ্গীত।

ভূপ কল্যাণ—চৌতালা।

বন্দে নারায়ণ।
দেব দেব আদিদেব ভুবনরাজমঙ্গল;
লজ্জানিবারণ বিঘ্নবিনাশন।
গাইব তোমার লীলা, আছে বড় বাসনা,
বিতরি প্রেম-প্রসাদ, পূর্ণ কর কামনা।
করুণা কর হে নাথ লয়েছি শরণ॥

কৃপানিধান, কৃপাবিধান,
এস দীনবন্ধো মঙ্গলনিদান ;
সর্ব্বলোকবন্দন বিশ্বরঞ্জন ॥ (৭৭৩)

বাহার—ধামার।

হের দেব পুরন্দর লীলা চমৎকার।
এখনি দেখিছ যাহা পরে না রহিবে আর ॥
হের এবে নবদল, শোভা করে ধরাতল,
ক্ষণ পরে ঐ স্থানে বহিবে রুধির ধার।
রাক্ষস সংহার ব্রতী, হইবেন রঘুপতি,
যাবে ভয়, রক্ষকুল হবে এবে ছারখার ॥ (৭৭৪)

বাহার খাম্বাজ—ঢিমেতেতালা।

হে দেবমণ্ডল, দেহ ভুজে বল, মিনতি চরণে সবার।
রাম পদাম্বুজে, এ দীন মানস, রহে হে যেন অনিবার ॥
আজি নিশি যোগে হইয়ে প্রহরী, রক্ষিব রাঘবে সংহারিব অরি,
করুণা করিয়ে, এ বর দিয়ে, পূরাও হে বাসনা আমার ॥ (৭৭৫)

ইমন ছায়া—একতালা।

না জানি কি হয় রণে প্রাণ আমার কেমন করে।
প্রসন্ন নয় ত বিধি, প্রতিবাদী সদাই মোরে ॥
বিনা সেই রাজীব চরণ, অভাগীর কি আছে ধন,
পেয়েছি মনমত ধন, পূজা ক'রে পাগল হয়ে।
দেখে আয় আছেন কোথায়, গুণধাম রাম দয়াময়,
কিছুতে বোঝেনা মন, একাকিনী থাকবো ঘরে ॥ (৭৭৬)

ঝিঝিট মিশ্র—একতালা।

আছে অভিশাপ, যাবে বীরদাপ, নরসহ যদি বাধে কভু রণ।
তাই করি মানা, যেওনা যেওনা, পূর্ব্ব কথা স্মরি রাখগো বচন॥
অতি ক্রোধমতি তব সহোদর, শুনিলে ঘটাবে প্রমাদ বিস্তর,
লোকলজ্জা ভুলে, আত্মগ্লানি তুলে,
কেমনে যাইবে দেখাতে বদন॥ (৭৭৭)

কাফি কানেড়া—কাওয়ালী।

সদা প্রাণ চায় রাখি হৃদয়ে তোমায়।
তিলেক হইলে হারা রবে কি জীবন॥
যবে কর তুমি গান, সুখে ভাসে ও বয়ান,
সলাজে কোকিলা দুঃখে ঢাকে লো বদন।
তব মুখ নেহারি, যত দুঃখ পাশরি,
মনে হয়না উদয়—আমি গহনচারি;
বড় ভালবাসি, তব মুখশশী,
বল ভালবাসি শুনি ভরিয়ে শ্রবণ॥ (৭৭৮)

হিন্দোল বাহার—ধামার।

দেহ ভিক্ষা যোগীরে সুলোচনে।
কালি হতে আছি আমি অনশনে॥
অস্তে গেলে দিবাপতি, ভিক্ষা নাহি লব সতী,
এই মম চির রীতি শুন সুন্দরী।
হের বুঝি নিশাপতি উদিত হল গগনে॥

বড় আশে তব স্থানে, আসিয়াছি সুবদনে,
দেহ দেহ রাখ মান, যাব বিজনে।
বিলম্বিলে কার্য্য নষ্ট, মহাকষ্ট পাব মনে॥ (৭৭৯)

রামকেলি বাহার—যৎ।

কোথায় শিব-সীমন্তিনী, সতীত্ব রাখ আমার।
একাকিনী বন-মাঝে হরে মোরে দুরাচার॥
তুমি না রাখিলে শিবে, অভাগিরে কে রাখিবে,
দীনদয়াময়ী নামে কলঙ্ক রবে তোমার।
কোথা রাম গুণধাম, নবদূর্ব্বাদল শ্যাম,
কোথায় লক্ষ্মণ শূর, কি দশা দেখ সীতার॥ (৭৮০)

পরজ মিশ্র—একতালা।

রাখ এই অলঙ্কার।
দেখা হ'লে দিও রামে বোল সমাচার॥
শূন্য ঘরে ছিনু নারী, রাক্ষসে করিল চুরি,
বোল বোল এই কথা শ্রীরামে আমার।
দেখ দেখ দেবতা সকল, আতঙ্কেতে পরাণ বিকল,
কেবা আছ কর ত্বরা সীতার উদ্ধার॥ (৭৮১)

ভেটিয়ারি মিশ্র—তেওরা।

ল'য়ে চল পক্ষীরাজে ভাইরে লক্ষ্মণ।
গোদাবরী তীরে গিয়ে করিব দাহন॥
পিতৃসখা পিতা সম, ছিলরে হিতৈষী মম,
পরলোক হেতু করি শ্রাদ্ধাদি তর্পণ।
হোল যা ছিল কপালে, আর কি আছেরে ভালে,
কোথা মা কৈকেয়ি, আসি কর দরশন॥ (৭৮২)

বাহার ভৈরবী—একতালা।

দেখ্‌বো কেমন রাখ্‌তে পার রাবণে।
ধরেছে সতীর কেশে আমি সতী না জানে॥
কেঁদেছে যত সীতা, রয়েছে প্রাণে গাঁথা,
ঘুচাব বসতি তার, মর্‌বে পাপী জীবনে।
তুমিতো পাগল ভোলা, জাননা নারীর জ্বালা,
যতনে রাখ্‌বো সীতায়, বিজন অশোক কাননে॥ (৭৮৩)

সিন্ধুড়া ভৈরবী—যৎ।

পায়ে ধরি প্রাণনাথ, আজি রণে যেওনা।
চির পদাশ্রিতা জনে অনাথিনী কোরনা॥
হেরিয়াছি কুস্বপন, নাচে দক্ষিণ নয়ন,
প্রাণ কাঁদে অনুক্ষণ, দাসী-বাক্য ঠেলনা।
তুমি বিনা অবলার, বল কেবা আছে আর,
কেমনে জানাব বল আজি মনোবেদনা।
কি ব'লে বুঝাব প্রাণে কিছুতে যে বুঝেনা॥ (৭৮৪)

টৌড়ি ভৈরবী—তেওরা।

যদি কহিতে আমারে দয়াময়, সীতা হরেছে রাবণ।
লঙ্কাপুরে গিয়ে, রাবণে বধিয়ে, করিতাম সীতা চরণে অর্পণ॥
সুগ্রীব সহায়ে জানকী উদ্ধার, হবে বহুশ্রমে জেন প্রভু সার,
গত হবে কত দিন, তবে হে পাইবে দিন,
সহজে না হবে রাবণ নিধন॥ (৭৮৫)

কুকুভ মিশ্র—যৎ।

শতধা হইয়ে বিদর রে হৃদয়।
আর যে যাতনা প্রাণেতে নাহি সয়॥
অনল আকর, দিনদেব তুমি ;
আসি দগ্ধ কর দেহ পাতকময়।
প্রাণকান্ত কোথা আসি শান্ত কর ;
জীবনান্ত কালে দেখা দাও দয়াময়॥ (৭৮৬)

আশা ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

রক্ষা কর মা হনুমানে।
দীনতারিণী, নিস্তারিণী, চাহ মা করুণা নয়নে॥
পতিতপাবনী শুনিয়ে কানে, তাইগো ভরসা হ'য়েছে প্রাণে,
অচিন্ত্য তব মহিমা জননি, তোমারে কে জানে॥ (৭৮৭)

টৌড়িঝিল্লা—একতালা।

কোথা পঙ্কজমুখী দুঃখিনী জানকী রহিল।
বুঝি এত দিনে সোনার কমল শুকাইল॥
আমা বিনা নাহি জানে, আছে কি জীবিত প্রাণে,
আর তো জ্বালা সহেনা প্রাণে ;
অনলে পশিব, সাগরে ডুবিব, তাহে যদি যায় যাতনা।
কেরে হেন নিদারুণ অতি, প্রাণের প্রাণে হরিল॥ (৭৮৮)

সিন্ধুড়া বাগেশ্রী—ধামার।

মনের সাধে দেখ আঁখি যুগলমিলন।
মরি মেঘের কোলে সৌদামিনী, কিবা শোভা অতুলন॥

পরমা প্রকৃতি, মহাশক্তি সতী,
বাঁধা সদা প্রেমে যাঁর ॥
মহারুদ্র রূপ, অনন্ত স্বরূপ,
সদানন্দ নির্ব্বিকার।
মহাশূলধারী, ত্রিপুরান্তকারী,
মহাদেব মূলাধার ॥
মহাবহ্নি ভালে, মহাশব্দ গালে,
ধ্যানাতীত ধ্যানাধার।
কেবা শক্তি ধরে, সহিবারে পারে,
মহারুদ্র নমস্কার ॥ (৭৯৫)

যোগীয়া ভৈঁরো—যৎ।

শঙ্কর শশাঙ্কধর, হর দুঃখ অবসার;
পড়িয়ে ঘোর বিপদে, চরণ করেছি সার।
পতি মোর ভ্রান্তিবশে, তব প্রতি সদা রোষে,
কৃপা চক্ষে চাও, সে ভ্রান্তি ঘুচাও, হুতাশে দহে অনিবার ॥
ভোলা ভূতপতি ভয় নিবার,
কলুষহারী করুণা কর, শিব শুভঙ্কর;—
তুমি অগতির গতি, ওহে পশুপতি, এ শঙ্কটে কর পার ॥ (৭৯৬)

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

সতী মম সাধনের ধন।
ভাবি তাই, বুঝি হারাই হারাই, নহে কেন প্রবোধ মানেনা মন ॥
বিজন কৈলাসে সতী হৃদে লয়ে, আছি সদানন্দে সদানন্দ হ'য়ে;
নাহি অন্য সাধ, কেন অকস্মাৎ, শূন্য হ'ল মম হৃদি-পদ্মাসন!

ইচ্ছাময়ী সতী, সতীর ইচ্ছায়, বার বার কত সৃষ্টি স্থিতি লয়,
সতীই সর্ব্বস্ব, সতীময় বিশ্ব, ভিখারীর ঘরে অমূল্য রতন॥ (৭৯৭)

ভৈরবী—সুরফাঁকতাল।

আকুল হৃদয়ে ভাসি, অকূল তুফানে।
কি আছে সতীর মনে, সতী বিনা কে জানে॥
শঙ্কায় হৃদি শুকায়, আশা বাঁধি নিরাশায়,
বিচঞ্চল মতি ধায়, প্রবোধ ত না মানে।
নীরবে নয়ন জল, বহিতেছে অবিরল,
দারুণ বেদনা রাখি, লুকায়ে প্রাণে প্রাণে॥ (৭৯৮)

খট-ভৈরবী—একতালা।

অনুমতি দাও যাব জনক ভবনে।
দেখিব সে কেমন যজ্ঞ শিব বিহনে॥
দেখিব এ ত্রিসংসারে, কেবা কত শক্তি ধরে,
শিব অপমান ক'রে বাঁচে জীবনে।
নিবারণ নাহি কর, এ মিনতি ধর ধর,
হাসিমুখে দাও হে বিদায়, ধরি চরণে॥ (৭৯৯)

সিন্ধুড়া-ভৈরবী—যৎ।

এস তবে প্রাণেশ্বরী কাঁদিয়ে দিনু বিদায়।
দে'খ দে'খ মনে রে'খ ভুলনা এ অভাগায়॥
চেয়ে আশাপথ পানে, রহিলাম শূন্য প্রাণে,
এই অশ্রুধারা যেন, চির সাথী নাহি হয়।
অন্তরের আলো মম, যেন না নিভিয়া যায়॥ (৮০০)

আশোয়ারি-টোড়ী — পঞ্চমসোয়ারী।

দেখ গো প্রসূতি তোমার সতী এসেছে।
(মায়ের) রাঙ্গা পায়ে রাঙ্গা জবা কিবা সেজেছে ॥
রতনে ভূষিত কায়, যেখানে যা শোভা পায়,
বুঝি কে বিজনে ব'সে সাজায়ে দিয়েছে।
অধরে মধুর হেসে, এল সতী এলোকেশে,
কেন মায়ের সোনার বরণ কালী হ'য়েছে ॥ (৮০১)

গুর্জ্জরি-টোড়ী — ঢিমেতেতালা।

(আমার) ভোলারে ভুলা'ও প্রবোধ বচনে।
বড় ছিল সাধ ঘুচাব বিবাদ,
(ওরে) এ বিবাদ ঘুচিবে না এ দেহ ধারণে ॥
আমারে বিদায় দিয়ে, আছে পথপানে চেয়ে,
আমি তার সে আমার সর্ব্বস্ব রতন ;
হ'লনা হ'লনা মোর সুখের মরণ।
না জানি এ চিরদাসী কত দোষী সে চরণে ॥ (৮০২)

টোড়ী-ঝিল্লা — একতালা।

কেন হৃদিসরসিজ শূন্য ক'রে ধূলাতে শয়ন।
বলনা কি দুঃখে আছ ম্লানমুখে মুদিয়ে নয়ন ॥
আয় সতী হৃদে আয়, অদর্শনে প্রাণ যায়,
হায় হায় একি হইল।
অকূল পাথারে, ভাসায়ে ভোলারে,
সতী-ধন কোথা লুকাল।

সতী হারা হ'য়ে, কি ধন লইয়ে,
ধরায় ধরিব জীবন ॥ (৮০৩)

টোড়ী ভৈরবী — ধামার।

হের শোভা মনোহর।
রতনে জড়িত যেন রজত ভূধর ॥
প্রাণ বিমোহিত প্রেম মিলনে,
প্রেমসুধা পিও, প্রেমিক জনে ;
পান কর সুখে, প্রাণ-চকোর।
বহুদিন পরে, অধরে হাসি,
জটিল শঙ্কর প্রেম উদাসী ;
আদরে উমারে, হৃদয়ে ধরি,
ঝর‍ঝর ঝরে, আনন্দ বারি,
আনন্দে বিভোর, সুর নর ॥ (৮০৪)

(কেদার গঙ্গোর "ভরত-বিলাপের" গান।)

লুম ঝিঝিট—কাওয়ালি।

বল যাদুধন, কেন হেরি বিরস বদন।
হাসি নাই চাঁদমুখে কিসের কারণ ॥
কি দুঃখে ও মুখশশী, হ'য়েছে যেন তমসী,
কহ বৎস গুণরাশি, জুড়াক জীবন।
অন্য মনে সদা কেন, শ্বাস বহে ঘন ঘন,
কি কারণ অশ্রুনীরে, ভাসে দুনয়ন ॥ (৮০৫)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ — কাওয়ালী।

বল গো জননী ধরি চরণে।
প্রজাগণ কেন সবে আছে সজল-নয়নে॥
পশু পক্ষী গাভীগণ, যেন করিছে রোদন,
নিরানন্দময় কেন, হেরি এ রাজভবনে।
সহৃদয় গুণময়, কোথা রাম দয়াময়,
অনুজ লক্ষ্মণ কোথা, কহ গো শুনি শ্রবণে॥ (৮০৬)

খাম্বাজ — মধ্যমান।

লহ বাছা সুখে রাজ্যধন।
তোরে দিয়ে এ সম্পদ, সুখী হ'ল প্রাণ মন॥
রামকে দিয়েছি বনে, লক্ষ্মণ সীতার সনে,
তুমি এখন সুখমনে, করহ প্রজাপালন।
বৈরীদল আছে যত, করহ সকলে হত,
আর বা কহিব কত, তুমি বাছা বিচক্ষণ।
ভাগ্যেতে ফলিবে হেন, আগে নাহি ছিল জ্ঞান,
কিন্তু ফলিল এক্ষণ, যাহা বিধির লিখন॥ (৮০৭)

জংলা — খেমটা।

সকল সুখে আমি সুখিনী।
সুধু মাত্র শোবার সময় চিত্ হতে পারিনি।
সোনা হীরা অলঙ্কারে, সাজায়েছি পৃষ্ঠোপরে,
তবু মনটা কেমন করে, বল্‌তে পারিনে।
মন-আশা যত ছিল, সকলি সফল হ'ল,
সুদু কুঁজ না ঘুচিল, এই দুঃখে বাঁচিনে॥ (৮০৮)

সাহানা—একতালা।

চলিল ভরত রাণী কৌশল্যার ভবনে।
শত্রুঘ্নেরে করি পাছে সন্তাপিত মনে॥
রাম শোকে কান্দে রাণী, বারি বহে নয়নে,
করিতে সান্ত্বনা চলে, মিলে ভাই দুজনে।
মা উঠ মা উঠ বলি. কান্দে ধরি চরণে,
বুঝি আমার রাম আলি, বলে রাণী স্বপনে।
আয় বাবা কোলে করি, বলি উঠে সঘনে॥ (৮০৯)

বিভাষ—আড়াঠেকা।

উঠ ওহে নরপতি, বোস রাজসিংহাসনে।
তোমা বিহনেতে মোরা, শূন্য দেখি দুনয়নে॥
ওহে নাথ তোমা তরে, কাঁদে সবে ঘরে ঘরে,
আবাল বৃদ্ধ যুবক, পুরবাসী নারীগণে।
একে রাম শোকানলে, হৃদয়েতে অগ্নি জ্বলে,
তুমিও এমন হোলে, কে পালিবে প্রজাগণে॥ (৮১০)

আড়ানা বাহার—কাওয়ালী।

চলিল ভরত দেশে আনিতে রঘুবরে।
তিন অক্ষৌহিণী ঠাট সহ ধীরে ধীরে॥
কোথা ক্ষিপ্ত অলঙ্কার, দেখি করে হাহাকার,
কোথা তৃণ শয্যা হেরি, স্বকর হানে শিরে।
বলে রাম দয়াময়, অযোধ্যা জীবন,
যে শোকেতে মম মন, দহে সদা জীবন,
কহিতে না পারি নাথ, মুখে বাণী না সরে॥ (৮১১)

মুলতান — আড়াঠেকা।

না জানি কে মায়া করি, আনিল কোথায়।
বিজন বিপিনে বুঝি, প্রাণে মরি হায়॥
মৃগ-বধ আশা করি, ভ্রমি নদ নদী গিরি,
এখন বিপাকে মরি, হ'য়ে নিরুপায়।
অলক্ষিত ভাবে মোরে, কে যেন বাঁধিছে ডোরে,
কে যেন বিন্ধিছে দেহ লৌহ-শলাকায়॥ (৮১২)

ঝিঝিট খাম্বাজ — কাওয়ালি।

কহিতে বিদরে যে প্রাণ।
তব শোকে অস্তমিত হ'য়েছেন অযোধ্যামণি॥
শূন্যাকার রাজ্য দেশ, ধরেছে শ্মশান বেশ,
নাহি সুখমাত্র লেশ, দিবসে যেন রজনী।
পশু পক্ষী নারী নর, কাঁদে সব নিরন্তর,
জীবন্মৃত সম আছে, জননী কৌশল্যা রাণী।
পায়ে ধরি গুণাকর, রাজ্যপদ রক্ষা কর,
হও রাজ্য-দণ্ডধর, কথা রাখ রঘুমণি॥ (৮১৩)

(নন্দলাল রায়ের "দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের" গীত।)

ইমন ভৈরবী—একতালা।

কেন হেন দুর্ম্মতি হইল রে দুর্য্যোধন।
এবে কুলক্ষণ, হইবে নিধন, যাইবে শমন-সদন॥
অক্ষক্রীড়া তব দুঃখের কারণ, ভবিষ্যৎ তুমি না কর চিন্তন,
বংশ ধ্বংস হেতু করিয়াছ মন, ঘটিবে নিশায় স্বপন।

মম বাক্য ধর—ত্যজ কুমন্ত্রণা, দ্রৌপদীরে কভু দিওনা যন্ত্রণা,
পরিহার কর অসত বাসনা, কুসঙ্গ কর বর্জ্জন ॥ (৮১৪)

ললিত—আড়াঠেকা।

কোথাহে দ্বারকাভূষণ মধুসূদন দেখ আসি।
তব দাসীর কি দুর্দ্দশা নয়নের জলে ভাসি ॥
তুমি যে ব'লেছ কৃষ্ণ, ঘুচাবে মম কষ্ট,
হায় আমার কি অদৃষ্ট, মন প্রাণ হয় উদাসী।
দুঃশাসনের দুঃ-শাসনে, বুঝি মরেছে জীবনে,
রজঃস্বলা একবসনে, হরে কুলমান রাশি ॥ (৮১৫)

টোড়ী—খেম্‌টা।

তুমি বল দেখি ভাই।
ওর জন্যে রাজ্যধন সকলি হারাই ॥
দেখ দেখি পাশা খেলে, সবে অকূলে ভাসালে,
উচিত কথা বল্‌তে গেলে, দোষ যে আমি পাই।
ছিলাম রাজ্য-অধিকারী, এক মুখে বল্‌তে নারি,
ওর বুদ্ধি ঘটে নাই ॥ (৮১৬)

ললিত—আড়াঠেকা।

হায় কি ঘটিল আজি একি বিধির বিড়ম্বনা।
এতদিনে কুরুকুল কখন আর রবে না ॥
দ্রৌপদীর প্রশ্নোত্তর, সভ্যগণ না দেন উত্তর,
হেরিলাম উত্তরোত্তর, বিপদের কামনা।
কর্কটেতে গর্ভ ধরে, কেবল মরিবার তরে,
আয়ুহীন হ'লে নরে, না থাকে সদ্বিবেচনা ॥ (৮১৭)

ইমন—পোস্তা।

এস এস ধর্ম্মরাজ শীঘ্র দ্যূতারম্ভ করি।
বিলম্বে কি প্রয়োজন অনিত্য সময় হরি॥
আমার কথাটি রাখ, ভাগ্যের পরীক্ষা দেখ,
এ হস্তেই সুখদুঃখ, জানিবে উত্তর কালেরি।
হৃষ্টচিত্তে করি খেলা, ঘুচাই হে মনের জ্বালা,
হ'য়েছে মন উতলা, আর ধৈর্য্য ধরিতে নারি॥ (৮১৮)

বাহার—আড়াঠেকা।

ভেবনা ভেবনা তুমি বনেতে কর গমন।
ভাবিলে আর কি হইবে, কর দুঃখ সম্বরণ॥
দেখনা যা দুঃখ সুখ, উভয়ই হয় প্রত্যক্ষ,
জলবিম্ব সম প্রায় বিনয় উদ্দীপন।
দেখগো হরিশ্চন্দ্র, প্রতাপেতে ছিলেন ইন্দ্র,
তার কি হইল দশা, জান সব বিবরণ॥ (৮১৯)

ইমন—খেমটা।

কোথায় গো মা কালী, ঘুচাও মনের কালি।
জঠরে যন্ত্রণা যে কালি, বলেছিলাম ভজব কালী,
এখন তাতে দিয়ে কালি, বসে আছি মেখে কালি॥
ভাবছি বসে মা ত্রিকালি, হলো আমার কি নাকালি,
যেতে হবে আজ কি কালি, চিরজীবি নহে কেহ চিরকালি॥ (৮২০)

(তিনকড়ি বিশ্বাসের "জয়দ্রথ বধের" গান।)

ললিত খাম্বাজ—মধ্যমান।

বিদায় দাও, বিদায় দাও, মাগো ধরি চরণে।
পতিহীনে রমণীর কি ফল আছে জীবনে॥
হলে শত পুত্রবতী, তবু সে অভাগ্যবতী,
রমণীর পতি গতি, শুনি বেদ পুরাণে॥ (৮২১)

ভৈরবী—আড়খেমটা।

বাছা দুর্য্যোধন, ত্যজ মনের বেদন, কেন শঙ্কা করিছ মনে।
কে আছে এমন বীর, জয়ী হবে মম রণে॥
যদি আসেন বজ্রপাণি, কিম্বা আসেন শূলপাণি
আমি কারে না মানি,—
শমনের শমন আমি, বিদিত এই ত্রিভুবনে॥ (৮২২)

ভৈরবী—আড়খেমটা।

ও বাপ যাদুমণি, দেখ্‌লে তোর মুখখানি, সদা ঝরে নয়নের জল।
আমি কি বাদ সাধিতে পারি, তোর উপর করি বল॥
কি করিব যাদুমণি, কুরু-অন্নে পালিত আমি,
যা বলে তাই শুনি,—
নৈলে কি তোর বৈরী হওয়া আমার উচিত হ'ল॥ (৮২৩)

ভৈরবী—কাওয়ালী।

সখা, কেন কেহ হে ভাবনা কর মনে।
আমি যে প্রেমেতে বাঁধা তোমাদের গুণে॥

যদি মনে করি সাধ, করিবারে তব বাদ,
তোমাদের বন্ধন ফাঁদ লাগে মম প্রাণে।
এক প্রাণ দেহ ভিন্ন, যে জানে সে অগ্রগণ্য,
তোমাদের করিলে মান্য, তায় রাখি নিজ মনে॥ (৮২৪)

ললিত—আড়াঠেকা।

জানি হে জানি হে হরি, তুমি বিপদ-কাণ্ডারি।
তুমি যদি বধ প্রাণে কি আছে উপায় তারি॥
যত আছে চরাচর, সকলি তোমার কর,
ইন্দ্র চন্দ্র আদি হর, ঐ চরণে আজ্ঞাকারি।
আমি অতি মূঢ়মতি, কি জানি মিনতি স্তুতি,
তোমার চরণে গতি, এই ভিক্ষা মাগি হরি॥ (৮২৫)

পঞ্চদশ খণ্ড।

কীর্ত্তন-সঙ্গীত।

(নিম্নলিখিত গীতগুলি বিদ্যাপতি রচিত।)

ধানশী।

সজনি ভাল করি পেখন না ভেলা।
মেঘমালা সঞে তড়িত লতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেলা॥
আধ আঁচর খসি, আধ বদনে হসি, আধই নয়ন তরঙ্গে।
আধ উরজ হেরি, আধ আঁচর ভরি, অন্তর দহই অনঙ্গে॥
একে তনু গোরা, কনক কটোরা, ও তনু কাঁচল উপাম।
হারে হরল মন, জনু বুঝি ঐছন, ফাঁস পসারল কাম॥
দশন মুকুতা পাঁতি, অধর মিলায়ত, মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা॥
বিদ্যাপতি কহ, অতয়ে সে দুঃখ রহ,
হেরি হেরি না পূরল আশা (৮২৬)

তিরোতা ধানশী।

অপরূপ রূপ রমণী মণি।
যাইতে পেখলু গজরাজ-গামিনী ধনি॥

নন্নুয়া বদনী ধনি বচন বোলসি হসি।
অমিয়া বরখে জন্নু শরদ পূর্ণিমা শশী॥
শিরীসকুসুম তনি, সিংহ জিনি মাঝা খিনি।
কুচছিরী ফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি॥
কাজরে উজোর ধয়ল নয়নবর।
ভ্রমর ভুলল জন্নু বিমল কমলদল॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সোবর নাগর।
রাইরূপ হেরি গর গর অন্তর॥ (৮২৭)

তুড়ি।

এ ধনি কর অবধান।
তো বিন্নু উনমত কান॥
কারণ বিন্নু ক্ষণে হাস!
কি কহয়ে গদ গদ ভাষ॥
আকুল অতি উতরোল।
হা ধিক হা ধিক বোল॥
কাঁপয়ে দুরবল দেহ।
ধরই না পারই কেহ॥
বিদ্যাপতি কহ ভাখি।
রূপনারায়ণ সাখি॥ (৮২৮)

সুহই।

শুন শুন মাধব কি কহব আন।
কাহার উপমা দিব পীরিতি সমান।

ক্ষিতি রেণু গুণি যদি আকাশের তারা।
দুই হাতে সিঞ্চি যদি সিন্ধুক বারা॥
অচল চলয়ে যদি চিত্র কহে বাত।
কমল ফুটয়ে যদি গিরিবর মাথ॥
দাবানল শীতল হিমগিরি তাপ।
চাঁদ যদি বিখ ধরে সুধা ধরে সাপ॥
পূরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদিত।
তবু বিপরীত নহে সুজন পীরিত॥
ভণই বিদ্যাপতি শিবসিংহ রায়।
অনুগত জনেরে ছাড়িতে না জুয়ায়॥ (৮২৯)

ভূপালী।

হাতক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানি!
জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি।
তুহুঁ কৈছে মাধক কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কর দুঁহু দোঁহা হোয়॥ (৮৩০)

পঠমঞ্জরী।

আজি কেন তোমায় এমন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥

অঙ্গে মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা॥
দৈব অবঘাত হৈয়াছে পারা।
সঘনে গগনে গণিছ তারা॥
যদি বা না কহ লোকের লাজে।
মরমি জনার মরম বাজে॥
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবরে দিয়াছি সাখি॥
বিদ্যাপতি কহে এ কথা দৃঢ়।
গোপত পীরিতি বিষম বড়॥ (৮৩১)

গান্ধার।

ছোড়ল আভরণ মুরলী বিলাস।
পদতলে লোটায় সো পীতবাস॥
যাক দরশ বিনা ঝরয়ে নয়ান।
অব নাহি হেরসি তাক বয়ান॥
সুন্দরি তেজহ দারুণ মান।
সাধয়ে চরণে রসিকবর কান॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সময় বসন্ত।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রসবন্ত॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ প্রেম সাংগাতি।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সুখময় রাতি॥
আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত।
জনম গোঙায়বি রোই একান্ত॥

বিদ্যাপতি কহে প্রেমকি রীত।
যাচিত তেজি না হয় সমুচিত ॥ (৮৩২)

গান্ধার।

হরি কি মথুরাপুর গেল।
আজু গোকুল শূন্য ভেল ॥
রোদিতি পিঞ্জর শুকে।
ধেনু ধায়ল মথুরাপুর মুখে ॥
অব সোই যমুনাক কূলে।
গোপ গোপী নাহি বুলে ॥
কাম সাগরে তেজব পরাণ।
আন জনমে হব কান ॥
কানু হয়ব যব রাধা।
তব জানব বিরহক বাধা ॥ (৮৩৩)

শ্রীরাগ।

কত দিন মাধব, রহব মথুরাপুর,
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি, নখর খোয়লু,
বিছুরল গোকুল নাম ॥
কাহে কহই এ সংবাদে।
সোঙরি সোঙরি লেহা, ক্ষীণ ভেলা মঝু দেহা,
জীবনে আছয়ে কিবা সাধে।
পূরব পিয়ারলী নারী, হাম আছিনু,
অব দরশন সন্দেহা।

ভ্রমর ভ্রময়ে ভ্রমি, সবহুঁ কুসুমে রমি,
না তেজয়ে কমলিনী লেহা॥
আশ নিয়ড়ে করি, জীউ কত রাখব,
অব জিউ করল পয়ান।
ভুবন ভরি হরি, অপযশ পায়ব,
যশ পায়ব পাঁচ বাণ॥ (৮৩৪)

ধানশী চঞ্চুপুট।

নাহ দরশ সুখ বিহি কৈল বাদ।
অঙ্কুরে ভাঙ্গল বিনু অপরাধ॥
সুখময় সায়র মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতকী মরি গেল॥
আন কয়ল হিয়ে বিহি কৈল আন।
অব নহি নিকসত পাপ পরাণ॥
এ সখি বহুত কয়ল হিয় মাহ।
দরশন না ভেল সুপুরুখ নাহ॥
শ্রবণহি শ্যামনাম করু গান।
শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ॥
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী।
মরণ সমাপন প্রেম বিথারী॥ (৮৩৫)

জয়জয়ন্তী।

হে সখি আমারি দুঃখের নাই ওর।
এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর॥

গরজিত ঝম্পি ঘন, সন্ততি গগন ভরি,
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন, কাম দারুণ,
সঘন খরশর হন্তিয়া॥
দরকি দামিনী, ঘোর চৌদিশ,
অম্বুধর গরজন্তিয়া।
কিয়ে কামিনী, শমন মনসিজ,
খর্গ খরতর হন্তিয়া॥
কুলিশ কত কত, পাত শত শত,
মোয় নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাহুরী, ডাকে ডাহুকী,
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির ভর অতি, ঘোর যামিনী,
দরকে দামিনী পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ, কৈছে গোঙায়বি,
সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া॥ (৮৩৬)

গান্ধার-শ্রীরাগ।

আজু রজনি হাম, ভাগি গোঁয়ায়লু,
পেখলু পিয়ামুখ চন্দা।
জীবন যৌবন, সফল করি মানলু,
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা।
আজু মঝু গেহ, গেহ করি মানল,
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা॥

আজু বিহি মোহে, অনুকূল হোয়া,
ছুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব, লাখ ডাকউ,
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব, লাখবান হউ,
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অবহুঁ ন যঁবহু, মোহে পরিহোয়ত,
তঁবহু মানব ধনি দেহা।
বিদ্যাপতি কহ, অলপ ভাগী নহ,
ধনি ধনি তুহু নব লেহা॥ (৮৩৭)

(নিম্নলিখিত গীতগুলি চণ্ডীদাস বিরচিত।)

কামদ।

সোই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম?
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদনে ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নামে, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে?
নাম পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়?
যেখানে বসতি তার, নয়ানে দেখিয়া গো,
যুবতী ধরম কৈছে রয়?

পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুল নাশে,
আপন যৌবন যাচয়॥ (৮৩৮)

ধানশী।

সখি হে বংশী দংশিল মোর কাণে।
ডাকিয়া চেতন হবে, পরাণ না রহে ধড়ে,
তন্ত্রমন্ত্র কিছুই না মানে॥
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়া জাল।
সভার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর সুধা উগরে গরল॥
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী ঝাড়ে লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সায়রে ভাসাও॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বাঁশী কি করিবে।
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥ (৮৩৯)

ধানশী।

কাহারে কহিব মনের মরম, কেবা যাবে পরতীত।
হিয়ার মাঝারে, মরম বেদনা, সদাই চমকে চিত॥
গুরুজন আগে, দাঁড়াইতে নারি, সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে, সব শ্যামময় দেখি॥

সখীর সহিতে, জলেরে যাইতে, সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল, করে ঝলমল, তাহে কি পরাণ রয় ?
কুলের ধরম, রাখিতে নারিনু, কহিলাম সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাসে, শ্যাম সুনাগর, সদাই হিয়ায় জাগে॥ (৮৪·

ললিত।

আর মোর আরে মোর সোনার বঁধুর।
অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দুর॥
বদন-কমলে কিবা তাম্বূল শোভিত।
পায়ের নখর ঘায় হিয়া বিদারিত॥
না এস না এস বঁধু আঙ্গিনার কাছে।
তোমারে দেখিলে ধরম যাবে পাছে॥
শুনিয়া পরের মুখে নহ পরতীত॥
এবে সে দেখিনু তোমার এই সব রীত॥
সাধিলা মনের সাধ যে ছিল তোমারি।
দূরে রহ দূরে রহ প্রণাম হামারি॥
চণ্ডীদাস কহে ইহা বলিলা কেমনে ?
চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে॥ (৮৪১)

সিন্ধুড়া।

যখন পীরিতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা,
আপনি করিতা মোর বেশ।
আঁখির আড় নাহি কর, হিয়ার উপরে ধর,
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥

একে হাম পরাধিনী, তাহে কুল-কামিনী,
ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদে প্রাণ, না যায় তবুত আন,
আর কত কহিব বিশেষ॥ (৮৪২)

জয়জয়ন্তী—রূপক।

সখি কহবি কানুর পায়।
সে সুখ সায়র, দৈবে শু
পিয়াসে পরাণ যায়॥
সখি ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া, বোল না তেজবি,
মাগিয়া লইবি বর॥
সখি যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে, করিনু ভাবনে,
বিধি সে করয়ে বাদ॥
সখি হাম সে অবলা তায়।
বিরহ আগুন, হৃদয়ে দ্বিগুণ,
সহনে নাহিক যায়॥
সখি, বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে, আইসে সে জন,
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ॥ (৮৪৩)

(নিম্নলিখিত গীতগুলি গোবিন্দদাস বিরচিত।)

ধানশী।

হেরইতে হেরি না হেরি।

পুছইতে কহই না কহ পুন বেরি ॥
চতুর সখী সঙ্গে বসই।
রস পরিহাসে হসই না হসই ॥
পেখলু ব্রজ নব নারী।
তরুনিম শৈশব লখই ন পারি ॥ ধ্রু ॥
হৃদয় নয়ন গতি রীতি।
সো কি এ আন নহত পরতীতি ॥
ঐছন হেরইতে গোরি।
হঠ সঞে পৈটল মন মাহা মোরি ॥
তবহুঁ কুসুম শর জোর।
ছুটল বাণ ফুটল হিয়া মোর ॥
গোবিন্দদাস চিতে জাগ।
চান্দ কি লাগি স্বরষ উপরাগ ॥ (৮৪৪)

আড়ানি।

মুদিত নয়নে হিয়া ভুজযুগ চাপি।
সুতি রহিল হরি কছু ন আলাপি ॥
পরসঙ্গে কহলহি নামহি তোরি।
তবহি মেলিয়া আঁখি চাহে মুখ মোরি ॥
সুন্দরি ইথে কহ আন ছন্দ।
তোহে অনুরত ভেল শ্যামর চন্দ ॥ ধ্রু ॥
যোই নয়ান ভঙ্গি না সহে অনঙ্গ।
সোই নয়ানে স্রবে লোর তরঙ্গ ॥
যোই অধরে সদা মধুরিম হাস।
সোই নীরস ভেল দীর্ঘ নিশ্বাস ॥

বিদ্যাপতি কহ মিছ নহ ভাঁতি।
গোবিন্দ দাস রহু তহি কৃত সাখি॥ (৮৪৫)

সুহই।

অবলা জানিয়া গুণধরে।
রসিক মুকুটমণি, নাগর হইয়া গো,
এত না আদর কেন করে॥
মোর অঙ্গ সঙ্গ আশে, লালসা পাইয়া বৈসে,
বন্ধুয়া বলে জিনু জিনু।
নিজ অনুগত জনে, গণিয়া রাখিবে মনে,
এ তনু তোমারে দিনু দিনু॥
আউলাঞা কবরীভার, বেশ করে বারে বার,
বসন পরায় কুতুহলে।
বসাঞা আপন উরে, নূপুর পরায় মোরে,
চরণ পরশে করতলে॥
বঁধুয়া বলয়ে ধনি, কালিয়া কস্তুরি খানি,
ও রাঙা চরণতলে মাখি।
সখীর সমাজে তোর, ঘোষণা রহুক মোর,
নিগূঢ় মরম তার সাখি॥
বিদগধ শ্যাম রায়, বসনে করয়ে বায়,
আপনে যোগায় গুয়া পান।
গোবিন্দ দাসের বাণী, শুন রাধা বিনোদিনী,
তেঁই তুমি শ্যামের পরাণ॥ (৮৪৬)

বিভাস—নিষ্কারক।

আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক ভালহি সিন্দুর দহনা।
চন্দন চান্দ্রগাহা লাগল মৃগমদ তেঁ বেকত তিন নয়না॥
মাধব অব তুঁহু শঙ্কর দেবা।
জাগর পুণফলে প্রাতরে ভেঁটলু দূরহি দূরে রহু সেবা॥
চন্দন রেণু ধূসর ভেল সব তনু সোই ভসম সম ভেল।
তোঁহারি বিলোকনে মঝু মনে মনসিজ মনোমথ সঞে
জরি গেল॥
তবহুঁ বসন ধর কাহে দিগম্বর শঙ্কর নিয়ম উপেখি।
গোবিন্দ দাস কহইহ পর অম্বর গণইতেলেখি না দেখি॥(৮৪৭)

গান্ধার।

হৃদয় বিদারত মনমথ বাণ।
কো জানে কাহে নহত দুহু ঠাম॥
জনু বিরহানল মন মাহা গোই।
কঠিন শরীর ভসম নাহি হোই॥
কাহে সমুঝাওব মরমক খেদ।
মরত না জিয়ত কাহ্নুক বিচ্ছেদ॥
যে মুখ হেরইতে নিমিখ বিরোধ।
পুন হেরব করি তাহে পরবোধ॥
হেরইতে কুসুমিত কেলি নিকুঞ্জ।
শুনইতে পিকুরব অলিকুল গুঞ্জ॥
অনুভবি মালতী পরিমল থেহ।
কো জানে জিউ রহত এহ দেহ॥

জানইতে কানুক সো আশোআস।
চলু মথুরাপুর গোবিন্দ দাস॥ (৮৪৮)

সুহই।

মরিব মরিব সখি নিচয়ে মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব॥
জনমে জনমে হউ সে পিয়া আমার।
বিধি পায়ে মাঁগো মুই এই বর সার॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ।
মরণ সময়ে পিয়ার না দেখিলুঁ মুখ॥
গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেতে ধরি।
এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণ হরি॥ (৮৪৯)

(নিম্নলিখিত গীতগুলি জ্ঞানদাস বিরচিত।)

তুড়ী।

শুন শুন গুণবতি রাই।
তোহে বিনু আকুল কাহ্নাই॥
সো তুয়া পরশক লাগি।
ছটফটি যামিনি জাগি॥
ক্ষীণ তনু মদন হুতাশে।
তেজই উতপত শ্বাসে॥
চিত পুতলি সম দেহ।
মরম না বুঝয়ে কেহ॥
পুছিতে কহ এ আধ ভাখি।
নিঝরে ঝরয়ে দুন আঁখি॥

জ্ঞান কহয়ে তোহে সার।
করহ গমন উপচার॥ (৮৫০)

বিভাস।

চলিতে না পারে রসের ভরে।
আলয় নয়ানে অলস ঝরে॥
ঘন ঘন তুমি বাহিরে যাও।
আন ছলে কত কথা বুঝাও॥
না জানিয়ে কিবা অন্তর সুখে।
আচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে॥
মরমে পীরিতি বেকত অঙ্গ।
তিলেক সোয়াথ না দেয় অনঙ্গ॥
কালর বদন চমকি চাও।
ভাবে বেয়াকুল ওর না পাও॥
কপোলে পুলক বেকত দেখি।
প্রেম কলেবর ততহিঁ সাখি॥
জ্ঞানদাস ভাবিয়া গায়।
রসের বেভার লুকা না যায়॥ (৮৫১)

সিন্ধুড়া।

কি না সে কানুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নাহি পরতীত যেন দারিদ্রের হেম॥
হিয়ায় হিয়ায় লাগিব লাগিয়া চন্দন না পরে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া রায়ের দোসর রাত্রে দিনে থাকে সঙ্গে॥

তিলে কত বেরি মুখ নিরখয়ে আঁচরে মোছয়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে দূর হেন বাসে তেঞি সদা লয়ে নাম॥
জাগিতে ঘুমিতে আন নাহি চিতে রসের পসার কাছে।
জ্ঞানদাস কহে এমন পীরিতি আর কি জগতে আছে॥(৮৫২)

ভাটিয়ারি।

মনের মরম কথা শুনলো সজনি।
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥
কিবা রূপে কিবা গুণে মন মোর বান্ধে।
মুখে না নিঃসরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে॥
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
কোন বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কেবা বা না করে প্রেম কার এত জ্বালা॥
জ্ঞানদাস কহে মুঞি কারে কি বলিব।
বন্ধুর লাগিয়া আমি সাগরে পশিব॥ (৮৫৩)

(নিম্নলিখিত গীতগুলি শশিশেখর রায় রচিত।)

সুহই।

চিকণ করে ধরি কেশ বেশ করি সিঁথে দেয় সিন্দূর।
নাগ বেশ করি বসন পরাওই পায়ে ধরি পরায়ে নূপুর॥
সখি পিয়া গুণ কহনে না যায়।
ম্লান চম্পকদাম সম তনু হিয়া বিনু সে যে না ছোয়ায়॥
সে মোর শ্রম-জল আঁচরে মোছই দেয় বসনক বায়।
চিবুক করে ধরি সঘন নিরখই মুখ ভরি তাম্বূল খাওয়ায়॥

বৃন্দাবন ভরি রসের বাদর দিন রজনী নাহি জান।
কৃপণধনসম তিলেক না ছোড়ই কবিশেখর পরমাণ (৮৫৪)

ললিত।

আওত বর বঞ্চক শঠ নাগর শতঘরিয়া।
রমণী পদ যাবক বরবক্ষসি পর ধরিয়া॥
অরুণারুণ নয়নাম্বুজ আধ মুদিত অলসে।
ভাল ভরি সিন্দূর অঞ্জন সহ বিলাসে॥
নীলাম্বর পরিহিত কটি লম্বিত পদ আগে।
দশন ক্ষত অরুণ অধরে ভুজ কঙ্কণ দাগে॥
যা যা সখি বারহি বার নিবারও নাহি আওয়ে।
যৈথনে শুনি তৈথনে দূতী শশিশেখর ধাওয়ে॥ (৮৫৫)

পটমঞ্জরী।

মানে মলিন বদন চাঁদ।
হেরি সহচর হৃদয় কাঁদ॥
অবনত করি আপন শির।
সঘনে নয়নে বহয়ে নীর॥
ক্ষিতিতলে নখে লিখই রাই।
থির নয়নে রহই চাই॥
সখীগণে কিছু না কহে বাত।
অরুণ বসন বসয়ে গাত॥
কুরল কবরী না বাঁধে তায়।
কাতরে শেখর দাঁড়ায়ে চায়॥ (৮৫৬)

(নিম্নলিখিত গীতগুলি বলরাম দাস রচিত।)

সুহই।

সুন্দরি বুঝিনু তেহারি ভাব।
প্রেমরতন গোপতে পাইয়া ভাঁড়িলে কি হবে লাভ ॥
আন ছলে কহ আনের কথা বেকত পীরিতি রঙ্গ।
রসের বিলাসে অঙ্গ ঢল ঢল ভঙ্গিতে প্রেমতরঙ্গ ॥
ভাবের ভরেতে চলিতে না পার চরণ হইল হারা।
কানুর সনে নিকুঞ্জবনে রঙ্গেতে হৈয়াছ ভোরা ॥
পুছিলে না কহ মনের মরম এবে ভেল বিপরীত।
বলরাম কহে কি আর বলিবে ভাবেতে মজিল চিত ॥(৮৫৭)

তুড়ি।

নয়ানে নয়ানে, থাকে রাতি দিনে,
দেখিতে দেখিতে ধান্দে।
চিবুক ধরিয়া, মুখানি তুলিয়া,
দেখিয়া দেখিয়া কান্দে ॥
সোই কি ছার পরাণ ধরি।
কি তার আরতি, কিবা সে পীরিতি,
জীতে কি পাশরিতে পারি ॥
নিশ্বাস ছাড়িতে, গণে পরমাদ,
কাতর হইয়া পুছে।
বালাই লইয়া, দোসর বলিয়া,
আপনা দিয়া কও মিছে ॥
না জানি কি সুখে, দাঁড়ায়া সুমুখে,
যোড়হাতে কিবা মাগে।

যে করয়ে চিতে, কে যাবে প্রতীতে,
বলরাম চিতে জাগে॥ (৮৫৮)

(নিম্নলিখিত গীতগুলি রাধামোহন দাস রচিত।)

বরাড়ি।

কি তুঁহু ভাবসি রহসি একন্ত।
ঝর ঝর লোচনে নেহারসি পন্থ॥
কহ কহ চম্পক গোরি।
কাঁপসি কাহে সঘন তনু মোড়ি॥
ঘাম কিরণ বিনু ঘামই অঙ্গ।
না জানি এ কানুক প্রেমতরঙ্গ॥
জলধর দেখি বহনে ঘন শ্বাসে।
বিশোয়াস করু রাধামোহন দাসে॥ (৮৫৯)

ধানশী।

অপযশ লাগিয়া তুঁহু অতি চিন্তিত চিন্তা অব নাহি করবি।
সো ঘর বাহির অব নাহি হোয়ত ক্ষিতিতল নিজ তনু ধরবি॥
নয়নক লোর লেশ নাহি আওত ধারা অব না বহই।
বিরহক তাপ অব নাহি জানত অনিমিখ লোচনে রহই॥
ললিতা বদনে বদনহি দেওত শ্রুতিমূলে তুয় নাম কহই।
শ্যামক লেশ কেশ পর গিরত ইথে বুঝি জীবন রহই॥
তুঁহু অতি মন্থর চলবি দুরন্তর সো অতি দুবরি বালা।
রাধামোহন বচন অব মানহ মেটব বিরহক জ্বালা॥ (৮৬০)

ষোড়শ খণ্ড।

টপ-সঙ্গীত।

(নিম্নলিখিত গীতগুলি মধুকিন্নর রচিত।)

অক্রূর সংবাদ।

সুরট—কাওয়ালি।

কি জানি কি হ'লো আমার মনে, কি শয়নে কি স্বপনে,
কৃষ্ণরূপ হেরি দু নয়নে।
যদি না ভাবি অন্তরে, তবু না রহে অন্তরে,
কি আছে তার অন্তরে, অন্তরে তা বুঝিতে পারিনে॥
যদি থাকি আপন মনে, না করি মনে, (এ)
সে কেমনে মনে মনে উদয় হয় মনে, (এ)
মনে পাইনে মনের কথা, তাইতে সদাই মনে ব্যথা,
কারে বা কই মনের কথা, তোমা বিনে মন দিয়ে কে শুনে॥
যে দিকে যাই যে দিকে চাই, দেখ্‌তে কৃষ্ণ পাই,
কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণ বর্ণ বুঝি কৃষ্ণ পাই।
কালরূপ চিনিনে কে সে, নাম বুঝি তার হৃষীকেশে,
ধরিল আমার কেশে, সূদন বলে শেষে জান্‌বে মনে॥ (৮৬১)

ঝিঝিট—মধ্যমান।

হও রথ যাও রথে, এ মন-রথে!
তেজ্য করে ন্যায্যপথে, কেন ভ্রম পথে পথে,
পেয়ে সুপথ ভুলো না পথ, এখন চল ব্রজের পথে॥
পথের সম্বল মন হরি-বল, হবে পথের জয়,
জেন সবাই পথের পথিক পথের পরিচয়।
ধর্ম্ম-পথে রেখ যতন, যদি পথে হওরে পতন,
হবে তোমার কালের দমন, কালীয়-দমন ভাব হৃদে॥
সম্প্রতি দুর্ম্মতি, তাইতে পাঠাইল কংস,
যে করে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস, তারে কর্‌বে ধ্বংস,
হ'লে হরির কোপের অংশ, কংস যে হইবে ধ্বংস,
সূদন কয় এমন কুবংশ, কি কাজ থেকে মথুরাতে॥ (৮৬২)

দেওগিরি—ঢিমেতেতালা।

যাচ্চ যদি গোকুলে,—
ব'লো তায় যেওনা ভুলে, পাষাণ চাপা মায়ের বুকে,—
স্বচক্ষেতে দেখে গেলে॥
যত দ্বারী করে বন্ধন, তত ডাকি আয় কৃষ্ণধন,
মনে নাই দুঃখিনীর বেদন, হ'য়ে যশোদার ছেলে॥
জনকের যন্ত্রণা ব'লো, শুনে হবে সুখজনক,
পাশরি র'য়েছে জনক, গোকুলে পেয়েছে জনক,
ঐ দেখ দাঁড়ায়ে পায়ে, আরও প্রহার পায়ে পায়ে,
দিনান্তে না খেতে পেয়ে, বাঁচে কেবল কৃষ্ণ ব'লে॥

ব'লো তারে ভাল করে, গিয়াছে খুব ভাল ক'রে,
মাতা পিতা হত্যা পাতক, কিছুই না মনে করে ;
সূদন বলে ও দেবকী, ও কথা আর বলিব কি,
চিরকাল ত এমনি দেখি, পাতকী তোমার ছেলে ॥ (৮৬৩)

জয়জয়ন্তী—ঢিমেতেতালা।

কেমনে ত্যজিব এখন গোকুল।
কিরূপে হ'ব প্রতিকূল, যাবে ব্রজের একুল ওকুল দুকুল ॥
ঘুমালে পর মা জননী, ডাকিয়ে খাওয়ায় নবনী,
সে মা হবে কাঙ্গালিনী, ত্যজবে প্রাণী যে দিন যাব ওকুল।
যে পিতার লইয়ে বাধা থাকিতাম পথে,
সে বাধায় কাল পড়বে বাধা ফেলিবে মাথে।
মরবে সকল বৎস ধেনু, খাবে না খাবে না তৃণ,
শুখাবে সব তৃণ বন, বন হবে বৃন্দাবন হবে আকুল।
যে কিশোরী বাঁশরী বিনা না শুনে কানে,
সে বাসে বাঁশের বাঁশী বাজ্‌বে কেমনে ;
সে রয়েছে আপন মনে, তার মন ল'য়ে যাই কেমনে,
বল্‌বে এই তার ছিল মনে,
মরবে সূদন পাবে না কোন কূল ॥ (৮৬৪)

মঙ্গল বিভাষ—ঢিমেতেতালা।

রাই তুমি অমূল্য মাল্য গাঁথিছ যাহার কারণে।
মথুরায় তার মাল্যবদল হবে না জানি কা'র সনে ॥
কেন্ গাঁথ চিকন মালা, ছেড়ে যাবে চিকনকালা,
শেষে কিবল ঐ মালা, জপমালা হবে মনে ॥

মালা হেরে হবে জ্বালা, মরিব প্রাণ জ্বলে,
শেষে মালা ভেসে যাবে নয়নের জলে।
কেন গাঁথ বনমালা, দিতে হবে বনে মালা,
মথুরায় সব চাঁদের মালা, মতির মালা দিবে এনে।
কাল হারাবি মোহন মালা, মালা পরিবে কে ?
কাঁদিবি বলে মদনমোহন, মরিবি সেই দুঃখে।
রথ ল'য়ে এসেছে মুনি, হ'রে নিতে মাথার মণি,
সুদন বলে বিনোদিনী, বৃথা মালা গাঁথ কেনে॥ (৮৬৫)

ভৈরবী—ঢিমে কাওয়ালী।

কি রূপে এরূপ হ'লি।
কোথায় বা ভোজবিদ্যা পেলি॥
তুই রে মানুষ ছেলে মানুষ, একি মানুষ হলি,
চতুর্ভুজ আমারে দেখালি।
তুইরে গোপাল গোপের গোপাল, থাকিস্ গো-পালে,
ছেড়ে গো-পাল গেলে গোপাল, কে যাবে পালে ;
তুইরে আমার দুধের গোপাল জানে সকলে,—
শঙ্খ চক্র কোথায় পেলি ;
ত্যজি দুধের ভাণ্ড রে ব্রহ্মাণ্ড দেখালি,
ছাঁদন দড়ী ছিন্ন করে কোথায় লুকালি।
সুদন কয় চেন না রাণী, কেমন ছেলে পেলি,
ও ছেলের ছেলে সকলি॥ (৮৬৬)

পরজ—ঢিমে কাওয়ালী।

বুঝি হরি যায়,—আমাদের প্রাণ হরি যায়।

ঐ শুন রাই নন্দের ভেরী, যায় বলে বাজায় ॥
'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য', করিবে না এই ছিল ধার্য্য,
সে কথা হ'ল অগ্রাহ্য, না বলে যে যায়।
জন্মের মত দেখ্‌বি যদি চল গো প্যারী চল,
ফুরা'ল বল, কি করি বল, গিয়ে দুটা বল।
যা'র লাগি সকলে বলে, সে ত তোমায় যায় না ব'লে,
গিয়ে দুটা দেখনা ব'লে, দেখ কি ব'লে যা যায়।
কাঁদিলে কি হয়, বুঝিতে হয়, একবার যেতে হয়—
কেহ গিয়ে ধর চক্র, কেহ ধর হয়।
সূদন বলে কি হয়, না থাকিলে হয়, ধরিলে কি হয়,
প্রভাসে মিলন পুনরায় যদি প্যারি যায় ॥ (৮৬৭)

ঝিঝিট—মধ্যমান।

আয় না গো রথ দেখ্‌তে যাই প্যারী, ত্বরা করি।
সকলে সকালে গেল, আমরা কেন কেঁদে মরি ॥
আয় না শুভ যাত্রা হেরি, যাত্রা পরিবর্ত্ত করি,
কি কায থেকে আর এ যাত্রায়, এক যাত্রায় যাত্রা করি।
কই কিশোরী, আয় কিশোরি; কি কাজ শরীরে,
হরি যদি হরে তবে আয়না লো মরি।
প্রাণ তুল্য বল যারে, সে ভাঙ্গল ব্রজের বাজারে,
সূদন কয় রথের বাজারে, একবার এসে দেখনা প্যারী ॥ (৮৬৮)

খাম্বাজ—ঠুংরি।

ধীরে ধীরে চলিল রাই হংসগতি।
কিবা চরণ দুখানি অগতির গতি ॥

রাশি রাশি শশী, পদনখে খসি.
অধোমুখে থাকে রজ লাগে যদি।
যত গুল্ম লতা, হেঁট করি মাথা,
বলে দিন পাই রজ লাগে যদি॥ (৮৬৯)

ঝিঝিট—মধ্যমান।

রথ রাখ অমনি ও মুনি, হেরি গুণমণি।
যার নিলে নীলকান্তমণি, ঐ এল সেই চাঁদবদনী॥
রমণীর শিরোমণি, যাঁরে ধ্যানে না পায় মুনি,
ঐ এল সেই চন্দ্রাননী—যেন মণিহারা ফণী।
কি মোহিনী বলে নিলে মনমোহিনীর মদনমোহন,
মন-চোরকে করেছ চুরি, সাধু হ'য়ে কি অকারণ?
গায় হরি নামাঙ্কিত, দেখ্‌তে যেন সাধুর মত,
সুদন বলে যে চোর এত, কে বলে ইহারে মুনি॥ (৮৭০)

বিভাস—তিওট।

দাঁড়াও হরি এল প্যারী, সকলে বদন হেরি,
আর হেরিব না হরি।
রথ যাত্রা হেরে, জনম হয় না ফিরে,
জন্মশোধ লই হেরি, বাঁচি কি মরি॥
ভাল, পুনর্জন্ম না হয় তাহে দুঃখ নাই,
আমাদের এই মানস মানুষ হ'য়ে রই—
আমরা যত মানুষ, তোমায় জানি মানুষ,
কোন্ গুণে আর মানুষ বলিব মুরারি॥

দেখিলাম রথ-যাত্রা এ যাত্রার মত,
এক যাত্রায় যাত্রা করি হে যত,
অক্রূরের কি যাত্রা, সকলের সুযাত্রা,
সূদনের অযাত্রা ভবে শ্রীহরি॥ (৮৭১)

বেহাগ—আড়া।

ক্ষণেক দাঁড়াও বঁধু আগে আমি যাই।
মরিতে হ'বে তবে আর কেন যাতনা পাই॥
হইল প্রেমের ব্রত সাঙ্গ, তরঙ্গে ডুবিল অপাঙ্গ,
একবার দাঁড়াও হে ত্রিভঙ্গ, ত্যজি অঙ্গ দেখ তাই।
আজ আমাদের শুভ যাত্রা, দেখ্‌লাম তোমার রথযাত্রা,
আমরা করি গঙ্গাযাত্রা, বঁধু ফিরে দেখ তাই।
কেন রব কৃতাঞ্জলি, ক'রে যাওহে অন্তর্জলি,
সূদন বলে কেন জ্বলি, এখনি জ্বালা ঘুচাই॥ (৮৭২)

দেওগিরি—ঢেমা কাওয়ালী।

চেয়ে দেখ কে কাল; দেখি নাই ত এমন কাল,
হেরিয়ে চিকণ কাল, গেল যে মনের কাল।
দেখেছি ত এতকাল, দেখেছি ত কত কাল,
দেখি নাই এমন কাল, কালতে এত ভাল॥
শশীমুখে হাস্য করে আরও করে ক'রে বাঁশী,
শ্রীরাধিকার মন ভুলাত সে বুঝি গোকুলবাসী;
কোন্ প্রাণে ধরিয়ে প্রাণ, বিদায় দিলে হেন ধন,
কি বধে এল তার প্রাণ, জ্ঞান হয় তাহারি কাল।

সেই রমণী দুঃখিনী, যে নারীর ঐ কাল ছেলে,
কেমনে বাঁচিবে সেই, কাল হবে কিছুকালে ;
সূদন বলে হাসি হাসি, কলসী তোর যায় গো ভাসি,
দেখ্‌তে পারিস্ ঘরে বসি, ঐ কাল চিরকাল ॥ (৮৭৩)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ওমা আমি কি ছিলাম কি হলাম কি।
আর হইব কি ; কোন্ মুখে এ মুখ দেখাব,
কালি চিনিবে না দেখি ॥
যেমন বা মুদেছি আঁখি, তেমনি আমায় বানালে কি,
ঘুচালে শ্যাম বাঁকা বাঁকি, আর কিছু নাহি বাকি।
মথুরা নাগরী যত, কার রূপ দেখি নাই এত,
আগে তাদের দেখাইগে ত, তারা কি বলে দেখি।
আগে দেখে হাস্‌ত সবে, তেমনি এখন দেখ্‌তে পাবে,
সূদন কয় রাজরাণী হবে, তোমার আর ভাবনা কি ॥ (৮৭৪)

(প্রভাস যজ্ঞের গীত।)

ভৈরবী—কাওয়ালি।

বৃথা দিন গেলরে বীণে মজ মন কৃষ্ণ গুণাগুণে।
অসার ভবসাগরে সারাৎসার নাম শুনা বীণে ॥
যিনি ভবধির কাণ্ডারি, নাই যাঁর চরণ বিনে তরি,
অকূলের কাণ্ডারি হরি, বাঁধো তাঁরে নিজগুণে।
যাঁরে ধ্যানে না পায় ভব, বীণে সদা তাঁরে ভাব,
পঞ্চ মুখে ডাকে ভব, হরির গুণ সেই হরে জানে ॥

বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত যারে, বীণে ডাকো তারে তারে,
রবিসুত দূত করে, কে তারে বীণে তাঁ বিনে।
শোন বীণে তোরে বলি, তাঁর মায়ায় এ সকলি,
সে যে মায়ার পুতলি, মহামায়া তাঁর সৃজনে।
দেখ বীণে তত্তৎ কালে, এ দেহ পঞ্চত্ব হলে,
পঞ্চ পঞ্চে মিশাইলে, সগুণ পারে,—
তিনকড়ি বিশ্বাসে ভাবে, কিসে বা নিস্তার পাবে,
মায়াজালে বন্দি ভবে, তার যদি গুণে॥ (৮৭৫)

বাহার—আড়াঠেকা।

ব্রজে এলি কি গোপাল, আজ আমার প্রসন্ন কপাল।
এত দিনে মা ব'লে ডাক্‌লি নন্দদুলাল॥
মা পেয়ে ভুলেছ মায়ে, দেবকী, দুঃখিনী মা বলে কি,
কি দোষে ছাড়িয়ে মায়, গিয়েছিলে মথুরায়,
কেউ মা বলেনা আর আমায় ব্রজেরি রাখাল।
কাঁদিয়ে হ'য়েছি অন্ধ হারায়ে তোমায়,
নন্দ আদি গোপকুল সব পড়িয়ে ধরায়।
যদি এলে এ সময়, মা ব'লে জুড়াও আমায়,
আয়রে গোপাল কোলে আয়, ধরিয়ে অঞ্চল।
তারা আরাধনের নিধি, তুই রে কৃষ্ণ ধন,
তুইরে আমার জীবন গোপাল।
তোমা বিনে নব লক্ষ পাল, কে আর চরাবে গোপাল,
হইয়ে রাখাল, তোমা পুত্র ধরি বুকে, এত দুঃখ পাই,—
পাইয়া দেবকী মায়ে ভুলেছ কানাই।

তিনকড়ি বিশ্বাসের বাণী, ও তো নয় তোমার নীলমণি,
দেখা দিলে নারদ মুনি, দেখাতে গোপাল॥ (৮৭৬)

বাহার—কাওয়ালী।

আর কি পাবো গোপাল, আর কি হবে তেমন কপাল,
মা ব'লে বসিবে কোলে আমার নন্দলাল।
গোপের গোপাল সঙ্গে করি, গো-পালিতে যাবে হরি,
শুনিয়ে মোহন মুরারী, আগে ধাবে পাল।
গো-পালিতে গোপাল যাবে, গোপালের সনে,
গোপাল হারাইয়ে গোপাল, যায় নাকি বনে;
ব্রজে কি আস্‌বে গোপাল, লইয়ে সব ব্রজ গোপাল,
আর কি আমার সে দিন হবে, পাবো নীলমণি;
চঞ্চল হ'য়ে অঞ্চল ধরে, খাইবে নবনী;
আর কি ফিরে হবে সে কাল, মা বলে ডাকিবে গোপাল,
যে দিন হ'তে ছেড়ে গেছে আমার নীলমণি,
সে দিন হতে এই ব্রজেতে হাহাকার ধ্বনি;
দ্বিজ কেদারনাথে বলে, সে নয় তোমার ছেলে,
কিছু দিন থাকি গোকুলে, চরালে গোপাল॥ (৮৭৭)

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

বিরহ তরঙ্গ মাঝে ভাসে সব গোপীকায়।
একুল ওকুল নাহি হেরি, হরি বিনে নাই উপায়॥
অকূলের কাণ্ডারি হরি, দিলে বাঁচি চরণ তরি,
নৈলে যত ব্রজনারী, কৃষ্ণ বিনে কৃষ্ণ পায়।

আমরা যত রমণীকুল, নাহি দেখি একুল ওকুল,
কুল-নাথ বিনে গো-কুল, অকুলেতে প্রাণ হারায়।
হরি হ'লে সানুকুল, তবে বাঁচে গোপীকার কুল,
তা নৈলে ডুবিল গোকুল, না দেখি কোন উপায়।
যে দুঃখেতে আছি মুনি, আমরা যত রমণী,
দেখা পাব চিন্তামণি, বিশ্বাস কাতরে কয় ॥ (৮৭৮)

ভৈরবী — ঝাঁপতাল।

কেন চিন্তা কর রে মন চিন্তা কর চিন্তামণি।
কি ভয় ভবেরি চিন্তে যে চিন্তে চরণ দুখানি ॥
এক চিত্তে ভজ তাঁরে, যদি যাবে ভব পারে,
ভাবিলে সে গুণাকরে, গুণে পাবে নিজ গুণি।
তিনি গুণ তিনিই গুণি, গুণে তাঁরে করো গুণি,
সগুণি নির্গুণি তিনি, বাঁধো তাঁরে নিজগুণে।
সত্ত্ব রজ তম গুণ, সৃষ্টি স্থিতি নিরঞ্জন,
তাঁরে চিন্তা কর মন, চিন্তা যাইবে এখনি।
যদি এসেছ এই ভবে, ভাব সেই ভব-দুর্ল্লভে,
নৈলে কি নিস্তার পাবে, পতিতপাবন বিনে।
বিনে সেই শ্রীকেশবে, এ ভার আর কে বা সবে,
বিশ্বাসের ভেবে ভেবে, ভয়ার্ত্ত হতেছে প্রাণী ॥ (৮৭৯)

কালেংড়া — আড়াঠেকা।

আর মরে রাধা কমলিনী, তোমার বিরহানলে।
জীবনে ত্যজে জীবন, জীবন কৃষ্ণ কি করিলে ॥

নাসা অগ্রে তুলা ধরি, রয়েছে সব সহচরী,
কেহ বলে মলো প্যারি, দেখে এলাম অন্তর্জলে।
কোন গোপী ধরাসনে, ধারা বহে দু-নয়নে,
চেয়ে শ্রীরাধিকার পানে, ভাসে দু নয়নের জলে।
কোন সখী শোকাকুলে, ঝাঁপ দেয় যমুনার জলে,
জলধর বিনে জলে, জলে আগুণ দ্বিগুণ জ্বলে।
বলে যদি মলো প্যারী, কিসে আর পাইব হরি,
মরিবে না রাই কিশোরী, বিশ্বাস আশ্বাসে বলে॥ (৮৮০)

কালাংড়া—একতালা।

আর কি আমি রাজা আছি, হারায়েছি নীলমণি।
নাহিকো সম্বল বল, কিবল চঞ্চল প্রাণী॥
আর কি আছে সে রাজলক্ষ্মী, পড়ে ধেনু নব লক্ষী,
কৃষ্ণ বিনে কৃষ্ণ পক্ষী, দিন হয়েছে রজনী।
সাধনের ধন নীলমণি, সে ধন লয়ে গেছে মুনি,
আর কি ফিরে সে নীলমণি, পাইব হে নন্দরাণী।
আর কি ফিরে হবে সে কাল, বাধা নিবে প্রাণের গোপাল,
সঙ্গে করি ব্রজগোপাল, গোষ্ঠে করিবে বংশীধ্বনি।
আর কি আমায় রাজা বল, হারায়েছি সম্বল,
সবে যাই প্রভাসে চল, তিনকড়ির এই বাণী॥ (৮৮১)

বাহার—কাওয়ালী।

এতো নয় কাঙ্গালিনী, কিবল কৃষ্ণগত প্রাণী।
মনে অনুমান করি হবে রাজার জননী॥

এতো নয়কো কাঙ্গালিনী করি অনুমান,
কাঙ্গালিনী হ'লে কেন নেয় না কোন ধন ;
বুঝি হারা কৃষ্ণ ধনে, এ ধন লইবে কেনে ?
পেলে সেই নীলরতনে, বাঁচে পরাণী।
শুনেছি গোকুলে আছে রাজার এক মাতা,
করিছে রাজারি তত্ত্ব তাই আসি হেথা ;
নৈলে কেন বাহু তুলে, কিবল ডাকে কৃষ্ণ ব'লে,
করাঘাত হানে কপালে, পড়ে ধরণী।
মলিন বেশে এলোকেশে আসিয়ে দ্বারে,
কিবল গোপাল গোপাল ব'লে নয়ন ঝরে ;
বিশ্বাস কাঁদিয়া ভণে, হারাইয়ে কৃষ্ণধনে,
নিবে কি সামান্য ধনে, যার ধন নীলমণি॥ (৮৮২)

কালাংড়া—কাওয়ালী।

দ্বার ছেড়ে দে ওরে দ্বারী হেরিব সেই বংশীবরে।
আসিয়ে প্রভাসের যজ্ঞে যাতনা পেতেছি দ্বারে॥
দ্বারি তোমার করে ধরি, ত্বরায় দেখাও বংশীধারী,
বিলম্ব সহিতে নারি, প্রাণে ধৈর্য্য নাহি ধরে।
বাসনা করিয়ে চিতে, এসেছি এই প্রভাসেতে,
বন ফল লইয়ে হাতে, দাঁড়িয়ে আছি দ্বারে।
আমরা সব রাখালে, ভাসি সবে নয়ন জলে,
বিশ্বাস কাতরে বলে, সেকি ভাবেনা অন্তরে॥ (৮৮৩)

বেহাগ—কাওয়ালী।

কি শোভা যশোদার কোলে দোলে নীলকান্ত মণি।
মুনি যারে না পায় ধ্যানে, যার নখকোণে দিনমণি॥

বিধি যার না পায় বিধি, ধিয়ান করে নিরবধি,
রাণীর কোলে হেন নিধি, বিদিত হলো ধরণী।
ভূভার করিতে হরণ, জনম নিলেন নারায়ণ,
গোকুলেতে গোচারণ, কে পায় অন্ত।
রস ভাস প্রকাশিতে, লীলা ছলে গোকুলেতে,
নন্দের বাধা বৈলেন মাথে, করেতে ল'য়ে আপনি।
কি সৌভাগ্য যশোমতি, যশেতে পূরিত ক্ষিতি,
কে আর আছে এমতি ক্ষিতিমণ্ডলে।
ব্রহ্মাণ্ড যার ভাণ্ড উদরে, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করে,
মা বলিয়ে যশোদারে, কোলে বসিল আপনি।
রাণী কি বাৎসল্য ভাবে, বেঁধেছে যে শ্রীমাধবে,
একি জানিতে পারে সবে, বিনে সভাজন।
বিশ্বাস সদা এই ভাবে, ভাব মৈলে কি তারে পাবে
বুঝিবে যে অনুভবে, সে ভাবের শিরোমণি॥ (৮৮৪)

সপ্তদশ খণ্ড।

আগমনী-সঙ্গীত।

বিভাষ—জলদ তেতালা।

আর কেঁদ না প্রাণ-উমা নাহি পারি দুঃখ সহিতে।
এস মা সঙ্গেতে মম, সুখে হাসিতে হাসিতে॥
তোমারে কি বিস্মরণ, হ'তে পারি কদাচন,
কি করি মা পঞ্চানন, নাহি চান পাঠাইতে।
তোমা বিনা অন্ধকার, হ'য়েছে গৃহ আমার,
একান্ত না পারি আর, অমনি তথা থাকিতে।
তব জননী দুখিনী, তোমা বিনে পাগলিনী,
দিবস কিবা যামিনী, আছে পড়ি ধরণীতে॥ (৮৮৫)
(বনোয়ারিলাল)।

আলেয়া—আড়া।

হর কর অনুমতি, যাই হিমালয়।
জনক জননী বিনে বিদীর্ণ হৃদয়॥
এ জ্বালা কি জানে অন্যে আমি মার একা কন্যে,
গিয়ে তিন দিন জন্যে, রব পিত্রালয়।

গুহ গণপতি ল’য়ে, সপ্তমী প্রবেশ। হ’য়ে,
আসিব কৈলাসে হ’লে নবমী উদয়।
জানি মা মেনকা খেদে, অন্ধ হ’ল কেঁদে কেঁদে.
মরেছে কি আছে বেঁচে, হ’তেছে সংশয়॥ (৮৮৬)
(জগন্নাথপ্রসাদ বসু)।

খট ভৈরবী—আড়খেমটা।

কোলে আয় মা ভব-দারা, নয়ন-তারা,
নাই মা আমার নয়নের তারা;
যারা তারা চায়, আমার মত হয় কি তারা?
বিধাতারে আরাধিব, মা তোর মা আর না হইব,
মেয়ে হ’য়ে দেখাইব, মার মায়া কেমন ধারা॥ (৮৮৭)
(দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ)।

যোগিয়া—তিওট।

সে দিন আমার কবে হবে।
আসিয়া সর্ব্বমঙ্গলা মা ব’লে ডাকিবে॥
হবে কি এ সম্ভব, সদয় হইবেন শিব,
হ’য়ে সরল স্বভাব, উমারে পাঠাবে।
বাছারে ল’য়ে বিরলে, সাদরে করিব কোলে,
পুরবাসীগণে মিলে, আনন্দে ভাসিবে।
কৈলাসের বার্ত্তা সব, উমার মুখে শুনিব,
তবেই মনের সাধ, ও বাসনা পূরিবে।
এই মনে অভিলাষী, সহচরীগণে আসি,
পথে আসিছেন কৈলাসী, আমারে শুনাবে।

দ্বিজ রমাপতির বাণী, শুন গো মেনকা রাণী,
আসিছেন উমা এখনি, বরণ করিবে ॥ (৮৮৮)
(রমাপতি রায়)।

ভৈরবী—আড়া তেতালা।

ও গো জয়া, বল জয়া কখন আসিবে।
মনের বিচ্ছেদ-তম হেরি সে নাশিবে ॥
গিরি গিয়াছে আনিতে, বিলম্ব হ'ল আসিতে,
কখন আসি অসিতে, অঙ্কেতে বসিবে।
গৌরি হইয়ে চঞ্চল, ধরিয়ে মম অঞ্চল,
মা বলে এলো কুন্তলে, কুন্তলা ভাসিবে।
গত যামিনীর শেষে, দেখিয়াছি স্বপ্নাবেশে,
আমার শিওরে ব'সে, শিব সঙ্গে শিবে।
সেই হতে উৎকণ্ঠিতা, আছি ধূলায় লুণ্ঠিতা,
স্বপ্ন-বাক্য খণ্ডিতা, বিধি কি করিবে ॥ (৮৮৯)
(আশুতোষ দেব)।

বাগেশ্রী—জলদ তেতালা।

যাব জনক ভবনে।
আজ্ঞা দেহ পঞ্চাননে, অচল হ'য়ে সচল, এসেছেন সম্ভাষণে ॥
মম বিরহে কাতরা, জননী লুণ্ঠিত ধরা,
মুখে বলে তারা তারা, জলধারা দ্বিনয়নে।
তাপিনী মম জননী, পুত্রশোকে পাগলিনী,
যেন মণিহারা ফণী, মা বলে নাহি আনে।

বর্ষ শেষ হ'ল আসি, চিন্তিতা মা দিবা নিশি,
চল তাঁরে দেখে আসি, কৈলাসবাসী সগণে।
কহে দীন খগপতি, শরতে শারদা মূর্ত্তি,
হেরি যেন নিতি নিতি, শয়নে স্বপনে ধ্যানে॥ (৮৯০)
(রূপচাঁদ পক্ষী)।

(রামচন্দ্র বসুর আগমনী গীত।)

কালেংড়া—কাওয়ালী।

যাও গিরি ত্বরা করি, আন গিয়ে উমাধনে,
কেন হইছে বিলম্ব এত, প্রাণ মম নাহি মানে॥
আইল সপ্তমী তিথি, কোথা মম উমা নিধি,
না হেরি সে হারানিধি, হৃদয় বাঁধি কেমনে।
তাই কহি যাও তুমি, আন মম নিস্তারিণী,
খেতে দিব ক্ষীর ননী, আমার সেই সতীধনে॥ (৮৯১)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়খেমটা।

গিরি দেখ দেখ, এলো বুঝি নয়নতারা উমাশশী।
সপ্তমী হইল আজি, অস্তগত ষষ্ঠীর শশী॥
সে যে আমার নয়নতারা, সম্বৎসর হ'য়ে হারা,
কেঁদে কেঁদে হলেম সারা, কাঁদি আমি দিবানিশি॥ (৮৯২)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ঐ এসেছে তোমার উমা, চেয়ে দেখ গিরিরাণী।
কেঁদনাগো আর তুমি, এলো দুর্গতিনাশিনী॥

কার্ত্তিক গণেশ ল'য়ে, আসিয়াছেন উমা ধেয়ে,
লক্ষ্মী সরস্বতী সঙ্গে, এলো কুলকুণ্ডলিনী॥ (৮৯৩)

গৌরী মিশ্র—তেতালা।

কে এলি মা উমা এলি কি গো।
এতদিন পরে কি মা, মা ব'লে মনে হ'লোগো॥
ত্বঃখিনী জননী ব'লে, বারেক কি মনে করিলে,
শোন্ মা উমা বলি তোরে, একবার মা ব'লে ডাকগো।
আয় মা উমা করি কোলে, জুড়াও তাপিত হৃদয়গো॥ (৮৯৪)

খাম্বাজ—আদ্ধা কাওয়ালি।

আয় মা, আয় মা, আয় মা উমা, আয় মা তোরে কোলে করি।
মা বাণী অনেক দিন শুনিনি, তাই শুনি একবার প্রাণ ভরি॥
মা ব'লে মা ডাক মোরে, শুনিগো মা প্রাণ ভরে,
তাই কহি মা তোমারে, মা কথা শুনি তোরি।
উমা আমার আয় কোলে, ডাক গো মা মা ব'লে,
দেওগো বারি অনলে, তুই গো শঙ্করের শঙ্করী॥ (৮৯৫)

গৌরী—একতালা।

পাগ্‌লি মেয়ে এলি মাগো পাগলেরে রেখে বাসে।
পাগল ভোলা জামাই আমার, শিখরেতে আছে ব'সে॥
আর তোরে ছেড়ে দিব না, আর তুই যেতে পাবি না,
দিব ছেড়ে দশমীতে, শঙ্কর যদি নিতে আসে॥ (৮৯৬)

ললিত—আড়াঠেকা।

আয়গো ভুবনেশ্বরী জগত মনোমোহিনী।
হৃদিপদ্মে সাজায়ে রাখি, তোর ঐ রাঙ্গা পা ছুখানি॥

এসগো মা মম বাসে, হেম অঙ্গ সাজাব বাসে,
যে বাসে মন ভালবাসে,কীর্ত্তিবাসের মনোমোহিনী ॥ (৮৯৭)

জংলা—ঢিমে তেতালা।

দেখগো চেয়ে এসেছে তোর ভুবনেশ্বরী।
কি শোভা হ'য়েছে মার, দেখে যাগো নয়ন ভরি ॥
এসেছে মোর ত্রিনয়নী, এসেছে ত্রিগুণধারিণী,
এল আমার কাত্যায়নি, এল শিবে শুভঙ্করি ॥ (৮৯৮)

সিন্ধু—যৎ।

ওমা তারা ত্রিনয়নী, বৎসরত মা হ'ল গত।
বিলম্ব করিস্‌নে মা, মেনকা কাঁদিছে কত ॥
তোর জননী কাঁদিতেছে, পথ পানে চেয়ে আছে.
পাগলের মত বক্‌ছে, জননী তোর অবিরত ॥ (৮৯৯)

ভৈরবী—ধামার।

যাই হে জনক ভবনে বাঘাম্বর দাও অনুমতি।
পিতা মোর এসেছে নিতে, বিদায় দাও হে পশুপতি ॥
আমা বিনে মা আমার, কাঁদিতেছে অনিবার,
বিদায় চায় হে সতী তোমার, যেতে জনক বসতি ॥ (৯০০)

ভায়রো—চৌতাল।

তবে যাও সতী এস শীঘ্র করে।
মনেতে রেখ মোরে, ভুলনা যেন অন্তরে ॥
রহিনু হে পথ চেয়ে, ভুলনা জননী পেয়ে,
রহিনু যোগে বসিয়ে, বিদেহ তিন দিন তরে ॥ (৯০১)

পিলু বাহার—যৎ।

গিরি ! এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বল্‌বে লোকে মন্দ, কার কথা শুন্‌ব না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে কর্‌ব ঝগড়া, জামাই ব'লে মান্‌ব না।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না॥ (৯০২)

(রামপ্রসাদ সেন)।

আলাহিয়া—আড়াঠেকা।

কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্মশানবাসী।
অসিতবরণা উমা মুখে অট্ট অট্ট হাসি॥
এলোকেশী বিবসনা, উমা আমার শবাসনা,
ঘোরাননা ত্রিনয়না, ভালে শোভে বাল শশী।
যোগিনীদল সঙ্গিনী, ভ্রমিছে সিংহবাহিনী,
হেরিয়ে রণরঙ্গিণী, মনে বড় ভয় বাসি।
উঠহে উঠ অচল, পরাণ হ'ল বিকল,
ত্বরায় কৈলাসে চল, আন উমা সুধারাশি॥ (৯০৩)

আলেয়া—একতালা।

প্রভু আশুতোষ যাই মায়েরে দেখিতে।
তিন রাত আমায় হবে বিদায় দিতে॥
ভাই সিন্ধুতে ডুবিল, পিতা আমার অচল,
মা কারে পাঠাবে বল, লইতে আমারে।

যখন আনিলে তুমি, জানতো হে গুণমণি,
বিদায় দিলেন রাণী, কাঁদিতে কাঁদিতে ॥ (৯০৪)

সাহানা — যৎ।

কেমন ক'রে পরের ঘরে, ছিলি উমা বল্ মা তাই।
কত লোকে কত বলে, শুনে ভেবে মরে যাই ॥
মার প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে,
এবার নিতে এলে বল্‌বো, উমা আমার ঘরে নাই ॥ (৯০৫

অষ্টাদশ খণ্ড।

বিজয়া-সঙ্গীত।

মিশ্র ললিত—আড়াঠেকা।

ওরে নবমী নিশি পোহাইও না।
তুমি গেলে উমা যাবে, দুঃখিনী বাঁচিবে না॥
শুন শুন বিভাবরী, তোমারে মিনতি করি,
রাখ বচন আমারি, করি করুণা;
ক্ষমা কর দিননাথ, অদ্য হইওনা প্রভাত,
দুঃখিনী তব আশ্রিত, দিও না মর্ম্মে বেদনা।
প্রভাকর কৃপা কর, অদ্য নিজ কর-হর,
রাখি গৃহে গৌরী হর, পূরাই বাসনা।
উমারে হৃদে রাখিব, মনের সাধ মিটাইব,
সকল দুঃখ জানাইব, দুঃখহরা দুঃখ দিবেন না॥
গত সপ্তমী অষ্টমী, অদ্য শেষ নিশি নবমী,
কি ক'রে প্রাণ ধরি আমি, উপায় বল না।
মা বলে আর নাহি অন্তে, সবে মাত্র এক কন্তে,
এসেছেন তিন দিনের জন্তে, দিতে মায়েরে যাতনা॥

কহে দীন খগপাল, শুন শুন মহাকাল,
অচল অতি দুর্ব্বল, উমা যাবে না।
পিতারে শুশ্রূষা করি, কৈলাসে যাবেন গৌরী,
বল হে বিনয় করি, বিভাবরী এই প্রার্থনা॥ (৯০৬)
(রূপচাঁদ পক্ষী)।

(নিম্নলিখিত গীতগুলি খগেন্দ্রনাথ সরকার বিরচিত।)

ভৈরবী—কাওয়ালী।

নবমীর নিশি বুঝি যায়।
দুরন্ত দশমী বাতে বাজে যে হৃদয়॥
সপ্তমী অষ্টমী দিনে, সুখে ছিনু নিশি দিনে,
ঘরে যাবে উমা আমার, কাঁদায়ে আমায়॥ (৯০৭)

ভৈরবী—একতালা।

উঠ গো দক্ষরাজ প্রভাত হল যামিনী।
দশমী আগত হ'ল, কাঁদে যে পরাণী।
উমা আমার চলে যাবে ক'রে বিষাদিনী॥
সপ্তমী অষ্টমী দিনে, শান্তি ছিল এ ভবনে,
নবমীর নিশি হতে বিষাদ গণি মনে।
কাল বুঝি কাল্ দশমী যাবে নিয়ে উমা ধনী॥ (৯০৮)

ভৈরবী—একতালা।

যেওনা যেওনা ওরে নবমী যামিনী ধনী।
তুমি গেলে উমা যাবে রবে না পরাণী॥

দশমী আগত হবে, ভারতে সবে কাঁদিবে,
হাহাকার উঠিবে, না হেরে ঈশানী।
অষ্টমী সপ্তমী এল, সুখে প্রাণ ভাসিল,
একি হল কেন এল, দশমী হতভাগিনী ॥ (৯০৯)

ভৈরবী — মধ্যমান।

মা আমায় দেগো বিদায়।
না হেরে পাগল আমার কাঁদে উভরায় ॥
তিন দিন কৈলাস ছাড়া, কৈলাসবাসী প্রাণে মরা,
কেঁদে বলে কোথা তারা, এস মা ত্বরা হেথায় ॥ (৯১০)

খাম্বাজ — একতালা।

কি হবে কি হবে, উমা চলে যাবে;
কেমনে ধরিরে প্রাণে,
বৎসর যাইবে, তবে মা আসিবে,
নতুবা তাহারে পাবনা এখানে ॥
জয়া নিলে কার্ত্তিক, বিজয়া গণেশে,
নন্দী ভৃঙ্গী যায় আশে পাশে ;
সিংহ বাহিনী, দেখগো ভবানী,
চলিল ঈশানী, আপন ভবনে ॥ (৯১১)

খাম্বাজ — একতালা।

আসি গো জননী, ওমা দক্ষরাণী,
কেঁদনা কেঁদনা ধর গো বচন।

বৎসর যাইবে, পুন দেখা হবে,
মেয়ে তোর আসি পূজিবে চরণ ॥
তিন দিন তরে, পাগল আমার,
থাকিতে বলিল ভবনে তোমার ;
চতুর্থ দিন হ'লে আসিবে সকলে,
নতুবা নারিব রাখিতে পরাণ ॥ (৯১২)

আলেয়া—আড়খেমটা।

আমার ঐ ভয় মনে, বিজয়া-দশমী-দিনে,
অকূলে ভাসাইয়ে যাবে, শিবে শিব-ভবনে।
নবমী নিশি হ'লে অবসান, অন্ধকার ক'রে হবে অন্তর্দ্ধান,
করিবেন দুর্গে স্বস্থানে প্রস্থান, নিজ পরিবার সনে।
তাই করি প্রার্থনা করি যোড় হাত,
যেন এ যামিনী আর না হয় প্রভাত,
আর যেন উদয় হয় না দিননাথ, এই ভিক্ষা চরণে ॥ (৯১৩)
(দুর্গাপ্রসন্ন)।

ললিত—আড়াঠেকা।

উমা চাঁদে গ্রাসিতে বিজয়া রাহু এল।
পোহাল নবমী নিশি, উথলিল দুখরাশি,
ঐ দেখ উমা-শশীর, মুখশশী ম্লান হ'ল ॥
এত সাধের প্রাণকুমারী, বিদায় দিয়ে ওহে গিরি,
মা হ'য়ে কি থাক্‌তে পারি, বলহে অচল।
ছেড়ে যাবে উমাধন, অস্থির হ'ল জীবন,
মা ব'লে ডাকিবে কে আর, ওহে গিরি বল বল ॥ (৯১৪)

ললিত বিভাষ—একতালা

আমার উমা যায় কৈলাসে, হিমালয় করি শূন্য।
নয়নতারা হ'লেম হারা, নয়নতারা তারা ভিন্ন॥
জয়া দে গো মুক্তকেশীর কেশ ক'রে পরিচ্ছন্ন,
পুরবাসী দে গো আসি, মায়ের সিঁথায় সিঁদুর চিহ্ন।
তিন দিন না গত হ'তে, হর এসেছেন নিতে,
উমা ধনে বিদায় দিতে, হৃদয় হয় বিদীর্ণ।
দিনে আঁধার হ'ল আমার, স্বর্ণপুরী হেরি শূন্য,
হরি বলে মা আমায়, দে গো বিদায় যাব তূর্ণ॥ (৯১৫)

(হরিনাথ)

আলেয়া—আড়াঠেকা।

শুন গো রজনি, করি মিনতি তোমারে।
অচলা হও আজকার তরে, অচলারে দয়া ক'রে॥
সাধে কি নিষেধে দাসী, তুমি অস্তে গেলে নিশি,
অস্তে যাবে উমা-শশী, হিমালয় আঁধার করে।
কি বল্‌ব তোমায় যামিনী, তুমিত অন্তর্যামিনী,
অন্তরের ব্যথা আপনি, সকলি জান অন্তরে॥ (৯১৬)

(হরিনাথ মজুমদার)

ললিত—আড়াঠেকা।

ওহে প্রাণনাথ গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার॥

বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে ব'সে মহাকাল,
বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বার বার।
তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ,
এই হেতু এতক্ষণ, না হ'লো বিদার॥
তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী, হিমগিরি রাজরাণী,
প্রভাতে চকোরী যেমন, নিরাশা সুধার॥ (৯১৭)
(রামপ্রসাদ সেন)

উনবিংশ খণ্ড।

সামাজিক-সঙ্গীত।

দেশ—যৎ।

আর্য্যজাতির উন্নতি আর দেখিনে।
(এক্ষণে) কারে বলি, ঘোর কলি, হ'লোরে এতদিনে॥
(নব্য দলে, বাহুবলে অখ্যাতি নিলে কিনে।)
সভাতে বক্তৃতা কেবল, কিছু হয় না ফলাফল,
যত নব্য বাবুর দল, খোসবাসী খাস-বাগানে ;
হাত পা নাড়ে, বচন ঝাড়ে, কথাটি কয় রগ টেনে।
কখন বক্তৃতার বেগে, গলদঘর্ম্ম উঠেন রেগে,
বৃথা গর্জ্জন প্রভাত মেঘে, বর্ষা ভরসা বিহীনে॥
পীড়া হ'লে বাড়াবাড়ি, দেবোদ্দেশে রাখ্‌ত দাড়ি,
এখন দাড়ির ছড়াছড়ি, স্বর্গ মর্ত্য মাতালপুর ;
গালপাট্টা নাই, চীনে কি মালাই, মধ্যে চৈতন ফুরফুর।
কারো দাড়ি লম্বমান, কারো দাড়ি ঠিক সয়তান,
কেউ সেজেছে জাম্বুবান, হিন্দু পাঠান কেবা চেনে॥(৯১৮)
(রূপচাঁদ পক্ষী।)

বাহার খাম্বাজ—একতালা।

ধন হীনে ত্রিভুবনে মান্য কে করে।
ক্ষুদ্র লোকে হয় রুদ্র ধন অহঙ্কারে॥
চর্ম্ম কর্ম্ম করা মুচি, টাকার গুণে হয় সে শুচি,
তার ঘরেতে মোণ্ডা লুচি, ব্রাহ্মণে মারে।
নাই ব্যবসাতে দোষ, দিয়ে সাহস, এক শ্লোক ঝাড়েন পরে।
ধনং উপার্জ্জনং জন্যং ন দোষঃ ন দোষী নরে॥
কড়ি থাক্‌লে বুড়ার বিয়ে, নির্ধন যুবা বসিয়ে,
থাকেন হাঁ ক'রে, আইবুড়ো হ'য়ে, চেয়ে থেয়ে, পথে যান মরে;
তিথির দোষে শেষে তারে মহাপাপ ঘেরে।
তার পুত্র হয় না, পিণ্ড পায় না, আবাগের বেটা নাম ধরে॥
এ জগতে মান্য টাকা, টাকায় সারে ন্যাকা ভ্যাকা,
সদা মেজাজ হয় বাঁকা, ফুলিয়ে যান ছাতি,
টাকার জোরে ভেকে মারে হাতিকে লাথি।
থাক্‌লে পাতি সঙ্গতি খোঁড়া ঢোঁড়া ফোঁস করে॥ (৯১৯)

বাহার—যৎ।

ডুবিল সোনার দেশ পাপের সাগরে।
পরিপূর্ণ দশ দিক্ ঘোর হাহাকারে॥
মহাপাপ শিশু-বিয়ে, এ দেশে প্রবেশ পেয়ে,
ছারখার করিল রে, স্বর্ণ-ভারতেরে।
ধন মান বুদ্ধিবল, সব গেল রসাতল,
জাগরে ভারতবাসী, উদ্ধার মায়েরে॥ (৯২০)

(নিশিকান্ত।)

মূলতান—আড়াঠেকা।

(বিভো !) কত দুঃখ দিবে আর বল।
হারাইয়া রাজ্যধন, হারাইয়া সিংহাসন,
বাঁচিয়া ছিলাম দেখে যা'দের মুখকমল।
সুরার প্রবল স্রোতে, যায় তারা অধঃপাতে,
কাঁদায়ে অভাগী মায়—হায় কি পাপের ফল।
দেখ বক্ষে অবিরত, সন্তান-শ্মশান কত,
জ্বলিতেছে মহা ঘোরে পোড়াইয়া মর্ম্মস্থল॥ (৯২১)
(গোবিন্দচন্দ্র দাস।)

মিশ্র সিন্ধু—ঠুংরি।

আমরি কি নাকাল, কন্যার বিবাহ কাল,
আজ কাল হ'চ্চে বঙ্গদেশেতে।
মাতৃদায় পিতৃদায়, এর আগে লাগে কোথায়,
ভিটে মাটি চাটি হয় বিয়ের ব্যয়েতে।
(কত শত মানীর হতেছে মান হানি,
ছাই চাপা প'ড়ে গেছে মানের মূলেতে।)
বল্লালি বাঁধা কুল, প্রায় হ'ল নির্ম্মূল,
বিশ্ব বিদ্যালয় স্কুল, সুরু যে হ'তে।
এণ্ট্রান্স এক পেশে, এলে দো পেশে,
তেপেশে, মান্য ভারতে।
বল্লভি সর্ব্বানন্দ, ফুলে খড়দহ হয় না সন্ধ,
পাশকরা ছেলে পছন্দ, সকল মেলেতে।

কন্যা দিতে হন ব্যস্ত, অর্থ নাই শূন্য হস্ত,
হইয়ে ঋণগ্রস্ত, পড়েন দায়ে যতে॥ (৯২২)
(রূপচাঁদ পক্ষী।)

আলেয়া—আড়া।

ওহে দীন দয়াময়, কি হইল হায় হায়,
ভেবে সমাজের দশা, খেদে প্রাণ যায় যায়।
কি কব দুঃখের কথা, কোথাও কৌলীন্য-প্রথা,
দিতেছে অন্তরে ব্যথা, কত কামিনীর—
কোথাও বা কন্যাপণ, করে কত জ্বালাতন,
কোথা অকাল মরণ, বাল্যবিবাহ ঘটায়।
শুধু নয় এক রোগ, কত দোষ করে ভোগ,
কিসে হবে সুসংযোগ, ভেবে নাহি পাই।
সমাজের পতি যারা, মিছে অভিমানী তাঁরা,
থাকিতে নয়ন, তারা, আছে যেন অন্ধ প্রায়।
সবে স্বপ্রধান ভাবে, ভ্রমিতেছে নানা ভাবে,
কেহই একতা লাভে, নয় যত্নশীল॥ (৯২৩)
(হরিশ্চন্দ্র মিত্র।)

মল্লার—আড়াঠেকা।

সুরাদলন-সংগ্রামে সাজ বন্ধুগণ।
কর চূর্ণ মদ্যপাত্র, পাপ শুণ্ডিকাভবন॥
প্রচণ্ড অসুরদল, প্রচারি সুরা-গরল,
মহা পাপে ডুবাইল, ধর্ম্ম নীতি জ্ঞান ধন।

কাঁদিছে বিধবা কত, হইয়ে সর্ব্বস্ব হত,
শুনিলে বিদরে প্রাণ ঝরে দুনয়ন।
ব্যভিচার কুদৃষ্টান্তে, প্রবল কলঙ্ক স্রোতে,
করিতেছে সর্ব্বনাশ ঘোর অনিষ্ট সাধন॥ (৯২৪)
(ত্রৈলোক্যনাথ)।

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

মনোদুঃখে হৃদয় বিদরে। (হায় হায় রে)
হইল সংসার ছারখার সুরাপান ক'রে॥
জনক জননী মোর, হইয়ে শোকে কাতর,
ত্যজিলেন কলেবর অন্ন বিনা অনাহারে।
পতিব্রতা প্রাণপ্রিয়ে, অশেষ ক্লেশ সহিয়ে,
অনাথিনী প্রায় এবে ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে।
জনম দুঃখী সন্তান, ক্ষুধায় মৃত সমান,
তার আর্ত্তনাদ আর শুনিতে না পারি রে।
সঞ্চিত ধন সম্বল, যা ছিল সকল গেল,
দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল হাতে হাতে পেলাম রে॥ (৯২৫)
(ত্রৈলোক্যনাথ)।

মধুকানের সুর—তেতালা।

মনের দুঃখ বল্‌ব কারে।
অনাথা বিধবা ব'লে, কে চাহিবে দয়া করে॥
দুঃসহ জীবন-ভার, বহিতে পারিনে আর,
এ বিষম অত্যাচার, কেন অবলার উপরে।

বিষাদে ভগ্ন-হৃদয়, সব দেখি শূন্যময়,
কাঁদিব আর কত হায়, শোকেতে প্রাণ বিদরে।
কে আছ লহ একবার, দুঃখিনীর সমাচার,
বিপদে কর উদ্ধার, বাঁচাও হে বাঁচাও প্রাণে॥ (৯২৬)
(ত্রৈলোক্যনাথ)।

বাউলের সুর—খেমটা।

ভাইরে ভাই কলির মানুষ চেনা ভার।
মানুষের উপর ভিতর দুই প্রকার॥
ট্যাঁকে ঘড়ি, হাতে ছড়ি, ফুলবাবু সেজে,
বাবু চল্লেন সমাজে (মরি হায়)।
(আবার) অন্দরেতে ছাট্‌চে বালাম, বাবুর যত পরিবার॥
বেশ্যার গলায় মতির মালা, মায়ের অন্ন নাই,
স্ত্রীর পরণে ট্যানা ভাই (মরি হায়)।
বাহিরেতে ক'চ্চে মজা নিয়ে বাবু দশ ইয়ার॥
ইংলিশ বুট, ইংলিশ কোট, বিস্কুটেতে রত,
বাবু ইংরাজের মত।
পেটে পা দিয়ে টিপিলে পরে এ, বি, সি, ডি,—
(ভোলামন) এ, বি, সি, ডি, পাওয়া ভার॥ (৯২৭)

বিংশ খণ্ড।

ভারত-সঙ্গীত।

তিল কামোদ—ঝাঁপতাল।

বন্দে মাতরং।

সুজলাং সুফলাং, মলয়জ শীতলাং,

শস্য শ্যামলাং, মাতরং।

শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত কামিনী,

ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল-শোভিনীং,

সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং।

কে বলে মা তুমি অবলে,

বহু বল ধারিণীং নমামি তারিণীং,

রিপুদল বারিণীং মাতরং।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম, তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,

ত্বংহি প্রাণাঃ শরীরে॥

বাহুতে তুমি মা শক্তি,

হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,

তোমারি প্রতিমা গড়ি, মন্দিরে মন্দিরে।

ত্বংহি দুর্গা দশ প্রহরণ ধারিণী,
কমলা কমলদল বিহারিণী,
বাণী বিদ্যা দায়িনী, নমামি ত্বাং।
নমামি কমলাং অমলাং অতুলনাং,
সুজলাং সুফলাং মাতরং,
বন্দে মাতরং।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং,
ধরণীং ভরণীং মাতরং॥ (৯২৮)
(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

মিলে সব ভারত-সন্তান, একতান মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।

২

ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত খনি-রত্নের নিধান।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়॥

৩

রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তা'দের তুলনা ?

শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত-ললনা।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৪

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ, বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন,
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত-ভূষণ।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৫

বীর যোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী,
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥

৬

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ,
পৃথুরাজ আদি বীরগণ?

ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক্ ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়॥

৭.

কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম্মস্ততো জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়?
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়॥ (৯২৯)

(সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

জংলা—খেমটা।

গাও রে ভারতসঙ্গীত সবে প্রাণ ভ'রে।
ভারত আরতিতে ভক্তিপূত বীণা করে॥
মিলি আজ প্রাণে প্রাণে, জনম তীর্থস্থানে,
জননীর নাম গানে, ভাস আনন্দ সাগরে।
কত আর ঘুমে র'বে, জাগ রে জাগ সবে,
ঐ শুন বাজে ভেরী, আশার মোহন স্বরে।
সাধনায় সিদ্ধি ফলে, সাধিলে মন্ত্র বলে,
এ কথা কণ্ঠ খুলে, ঘোষ সবে ঘরে ঘরে।
গিরি বিদরে যদি, শুষে যায় সিন্ধু নদী,
তথাপি মন্ত্রযোগে, সাধিবে মন্ত্র অন্তরে।

হৃদয়ে আরাধনা, রসনার উদ্দীপনা,
আহুতি প্রাণ মন, শক্তির সোপান পরে ॥ (৯৩০)
(কালীপ্রসন্ন ঘোষ।)

ঝিঝিট—কাওয়ালী।

ভারতভূমি সমান, আছে ভবে কোন্ স্থান,
ভারতের গুণগান, সবে মিলি গাওরে।
ভারতে যে ধন নাই, কোথা তাহা নাই পাই,
অতুলনা এই ঠাঁই, দেখিতে না পাও রে।
যে ধনে হ'য়ে অভাব, ভারতের এই ভাব,
করি তাহা অনুভব, তাহারে মিলাও রে।
অধীনতা অপমানে, দুঃখিনী ব্যথিতা প্রাণে,
জননীর মুখপানে, বারেক না চাও রে।
পেলে তিনি হারা ধন, জুড়াবেন প্রাণ মন,
করি হেন সমাপন, বাসনা পূরাও রে।
থাকিবে না কোন দুঃখ, হইবে পরম সুখ,
সকলে কেন বিমুখ, এ সুখ না চাও রে ॥ (৯৩১)
(রাধানাথ মিত্র।)

নট বেহাগ—পোস্তা।

মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি।
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন-বারি ॥
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে,

আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমার হায় রে সহিতে না পারি॥ (৯৩২)
(দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

পাহাড়ী—একতালা।

দেখ গো ভারতমাতা তোমারি সন্তান।
ঘুমা'য়ে রহেছে সব হ'য়ে হতজ্ঞান॥
সবে বলবীর্য্যহীন, অন্ন বিনা তনু ক্ষীণ,
হেরিয়ে এদের দশা বিদরিয়ে যায় প্রাণ।
মরি এ দশা তোমার, হেরিতে না পারি আর,
অপার জলধিপার চলিলাম ছাড়ি এ স্থান॥ (৯৩৩)

খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌঠুংরি।

কত কাল পরে, বল ভারত রে, দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।
অবসাদ-হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে, ও কি শেষ-নিবেশ রসাতল রে॥
নিজ বাসভূমে, পরবাসী হ'লে, পর-দাসখতে সমুদায় দিলে,
পর-হাতে দিয়ে, ধন রত্ন সুখে, বহ লৌহ-বিনির্ম্মিত হার বুকে।
পর ভাষণ আসন আনন রে, পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে,
পর দীপ-শিখা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।
ঘুচি কাঞ্চন-ভাজন, শোধ শিরে, হ'লো ইন্ধন কাচ প্রচার ঘরে,
খনি থাত খুঁজে খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে, পুঁজি পাত নিলে যুটিয়ে লুটিয়ে।
নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে, পরিবর্ত্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে,
মথি অঙ্গ হরে, পর স্বর্গ সুখে, তুমি আজও দুখে তুমি কালও দুখে।
নিজ-ভাল বুঝে, পর মন্দ নিলে, ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে,
বিধি বাদ হ'লে, পরমাদ রটে, পরমাদ হরে হিত বোধ ঘটে।

কি ছিলে কি হ'লে, কি হ'তে চলিলে,
অবিবেক-বশে কিছু না বুঝিলে,
নয়নে কি সহে, এ কলঙ্ক দুখ, পর রঞ্জন অঞ্জনে কাল মুখ ॥(৯৩৪)
(গোবিন্দচন্দ্র রায়।)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

নিবার নয়ন নীর, ভারত মাতঃ।
দুঃখ-নিশি পোহাইবে, শুকতারা সমুদিত।
জান না কি চিরদিন, কার না থাকে সমান,
বিধির কৃত বিধান, হবে গো সব ফলিত।
পূর্ব্ব কথা স্মরি পুন, পরিতাপ বৃথা কেন,
দেখে ও মুখ মলিন, ধৈরজ ধরে না চিত ॥ (৯৩৫)
(কেদারনাথ ঘোষ।)

বসন্তবাহার—আড়াঠেকা।

ভারত-শ্মশানে কেন আজি মা ভারতী-রাণী।
জ্বলন্ত অঙ্গারে তোর ঝলসিবে পা-দুখানি ॥
প্রতি দেশ প্রতি গ্রাম, দহিতেছে অবিরাম,
ভারতেরে বিধি বাম, কোন্ পাপে নাহি জানি।
দেখ মা ভারতভূমে, জ্বলন্ত চিতার ধূমে,
মহাঘোর অন্ধকার, অভেদ দিন যামিনী।
তুই কি জীবন দিতে, ভারতেরে বাঁচাইতে,
আসিলি ভারতে পুনঃ, দয়াময়ী বীণাপাণি ॥ (৯৩৬)
(গোবিন্দচন্দ্র দাস।)

জয়জয়ন্তী—একতালা।

মনোমোহন মূরতি আজি মা তোমার,
মলিন হেরিতে মাগো পারি না যে আর।
কেন মা আজি নীরব, বীণার কাকলি তব,
কেন বা পড়িয়ে বীণা আছে এক ধার?
নাহি ভবভূতি ব্যাস, নাহি মাঘ কালিদাস,
তাই কি মলিন বেশে কাঁদ অনিবার?
পর-ভয়ে স্বর তুলে, পার না হৃদয় খুলে,
গাইতে স্বাধীন ভাবে ঝঙ্কারিয়া আর?
তাই তব অশ্রুজল, ঝরে কি মা অবিরল,
তাই কি নীরব তব বীণার ঝঙ্কার?
লও বীণা তুলি করে, মধুর গম্ভীর স্বরে,
গাও মা স্বর্গীয় গীত জগতে আবার॥ (৯৩৭)

(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

একবিংশ খণ্ড।

ধ্রুপদ-সঙ্গীত।

শুক্লবেলাবলি কুকভ—চৌতাল।

রাজা রাম নিরঞ্জন হিন্দুপথে সোলেতান। কেও করে তার সকল সৃষ্টি ভরণ ভূষণ য়ে য়ে॥ এত প্রবীণ বীর ফৌন্দে, নন্দন অতপর জগবৌন্দন, দালিদ্রা হরণ সমুকা, মহাজন, গুণনিধান, হর দুথানয়ে॥ (৯৩৮)

শ্রীরাগ—চৌতাল।

এমন রঘুনাথ। রঘুবর রাঘব পতিত উদ্ধারণকো জপিলে এরি॥ ঘটা ঘট রমা রমা, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর সর্ব্বমে হে সমান, দাস মোহন নাম মানে দান দিজে অযোধ্যানায়কো তেরি দরশন এরি॥ (৯৩৯)

(মোহন দাস)।

ভীমপলশ্রী—চৌতাল।

এক রাম নাম গুণ বেচো সংসারে বেধাওরে হর পঞ্চানন পিনাক পাত নিশি দিন জপত রহে। জ্ঞান ধ্যান যোগ জ্যোতি খোজে নাহি পাওতা, বিনা কৃপাল রামচন্দ্র ভবসাগর কো লে

চল্‌তা, তুহি রাম রহিমান, তুহি জমিন্‌ আসমান, তুহি আদি অন্ত পায়েলা পাণি, কহে মিয়া তানসেন সোদ করত পিউ পাশ জনম্‌ জনম্‌ রামদাস চাহেত॥ (৯৪০)

(তানসেন।)

মল্লার—চৌতাল।

কেতে রাত না জগাও। উতে প্রঘট কিয়ে প্রথম কামধেনু সোরা বদনা বানায়ে॥ ফুলকি নবিসে বারুণি অমিয়া ও সুধা-কর চারু থান চিরা বাণিপর বজিরে বিরতত পায়ে॥ ধানোসে ধন্বন্তরী গজশ্রীমণি রম্ভা নারি ধারেঁ। ধুরপদ ধুরেন মোরেন সাএলে সায়ে তানসেন কহে কম্বুকোণ্ঠে সাহে আথবর চারুফল কলপাকে উমা উকে নন্দন পারকে পায়োএ॥ (৯৪১)

মোল্লার—চৌতাল।

হে যদোনাথ জগতপতি জগতজীবন বোধ পুরুষ জগন্নাথ জগবৌন্দন। শ্রীধর ভূয়াধর শঙ্খ চক্র গদাধর মুরলীধর কংস নিকৌন্দন॥ নরহরি নারায়ণ বাসুদেব বিশ্বঠাম মথুরা কলায়ন নাম মধুসূদন হৃষীকেশ জনার্দ্দন ধিরাজকে প্রভুনন্দন॥ (৯৪২)

কেদার—সুরফাঁকতাল।

দরশন দেখত তনাত্তমন আনন্দ ভই পরাণ, বিরহ বিতা গই পুন। আয়োনন্দ ঘরে, অধরে সুধারস, প্রেম বুঁদ লাগি বরসন। রোম রোম সুখ উপজে, ক্রমে ক্রমে জম জম লাগি পিয়াকি পাগ্‌ পরশন, তানসেন কি প্রভু তুম ভয়োনায়ক, সত্ত সতি নি লাগি তরশন॥ (৯৪৩)

(তানসেন।)

পরজ—সুরফাঁকতাল।

প্রথম আদ. শিব সাকার নাদ, পরমেশ্বর, নারদ তুম্বুরু বীণা সরস্বতী পুনঃরে। আনাহদ আদ নাদ, রস সাগর নাগর, স্বরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু লছমন পুনঃরে। আদ ধরতি শেষ চন্দ্র সুরয, আদ পায়েল পাণি অনুক্ষণ রে, শেষ অক্ষর মত শুধ গুণী গণরে ॥(৯৪৪)

বসন্তবাহার—ধামার।

চমৎকার দেদারে। রঘুবর পরবর ওয়াদগার, সংসার, নিস্তার কৌন করে তার ॥ তু ইন্দ্র দাতা শেষ শেষ উপয় সাহে জিয়ন্তা, চতুর প্রথম চঞ্চল চপল, চারু যুগে জিয়াও, হিমাউ কি নন্দন, আকবর দাতা সব প্রতিপালয়ে ॥ চক্রবতার চক্রতার অচল কর্ম্মত শেষ চারু, দেবন কে কল প্রথম করন্ন ॥ (৯৪৫)

খাম্বাজ—সুরফাঁকতাল।

আজু শম্ভু হর নাচত ডমরু করে। বাজাওত গন্দদনে লম্বোদর মৃদঙ্গ নন্দভরে ॥ পঞ্চ বদনে নাদি নাথ [illegible], করে, গাওত সুরগণ সনে গীত ভরে, রঙ্গে নাথ নিরথ মোহন, বিগলিত রূপমে বিরাজে ॥ (৯৪৬)

কানাড়া বাহার—চৌতাল।

ধৈবট পঞ্চম মধ্যম গান্ধার রেখাব সপ্ত সুর সাধ গুণি কেওনা ধরাওয়ে॥ তেরোরি অলঙ্কার, বসি সরস্বতী সাত বেদ উচ্চার, সা ঋ গা মা পা ধা নি সা ; সপ্ত গা সুরে গা ধামাপা গা ॥ (এ বোলি বোলি চরণ মধ্যে) এ বোলি বোলি চরণ মধ্যে, তাথাইয়া তাথাইয়া ধা, গানে দামহা, (সপ্ত-সুর তিন গ্রামে)

সপ্ত সুর তিন গ্রামে একইশ মুরছন ঊনপঞ্চাশ কোটি তান তানসেন বিচার॥ (৯৪৭) (তানসেন)।

সুরট—ঝাঁপতাল।

ঁয়ি পিয়া বিনা কেয়েসে। রতিয়া বয়রণ ভয়ি ছিননা ঘটত মোহে অচল ভয়ি॥ নিশি দিন নাহি চএন, সুঝে নাহি বয়নে, ওয়ত নিঠুর মোরি, সুধানা লই॥ এতনি সন্দেশ্ৱ মোরি, কহিও পিয়াসে যাকে, বিরহ বিথাত্বন্ তপনো ভয়ো; এ বির কেয়সে, ধরূ ধার, আবতো, নয়নানসে মোরা নিদ্ আগই॥(৯৪৮)

খাম্বাজ—ধামার।

শুনি ধ্বনি, মুরলিকি ব্যাকুলা ভয়ে ব্রজনার; বনতা ব্রজ কি বন বন আই, গাওত হোরি দ্যার দ্যার ভারি॥ বাজত বাঁশরি বিনা মৃদঙ্গ ডফ; সুরকী জ্যোতি যোঁ দিপক বারে; আতর আবক জাগুলাল লাল লেয়; পিচকারিন্ বঙ্গড়ার ডার॥ (৯৪৯)

লাচারি টৌড়ি—ঝাঁপতাল।

জগজ্জননী ত্রিজগজ্জন পালিনী। হর কামিনী, জয় জয়তি যোগেশ্বরী, রাণী দশপাণি ভবানী॥ জ্যোতিঃস্বরূপিণী, জীবে গতি দায়িনী, যদুকুল উদ্ধারিণী শিবানী॥ রঙ্গনাথ রথ ঘট সর্ব্বাণী সুখদায়িনী, বিরাজিত অখণ্ড সর্ব্ব, বিশ্বব্যাপিনী মা; ভইয়া গিরিবালা, চন্দ্রভালা চন্দ্রাননী, চট সঙ্কট তার অবত্রাণী॥ (৯৫০)

বাগেশ্রী—চৌতাল।

সুর প্রথমেসা। ধাতাব সুধাওঙ্গে সুধা মুদ্রা সুধাকর, সোজে সমঝে তানলেত গাওয়েরে॥ উলত পলত লাগ ডাঁটে, অল-

পাকি দামা সুধাকে বেওয়ারেরে ঝাঁওরেরে ॥ সপ্তসুর তিনগ্রাম, একইশ মুরছনা, বাইশ সুরতা, উনপঞ্চাশ কোটী গান গাওয়েরে কহে মিয়া তানসেন, তোমেহো নায়ক সাহে আখবর সাকোবে ঝাঁওয়েরে ॥ (৯৫১)

জয়জয়ন্তি—চৌতাল।

তুহি ব্রহ্ম তুহি বিষ্ণু, তুহি শেষ তুহি মহেশ, তুহি আদ তুহি নাদ, তুহি অনাদ তুহি গণেশ। জল স্থল মরুৎ ব্যোম, তুহি আকার যোম সোম, তুহি ওঁকার তুহি সাকার, নিরাকার তুহি ধনেশ ॥ (৯৫২)

মূলতান—চৌতাল।

কাহাকো যোগর্ব্ব করত গুণী যো কহাও ॥ গীতা সৌন্দেরক ধুরপদানিকে গাওয়ে শুনায়ও ॥ গীতাকে সঙ্গীত যুগল বৌন্দে ত্রিবাটে ধুমাঝে এত রাগ কাহেকো জোগাওয়া সমুঝে দেখ মন্‌মে পাছে পাছে ধায়ও ॥ যেতে সুর তেতে গ্রাম তেতে রাগ তেতে তান, উনঞ্চিকি ভেদ কিনু বিরলানা পাওয়া, কহে ব্রজবাউরা শুনিয়ে গোপলাল, বহু দেখ এত সারি, জন্মহি গুঁয়ায়ও ॥ (৯৫৩)

জয়জয়ন্তি—চৌতাল।

প্রথম মানে অহঙ্কার, দেব মানে মহাদেব, জ্ঞান মানে গুরু, জ্ঞান নদিয়া মানে গঙ্গা ॥ রাজন মানে ইন্দ্ররাজ, গজন মানে ঐরাবত, বিদ্যান মানে সরস্বতি, বেদ মানে ব্রহ্মা ॥ গীতকে সঙ্গীত মানে, সঙ্গীতকে সুর মানে, তাল মানে মৃদঙ্গ, নাচ মানে

রম্ভা॥ কহে ব্রজ বাউরা শুনহো গোপাল নায়ক, দিন মানে সূর্য্য রাত্র মানে চন্দ্রা॥ (৯৫৪)

ভেঁরো—চৌতাল।

ধাবত ভৈরোঁ মহাদেব শীশ জটাপরি গঙ্গা। আসোয়ারি বৃষপরে, যোগী যাক ধ্যান ধরে, খট দরশন সে মহিমা জিনি হায়, বিভাষ সাস্তত পান করে॥ মাত আলাইয়া দয়া সিন্ধু তোড়ি মূলতান পূরবী মরি দাহনে॥ (৯৫৫)

ভৈরবী—চৌতাল।

লম্বোদর গজ আনন গিরিজাসুত গণেশ। একরদন প্রসন্ন বদন অরুণ বেশ॥ নরনারী গুণী গন্ধর্ব্ব, কিন্নর যশ তোমুর মেলা, ব্রহ্মা বিষ্ণু আওর পূজত মহেশ। অষ্ট সিদ্ধ নও বিধ, মূষিক-বাহন, বিদ্যাপতি সুমেরু তিনকে শেষ॥ স্তুত করত তানসেন, আয়ে ভায়ে রম্ভা, বিঘ্নহরণ বিনায়ক রূপ স্বরূপ অশেষ॥ (৯৫৬)

দ্বাবিংশ খণ্ড।

খেয়াল-সঙ্গীত।

ইমন-কল্যাণ—আড়াঠেকা।

ইতোরি বদন কি, কহিস না জাতা সুথ রহি,
আবয়াত য়ত রিজ ছক ছক।
গোরি গোরি বেইঞাঁ, হরি হরি চুরিয়া,
চাল চাল চালত ইতর॥ (৯৫৭)

মল্লার—কাওয়ালী।

এরি মাই রিনি ঝিমি রিমি ঝিমি ভরকে।
ঋতু আই শ্রবণকে আয়রে শোভনকে॥
আগা গনয়া গরজে, জিয়ারা মোরা লরজে,
শিশির ভরায়ে মধুয়া পিলায়ে,
ঋতু আই শ্রবণকে আওরে শোভনকে॥ (৯৫৮)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

দোনয়না মাড়ে লাগে তু সাঁতে না লবে,
শুননি মাঢা মহেড়া ইয়ার।

চস্‌মে মন দর চস্‌মে তো,
চস্‌মানে তো বায়ে দিগার ;
মন্ তামাসায় তোদরং তো তামাসার দিগার ॥(৯৫৯)
(সরিমিঞা।)

ইমন-কল্যাণ—আড়াঠেকা।

বানেড়া আই লোমা মৌর ঘরে আজ য়াও,
আরে বানেড়া আসন, গাওরে ময় গলেরা,আজু সোহাগে সুউ।
সদা রঙ্গেলে ছবিলে,
এমন দশা সুন্দর বর পর পাইলামা ॥ (৯৬০)

গৌঁড় খাম্বাজ—কাওয়ালী।

গরজত বরষত ভিজত্‌আলি,
তেহারে মিলনা কো আপন প্রেম পিয়া,
রূপা লেহুঁ গরমে লাগা।
বহুত দিন হুমে তমে সংমেঁ রহিলি,
দেখত আঁখিয়া অধা কেসে রাণি,
শ্যামল আওয়ে লাল চুনরিয়া দেহ রাঙ্গা ॥ (৯৬১)

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

শ্যামলি সুরত পেয়ারা লালনে ডোরে,
ঝোলনে আই গারে বন হারে।
শিশ মকুট শোভে, ভলে চন্দ্র জ্যোতি,
বৈইঞা মুরল ধর সদা রঙ্গ নেহারে ॥ (৯৬২)

হাম্বির—একতালা।

চামেলি ফুলে চম্পা গোলাবে গুঁধে ল্যাওরি,
মালানিয়াঁ হেরোয়া লওসাকে গরে ডাঁরো।
মোমদ সিসা মাতিয়ানা কৌসে হেরা আয়সে,
বনেরে কো মাই আওরে সোহে সুখা সারি॥ (৯৬৩)

জারজ মল্লার—জলদ কাওয়ালী।

বংশী বট তট ধর মুরালী,
ধর হর কামিনী কোটী কিঙ্কিনী,
আর কারি বাতিয়া নেহি নেহি।
বরণ বরণ হিয়া, কুসুম কি মালা,
মনোহর সুন্দর গলে বিরাজে বলি বলি॥ (৯৬৪)

আশোয়ারী টোড়ী—আদ্ধা।

আঁইরে ননদিনী জাগে।
আরোয়া ঠাঁরে কংকড় দরবট মাঝে বুলাওয়ে।
গোড়ে দে লাল পাছু, রঞ্জর মিলিয়া পাছু,
পিরী লাগাছ পোইয়া পেয়েলিয়া মেরি বাজে॥ (৯৬৫)

ভূপালী—কাওয়ালী।

লঙ্গরে ডরে কোজি নেছুয়ারি।
মরি গাগরিয়া ভারি॥
দেঁওগারি ব্রজনারী নিরথ হাঁসে হাঁসে,
দেত মোহে তারি॥

তোমতা মহাটিট পিত সনে,
লাগাইয়ায়ত বারে বারে মোহে,
হেরত সেরত হোঁলা জন মেরি জাত ব্রজবেরি ॥ (৯৬৬)

রামকেলী—সওয়ারী।

রস ঘুঁঘট এ আব মোরি জীয়ারা লোভানা।
হাম জোয়ায়্যাণী আরে মেরো পিয়া হেয়ঃসিয়ানো ॥
উদিরে চোলি আব বহুত অন মূলী কেয়সে কর আউরে মেয়,
আর মেরো সুরজন খোলি।
সদারে সোহাগণ নিত উঠ রোষে কাজিরে
মহম্মদ আবপিত লাগি হেয় নাছুটি ॥ (৯৬৭)

পিলু—যৎ।

চলো সখি ব্রজমে রঙ্গে রচু হায়,
পিয়াসনে আজু খেলেঙ্গে হোরি।
বৃন্দাবন কি রোমা ঝুমা সবে মিলি,
দিব পিচকারী ॥ (৯৬৮)

সিন্ধু—যৎ।

ফাল্গুনকায় দিন যায় সখিরি,
আপন বালাম কো ছোড়ি না দেরে।
চুনরি বি দেওগী, মতি বি দেওগী,
দেওগী মতি কো জোরি।
যৌ কিছু মাঙ্গাও, সব কিছু দেওগী,
কান্ত দিয়া নেহি যাওরে ॥ (৯৬৯)

ত্রয়োর্ব্বিংশ খণ্ড।

বাইজী-সঙ্গীত।

রামকেলী—কাওয়ালী।

পেয়ালা মুজে ভরে দে।
আবহু আবত মাতোয়ারা,
তু তো গেয়িলি সুথয়েরে হানিয়া,
ভায়লি ভোরে ভোরে।
হাস তোম পিয়ে, চুকি চুকায়ে,
দূর জন লোক লাজ ভাওয়ে॥ (৯৭০)

ভৈরবী—কাওয়ালী।

সেঁইয়া যাও যাও নেহি বোল জবান।
এত্‌না বাতমে মোরি মান।
ভোর ভেয়িয়ায়ে, যাওরে যাঁহ রহে,
তেরা পাঁও পড়ি, মেরি জান॥ (৯৭১)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

পরদেশী সেঁইঞা দিহুয়া বহুতা গেইবিৎ,
হামারা যৌবনে ওয়া নাহি মানে রে।

যাবাসে গেঁও মোরি সুধাহোনালেনি রে,
কানাগেও মোরে বিত ॥ (৯৭২)

সাহানা—একতালা।

কাহে ঠারো ঠারো ঠারো ম্যায় এ নব যৌবনীয়া।
তুয়া রূপ রিপু সম জানি এরে বেঁইঞা ॥
জর জর হিয়া মোর, রহনে না পারি আর,
আওএ আওএ আওএ, (এরে) এ নব যৌবনীয়া,
হরখী চিতে আওত দেহত মান রতনুয়া ॥ (৯৭৩)

ঝিঝিট—ঠুংরি।

পাণি ভরণে যাতি যমুনাকি ঘাটে।
এক ঠাটে মে রহে কামিনীয়া ॥
কহি কাহে মথুরাকো গোয়ালিনী।
কহি কাহে ব্রজ কামিনীয়া ॥ (ভালা)
বেলি কাকোলিয়া, চুনি চুনি লায়ে,
মাথা গাথনে লে কৈই মালিনীয়া॥ (৯৭৪)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সামলিয়া তেইত মন লিনু রে।
তেরে শ্যামেলি সুরতি, মোরে মানান ভঁই
চলে চলো কান্ত যৌবনরস লিনুরে ॥
অধরে বাঁশরী বাজনে লাগি, সপ্ত সুরধিনু গ্রাম রে,
আও এনে গুণী জনে গাও এনে রে;
(আজি) ব্রজকি সখিও সব রহরে মগন রে ॥ (৯৭৫)

খাম্বাজ—লক্ষ্ণৌঠুংরি।

নিরদয়ি প্রতি সে আবানা কর।
ঘরে যা বালা লাজ ভয়ি সো ভয়ি॥
আব ছোড়ি দে বেঁইয়া, মে পাকড়ো ;
আবে আনা ফাঁসী হামারী নগরী॥ (৯৭৬)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

লটকি লটকি চলত মোহন আওয়ে।
আওয়ে মোহন অধরে মুরলী মধুর মধুর বাজে॥
কানে কুণ্ডল চপল নয়ন, মাথে মুকুট চন্দ্র কিরণ ;
মন্দে হাসন জিয়া কি বসন, মোহিনী মূরতি সাজে॥ (৯৭৭)

বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সখিরী মায়, পানিয়া ক্যায়সে যাঁউ।
সখি নাগর নট হাট উঁরি মটুকা তারে॥
এথি করেতে টিটাই বংশী বাট যমুনা তট,
পানিয়া ক্যায়সে যাঁউ॥ (৯৭৮)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

দরশন বিনু আঁখি তরস রহি।
পিয়া উলজ রহি কহিঁ আওরে সখি॥
পিতম প্যারে, খরব না লিনু,
তরপে তরপে জিয়া যায় রে সখি॥ (৯৭৯)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ছোড়িদে মরি এ বেঁইঞা।
মিনতি করতু হায়, পড়ি তরি এ পেইঞা,

বারে বারে সমুঝেইয়া।
পায়েলা মরি, রনু ঝনু বাজে, জাগত সস ননদিয়া॥ (৯৮০)

গৌঁড় খাম্বাজ—কাওয়ালী।

বেঁইয়া নাপা কারা মুসে মুরাকি কলাইরি।
করপা করত মোরা ছুড়িয়া মুস্‌কারিরী॥
আওরজ বরজ মরি একোহোনা মানে,
কাদারা পিয়া মরি দেত দোহাইরী॥ (৯৮১)

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

যাও যাও যাও তুমে পীরিতি না কিনিরে।
কাহে ঠারো ঠারো বেঁই ম্যায়ে তু রলুবে॥
নিপট কঠিনা তুহি, আউর কহাভি নেহি,
তুহু অতি লম্পটা বুঝনু তো রীতিরে॥ (৯৮২)

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

রাত সেঁইঞা বিনা নিদ নাহি আইরে।
তড়ফে তড়ফে সারে রহেনে গোঁয়াইরে॥
সাস ননদা মোরি সুখ আঁখি বাওরাণা,
উনা বিনা নিশি দিন জিয়ানা বাব্‌রাইরে॥ (৯৮৩)

বেহাগ খাম্বাজ—কাওয়ালী।

সু প্যারে এ তেনিয়া রাজ মরি মান।
আন তেরে গলে লাগান কো বারে মান॥
দয়া কিসিনা করে, জোড় করতু হায়,
রাখিলে মান আও মান॥ (৯৮৪)

চতুর্বিংশ খণ্ড।

বিবিধ-সঙ্গীত।

(সরস্বতী-বন্দনা।)

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

শ্বেত সরোজবাসিনী, গান-বাদ্য-বিধায়িনী,
তুমি মা কবিতা দেবী বেদ-প্রসবিনী।
অভয় চরণ তব, দীনজন বিভব,
দেহ মা চরণ অচিন্ত্যরূপিণী।
আজি সারস্বত সম্মিলন, অধীনের বন্ধুগণ,
করিবেন আনন্দ, সুর-নর-বন্দিনী॥ (৯৮৫)

(ষড় রাগের মূর্ত্তিবর্ণনা গীত।)

ভৈরব—একতালা।

রজতাচলে বরণ রাগ ভৈরব বৃষবাহন,
তিমিরান্তক সদৃশ শূল নর শির করে শোভন॥
গঙ্গাধর চন্দ্রচূড়, ত্রিনয়ন ফণিভূষণ,
বিষাদ দন্তি কীর্ত্তিবাস, সুরনর মুনি বন্দন॥ (৯৮৬)

শ্রী—আড়া।

প্রিয়াসনে উপবনে বনমাঝে বিহরে।
কৌতুকে কুসুমচয় চয়ন করে॥

নাহিক রূপের শেষ, ধরি বিলাসের বেশ,
শ্রীরাগ শিশির ঋতু শোভিত করে॥ (৯৮৭)

বসন্ত — ঝাঁপতাল।

সরস সুন্দরবর বসন্ত ঋতু আওয়ে।
জগত জনকে মনমে চয়ন সুখ ছাওয়ে॥
সকল বন উপবন প্রফুল্ল ফুল সাজে,
কুঞ্জকানন কুসুম পরি ভ্রমর রাজে।
মত্ত কোকিল মধুর শাখা'পর গাওয়ে,
দশ দিক সুগন্ধ শীতল পবন ধাওয়ে।
এয়সে ঋতুরাজ সংসার সুখ দাই,
সকল দিন রয়েন বিরহিণী মাতাই॥ (৯৮৮)

মেঘ — একতালা।

নীলাঞ্জন বরণ পিঙ্গলোচন গজবাহন।
অতি গভীর বচন যুবতী কামিনী মনোরঞ্জন॥
পঞ্চবাণ বান বিহুর মেঘরাগ সুন্দরং,
সতত সদভিহার বরিষা ঋতু ভূষণ॥ (৯৮৯)

দীপক — একতালা।

বিশাল অরুণ আঁখি লোহিত বরণ।
নিরন্তর ক্রীড়ারসে মগ্ন বিচক্ষণ॥
তরুণিগণেরি প্রিয়, পঞ্চম মধুর বয়,
পিকবর সম অতি মধুর বচন॥ (৯৯০)

বৃহন্নট — চৌতাল।

সুবর্ণ সদৃশ তনু শোণিত কায়।

হয় আরোহণে রণমাঝেতে বেড়ায় ॥
প্রতাপে তপন সম জলধি শুখায়,
হেরি ঐ বিশবগণ মূৰ্চ্ছিত প্রায় ॥ (৯৯১)

(উড়িয়া সঙ্গীত।)

বিভাষ—একতালা।

এই কি ঘটিল শেষ গো, এই কি ঘটিল শেষ।
এবে ডুবিল মোহরি দেশ ॥
সুজড় সবুযাই বুসিলা, খৃষ্টান কাঁইনু আসি পশিলা,
রহি রহি সবু সুখ খসিলা, বঢিল কুরঙ্গ রস গো।
নাম জগন্নাথর বিসরই, হরিনামামৃত তুঁড় না লই,
অখাদ্য খবাকু বঙ্গালী হই, হেলানি ইশুর দাস গে।
বাপর মায়র দুখ ন ভাবি, আপন বন্ধুজন সেবি,
মনমত দেখি করিলা বিবি, ছড়ি নিজ গৃহবাস গো।
রামাপতি ইবে কহিছি শুন, অকারণ কেনি প্রমাদ গণ,
অও যেতে হব সুদিন কুদিন, সবুত ভাগ্যের দোষ গো ॥ (৯৯২)

বাঁরোয়া—খ্যামটা।

মতে ছাড়িদে বাট মোহড়।
তু মর প্রাণ এ বঁকা থোহড় ॥
দে ছাড়িদে বাট, জিব যমুনা হাট,
ফিরি আসি ফিরি দিব পিড়িতি দাঁড় ॥ (৯৯৩)

(সাঁওতাল সঙ্গীত।)

কাফী—কাহর্ব্বা।

উতারো, উতারো, হো, ফসলি করকে তু খেলাব।

খুদবো মাটী, বুন্‌বো সাটী,
দিঠে দিঠে তোরে রখবো হো॥ (৯৯৪)

(গুজরাটী সঙ্গীত।)

এক অখণ্ড অনন্ত অগোচর ঈশ অদ্বৈত উপাসুঁরে।
অত্যদ্ভুত জগনী রচনা নে, নিরখি উল্লাসুঁরে;
সত্য শুদ্ধ সচরাচর ব্যাপক ব্রহ্মপদে হুঁ বিলাসুঁরে।
বিষয়-বাসনা তুচ্ছ গণিনে চিদঘননে অধ্যাসুঁরে;
রটন ভজন প্রভু ঈশ গুণ কীর্ত্তন নিশদিন হুঁ অভ্যাসুঁরে;
যে অপরাধ অগাধ কিধাছে অতিশয় মনে ভিমাসুঁরে।
ক্ষমা কর করুণাসিন্ধু প্রভু এ বচনে বিশ্বাসুঁরে।
পরা ভক্তিথি প্রভুনে বিনায়ু যমদণ্ডথি নেও ত্রাসুঁরে;
পরাৎপর পরলোক বিসে প্রভুচরণ সমীপে নিবাসুঁরে॥(৯৯৫)

(মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীত।)

হে জগদীশ দীনদয়ালা, নমিতো তব চরণালা।
ত্যারা চুনিমি সাধন নেণে দুস্তর ভবতারণালা॥
কৃপাসাগর তুঁ অসশি জগনাথা,
নম্র করি তোঁ মি চরণে তুঝা মাথা।
অসেঁ পাপী মি, পতিত দুরাচারী,
তুঁচি হউনি বা সদয় মলাতারী॥ (৯৯৬)

(সংস্কৃত সঙ্গীত।)

লুম ঝিঝিট—মধ্যমান।

ভজ রে সত্যং, জ্ঞানমনন্তং আনন্দরূপমমৃতং;
শান্তং শিবমদ্বিতীয়ং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।

ইহ সপ্ত সাগরনীরে, কুরু রে অবগাহনং,
প্রাণ মন হৃদয় জীবনং, ভবিতা পুণ্যভবনং।
ইহ সপ্ত কুসুম সপ্ত মালায়াঃ, কুরু রে কণ্ঠে ধারণং,
প্রাণমনোহৃদয়জীবনং, ভবিতা পুণ্যভবনং॥ (৯৯৭)

(ইংরাজী বাঙ্গালা মাথুর সখীসংবাদ।)

ঝিঁঝিট থাম্বাজ—পোস্তা।

আমারে ফ্রড ক'রে কালিয়া ড্যাম তুই কোথা গেলি।
আই য়্যাম্ ফর ইউ ভেরি স্যরি,গোল্‌ডেন্ বডি হ'ল কালি॥
হো, মাই ডিয়র ডিয়রেষ্ট, মধুপুর তুই গেলি কৃষ্ণ,
ও মাই ডিয়র হাউ টু রেষ্ট হিএর ডিয়র বনমালী।
(শুন রে শ্যাম তোরে বলি।)
পুওর ক্রিচর মিল্ক গেরেল, তাদের ব্রেষ্টে মারলি শেল,
নন্‌সেন্স তোর নাইকো আক্কেল, ব্রিচ অফ কনট্র্যাক্ট কর'লি।
(ফিমেল গণে ফেল্ কর্‌লি।)
লম্পট শঠের ফরচুন্ খুল্‌লো, মথুরাতে কিং হ'লো,
অক্কেলের প্রাণ নাশিল, কুবুজার কুঁজ পেলে ডালি।
(নিলে দাসীরে মহিষী বলি।)
শ্রীনন্দের বয় ইয়ং ল্যাড, ক্রুকেড্ মাইন হার্ড,
কহে আর, সি, ডি, বার্ড, এ পেলাকারড কৃষ্ণ কেলি।
(হাপ ইংলিশ হাপ বাঙ্গালী॥ (৯৯৮)

(হোরি সঙ্গীত।)

বাহার বাগেশ্রী—রূপক।

কুঞ্জে কুঞ্জবিহারী, খেলেত হোরি,

সঙ্গে লিয়ে গোরী প্যারী।

বহে মলয়া পবন, প্রফুল্লিত ফুলবন,

গুঞ্জরে ভাঁওরা অন যুগল চরণ'পরি॥

পীতাম পীত পাছড়ী, রাধে পহেনি নীলা সাড়ী,

পট্টা দো পট্টা উড়ি, তেড়ি কবেরী।

বেরি বেরি সখী অন, দেওয়ে চুয়া চন্দন,

নিরখি নন্দ নন্দন, মারে পিচকারী।

বাজে মৃদং রসাল, ব্রহ্ম তাল, রুদ্র তাল,

পঙ্ক্তি কহে নন্দলাল, খেলে আবরি॥ (৯৯৯)

(শ্রীশ্রী৺গঙ্গামাতার বন্দনা।)

দেশ—কাওয়ালী।

কলুষ বিনাশিনী গঙ্গে, হের গো অপাঙ্গে মা॥

বিষ্ণুপদে উদ্ভব, শিরে ধরেন সদাশিব,

ব্রহ্মা কমণ্ডলে তব আবির্ভাব রঙ্গে॥

পাতালেতে ভোগবতী, মহীতলে ভাগীরথী,

গোলোকে বিরজা খ্যাতি, অসীমা তব মহিমা তরল তরঙ্গে।

সগর রাজার বংশ, ব্রহ্মশাপে হইল ধ্বংস,

আপনি হলেন অবতংস, পরশি বারি গেল তরি,সবংশে পাপাঙ্গে।

শতেক যোজন থেকে, যদি গঙ্গা ব'লে ডাকে,

বৈসে গিয়া ব্রহ্মলোকে, তব কৃপাতে বিহরে দেবগণ সঙ্গে।

শুনি গো বেদের উক্তি, দরশনে পরশনে মুক্তি,

গঙ্গৈব পরমং গতি,খগদীনের আসন্নে যেন ঢেউ লাগে অঙ্গে॥(১০০০)

পঞ্চবিংশ খণ্ড।

পরিশিষ্ট।

রাগ-রাগিণীর কালনির্ণয়।

কোন্ সময়ে কোন্ রাগ-রাগিণী গান করিতে হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

সোহিনী ও মালকোষ রাগিণী ঊষা ৪টা হইতে ৫॥টা পর্য্যন্ত।

ললিত ও (ভৈঁরো) ভৈরব প্রভাত ৫॥ হইতে ৬টা।

ভৈরবী ও রামকেলী পূর্ব্বাহ্ন ৬টা হইতে ৮টা।

কুকভ, বিভাষ, আলাইয়া ও দেবগিরি পূর্ব্বাহ্ন ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত।

টোড়ি, সিন্ধু, কাফি, আসোয়ারি ও সিন্ধুড়া পূর্ব্বাহ্ন ১০টা হইতে ১২টা।

সারঙ্গ, গৌড়সারঙ্গ, মুলতান ও সামন্ত মধ্যাহ্ন ১২টা হইতে ২টা।

পিলু, বারোঁয়া অপরাহ্ন ২টা হইতে ৪টা।

গৌরী ও পূরবী অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৬টা।

ইমনকল্যাণ, কল্যাণ, অহং, ভুপালী, ইমনভূপালী, জয়-জয়ন্তি, কেদারা ও হাম্বির সায়াহ্ন ৬টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত।

বাগেশ্রী, খাম্বাজ, সাহানা, কানেড়া, পাহাড়ী, ঝিঁঝিট, বাহার ও পরজ রাত্রি ১০টা হইতে ১২টা।

মেঘ, বসন্ত, শঙ্করা, বেহাগ, মেঘমল্লার, দেশ, সুরট ও সুরটমল্লার নিশীথে ১২টা হইতে ৪টা।

গৌর মল্লার ও বাউলের সুর প্রায় সকল সময় গাওয়া যায়।

কালবিশেষে রাগের সময়; যথা—শরৎকালে ভৈরব রাগ, হেমন্তে মালকোষ, শীতকালে শ্রী বা নটনারায়ণ, বসন্তে বসন্ত বা হিণ্ডোল, গ্রীষ্মকালে দীপক এবং বর্ষাকালে মেঘ রাগ।

রাগরাগিণীর সুর বর্ণনা।

ভিন্ন ভিন্ন রাগ রাগিণীতে ভিন্ন ভিন্ন পরদা বা সুর ব্যবহৃত হয়। কোন্ রাগ-রাগিণীতে কোন্ কোন্ পরদা ব্যবহৃত হয়, নিম্নে তাহা লিখিত হইল।

যে সুর অন্য সুর অপেক্ষা প্রধান, অর্থাৎ যে সুরের অধিক প্রয়োগ হয়, তাহাকে "বাদী" বা "জান" কহে। যে সুর "বাদী" বা "জানের" আশ্রিত হইয়া প্রয়োগ হয়, তাহাকে "সম্বাদী" কহে। যে সুর যে রাগ রাগিণীতে একেবারে ব্যবহৃত হয় না, তাহাকে "বিবাদী" বা "বর্জ্জিত" কহে।

রাগরাগিণী।	বাদী।	সম্বাদী।	পরদা।
ভৈরব	গ	সা	ঋ ও ধ কোমল।
মল্লার	ধ	ঋ	
মেঘ	ম	প	
রামকেলী	ধ	প	ঋ ও ধ কোমল।
ভৈরবী	সা	ম	গ, ধ ও নি কোমল।

রাগরাগিণী।	বাদী।	সম্বাদী।	পরদা।
কালাংড়া	ঋ	ম	ঋ, নি কোমল, প বর্জ্জিত।
কুকুভা	ধ		ঋ, গ, ধ, কোমল।
বিভাষ	প		ধ কোমল ও কড়ি মধ্যম।
ললিত	প		ঋ, ধ কোমল।
যোগিঞা	ম		
দেশমল্লার	ধ		
দেওগিরী	ধ		
আলেয়া	ম		
গারা	সা		নি কোমল।
টোড়ী	গ		গ, ধ, নি কোমল।
লুম	গ		নি কোমল।
গুজ্জরী	গ	প	ঋ, গ, ধ, নি কোমল।
সারঙ্গ	ঋ	ম	
আসোয়ারি	ধ	ম	গ, ধ, নি কোমল।
বৃন্দাবনী সারঙ্গ	ঋ	ম	গ ও ধ বিবাদী নি কোমল।
মধুমাধবী	ম		গ, ধ বিবাদী, ঋ নি কোমল।
বেলাবেলী	গ	ঋ	
মুলতানী	ম		গ, নি কোমল।
ভীমপলশ্রী	গ	প, স	ঋ, নি কোমল।
ধানসী	গ	সা	ঋ কোমল।
বসন্ত	গ	সা	ঐ
মালসী	ম	সা	গ কোমল।

রাগরাগিণী।	বাদী।	সম্বাদী।	পরদা।
গৌরসারঙ্গ	ঋ	ম	
পটমঞ্জরী	সা	প	ঋ, গ, ধ, নি কোমল।
কাফি	ধ	সা	গ, নি, কোমল।
পূরবী	ধ	ম	ঋ, ধ কোমল, ম কড়ি।
হিণ্ডোল	গ	সা	ঋ, প, বিবাদী এবং ধ কোমল, ম কড়ি।
ইমনকল্যাণ	গ	প	ম কড়ি।
মিঞা মল্লার	প	গ	
শ্রীরাগ	সা	গ	ঋ, ধ কোমল ও ম কড়ি।
গৌরী	সা	নি	ঋ, ধ, নি কোমল এবং ম কড়ি।
ধানী	সা	ঋ, ম	ঋ, ধ কোমল।
কল্যাণ	ম	ঋ	ম কড়ি।
ভূপালী	ধ	সা	নি বিবাদী।
হাম্বির	প	সা	ম কড়ি।
ছায়ানট	ধ	ম	
বাগেশ্রী	সা	ম	গ, ধ, নি কোমল।
বারোঁয়া	ম	প	গ, নি কোমল।
কানাড়া	ম	গ	গ, ধ, নি কোমল।
জয়জয়ন্তী	ধ	ঋ	ঋ, নি কোমল।
পরজ	নি	গ	ম কড়ি।
গৌড়	প	ম	ঋ, গ, ধ, নি কোমল।

রাগরাগিণী।	বাদী	সম্বাদী।	পরদা।
সিন্ধু	ধ	ঋ	গ, নি কোমল।
সিন্ধুড়া	ঋ	ম	গ, নি কোমল।
সাহানা	গ	ম	গ কোমল।
শঙ্করা	সা	ম	ম কড়ি।
সুরট	ঋ	প	ঋ, ধ, নি কোমল।
মালকোষ	সা	গ	প বিবাদী।
বাহার	ম	প	গ, ধ, নি কোমল।
সোহিনী	সা	গ	প বিবাদী ও ঋ কোমল।
কামোদ	ধ	প	
কর্ণাট	প	ধ	
ভাটিয়ারি	সা	ম	
ইমন	গ	কড়ি ম	ম কড়ি।
কেদারা	ম	প	ম কড়ি।
খাম্বাজ	গ	প	নি কোমল।
বেহাগ	গ	প	
দেশ	ধ	ঋ	

গলাসাধা ও সঙ্গীত শিক্ষার উপায়।

শ্রুতি হইতেই স্বরের উৎপত্তি। স্বরানুভাবকতা বৃত্তির দ্বারা কেবল সুর শ্রবণ করিয়া আপনা হইতেই সুরের সহিত সুর মিলাইবার ক্ষমতা জন্মে। অতএব প্রথমতঃ কোন যন্ত্রের কিম্বা মনুষ্যের কণ্ঠের সুর মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করা উচিত।

গলা সাধিবার পক্ষে তাম্বুরাই উৎকৃষ্ট যন্ত্র। প্রথমত তাম্বুরা বাঁধিয়া নিজের গলার সুর তাম্বুরার সুরের সহিত মিলাইতে অভ্যাস করিবে। যন্ত্রের সহিত সুর মিলান ভালরূপ অভ্যাস হইলে, সুরের উচ্চতা ও নীচতা অভ্যাস করিতে হইবে।

স্বর সাত প্রকার ; যথা—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ বা নিখাদ। গায়ক ও বাদকগণের সুবিধার্থ ইহাদের সাঙ্কেতিক নাম—সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি দেওয়া হইয়াছে। উক্ত সুরের তিনটী গ্রাম আছে ; যথা—"উদারা" অর্থাৎ নিম্ন সপ্তক সুর, "মুদারা" অর্থাৎ মধ্য সপ্তক সুর ও "তারা" অর্থাৎ উচ্চ সপ্তক সুর। এই সাতটী সুর ঠিক সমান-রূপে ব্যবহৃত হয় নাই। সা হইতে ঋ যেরূপ উচ্চ, ঋ হইতে গ ঠিক ততটুকু উচ্চ। কিন্তু গ হইতে ম উহাদের ঠিক অর্দ্ধেক উচ্চ। ম হইতে প. প হইতে ধ, এবং ধ হইতে নি ঠিক সা হইতে ঋ যতটুকু উচ্চ, ততটুকু উচ্চ, কিন্তু নি হইতে সা (গ হইতে 'ম'র ন্যায়) উহাদের ঠিক অর্দ্ধেক উচ্চ। হারমোনিয়ম যন্ত্রের চাবির সহিত মিলাইলেই সুরের রূপের বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমে 'সা' সুর কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া ঠিক যন্ত্রের সুরের সহিত মিলাইবে। পরে ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, ক্রমে ক্রমে উচ্চে কণ্ঠ উঠাইয়া সুর ঠিক করিতে হইবে। হারমোনিয়ম হইলে সুর সাধিবার জন্য আর কাহারও সাহায্য লইতে হয় না। এক একটী চাবি পরে পরে টিপিয়া গলার সহিত সুর গুলি ঠিক করিয়া লইবে। গলা সাধিবার সময় মুদারা অর্থাৎ মধ্যম রকম আওয়াজে গলা সাধিবে। মুদারা সাধা হইলে সুর ক্রমে

চড়াইয়া উচ্চ সুর অর্থাৎ তারার সুর অভ্যাস করিবে। সেইরূপ আবার সুর নিম্ন করিয়া উদারার সুর অভ্যাস করিবে।

সাতটী সুরকে পরে পরে ক্রমাগত উচ্চে উঠাইলে তাহাকে "অনুলোম" বলে ; যথা—সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি। সেইরূপ ক্রমান্বয়ে পর পর উচ্চ হইতে নিম্ন করিয়া আনিলে, তাহাকে "বিলোম" কহে ; যথা—সা, নি, ধা, পা, মা, গা, ঋ, সা।

ঋ, গ, ধ ও নি এই চারিটী সুরের কোমল হয়, অর্থাৎ এই সুরগুলি পূর্ণ যত উচ্চ, তাহার অর্দ্ধেক উচ্চ করিয়া ধ্বনি করিলে ইহাদের কোমল হইল ; অর্থাৎ সা হইতে ঋ পূরা যতটুকু উচ্চ, তাহার অর্দ্ধেক উচ্চ হইলেই ঋ কোমল হইল। গ, ধ ও নি সুরেরও ঐরূপ। ম পূরা সুরে উচ্চারণ করিলে তাহাকে কড়ি মধ্যম বলে। গ হইতে ম যতটুকু উচ্চ, আর ততটুকু উচ্চ করিয়া ধ্বনি করিলেই কড়ি মধ্যম হইল।

উপরিলিখিত সকল প্রকার সুর হারমোনিয়ম কিম্বা অন্য কোন যন্ত্রের সাহায্যে অভ্যাস হইলে, তৎপরে সঙ্গীত শিক্ষা করিবে। সুরবোধ না হইলে সঙ্গীতে দখল জন্মে না ; তজ্জন্য অগ্রে সুরজ্ঞান জন্মাইবার চেষ্টা করিবে।

প্রাতঃকালে উঠিয়া তাম্বুরা কিম্বা কোন একটী যন্ত্র লইয়া গলা সাধা উচিত। প্রথম প্রথম গলা সাধিতে গেলে গলার স্বরবদ্ধ হইয়া গলা ভাঙ্গিয়া যায়। এরূপ হইলে আদা, মরিচ, মিছরি, আকরকরা বচ, লবঙ্গ প্রভৃতি খাইলে গলা সারিয়া যায়। অধিক রাত্রি জাগরণ, হিম লাগান গলা ভাঙ্গিবার কারণ, ও এরূপ হইলে গলা খারাপ হইয়া যায়। সুরসাধন সময়ে তামাক খাওয়া নিষিদ্ধ।

নাসিকা স্ফীত করিয়া কোমল ধ্বনি করা কিম্বা কণ্ঠ চাপিয়া সঙ্কুচিত ধ্বনি করা উচিত নহে। বক্ষের জোরে খোলা ও উচ্চ ধ্বনি বাহির করিয়া ক্রমে ক্রমে স্বর বৃদ্ধি করিয়া শ্বাসের স্থায়ীত্ব-কাল বৃদ্ধি করা উচিত। যাহাতে দন্ত দৃষ্ট হয়, এরূপ মুখবিস্তার করা, গাল স্ফীত করা, গ্রীবা বক্র করা প্রভৃতি মুদ্রাদোষ অর্থাৎ অঙ্গবিকৃতি করা বড় দোষ, ইহা পরিত্যাগ করিবে।

সম্পূর্ণ।